রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি-পরিচয়

রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি-পরিচয়

নলিনী পুষ্পাঞ্জলি ক্ষণিকা শিশু খেয়া গীতিমাল্য-গীতালি বলাকা ফাল্গুনী ও অন্যান্য

বিশ্বভারতী-রবীন্দ্রভবন

শান্তিনিকেতন

तमसो मा ज्योतिर्गमय

VISVA BHARATI
LIBRARY
SANTINIKETAN

081.01(04)

K 131

375197

রবীন্দ্রচর্চা-প্রকাশ ৬

২৫ বৈশাখ ১৩৯৮

তথ্য ও পাঠ -সংকলন : শ্রীকানাই সামন্ত

গ্রন্থশেষে সংযোজন সংশোধন ও চিত্রসূচী

প্রকাশক : রবীন্দ্রভবন । শান্তিনিকেতন

মুদ্রক : শ্রীতিলক দাস । শ্রীলক্ষ্মী প্রেস । বোলপুর

নিবেদন

রবীন্দ্ররচনার পাণ্ডুলিপি -সংক্রান্ত তথ্য- সন্ধান ও সংকলনই বিশ্বভারতী-প্রবর্তিত রবীন্দ্রচর্চা প্রকল্পের বিশেষ একটি কৃত্য। তাহার ফলে দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা পত্র-পত্রিকায় যেমন অনেকগুলি নিবন্ধের প্রচার তেমনি রবীন্দ্রনাথ-রচিত সন্ধ্যাসঙ্গীত, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, প্রকৃতির প্রতিশোধ, ভগ্নহৃদয়, রাজা ও রানী প্রভৃতি কয়েকখানি কাব্য নাটক গীতিনাট্য ও গীতিকাব্যের পাঠপঞ্জীকৃত বিশেষ সংস্করণ প্রকাশিত। গবেষণামূলক যে-সকল নিবন্ধের উল্লেখ প্রথমেই, প্রচার মুখ্যত: বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিক পত্রিকায় ও ষাণ্মাসিক রবীন্দ্রবীক্ষায় (কদাচিৎ অন্য সাময়িক পত্রে, যেমন শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত 'কবি ও কবিতা'য়), সেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না হওয়ায় শিক্ষিত সজ্জন মাত্রের সহজলভ্য ছিল না। বর্তমান গ্রন্থে পূর্বপ্রচারিত সমুদায় প্রবন্ধের একত্র সংকলন সম্ভব না হইলেও, বিশিষ্ট অনেকগুলি রচনা সংগ্রথিত। একজন্য প্রত্যেকটি রচনার সম্পাদনাও করা হইয়াছে নূতন করিয়া।

রবীন্দ্র- অনুরাগী ও অনুসন্ধিৎসু জনের আগ্রহ থাকিলে, এই পর্যায়ের অন্যান্য গ্রন্থ-প্রকাশও ত্বরান্বিত হইবে ভবিষ্যতে, এরূপ আশা করা যায়।

বিষয়সূচী

	পৃষ্ঠা		পৃষ্ঠা
নলিনী	১	শিশু	৬৬
পুষ্পাঞ্জলি	১৫	খেয়া । স্বদেশী গান । সুপ্রভাত	১০৩
ক্ষণিকা	৪৪	গীতিমাল্য-গীতালি । বলাকা । ফাল্গুনী । অন্যান্য	১৩৩

পরিশিষ্ট

পারিবারিক স্মৃতিলিপি-পুস্তক	২৩৩	রবীন্দ্ররচনায় পরিবর্তন / বিবর্তন	২৭৩
[পূর্বকালে] -'পরিবর্তন' । মানসী	২৬৭	ছড়ার ছবি : 'খেলা' কবিতায় বিবর্তন	২৮০

প্রাসঙ্গিক সংকলন

রবীন্দ্ররচনাবলি

আকুল আহ্বান (পুষ্পাঞ্জলি)	২২	তারি মুখে আজ (খেয়া'র 'প্রভাতে' কবিতার স্তবক ৪)	১২২
শান্তি (পুষ্পাঞ্জলি)	২৫	অন্ধকারের উৎস হতে (গীতালি)	১৯০
আকুল আহ্বান (বালক ১২৯২)	৩৬	শঙ্খ (বলাকা । পূর্বপাঠ)	১৯২
সমব্যথী (শিশু-পাণ্ডুলিপি)	৮৫	ছবি (ঐরূপ)	১৯৫
এক মনে তোর একতারাতে (খেয়া-ধৃত 'সীমা'র রূপান্তর)	১০৮	তাজমহল [শাজাহান] (ঐরূপ)	২০২

রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি ১১১

	পৃষ্ঠা		পৃষ্ঠা
আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি	২২০	The time is loud today	২২৭
এস এস বসন্ত ধরাতলে	২২৩	Don your white robe	২২৮
There sounded a voice	২২৭	Let me lay my heart / The lamp is	২২৮

পারিবারিক খাতা

বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গালী চরিত্র	২৪৬	বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা (শেষাংশ)	২৫৮
ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতির অভিব্যক্তি	২৪৭	[কাব্য]	২৬০
Dialogue : Literature	২৪৮	ঘানির বলদ যদি মনে করে ইত্যাদি	২৬৩
সাহিত্য	২৫২	মানুষকে দেখলে আমার অনেক সময়ে ইত্যাদি	২৬৩
বাঙ্গলায় লেখা	২৫৬	'মুর্শিদাবাদকাহিনী'-আলোচনা	২৬৪
অপরিচিত ভাষা ও অপরিচিত সঙ্গীত	২৫৬	[শব্দতত্ত্ব]	২৬৬

অন্যান্য রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি

পূর্ব্বকালে (মানসী) →	২৬৯	তদেব। 'পরিবর্ত্তন—'	২৭১
'খেলা' / 'প্রবীণ' : লাঞ্ছিত দ্বিতীয় পাঠ →	২৮৪	তদেব। গ্রাহ্য চতুর্থ পাঠ	২৮৬
খেলা (ছড়ার ছবি)	২৯৫	প্রবীণ (নবজাতক)	২৯৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নলিনী

পাণ্ডুলিপি ৯৩এ (৪৩৮)

শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী এই পাণ্ডুলিপিখানি বিশ্বভারতীকে দান করেন। পাণ্ডুলিপি খণ্ডিত ; নাটকের সূচনা ও শেষ অংশ মিলাইয়া কেবল ৫ পাতা বা ১০ পৃষ্ঠা। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় যে পরিমাণ লেখা রবীন্দ্রহস্তাক্ষরে দেখা যায় তাহাতে মনে হয় নাটকের যে অংশ নাই তাহা হারানো ৪ পাতায় বা ৮ পৃষ্ঠায় লেখা ছিল। মাত্রিক শতাংশে সংরক্ষিত পাতাগুলির মোটামুটি মাপ ১৬.৮ × ১০.৪ ; প্রত্যেক পাতার চারি ধার পরিচ্ছন্নভাবে না কাটায়, কোনো কোনো পাতায় ঐ মাপের সামান্য ইতর-বিশেষ। পাতায় রুল টানা নাই, এই অর্থে সাদা। পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহে আসিবার পরে সংরক্ষণের উদ্দেশে প্রত্যেক পাতার দু পিঠ কাচ-কাগজে ঢাকিয়া পুনশ্চ বাঁধাই করা হয় এবং প্রত্যেক বিজোড় পৃষ্ঠার দক্ষিণোর্ধ্ব কোণে যথাক্রমে 1 3 5 7 9 এই ক'টি অঙ্ক বসানো হয় ; জোড় পৃষ্ঠার উহ্য অঙ্কগুলি অনুমানে বুঝিতে হইবে। বর্তমানে পাতাগুলির অবস্থা এরূপ—

1-2 বহু স্থানে জীর্ণ বা সছিদ্র।

3-4 তুলনায় জীর্ণতা অল্প।

9-10 শেষ পাতাখানির বাহির-দিক (সেলাইয়ের বিপরীত) নিম্নভাগে খানিকটা ছিঁড়িয়া যাওয়ায় পূর্বপৃষ্ঠার পর পর তিন ছত্রের শেষে কয়েকটি কথা নষ্ট হইলেও পরের ছত্রটি (ঐ পৃষ্ঠার শেষ ছত্র) সম্পূর্ণ আছে, অপিচ শেষ পৃষ্ঠার, পিঠোপিঠি অন্তিম চার ছত্রেও কোনো ক্ষয় ক্ষতি ঘটে নাই।

পাণ্ডুলিপির সংরক্ষিত ক'খানি পাতা কোনোসময় পিন দিয়া গাঁথা ছিল, তাহার চিহ্ন দেখা যায়। বর্তমানে কাচ-কাগজে মূল পাতাগুলি

মুড়িয়া নূতন ভাবে বাঁধাই করার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে ; বাঁধাই গ্রন্থের মাপ মাত্রিক শতাংশে ২৪ × ২২ × ১। রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহে এই পাণ্ডুলিপির অভিজ্ঞানসংখ্যা : ৯৩এ। (রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক সংশোধিত মুদ্রিত গ্রন্থের ফোটো-কপি : ৪৩৮।)

এ পাণ্ডুলিপির একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহার তিন পাতা (1-6) পুরা লিখিয়া পুরাপুরি কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে 1-2 পৃষ্ঠার কিয়দংশে ভিন্ন হাতের যে লেখা তাহা রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হওয়াই সম্ভবপর। পরবর্তী আরেক পৃষ্ঠায় (4) দুইটি অনুচ্ছেদে সম্পূর্ণ আরেক হস্তাক্ষর। রবীন্দ্রনাথের বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নয়। অ ছ ি এই ক'টি স্বর ব্যঞ্জন ও ব্যঞ্জনাশ্রিত স্বরচিহ্ন লিখিবার ভঙ্গী যেমন পৃথক, ছোটো ছোটো হরপগুলির ছাঁদও বিশেষভাবে ঋজু— প্রথম দৃষ্টিতেই মেয়েলি হাতের লেখা মনে হয়। ইহার বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায় সত্যেন্দ্রনাথের সহধর্মিনী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর হাতের লেখায়। নলিনীর পাণ্ডুলিপি ১২৯০ সনের শেষভাগে প্রস্তুত হয় আর ইন্দিরাদেবীকে লেখা তাঁহার মায়ের যে চিঠি আমরা রবীন্দ্রসদনে দেখিতে পাই তাহার রচনা ১৩১৭ সনে (জুলাই ১৯১০)— দীর্ঘ ২৭ বছরের ব্যবধানে কিছু পার্থক্য দেখা গেলেও লেখার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি অক্ষুণ্ণ আছে এরূপ আমাদের মনে হয়। লিপিবিদ্ আরো নিশ্চিতভাবে বলিতে পারিবেন।

পাণ্ডুলিপিতে ও মুদ্রিত গ্রন্থে পাঠভেদ প্রত্যাশিত সন্দেহ নাই। প্রথমাংশে অন্যের লেখা থাকায় এবং সবটা বর্জনচিহ্নিত বা লাঞ্ছিত হওয়ায় (আসলে সমস্তই বর্জিত নয়) পাঠভেদ অবশ্যই অধিক ; সংরক্ষিত শেষাংশে তেমন নয়।

বর্তমান খণ্ডিত পাণ্ডুলিপির তৃতীয় পাতার পরে ও চতুর্থ পাতার পূর্বে (6 ও 7'এর মধ্যে) রচনার যে অংশ পাওয়া যায় নাই তাহাতে ছিল মনে হয় গ্রন্থে-মুদ্রিত— 'নীরদ। আমি ত নবীনের মত এ রকম ক'রে কথা কইতে পারি নে! আর' (রবীন্দ্ররচনাবলী, অচলিত ১, পৃ ৪০৭ প্রথম ছত্র)[১] হইতে 'তা হ'লে আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াব ?' (তদেব, পৃ ৪১৫, ছ ১৭ বা ১৮)[১] অবধি রচনাংশ, অর্থাৎ প্রথম দৃশ্যের শেষ ভাগ হইতে তৃতীয় দৃশ্যের প্রায় সবটাই।

১ প্রথম মুদ্রণ ১৩৪৭ আশ্বিন। ১৩৬৯ বৈশাখে মুদ্রিত গ্রন্থ দেখা যাইতে পারে। উভয় মুদ্রণে ছত্র সাজানোয় কদাচিৎ সামান্য পার্থক্য থাকায় ছ ১৭ (১৩৪৭) পরে হয় ছ ১৮, ১৩৬৯।

প্রথমে লাঞ্ছিত রচনাংশের পাঠ কিরূপ তাহাই দ্রষ্টব্য। পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থ (রচনাবলী, অচলিত ১, পৃ ৩৯৯-৪২১) পরস্পর তুলনীয়।

1 প্র[থম] অঙ্ক।/প্রথম গর্ভাঙ্ক।/সন্ধ্যা।/কানন।/সূচনায় রবীন্দ্রহস্তাক্ষরে ৪ ছত্রে এইভাবে নাট্যব্যাপারের উপস্থাপনা। তৎপরিবর্তে মুদ্রিত নাটকে (১২৯১ বৈশাখ) : নলিনী।/ প্রথম দৃশ্য।/অপরাহ্ণ।/কানন।/নীরদ।/

বলা উচিত পাণ্ডুলিপির শেষাংশে অঙ্ক গর্ভাঙ্ক নাই, তৎপরিবর্তে পাই—

7 চতুর্থ দৃশ্য। / দেশ। / নীরদ নীরজা। /

8 পঞ্চম দৃশ্য। / নলিনীর উদ্যানে বসন্ত উৎসব। / নীরদ নীরজা। /

10 ষষ্ঠ দৃশ্য। মুমূর্ষু নীরজা। পার্শ্বে নীরদ। / নবীন। /

উল্লিখিত তিন ক্ষেত্রে তিনটি দৃশ্যেই পাণ্ডুলিপি মুদ্রিত গ্রন্থের আদর্শ-স্বরূপ।

পাণ্ডুলিপির সূচনায় প্রথমোক্ত পাত্রের মাধব নাম কাটিয়া করা হয় : নীরদ / দাঁড়ি দিয়া পরে : হা কে [ব]লে দিবে ইত্যাদি।/এবং—

1/৪০১ নলিনী ও ফুলির প্রবেশ

নীরদ। (স্বগত)—এরকম সংশয়ে ত [আ]র থাকা যায় না। আর কতদিন এমন করে কা[টিবে! কখন] আলোয় কখ[ন] অন্ধকারে-·· আজ যা হয় [এক]টা স্থির করে জানতে হবে। আজ হয় আমার দুঃখের অবসান, নয় আমার সুখের শেষ যা হয় হবে— একবার কাছে যাই। একবার জিজ্ঞাসা করে দেখি।— যদি বলে— না। সে কি বজ্রাঘাত হবে! আচ্ছা তাই হোক্! নলিনি—

নলিনী। আয় ফুলি আমরা ঐ দিকে ×যাই গিয়ে ঐ গোলাপ ফুলটা তুলে [ি]নয়ে আসি— আর দেখ্ তুই ওই ফুলটা তোলা হলে আমার খোঁপায় প[র]িয়ে দিস্ ×আমার মাথায় ফুলের বাহার [ে]দখ[ে]ল] নবীন একেবারে ভাবে গোলে [য]ায়— আজ নবীন আসে ত মজাই হয় ×

আজ এখনো নবীন এলো না কে[ন] ফুলি ?[২]

নীরদের উল্লিখিত উক্তির বহুশ: পরিবর্তন গ্রন্থে। হস্তলিপির নিরিখে বলিতে হয়, সম্ভবতঃ সবটাই লেখেন রবীন্দ্রনাথ; অপর পক্ষে উদ্ধৃতির শেষ বাক্যটি বাদে নলিনীর উক্তি লিপিবদ্ধ করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। উল্লিখিত শেষ বাক্য হইতে আবার কলম ধরেন রবীন্দ্রনাথই। পর পর ফুলি ও নীরদের উক্তি শেষ হইলে, পাণ্ডুলিপির দ্বিতীয় পৃষ্ঠার তৃতীয় ছত্র হইতে পুনশ্চ নলিনীর উক্তি লিখিয়া দেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—

2/৪•২ নলিনী। ফুলি কাল এই বে[ল ফু]লের গাছগুলোতে মেলাই কুঁড়ি দেখেছিলুম, আজ ত আর একটীও [ ] ×ছ চল দেখি ঐদিকে যদি ফুল পা[ই] তুলে নিয়ে আসি। (অন্তরালে) দেখ, নীরদ আজ ভারি বিষণ্ণ হ'য়ে ব'সে আছেন, তুই ওঁর কাছে গিয়ে ওঁকে একটু গান টান গেয়ে শোনাগে ×গে না [।] আমি এই ফুল তুলে নিয়ে যাচ্ছি।

দেখা যাইবে সামান্য পাঠান্তরে সবটারই সংকলন গ্রন্থে ('রচনাবলী, অ ১, পৃ ৪০২ ছ ৯-১৩)। ইহার পরেই রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখায় --

2/৪•২ ফুলি (নীরদের কাছে আসিয়া) কাকা, তোমার কি হয়েচে ? তুমি অমন ক[ ]র আছ কেন ?

নীরদ (ঈষদ্ [হ]াস্যে) একটা গোলাপ ফুলের কাঁটা ফুটেচে।

ফুলি [(তাড়াতা]াড়ি) কোথায় কাকা ?

নী [। (সস্নেহে বুকে টানিয়া) এই বুকের কাছে ফুলি !

ফু [।] আমাকে বল্লে না কেন কাকা আমি ফুল তুলে দিতুম।

নী। তুই ফুল তুলে দিবি ? তা, হয়ত তুই পারিস্।

ফু [।] নলিনী ওইখেনে ফুল তুলচে, ওই দিকে ঢের ×ফুল ফুটেচে, ওইখেনে চল, আমি তোমাকে ×ফুল তুলে দিচ্চি

---

২ পূর্বে বলা হইয়াছে পাণ্ডুলিপির পৃ 1—6 সাধারণভাবে লাঞ্ছিত। কিন্তু তৎপূর্বে বিচ্ছিন্নভাবে নানা অংশে নানারূপ কাটাকুটি দেখা যায়; কখনো একটি পদ কখনো একাধিক বাক্য চিহ্নিত। পাতার জীর্ণতাবশতঃ কোনো কোনো পদ বা পদাংশ অনুমান করিয়া লইতে হয়।

দেখা যাইবে গ্রন্থে ফুলির প্রথম উক্তিটি দ্বিধাবিভক্ত এবং গোলাপের কাঁটা বেঁধার ব্যর্থ প্রসঙ্গও বর্জিত। পুরোগামী উদ্‌ধৃতির পরবর্তী অংশে পাণ্ডুলিপি মোটের উপর গ্রন্থের আদর্শস্বরূপ, কিছুদূর পর্যন্ত। পরে পুনশ্চ প্রভেদ দেখি পাণ্ডুলিপিতে ও গ্রন্থে। সেগুলি সংক্ষেপে বুঝাইবার জন্য আমরা পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলনকালে পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাঙ্ক আর গ্রন্থের অর্থাৎ রবীন্দ্ররচনাবলীর পৃষ্ঠাঙ্ক, প্রয়োজন হইলে ছত্রাঙ্ক, আগে-আগে উদ্‌ধৃত করিব।—

3/৪০৩ ফু। এই নাও কাকা, এই দেখ, এতে কাঁটা নেই।

নী (চুম্বন করিয়া) তুই যে ফুল দিয়েছিস্ তাতে কি আর কাঁটা থাকে বাছা?

নলি (দূর হইতে) তুই আবার কোথায় গেলি ফুলি?

শীগ্‌গির আয়— এখনি অন্ধকার আস্‌বে, আর তার মা ফিরে আস্‌বে!

ফু। এই যাই। (ছুটিয়া যাওন)

গ্রন্থে প্রথম বাক্যের দ্বিতীয় অংশ যে কারণে বর্জিত সেজন্যই নীরদের প্রত্যুত্তর নূতনভাবে লিখিত। নলিনীর উক্তি সংক্ষেপীকৃত। অতঃপর পাণ্ডুলিপির বর্তমান পৃষ্ঠায় কিছু কিছু পাঠভেদ বা ভাষান্তর থাকিলেও যথার্থ ভাবান্তর নাই। কেবল পৃষ্ঠাশেষে ফুলির উক্তিতে 'দেখ'সে, দেখ'সে, আর একটা পাখীর বাসা দেখতে পেয়েছি।' গ্রন্থে রূপান্তরিত: দেখ'সে, নেবুগাছে একটা মৌচাক দেখতে পেয়েছি। (পৃ ৪০৩, ছ ৩.-২.) পরবর্তী পৃষ্ঠায় আগন্তুক নবীনের প্রথম উক্তিটুকু গ্রন্থে বিশেষ পরিবর্তিত হয় নাই কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে উহার পরেই আছে—

4/৪০৪ নলি। তুমি বুঝি লোককে কেবল বিরক্ত কর্‌তে, কষ্ট দিতেই ভালবাস। আমি আরও কত মনে কর্‌ছিলুম তুমি বেশ সকাল আস্‌বে, আমরা সবাই মিলে ফুল তুল্‌ব, মালা গাঁথব কত গল্প কর্‌ব, তুমি কিনা একেবারে সন্ধ্যা করে এলে!

নবীন। বিরক্ত কর্‌বার কষ্ট দেবার ক্ষমতা কি সকলের আছে ভাই? আমি যে এত ভাগ্যবান্ তা যদি জান্‌তুম, তা হলে কি আর দেরি করে আসি? আমি জান্‌তুম দেরী করে এলে আমারই যা ক্ষতি, তোমার তাতে কি আসে যায়?

নলি। বিরক্ত করবার কষ্ট দেবার ক্ষমতা সকলের আছে কিনা তা বলতে পারিনে, কিন্তু এ আমি বেশ জানি যে যাঁদের ও ক্ষমতাটি আছে তাঁরা তা কাজে খাটাতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন না। যাক্ আর মিছে বকাবকিতে সময় নষ্ট করে কি হবে, তোমার দেরি করে আস্‌বার দোষটা আমার উপর চাপিয়েই যদি তোমার খুব আনন্দ বোধ হয় ভাল তাই সই, আমার তো আর তাতে কোন ক্ষতি হচ্ছে না।

উল্লিখিত অনুচ্ছেদত্রয় গ্রন্থে সম্পূর্ণ বর্জিত, তৎপরিবর্তে নবীনের প্রবেশের পর প্রথম উক্তি যেটি (পাণ্ডুলিপিতে ও গ্রন্থে প্রায় অভিন্ন) তাহার অনুবৃত্তিস্বরূপ গণ্য পাণ্ডুলিপির অব্যবহিত পরের অংশ : বটে! তিরস্কারের সুখটা একবার ইত্যাদি। পূর্বসংকলিত গ্রন্থবহির্ভূত রচনা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে, নলিনীর দুটি উক্তিই সম্ভবতঃ জ্ঞানদানন্দিনীর হাতের লেখা— রবীন্দ্রনাথ অথবা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নয়। উভয়ের অন্তর্বর্তী নবীনের উক্তি রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে। গ্রন্থে সংকলিত নবীনের পরের উক্তি 'ও যন্ত্রণাটা ভাই' ইত্যাদি (পৃ ৪০৪ ছ ৯) প্রায় পাণ্ডুলিপির অনুরূপ।[৩] নবীনের এই উক্তির উত্তরে পাণ্ডুলিপির যে পাঠ (4) তাহা বহুশঃ ভিন্ন—

4/৪০৪ নলিনী। ও আবার কি রকম কথা হচ্ছে? তোমাদের একটা কথার ভিতর যে দুটো ×কথা করে মানে থাকে! আমরা × নির্বুদ্ধি জাত, × অত বুঝে উঠ্‌তে পারি নে। ফুলি ওকে সেই গানটা শুনিয়ে দে ত।

অতঃপর পাণ্ডুলিপির তুলনায় গ্রন্থে পাঠান্তর পাওয়া গেলেও রূপান্তর অথবা ভাবান্তর নাই। কেবল নলিনীর প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশের পর নীরদ যখন বলে (6) 'নলিনী, আমাকে মার্জ্জনা কর।' (পৃ ৪০৬ ছ ১৫) তখন নবীন বলে—

6/৪০৬ নবীন ×নলিনী। ʌ(তাড়াতাড়ি) আবার ওসব কথা কেন? বড় বড় হৃদয়ের কথা বলে বালিকার মনে ভার চাপাবার আবশ্যক কি? ও সব কথা যদি ওর মনের মধ্যে প্রবেশ করে তবে ×সম[স্ত] আজ সমস্ত সন্ধ্যাটা ওর মনের শান্তি নষ্ট হয়ে যাবে। (নলিনীর প্রতি) ʌনলিনী আজ বিদায় হবার আগে একটি ফুল চাই।

---

৩ ছত্রগণনায় শিরোনাম / প্রবেশ-প্রস্থান প্রভৃতি নাট্যনির্দেশ বর্জনীয়। নবীনের এই উক্তির শেষ দিকে 'ওপ্‌ড়ায়নি' মুদ্রণপ্রমাদ মাত্র; পাণ্ডুলিপিতে ও মূল গ্রন্থে : ওপ্‌ড়াইনি/

অত্র সংকলনে লক্ষ্য করিবার বিষয়, নীরদের 'মার্জনা' চাওয়ার উত্তর নলিনী দিতে পারিত, তাহার বদলে দিয়াছে নবীন; এজন্যই 'নলিনী' লিখিয়া কাটা হয় আর '(তাড়াতাড়ি)' নির্দেশটিও আসে তোলাপাঠে—আমাদের আরোপিত × ও ∧ চিহ্নে ইহাই বুঝিতে হইবে। নবীনের পরবর্তী একটি উক্তিতে 'ঘাড় ধ'রে' ছিল, গ্রন্থে 'জোর করে' (পৃ ৪০৬ ছ ৪.) হয় এবং নলিনীর প্রত্যুক্তিও কিভাবে পরিবর্তিত তাহা পরের সংকলনে দেখা যাইবে—

6/৪০৬ নলিনী। (হাসিয়া) এখন যে তুমি হেঁয়ালি ছাড়া আর কথা কও না! যে সব কথা "পণ্ডিতে বুঝিতে নারে চল্লিশ বৎসরে" আমরা মূর্খরা তার[৪] কি বুঝব।

এইখানেই সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির ষষ্ঠ পৃষ্ঠা তথা প্রথমাংশ শেষ হইলে, মাঝের আনুমানিক ৪ পাতা (৮ পৃষ্ঠা) পাওয়া যায় না এবং অপরাংশ শুরু হয় চতুর্থ দৃশ্যের কিঞ্চিৎ পূর্ব হইতে—

7/৪১৫ নীরজা। না না— আমি কি তোমাকে ছেড়ে যেতে পারি ইত্যাদি/গ্রন্থের তুলনায় পাণ্ডুলিপিতে অপেক্ষাকৃত বিস্তার নীরজার পরের উক্তিতে—

7/৪১৫ নীরজা। ∧নীরদ দেখি তোমার হাতখানি, তোমাকে একবার স্পর্শ করে দেখি, "তুমি আছ কি না আছ একবার ভাল ক'রে জানি— তুমি কখন্ থাক না থাক, কিছু যেন ঠিক নেই— তোমাকে একবার"— ভাল করে ধ'রে রাখি, কেউ যেন ছিঁড়ে না নেয়।

"—" চিহ্নিত অংশ (চিহ্ন আমাদের) মুদ্রণকালে ভ্রষ্ট অথবা বর্জিত। নীরদের পরের উক্তিতে 'এই লও' গ্রন্থে হয়: এই নাও / চতুর্থ দৃশ্যে নীরজার প্রথম উক্তিতে 'এত ফুল, এত পাখী এত শোভা' রচনাংশের 'এত ফুল' গ্রন্থে বর্জিত নয়, ভ্রষ্ট মনে হয় কপি-ছাড় হওয়ার কারণে।

---

৪ 'র' অক্ষরটির শেষে টান থাকায় 'রা' মনে হইলেও, বস্তুত: তাহা সেরূপ নয়। শব্দের শেষে অক্ষরের শেষে রবীন্দ্রনাথের লেখায় অন্যত্র এরূপ টান থাকায়। দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি-পর্যালোচনায় 'ভগ্নহৃদয়'-ধৃত লিপিচিত্র ২) 'ছাপাইবেন' মনে হইতে পারে: ছাপাইবেনা / অথচ ঐস্থলে সে কথা অর্থহীন।

পাণ্ডুলিপির অষ্টম পৃষ্ঠার প্রতিচ্ছবি এ স্থলে এবং রবীন্দ্ররচনাবলীতে (পৃ ৪১৬-সম্মুখীন) মুদ্রিত। পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থের তুলনায় দেখা যাইবে পঞ্চম দৃশ্যের সূচনায় নীরদের উক্তিতে (পূর্বোক্ত লিপিচিত্র দ্রষ্টব্য) প্রথম ও তৃতীয় ছত্রে 'এয়েছি' এবং 'ওপর' পদ-দুটির প্রয়োগ কিন্তু মুদ্রিত গ্রন্থে যথাস্থানে রূপ লইয়াছে : এসেছি / উপর / নীরদের ঐ উক্তিরই অষ্টম ছত্রে (লিপিচিত্র দ্রষ্টব্য) 'সে' ঠাঁই-নাড়া হইয়াছে আর পরের ত্রয়োদশ ও পঞ্চদশ ছত্রে যথাক্রমে 'খেলা ক'রে বেড়াক্' ও 'যতটুকু মধুর যতটুকু সুন্দর' ছাপা হইয়াছে : বেড়াক / যতটুকু সুন্দর / উভয় ক্ষেত্রেই ত্রুটি করিয়া পদ, বর্জিত নয়, ভ্রষ্ট মনে হয় মুদ্রণপ্রমাদে। অপর পক্ষে লিপিচিত্রে বিপরীত রীতির গণনায় (নীচে হইতে) যেটি পঞ্চম ছত্র তাহাতে কেবল লেখা হয় 'তোমার কাছে' আর মুদ্রণকালে সংশোধিত পাঠ : তোমার কাছে বল্‌ত / পাণ্ডুলিপির নবম পৃষ্ঠায় নীরদ 'একটা গান গাই।—' ('রচনাবলী, পৃ ৪১৮ ছ ৬.) বলার পরেই—'দেখে যা দেখে যা ইত্যাদি।' নির্দেশ ছিল গানের। কিন্তু, গ্রন্থে অনবধানেই বাদ পড়ে কি ? আমরা পরে দেখিব মুদ্রিত গ্রন্থের ঐ স্থলেই রবীন্দ্রনাথ উত্তরকালে গানের নির্দেশ দেন : ঐ বুঝি | বাঁশি বাজে |। পাণ্ডুলিপির সর্বশেষ পৃষ্ঠায় (10) পঞ্চম দৃশ্যের প্রায় শেষে নীরজার উনশেষ উক্তিতে 'করিয়া' থাকিলেও, গ্রন্থে সংশোধন : করিয়ে / ইহা ছাড়া অবশিষ্ট অংশে মুদ্রিত গ্রন্থ প্রায় পাণ্ডুলিপির অনুরূপ ইহা বলা চলিবে।

পূর্বাপর ইতিহাস

নলিনী 'নাট্য'খানি ১২৯১ বঙ্গাব্দের বৈশাখে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। ১০ মে ১৮৮৪ (২৯ বৈশাখ ১২৯১) তারিখে ইহা বেঙ্গল লাইব্রেরির গ্রন্থতালিকা-ভুক্ত হয়।[৫] শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন—

[১২৯০ অগ্রহায়ণে রবীন্দ্রনাথের বিবাহের পরে ঐ বৎসরের শেষ দিকে জোড়াসাঁকো-ঠাকুর-] পরিবারের সকলেই কলিকাতায় আনন্দ উল্লাসকে সম্পূর্ণভাবে সম্ভোগ করিবার জন্য একটি অভিনয় করিবার প্রস্তাব হইল ; কিন্তু স্থির হইল এই নাটকের রচয়িতা হইবেন

---

৫ সন্দেহ নাই যে, ৮ বৈশাখ ১২৯১ তারিখে কবির নতুনবৌঠান কাদম্বরীদেবীর মর্মান্তিক মৃত্যুঘটনার পূর্বেই এই গ্রন্থ মুদ্রিত, প্রকাশিত এবং সম্ভবত: 'বেঙ্গল লাইব্রেরি'তেও প্রেরিত হয়।

অভিনেতারা স্বয়ং। সেইজন্য মোটামুটিভাবে একটা প্লট খাড়া করিয়া অভিনয়ের অংশ নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল— একজন নিজ অংশ লিখিয়া দিলে অপর জন তাঁহার অংশ লিখিবেন, এইরূপে··· একটা জিনিষ খাড়া হইল বটে, তবে তাহাকে সাহিত্য নাম দেওয়া যায় না।··· শেষকালে রবীন্দ্রনাথকেই সেই খসড়াকে ছাঁটিয়া কাটিয়া একটা চলনসই নাটক খাড়া করিতে হইল। নাটকখানির নাম··· 'নলিনী'··· ইহাই তাঁহার প্রথম গদ্য নাটক।

— রবীন্দ্রজীবনী-১ (১৩৬৭), পৃ ১৭৭

যতটা যৌথভাবে লিখিবার বিবরণ রবীন্দ্রজীবনীতে পাওয়া গেল, আলোচ্য পাণ্ডুলিপিতে সেরূপ ঠিক দেখা যায় না ইহা সত্য। নলিনীর আগের কোনো খসড়া ছিল এমন হইলে আমরা তাহা দেখি নাই, সুতরাং তাহাতে কয় হাতের লেখা ছিল কিভাবে তাহাও বলা যায় না। বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে প্রথম ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দুইবার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাতের লেখা; দুটিতেই নায়িকা নলিনীর উক্তি উপস্থাপিত। ইহাতে এ কথাও মনে না করিয়া উপায় নাই, যিনি যে ভূমিকায় নামিবেন তাহার বক্তব্য লিখিতে উদ্যম করেন ইহাও আংশিক সত্য। পাণ্ডুলিপির চতুর্থ পৃষ্ঠায় পুনশ্চ নলিনীর জন্য উদ্দিষ্ট দুইটি অংশ সম্ভবতঃ মেজবৌঠান জ্ঞানদানন্দিনী দেবীই লেখেন, ইহা তেমন অপ্রত্যাশিত নয়। শেষ পর্যন্ত আদ্যন্ত নাটকখানি রবীন্দ্রনাথই লেখেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বল্প রচনারও অতি অল্প অংশ গৃহীত— খণ্ডিত পাণ্ডুলিপির সাক্ষ্যেই এ বিষয়ে কোনো সংশয় ওঠে না।

যৌথ রচনার চেষ্টা যেমন সফল হয় নাই, একা রবীন্দ্রনাথ নাটকটি লিখিয়া দিলে (সম্ভবতঃ ছাপাও হইলে), অল্প কালের মধ্যে পারিবারিক মর্মান্তিক এক দুর্ঘটনায় ইহার অভিনয়-চেষ্টা বন্ধ হইয়া যায়। কয়েক বৎসর পরে সখিসমিতির আগ্রহে একখানি গীতিনাট্য লিখিয়া দিবার প্রয়োজন হইলে যৎসামান্য গল্পাংশ আহৃত হয় 'নলিনী' হইতে, তাহা 'মায়ার খেলা'র প্রথম সংস্করণে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ইঙ্গিতে বলিয়া দিয়াছেন : আমার পূর্বরচিত একটি অকিঞ্চিৎকর গদ্য নাটিকার সহিত এ গ্রন্থের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। পাঠকেরা ইহাকে তাহারি সংশোধন-স্বরূপে গ্রহণ করিলে বাধিত হইব।

—বিজ্ঞাপন, মায়ার খেলা (অগ্রহায়ণ ১২৯৫)

অথচ 'মায়ার খেলা'কে নলিনীর সংশোধন ঠিক বলা যায় না, যে হিসাবে নলিনীকেও ভগ্নহৃদয়ের সংশোধন বলিলে অত্যুক্তি হইবে। তবে ভগ্নহৃদয় নলিনী ও মায়ার খেলা প্রত্যেকটি রচনায় নলিনী চরিত্রটি আছে (মায়ার খেলায় তাহার নাম প্রমদা), একটি কবি-চরিত্র আছে (নলিনীতে নীরদ ও মায়ার খেলায় অমর), কবিগতপ্রাণা একটি নারীচরিত্র আছে (ভগ্নহৃদয়ে মুরলা— নলিনীতে নীরজা— মায়ার খেলায় শান্তা) এবং পরিণামে 'ত্রিকোণ' প্রণয়-ব্যাপারে আশা-আকাঙ্ক্ষার বিফলতাও প্রায় একরূপ। ইহার অধিক সাদৃশ্য নাই বা সম্ভবপর ছিল না। কেননা প্রকার-প্রকরণের দিক দিয়াই বিশেষ পার্থক্য আছে-- প্রথমটি 'গীতিকাব্য', দ্বিতীয়টি গদ্য 'নাট্য' এবং তৃতীয়টি 'গীতিনাট্য'। প্রথম ও তৃতীয় উভয়েই পাত্রপাত্রীর সংখ্যা অধিক, দ্বিতীয়ে অতি অল্প।

যথাকালে নলিনীর অভিনয় হইতে পারে নাই। পরবর্তী কোনো সময়ে ইহার অভিনয়ের সংকল্প অথবা কল্পনা কোনো কারণে নূতন করিয়া জাগিয়া থাকিবে, তাহারই সাক্ষ্যবাহী মুদ্রিত নলিনীর এক কপি বর্তমানে কলিকাতায় রবীন্দ্রভারতী সংগ্রহে রহিয়াছে।[৬] এই মুদ্রিত গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে বহু সংযোজন করিয়াছেন, এজন্য অংশতঃ ইহাকে পাণ্ডুলিপিই বলা যায় এবং নলিনী নাট্যের 'সংশোধন স্বরূপে' অবশ্যই গণ্য করিতে হয়, অতএব ইহার আনুপূর্বিক বিবরণ এখানে দেওয়া যাইতেছে— 'অচলিত' রবীন্দ্ররচনাবলী প্রথম খণ্ডের সহিত মিলাইয়া বুঝিবার অসুবিধা হইবে না। বইখানিতে আখ্যাপত্রের পূর্বে কাঁচা হাতের লেখায় ও অশুদ্ধ বানানে শ্রীমতী মৃণালিনী দেবীর নাম। R. Tagore নামটিও পেন্সিলে লেখা আছে।

---

৬ রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি-সময়ে শ্রীবসন্তবিহারী চন্দ্র এম. এ., কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক, 'রবীন্দ্রস্মৃতিভবন'এ বইখানি উপহার দেন। বর্তমানে আছে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহে আর তাঁহাদেরই সৌজন্যে ইহার এক কোটো-কপি পাওয়া গিয়াছে বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে (অভিজ্ঞান-সংখ্যা ৪৩৮)। ইতিপূর্বে শ্রীসুকুমার সেন তাঁহার 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' তৃতীয় খণ্ডে (১৩৬৮/১৩৭৬) এই বিশেষ পুস্তকের উল্লেখ করেন, প্রতিচিত্রও দেন, এ কথা উল্লেখযোগ্য।

কবির হাতে দুইটি গানের নির্দেশ সংযোজিত হয় প্রথম দৃশ্যের শেষ দিকে। ঐ দৃশ্যে নীরদের দীর্ঘ উক্তির শেষে 'আমিই স্বার্থপর। কিন্তু আর নয়।' (পৃ ৪০৭ ছ ৪.) ইহাই পরেই : কেন রে চাস্ ফিরে ২ — অতঃপর 'নলিনীর সঙ্গে তুই বাড়ি যা!' (পৃ ৪০৮ ছ ৯) এ কথা বলিয়া নীরদের প্রস্থানের পূর্বে পাই : গেল গো, ফিরিল না—/

দ্বিতীয় দৃশ্যের সূচনায় নবীনের মুদ্রিত উক্তি শেষ হইলে (পৃ ৪০৯) তাহার প্রস্থানের পূর্বে : কেহ কারো মন বোঝে না/

তৃতীয় দৃশ্যের সূচনায় নীরদের স্বগত উক্তি, নীরজার উক্তি ও নীরদের প্রত্যুক্তি শেষ হইলেই (পৃ ৪১২) : দেখে যা [দেখে যা দেখে যা লো তোরা] / আর, নীরদের পরের উক্তি বা প্রত্যুক্তি শেষ হইলেই (পৃ ৪১৩) : ধীরে ধীরে প্রাণে আমার [এসো হে] / এই দৃশ্যেই প্রায় শেষ দিকে 'আমাদের ভয় কিসের!' এ কথায় নীরদের উক্তি শেষ হইতেই (পৃ ৪১৫ ছ ৫. বা ৬.) : সুখের মিলন [টুটিবার নয়] /

পঞ্চম দৃশ্যে 'দূরে নলিনীর প্রবেশ' ঘটিবার কিছু পূর্বেই, নীরদের উক্তি 'একটা গান গাই।' (পৃ ৪১৮ ছ ৬.), অতঃপর : ঐ বুঝি [বাঁশি বাজে] / আর এই দৃশ্যের একেবারে শেষে (পৃ ৪২০) : কিছুই ত হল না/

ষষ্ঠ দৃশ্যে (পৃ ৪২১) নাটক যেখানে শেষ হইয়াছিল তাহার পরেই এই উপসংহারটুকু কালীতে লিখিয়া দেন রবীন্দ্রনাথ—

নীরজা। আজ আমার কি সুখের দিন! আজ আমি *নিজের নিজহাতে তোমাদের মিলন করে দিলুম— পৃথিবীর মধ্যে দুজনকে আমি সুখী করতে পারলুম।

নবীন। আর তোমার নিজের সুখ দেখ্‌লে না!

নীরজা। সেইত আমার সুখ -- প্রদীপ দগ্ধ হয়ে আলো দেয় তা না হলে তার আর আবশ্যক কি আছে!

নবীন। তা বটে!

কেন এলিরে! ইত্যাদি।

নীরদ। তুমি আমাকে নলিনীর হাতে সমর্পণ করলে, কিন্তু আমার সমস্ত হৃদয় কি তাকে দিতে পারবে? তোমাকে যা দিয়েছি তা

তুমি ফেরাতে পারবে না। আমাদের মিলনের মধ্যে তুমিই চিরদিন অধিষ্ঠাত্রী দেবী হয়ে জেগে থাক্‌বে। আমাদের দুজনের এই মিলিত হৃদয়ের সমুদয় সুখ দুঃখ হাসি অশ্রুজল তোমারি উদ্দেশে উৎসর্গ করে রেখে দিলুম। চিরকাল তোমারি পূজার জন্যে আজ আমাদের এই *মিল দুজনের জীবনের মিলনমন্দির প্রতিষ্ঠিত হল।[৭]

'নব নলিনী'তে সংযোজিত গানগুলি নূতন রচনা নয়, এজন্যই পূর্বে রচিত/প্রচারিত গানের প্রথম ছত্র বা প্রথম ছত্রের সূচনাংশই নির্দেশ করা হইয়াছে। (প্রচলিত গীতবিতানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে গানগুলি সবই পাওয়া যাইবে।) ইহাদের পূর্বসূত্রানুসন্ধানে দেখা যায় সংযোজিত নয়টি গানের মধ্যে সাতটি ১২৯২ বৈশাখের রবিচ্ছায়া গ্রন্থে আছে—

১ কেন রে চাস্ ফিরে ফিরে

২ গেল গো— ফিরিল না

৩ কেহ কারো মন বুঝে না

৪ দেখে যা— দেখে যা— দেখে যা লো তোরা

৫ ধীরে ধীরে প্রাণে আমার এস হে

৬ কিছুই ত হোল না!

৭ কেন এলি রে, ভাল বাসিলি, ভালবাসা পেলিনে।

এই গানগুলির মধ্যে কয়েকটি কম-বেশি আরো কত পুরাতন রচনা তাহা অন্য পাণ্ডুলিপিতে ও গ্রন্থে দেখা যায়। তালিকার প্রথম তৃতীয় ও সপ্তম গান-ক'টি সম্ভবতঃ ১২৯১ সনের বৈশাখে বা প্রথম দিকেই রচিত ইহা 'পুষ্পাঞ্জলি' পাণ্ডুলিপির আলোচনা-সূত্রে জানা যায়। চতুর্থ

---

৭ দ্রষ্টব্য সংযোজিত এই শেষ পৃষ্ঠার লিপিচিত্র: বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৭৫, পৃ ১৮৬ তথা বর্তমান গ্রন্থ।

গানটি সম্পর্কে লক্ষণীয় এই যে, মুদ্রিত গ্রন্থে না থাকিলেও এটি 'নলিনী'র রবীন্দ্রসদন-পাণ্ডুলিপিতে পূর্বেই লেখা ছিল ; তবে তাহার নির্দেশিত স্থান তৃতীয় দৃশ্যের প্রথম দিকে না হইয়া পঞ্চম দৃশ্যের প্রথমে, যে স্থানে 'নবনলিনী'র পরিকল্পনায় বা রবীন্দ্রভারতী-সংগৃহীত গ্রন্থে আছে : ঐ বুঝি বাঁশি বাজে ইত্যাদি।[৮]

উল্লিখিত তালিকা-বহির্ভূত একটি গান 'দুখের মিলন টুটিবার নয়' 'মায়ার খেলা'য় (১২৯৫ অগ্রহায়ণ) আর অন্য গান 'ঐ বুঝি বাঁশি বাজে' 'রাজা ও রাণী'তে (১২৯৬ শ্রাবণ) প্রথম প্রকাশিত। এই তথ্যের প্রসাদে আমরা অনুমান করিতে পারি মনে হয়— অশুভক্ষণে প্রচারিত নলিনীর মতো "অকিঞ্চিৎকর গদ্যনাটিকা"র রূপান্তরসাধনে রবীন্দ্রনাথ শীঘ্র হাত দেন নাই বা অকারণে হাত দেন নাই নিজেরই খেয়াল-খুশিতে। বাহিরের বিশেষ কোনো তাগিদ ছিল মনে হয়, সে হইল 'সখিসমিতি'র পক্ষ হইতে শুধু মেয়েদেরই[৯] অভিনয়যোগ্য একখানি নাটক লিখিয়া দেওয়ার সনির্বন্ধ অনুরোধ। আমাদের জানা আছে, ১২৯৪ আশ্বিনে দার্জিলিং শৈলাবাসে থাকিবার কালে রবীন্দ্রনাথ 'মায়ার খেলা'র গানগুলি লিখিতে প্রবৃত্ত হন[১০], অর্থাৎ 'মায়ার খেলা'র পরিকল্পনা তাঁহার মাথায় আসে। অতএব তাহারই

---

৮ ইহা উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রভারতী-সংগ্রহের গ্রন্থে যেমন সংযোজিত গানগুলির যৎসামান্য ইঙ্গিত মাত্র পাওয়া যায়, রবীন্দ্রসদন-পাণ্ডুলিপিতেও শুধু প্রথম দৃশ্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় গানেরই পূর্ণ পাঠ লেখা আছে।

৯ কেবল মেয়েরাই অভিনয় করিবে বলিয়া··· ইহার অধিকাংশ ভূমিকা মেয়েদেরই। আর যে-কয়েকটি পুরুষচরিত্র আছে, তাহারা এমনি নিরীহ যে মেয়েরা সে-অংশ গ্রহণ করিলেও বেমানান হয় না। —শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রজীবনী-১ (১৩৭৭। পৃ ২৬৯)

১০ মনে পড়ে দার্জিলিঙের 'Castleton House'এ যখন মাসকতক রবিমামা, মা, বড়মাসিমা, দিদি ও আমি ছিলুম ··· পিঠে একটা ফোড়ায় যখন শয্যাশায়ী তখন শুয়ে শুয়ে "মায়ার খেলা" গীতিনাট্য রচনা আরম্ভ করেন। প্রতিদিন একটি দুটি করে গান রচনা করতেন ও সঙ্গে সঙ্গে আমায় শিখিয়ে দিতেন। —শ্রীসরলাদেবী : জীবনের ঝরাপাতা (শক ১৮৭৯। পৃ ৩৪)। [দ্র পরপৃষ্ঠা

অব্যবহিত পূর্বে কোনো সময়ে (১২৯৪ ভাদ্রে বা আশ্বিনে) 'নবনলিনী'র উদ্ভব, এ অনুমান একেবারে অমূলক বলা যাইবে না। 'মায়ার খেলা'র 'বিজ্ঞাপন'-ধৃত মন্তব্য, 'পাঠকেরা ইহাকে তাহারি [নলিনীর] সংশোধন স্বরূপে গ্রহণ করিলে বাধিত হইব' —তাহারও ইঙ্গিত এ দিকেই। অর্থাৎ, সখিসমিতির সনির্বন্ধ অনুরোধে প্রথমত: পূর্বপ্রকাশিত নলিনীর কিছু অদল-বদল করিয়া কাজ সারিবার ইচ্ছাই ছিল সত্য কিন্তু পরিণামে নূতন নূতন গান রচনার আবেগে (আদৌ দু-তিনটির বেশি লেখার প্রয়োজন বোধ করেন নাই) সম্পূর্ণ নূতন এক গীতিনাট্য আকার লয়— তাহাই 'মায়ার খেলা'। রচয়িতা জানেন ইহার প্রত্যক্ষ যোগ পূর্বের নলিনী গদ্যনাটিকার সহিত, আমরা জানি বা দেখিতে পাই আত্মিক যোগ আরো পূর্বের 'ভগ্নহৃদয়'এর সহিত।

এই শৈলবাসের কাল - নির্ণয় ছিন্নপত্রাবলীর সূচনার দুখানি চিঠিতে ; তন্মধ্যে প্রথম চিঠি ইন্দিরাদেবী কলিকাতায় পান ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮৭ বা ৩১ ভাদ্র ১২৯৪ তারিখে। প্রথম চিঠিখানি ছিন্নপত্র-ধৃত নবম।

পুষ্পাঞ্জলি

পাণ্ডুলিপি ৮৫

শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী এই পাণ্ডুলিপি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে উপহার দিলে, তৎকালীন বিবরণে লেখা হয় : 'পোকায় কাটা লাল মলাটের বড়ো খাতা', ইহার ৩১খানি পাতা বা ৬২ পৃষ্ঠা। সংরক্ষণের প্রয়োজনে পৃথক্‌-করা পাতাগুলি আস্বচ্ছ কাগজে দু'পিঠ মুড়িয়া নূতনভাবে বোর্ডে ও সবুজ কাপড়ে বাঁধানো হয় পরে। বিবরণে 'পোকায় কাটা' বলা হইলেও, কোনো কোনো পাতার বহিঃপ্রান্ত জীর্ণ হইলেও, ভিতরে ক্ষয়ক্ষতির চিহ্ন তেমন নাই। সম্ভবতঃ বর্জিত মলাটই পোকায় কাটিয়াছিল। নূতন বাঁধাইয়ের পরে পাণ্ডুলিপির বাহির-সায়া মাপ মাত্রিক শতাংশে ২১·৫ × ২০·৬৫ ; কয়েকটি পাতার জীর্ণতা না ধরিলে, ভিতরে মূল পাতাগুলির মাপ ২৫·৭৫ × ২০·৩৫। রবীন্দ্রসদন সংগ্রহে ইহার অভিজ্ঞানসংখ্যা ৮৫। বিজোড় পৃষ্ঠাগুলির দক্ষিণোর্ধ্ব কোণে কোণে 1 3 5 ইত্যাদি অঙ্কপাত ; জোড়পৃষ্ঠার অঙ্কগুলি উহ্য, অর্থাৎ পূর্বাপর মিলাইয়া অনুমানে বুঝা যাইবে।—

1 - 24 চতুর্বিংশ পৃষ্ঠা অবধি রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা।

25-59 পরের এই পৃষ্ঠাগুলিতে ইংরেজি বাংলা ও ফরাসি সাহিত্য হইতে নানা সদুক্তি সংকলন করেন ইন্দিরাদেবী ; তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বহু রচনাংশ পাওয়া যায়।

61 লিখিত সর্বশেষ পৃষ্ঠা ইন্দিরাদেবীর দিনলিপি বলা যায়, তারিখ ৯ কার্তিক ১২৯৪ বা ২৫ অক্টোবর ১৮৮৭। এক বৎসর পূর্বে এই দিনেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম যে সন্তানের জন্ম, তাহার কথাই লেখা আছে।[১]

---

১ সে লেখা এ স্থলে সংকলন করা যায়। পুষ্পাঞ্জলির বিষয়বস্তুর সহিত নিঃসম্পর্কিত হইলেও, রবীন্দ্রজীবনকথার সহিত তাহার বিশেষ সম্পর্ক।—

2, 42, 60, 62 চার পৃষ্ঠা: সম্পূর্ণ রচনারিক্ত।

1 প্রথম পৃষ্ঠা আখ্যাপত্র রূপে গণ্য। রবীন্দ্রনাথ খয়েরি কালো কালীতে বড়ো বড়ো অক্ষরে পৃষ্ঠার প্রায় মাঝামাঝি লিখিয়াছেন : পুষ্পাঞ্জলি। /

3 - 24 তৃতীয় হইতে চতুর্বিংশ অবধি অবিচ্ছেদে ঐরূপ কালীতে রবীন্দ্রহস্তাক্ষরে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম গদ্য রচনা 'পুষ্পাঞ্জলি' ও তাহার অঙ্গীভূত সমকালীন কতকগুলি গান ও কবিতা, যেগুলি উত্তরকালে স্বতন্ত্রভাবে ভারতী মাসিক পত্রে ও পরে নানা গ্রন্থে, রবিচ্ছায়ায় ও কড়ি ও কোমল কাব্যে প্রকাশিত / সংকলিত।

আলোচ্য পাণ্ডুলিপি-ধৃত যে গদ্য রচনাংশের 'পুষ্পাঞ্জলি' নামে বিশেষভাবে খ্যাতি, কবির আয়ুষ্কালে কোনো রবীন্দ্রগ্রন্থে পরিণত বা সংকলিত না হইলেও, ঐ নামেই ১২৯২ বৈশাখের ভারতী পত্রে (পৃ ৪-১৩) মুদ্রিত। পরে বিশ্বভারতী-কর্তৃক প্রকাশিত সপ্তদশখণ্ড (ফাল্গুন ১৩৫০) রবীন্দ্ররচনাবলীর গ্রন্থপরিচয়ে ইহার সংকলন এবং রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে জীবনস্মৃতি গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণে (১৩৬৮। পৃ ২২৫-৩৩) বিস্তারিত গ্রন্থপরিচয়ের অংশরূপে পুনঃপ্রকাশ।

৯ই কার্তিক, ১২৯৪। ৪৯ পার্ক স্ট্রীট। মঙ্গলবার ২৫শে অক্টোবর ১৮৮৭। বেলি সোমবার ২৫শে অক্টোবর অথবা ৯ই কার্তিক, ১৮৮৬এ জন্মেছিল। সময়টার একটু গোল আছে, কেউ বলে সন্ধ্যে ৬টা বাজতে ছয় মিনিট, কেউ বলে ৬টা বাজতে ৩ মিনিট। মা তার নাম বেলা রেখেছিলেন কারণ বুজি বেল ফুল ভালবাসেন, তা ছাড়া বেল ফুলের মতনই দেখতে হয়েছিল। জোড়াসাঁকোর বাড়ির বাড়িভিতরে বুজিদের যে ঘর ছিল বেলি সেখানে হয়েছিল, আমরা যখন দেখতে গেলুম তখন মা তাকে কোলে করেছিলেন। আমি প্রায় রোজ সকালে তাকে তেতালায় আনতুম, সেখানে একটু হাওয়া খেয়ে আবার বাড়িভিতরে যেত। সে এক মাসের না হতে হতেই "অ্যাগ্‌গাঃ" বলতে আরম্ভ করেছিল, এক মাসের যখন হল তখন এই বাড়িতে এল। কিছুদিন পরে বেলি নানান শব্দ বের করতে লাগল তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে "গী" /

অতঃপর পাণ্ডুলিপির (১২৯১) পাঠের সহিত ভারতী (১২৯২) ও জীবনস্মৃতি (১৩৬৮) -ধৃত পাঠের তুলনায় আলোচনা করা যায়। বিশেষ কোনো উল্লেখ না থাকিলে বুঝিতে হইবে সূচনায় কেবল পাণ্ডুলিপির ও জীবনস্মৃতির পৃষ্ঠাঙ্কই যথাক্রমে ও যথাবিধি উল্লিখিত। জীবনস্মৃতির পৃষ্ঠাঙ্ক-নির্দেশে প্রয়োজন হইলে কোন্ ছত্র তাহারও উল্লেখ ; ১৩. বা ৫. গণনা নিম্ন হইতে।

মুদ্রণপ্রমাদহেতু ভারতীতে (পৃ ৪ ছ ৪) 'রজনীগন্ধ' পাই, পাণ্ডুলিপিতে যথাস্থানে (3 ছ ২-৩) : রজনী-গন্ধা / ইহা ছাড়া—

	ভারতী পাণ্ডুলিপি	উল্লেখ
3/২২৬ ছ ২	খেলিত<খেলিত, এম্‌নি করিয়াই হাসিত,	( )
4/২২৬ ছ ৭	গেল<গেল, একেবারে ছায়া হইয়া গেল, একেবারে বিস্মৃত হইয়া গেল	( )
5/২২৬ ছ ১৩.	অল্প<সামান্য	(৩)
	হৃদয়েও<হৃদয়ের মধ্যেও স্থান নাই, আর পৃথিবীর উপরেও	(৪)
৫.	সকলে<সকলে একেবারে	(৫)
২.	আমাদের<×আমাদের / আমার[২]	(৬)
6/২২৭ ছ ৭	গান / পাণ্ডুলিপিতে এ পদ না থাকা লিপিপ্রমাদ নয় ?	(৭)
১৬	কবির / ঐরূপ	(৮)
২৪	প্রিয়ব্যক্তিকে<প্রিয় ব্যক্তিদিগকে	(৯)

২ কিছু কাটাকুটি পাণ্ডুলিপিতে অপ্রত্যাশিত নয়। এরূপ সমুদয় বর্জনচিহ্নের বা লাঞ্ছনের পঞ্জীকরণ এ আলোচনায় নাই। বিশেষ ক্ষেত্রে ভারতীর প্রেস-কপি প্রস্তুত করার পরেই, মনে হয়, পাণ্ডুলিপিতে 'আমাদের' কাটিয়া করা হয় : আমার /

	ভারতী পাণ্ডুলিপি	উল্লেখ
7/২২৮ ছ ১	গ্রন্থে সংকলিত / ভারতী-বহির্ভূত অনুচ্ছেদ : যে গেছে, সে সমস্ত জগৎ হইতে তাহার লাবণ্যচ্ছায়া তুলিয়া লইয়া গেছে !	(১০)
8/ ১১.	সেই<এই	(১১)
9/২২৯ ছ ৮	হইতেই<হইতে	(১২)
১৮	কাঁদিয়া<কাঁদিয়া কাঁদিয়া	(১৩)
10/২২৯ ছ ৯.	সেদিন<সে সেদিন	(১৪)
২৩০ ছ ৮	শান্তিহীন>শান্তিহীন আশাহীন	(১৫)
11/২৩০ ছ ১৫	তাহা··· গুরুতর বলিয়া মনে হয়। / পাণ্ডুলিপিতে নাই।	(১৬)
৮.	আমরা কাহার<কার	(১৭)
৬.	দৈবক্রমে<দৈবাৎ	(১৮)
৫.	তিষ্ঠিয়া<বিরাজ করিতে	(১৯)
12/২৩০ ছ ৩.	ইহার অনুবৃত্তি পাণ্ডুলিপিতে : দুরাকাঙ্খা সাধন যাহার ব্রত সে কেন প্রেমিক হৃদয়ের উপর আসিয়া পড়ে ? কোন্ অভিশাপে প্রেমিকের সহিত তাহার মিলন হয় ? যাহার চিরচঞ্চল অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি কখন সদর দরজা দিয়া গৃহে প্রবেশ করে না, চারিদিকে বাঁকা বাঁকা সিঁধ কাটিয়া আপনার পথ উদ্‌ঘাটন করে সেই সুড়ঙ্গনিবাসী তীক্ষ্ণতা কেন ×চোরের মত× সরল হৃদয়ের উপরে শেলের মত নিক্ষিপ্ত হয় ? যে লোক স্বার্থপর সে মৃতব্যক্তির মত অতি গুরুভার, সে মাটির উপর চাপিয়া থাকে, কিছুতেই মাটি ছাড়ে না ; ×অদ দুরদৃষ্টবশতঃ যে দুর্ভাগারা তাহার নীচে পড়ে, তাহাদের একেবারে	

ভারতী পাণ্ডুলিপি উল্লেখ

জীবিত সমাধি। স্বার্থপর তাহার নিজ-দেহের বিপুল মাংসরাশি বিস্তার করিয়া জগতের আর সমস্তই নেপথ্যে রাখিতে চায়! (২০)

২৩০ ছ ১ নিষ্ঠুর<গোঁয়ার স্বভাব (২১)

২ হৃদয়ের / ভারতী-বহির্ভূত (২২)

৭ হইবে, / ঐরূপ (২৩)

৮ উপরে<উপরে আর (২৪)

13/২৩১ ছ ১১ সমস্তটা<সবটা (২৫)

১২ আমরা নিজেই<আমি নিজেই (২৬)

১৫. দেয়।<দেয়। এ কথা আমার কেমন বিশ্বাস হয় না! ফাঁকি ত ক্ষুদ্রেরাই দেয়, যাহার কিছু নাই সেই ফাঁকি দেয়। (২৭)
যাহার রাজ্যে<যেখানে (২৮)

14/২৩২ ছ ১২ ফেলিয়া দিতে পারে / পাণ্ডুলিপি-বহির্ভূত (২৯)

20/২৩২ ছ ৫. গান<*রাগিণী / গান (৩০)

বিলাপধ্বনি<বিলাপ (৩১)

21/২৩৩ ছ ১ আজিও / পাণ্ডুলিপিতে নাই (৩২)

১-২ তোমার স্বর্গলোকের সংগীতের [সঙ্গীতের] জন্য ইহাকে ডাকিয়া লও— / পাণ্ডুলিপিতে নাই (৩৩)

৭ কবি টানার পর ভারতী-অতিরিক্ত : আমি *বলি ভাবিতেছি আজন্মকাল যে বীণা এত সঙ্গীত জগৎকে দা[ন] করিয়া গিয়াছে, সেও ত মুহূর্তের মধ্যে নীরব হইয়া যায়— তাহার মধুর ধ্বনি দু দণ্ডের স্মৃতি হইয়া অবশেষে অনন্তকালের মত লুপ্ত

হইয়া যায়। তবে আর আ[শ্চর্য্য] কি যে মহৎ হৃদয় ও মধুর হৃদয়দেরও পরিণাম এইরূপ! তাহারা আপন আপন গান শেষ করিয়া কখন বা অসম্পূর্ণ রাখিয়া চলিয়া যায়— তার পরে *কি আর কি সে গান গাহিবে— আর কি সে গান সম্পূর্ণ করিবে! (৩৪)

উল্লেখের সংখ্যা ধরিয়া পাঠভেদগুলি সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, কতকগুলি ভারতীতে কবি-কৃত সংশোধন (যে পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে সম্ভবতঃ তাহা মূল খসড়া নয় / এজন্য কদাচিৎ লিপিপ্রমাদেরও অবকাশ আছে) যোগ বিয়োগ ও পরিবর্তন মনে হয়; কতকগুলি স্থলভ ও সাধারণ মুদ্রণপ্রমাদ মাত্র (সংখ্যা ৫, ১১, ২৪); আর, কতকগুলি ছাপাখানার বহুখ্যাত 'কপি-ছাড়'এর বিশেষ দৃষ্টান্ত (স° ১, ২, ৪, ১৩, ১৪, ১৫, ২৭) — মুদ্রণ সম্পর্কে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারা ইহার প্রকার বা প্রকৃতি সহজেই বুঝিবেন।

সপ্তদশখণ্ড রবীন্দ্ররচনাবলীর অথবা চতুর্থ-সংস্করণ জীবনস্মৃতির গ্রন্থপরিচয়-ধৃত পাঠ মুখ্যতঃ ভারতী মাসিকপত্রের অনুরূপ পূর্বে বলা হইয়াছে; একটিমাত্র বাক্য তথা অনুচ্ছেদ (জী. স্মৃ. পৃ ২২৮ ছ ১) পাণ্ডুলিপি হইতে নূতন সংকলন তাহাও উভয় গ্রন্থে তথা পুরোগামী তালিকায় নির্দেশিত। রবীন্দ্রনাথের যে গান / কবিতা আলোচ্য পাণ্ডুলিপিতে প্রথম সন্নিবেশিত ও পুষ্পাঞ্জলির অঙ্গীভূতই বলা উচিত, সংক্ষিপ্ত বিবরণ-সহ সেগুলির তালিকা পরে দেওয়া যাইতেছে। তন্মধ্যে কতকগুলি, রচনার কিছু কালের মধ্যে বিভিন্ন নামে রূপে সাময়িক পত্রে প্রচারিত; পরে গানগুলি রবিচ্ছায়ায় (১২৯২ বৈশাখ)[৩] ও কবিতাগুলি কড়ি ও কোমল (১২৯৩) কাব্যে সংকলিত। পরবর্তী তালিকায় প্রত্যেক উল্লেখের পূর্বেই পূর্ববৎ পাণ্ডুলিপির / জীবনস্মৃতির পৃষ্ঠাঙ্ক যথাক্রমে নির্দেশ করা হইবে।—

---

৩ পাণ্ডুলিপিতে এই ৬টি গানের (তালিকায় সংখ্যা ১, ৪ - ৮) শিয়রে যেমন স্বরের উল্লেখ কালীর লেখায়, তেমনি প্রত্যেক ক্ষেত্রে পেন্সিলে ঢেরা কাটা। তাহার তাৎপর্য এরূপ হইতে পারে যে, ১২৯২ বৈশাখের পূর্বে পুষ্পাঞ্জলির গদ্য রচনাংশ যেমন ভারতীর জন্য প্রেসে গেল, গানগুলি নির্বাচিত হইল 'রবিচ্ছায়া'র উদ্দেশে।

14 / ২৩২ স্ত্রী. স্মৃ. প্রথম অনুচ্ছেদের পরে : সিন্ধু কাফি। / কেহ কারো মন বুঝে না ইত্যাদি (১)

15 / ২৩২ ঐ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের পরে : অভিমান ক'রে কোথায় গেলি ইত্যাদি (২)

17 / পূর্বানুবৃত্তি : থাক্ থাক্ চুপ কর্ তোরা ইত্যাদি (৩)

19 / পূর্বানুবৃত্তি : ললিত। / তোরা বসে গাঁথিস্ মালা ইত্যাদি (৪)

পূর্বানুবৃত্তি : ভৈরবী / কেন এলি রে, ভালবাসিলি ইত্যাদি (৫)

20 / পূর্বানুবৃত্তি : মিশ্র পূরবী / যে ফুল ঝরে সেই ত ইত্যাদি (৬)

পূর্বানুবৃত্তি : ভৈরবী / কেন রে চাস্ ফিরে ফিরে ইত্যাদি (৭)

21 / সর্বশেষে, অর্থাৎ গ্রন্থে মুদ্রিত পাঠের পরবর্তী যে অপ্রকাশিতপূর্ব অনুচ্ছেদ বর্তমান পাণ্ডুলিপির বিবরণে পূর্বেই সংকলিত তাহার পরে : খট্ ললিত। / ওকে কেন কাঁদালি ইত্যাদি (৮)

22 / পূর্বানুবৃত্তি : কোথায়! / হায়, কোথা যাবে! ইত্যাদি (৯)

এগুলি সম্পর্কে, ক্রমিক সংখ্যা ধরিয়া তথ্য ও বিশেষ সংকলন—

২

'আকুল আহ্বান।' শিরোনামে বালক মাসিক পত্রের ১২৯২ আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় (পৃ ৩২৭-২৯) মুদ্রিত; উহাতে বিচিত্র পাঠভেদ, অপিচ ছত্রসংখ্যা বাড়িয়া ৩৭ স্থলে ৭৬ হয়। ঐ পাঠ বর্তমান পাণ্ডুলিপি-পরিচয়ের শেষে স্বতন্ত্রভাবে সংকলিত। বস্তুতঃ বালকের একটি কবিতা ভাঙিয়া, ৮টি ছত্র (২৯-৩৬ অঙ্কিত) বাদ দেওয়ার পরেও, কড়ি ও কোমল কাব্যের প্রথম প্রকাশকালেই ৩টি কবিতা হইয়াছে : পাষাণী মা (পৃ ৪৭), আকুল আহ্বান (৯৯), মায়ের আশা (১০১)। বালক পত্রে ইহাদের ছত্রাঙ্ক হইবে যথাক্রমে— ৪১-৫৬, ১-২৮ + ৩৭-৪০, ৫৭-৭৬।

শিশু কাব্যে (সপ্তমভাগ কাব্যগ্রন্থ। ১৩১০ আশ্বিন) সম্ভবত: ইহার শেষ বিবর্তন। কবিতার শিরোনাম 'আকুল আহ্বান'ই আছে ; বালক পত্রের যতটা ইহার অঙ্গীভূত, পূর্ববৎ তাহারও ছত্রাঙ্ক যথাক্রমে— ৫-৫৪ + ৩৭-৪০ + ৫৭-৬৪ + ৬৯-৭৬। বালক অথবা কড়ি ও কোমল কাব্য যে-কোনোটির সহিত তুলনায় শব্দগত বহু পাঠভেদ ইহাতে পাওয়া যাইবে ; শিশুর পরবর্তী মুদ্রণে বা সংস্করণে ঐরূপ আরো পরিবর্তন কবি করিয়াছেন— মুখ্যত: ছন্দের শ্রুতিমাধুর্য বা যথাযোগ্যতার বিচারে এরূপ আমাদের মনে হয়।

আকুল আহ্বান'এর পুষ্পাঞ্জলি-ধৃত পাঠ–

অভিমান ক'রে কোথায় গেলি,
ও মা, ফিরে আয়!
দিনরাত কেঁদে কেঁদে ডাকি
ও মা ফিরে আয়!
সন্ধে হয়ে এল, আমার গৃহ অন্ধকার,
মাগো, প্রদীপ জ্বলে না!
সবাই ফিরে এল ঘরে একে একে গো
আমায়— মা ত কেউ বলে না!
সময় হ'য়ে এল যে মা বেঁধে দেব চুল
তোরে পরিয়ে দেব রাঙা কাপড়খানি!

বাছারে সেই মুখখানি তোর আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিয়ে
চাঁদমুখের শুনব দুটি বাণী !

কি খেলা খেলালি আজি মা,
অনাদর কে তোরে করেছে,
চোখের জলে চলে গেলি রে,
মা তোর, মলিন মুখ মনে পড়েছে !
সেই বড় বড় আঁখি দুখানি,
রেলি যখন মুখের পানে তুলে,
বড় স্নেহে গেলি তাদের কাছে
তবু তারা নিলে না কি কোলে !
এ জগৎ কঠিন — কঠিন —
কঠিন, শুধু মায়ের প্রাণ ছাড়া,
সেই খানে তুই আয়রে বাছা আয়,
এত ডাকি দিবিনে কি সাড়া !

ফুলের দিনে সে যে চলে গেল,
   ফুল-ফোটা সে দেখে গেল না,
তারি গাছে এত ফুল ফুটেছে
   একটি সে ত পর্‌তে পেল না!
সে ফুলগুলি তোরা পরিস্‌ কেন,
   সে বুঝি বা পর্‌বে ফিরে এসে!
ও-গুলি সব কুড়িয়ে রেখে দিই,
   দেখা হলে পরাব তার কেশে!

সন্ধ্যাবেলায় শূন্য কোলে ব'সে —
   এখন্‌ কি মা ছেড়ে থাক্‌তে আছে!
আঁধার হল, সবাই ঘরে এল
   ফিরে আয় মা, ফিরে আয় মা কাছে![১]

৩

'শান্তি' শিরোনামে ও বহু পরিবর্তনে ১২৯২ শ্রাবণের ভারতী পত্রে (পৃ ১৯৮) ও কড়ি ও কোমল (১২৯৩) কাব্যে (পৃ ৪৪) প্রচারিত / প্রকাশিত। নানা পাঠভেদ সত্ত্বেও সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে মোটের উপর মিল আছে কিন্তু মূল রচনা হইতে ঐ দুটির

কোথায় কতটা পার্থক্য তাহা, পুষ্পাঞ্জলির যে পাঠ অতঃপর সংকলিত তাহার তুলনায় বুঝা যাইবে—

থাক্ থাক্ চুপ কর্ তোরা !
ও — আমার ঘুমিয়ে পড়েছে ; —
আবার যদি জেগে ওঠে বাছা
কান্না দেখে কান্না পাবে যে !

ওর — ফুরিয়েছিল সাধের খেলাধূলা,
ওর — বুকের মাঝে ছিল পাষাণ ভার, —
ও কেঁদে কেঁদে আজ ঘুমোলো
ওরে তোরা কাঁদাস্ নে আর !

ওর — বুকফাটা স্বর শুনিস্ নি কি তোরা ?
অসহায় প্রাণের বেদনা
চাঁদের পানে দেখ্ত শুধু চেয়ে,
কোথাও কি ওর ছিল রে সান্ত্বনা !

সবার পরে ছিল ভালবাসা,
        কোথায় পাবি এত কোমল স্নেহ,
সবার তরে কান্না পেত ওর —
        ওর তরে কি কেঁদেছিলি কেহ !
যে গাছে ও জল দিত রে
        কাঁটা তারি ফুটে যেত পায় —
তবু কি ও কথাটি বলেছে,
        ওর   চোখের ভাষা কে বুঝিত হায় !

আহা আজ ঘুমিয়ে পড়েছে,
        এমন ঘুম বুঝি ঘুমোত না,
রাতে বুঝি হৃদয় নিয়ে তার
        খেলাইত অশান্ত বেদনা !
কত রাত গিয়েছে এমন
        বয়েছে রে বসন্তের বায়,

পূবের জানালা দিয়ে ধীরে
চাঁদের আলো পড়েছে ওর গায়
কত রাত গিয়েছে এমন
দূর হতে বাজিত রে বাঁশি !
স্বরগুলি কেঁদে কেঁদে ফিরে
বিছানার কাছে কাছে আসি।
কত রাত গিয়েছে এমন
কোলেতে বকুল ফুলরাশ,
নতমুখে উলটি পালটি
চেয়ে চেয়ে ফেলেছে নিশ্বাস !

সে সব রজনী পোহাল রে,
ফুরাল রে হৃদয়-বেদনা,
এখন তবে ঘুমোক্ আরামে,
বাছা আর কেঁদনা কেঁদনা ![১১]

৯

পুষ্পাঞ্জলির পাণ্ডুলিপিতে এ কবিতার স্তবক ৯টি। পঞ্চম স্তবক বাদ দিয়া ১২৯১ পৌষের ভারতী পত্রিকায় (পৃ ৪০৮) প্রচারিত ; বর্জিত স্তবকটি এই—

যারা তব আদরের ধন,
বড় যারা ছিল রে আপন,
যদিরে তাদের কাছে প্রাণ মন যেতে চায়,
আর নাহি পাবে !
হায়, কোথা যাবে !

ভারতীতে মুদ্রিত ঐ আট স্তবকই সংকলন করা হয় কড়ি ও কোমল (১২৯৩) কাব্যে কিন্তু পাণ্ডুলিপির তথা ভারতীর সূচনার চারিটি স্তবক সাজানো হয় নূতন বিন্যাসে, যথা স্তবক ১, ৩, ৪ ও ২। ইহা ছাড়া, পাণ্ডুলিপিতে পত্রিকায় গ্রন্থে বহু ছত্রে অন্যান্য পাঠভেদ অবশ্যই আছে।

পূর্ববর্তী তালিকার ১।৪।৫।৬।৭ ও ৮-সংখ্যক রচনা গান ; সামান্য পাঠান্তরে বা বিনা পরিবর্তনেই ১২৯২ বৈশাখের রবিচ্ছায়ায় সংকলিত। সংখ্যা ৪ ভারতী পত্রিকার ১২৯১ কার্তিক সংখ্যায় (পৃ ১৯১) প্রচারিত— শিরোনাম : হায়। /

পুষ্পাঞ্জলির প্রেরণা

জীবনস্মৃতির 'মৃত্যুশোক' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন : 'আমার চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদশোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে। শিশু বয়সের লঘু জীবন [illegible] বড়ো মৃত্যুকেও অনায়াসেই পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া যায়, কিন্তু অধিক বয়সে মৃত্যুকে অত সহজে ফাঁকি দিয়া এড়াইয়া চলিবার পথ নাই। তাই সেদিনকার সমস্ত দুঃসহ আঘাত বুক পাতিয়া লইতে হইয়াছিল।'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী, নতুন-বৌঠান কাদম্বরীদেবীর আকস্মিক অকাল মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ এই মর্মান্তিক দুঃখ-আঘাত পান তাহা রবীন্দ্রজীবনের আলোচনায় জানা যায়। ১২৯১ বৈশাখের ৮ তারিখে কাদম্বরীদেবীর মৃত্যু হয়।[৪] রবীন্দ্রনাথ তখনকার মনোভাব বহু বৎসর পরে (১৩১৮ জ্যৈষ্ঠের পূর্বে)[৫] জীবনস্মৃতির উল্লিখিত অধ্যায়ে নিপুণভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন বটে কিন্তু সদ্যশোকের অভিঘাতে অভিভূত চিত্তের বেদনা ও বিমূঢ়তা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই প্রকাশিত আলোচ্য পাণ্ডুলিপির গদ্য অনুচ্ছেদগুলিতে, কবিতায়, গানে। ভারতী পত্রে প্রথমোক্ত অংশের প্রথম প্রচারের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। মর্মান্তিক দুঃখের অভিজ্ঞতায় ১২৯১ সনের প্রথম দিকেই এগুলির রচনা তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না; সম্ভবতঃ বৈশাখ মাসেই। এক দিনের রচনা নয় তাহারও ইঙ্গিত আছে রচনার মধ্যেই ; কেননা, তৃতীয় অনুচ্ছেদেই (6 / ২২৭ নূতন অনু. ছ ৩-৫) বলা হয় : 'পাছে তুমি আমার কণ্ঠস্বর ভুলিয়া যাও, অনন্তের পথে চলিতে চলিতে ··· পাছে তুমি আমাকে চিনিতে না পার, তাই প্রতিদিন তোমাকে স্মরণ করিয়া আমার এই কথাগুলি তোমাকে বলিতেছি'।

---

৪ কাদম্বরী [কাদম্বিনী] দেবী। জন্ম, ২১ আষাঢ় ১২৬৬। ৪ জুলাই ১৮৫৯।১৬।৫০।০। বিবাহ, ২৩ আষাঢ় ১২৭৫। ৫ জুলাই ১৮৬৮। মৃত্যু, ৮ বৈশাখ ১২৯১। ১৯ এপ্রিল ১৮৮৪। পিতা শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়, নিবাস কলিকাতা।

৫ দ্রষ্টব্য জীবনস্মৃতি (বিশেষ সংস্করণ ১৩৭৫ বৈশাখ), গ্রন্থপরিচয়-সূচনায় প্রবাসীর সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদককে লেখা কয়খানি চিঠি ও লেখার কাল, পৃ ১৫৫-৫৭।

নিজের জীবনের সঙ্গে একান্তভাবে বিজড়িত, যার-পর-নাই ব্যক্তিগত, এজন্যই এগুলি লেখার সঙ্গে সঙ্গে ছাপা হয় নাই ; কোনো কালে ছাপা উচিত কিনা তাহাতেও দ্বিধা ও সংশয় হয়তো ছিল। বৎসর ঘুরিয়া গেলে প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীর অর্ঘ্য বা পুষ্পাঞ্জলি-রূপে নূতন বৎসরে ভারতী পত্রের সূচনায়[৬] গদ্যাংশের প্রায় সবটাই মুদ্রিত হয়।[৭]

পুষ্পাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি হইতে একটি গান (পূর্ববর্তী তালিকায় ক্রমিক সংখ্যা ৪) ও একটি কবিতা (সংখ্যা ৯) যথাক্রমে ১২৯১ ভারতীর কার্তিকে (পৃ ১৯১) ও পৌষে (পৃ ৪০৮) প্রচারিত এবং অতঃপর ১২৯২ সনে এক-একটি কবিতা (সংখ্যা ২ 'আকুল আহ্বান' ও ৩ 'শান্তি') বালক পত্রের আশ্বিন-কার্তিকে (পৃ ৩২৭-২৯) ও ভারতীর শ্রাবণে (পৃ ১৯৮) মুদ্রিত —প্রসঙ্গক্রমে এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

---

৬ আক্ষরিক অর্থে 'সূচনা' নয়, দুই পৃষ্ঠায় নূতন সম্পাদিকার যৎসামান্য নিবেদনে নূতন বর্ষের সূচনা। অতঃপর দ্বিতীয় পৃষ্ঠার নীচে হইতে রবীন্দ্রনাথের 'নূতন' কবিতা— 'পুরাতন' শীর্ষক কবিতা ছাপা হয় ভারতীর ১২৯১ চৈত্রে— উভয় কবিতাতেই কাদম্বরীদেবীর মৃত্যু-শোকের ছায়াপাত, গূঢ় গভীর মর্মবেদনার ব্যঞ্জনা ; উভয়ই অল্পকাল পরে কড়ি ও কোমল কাব্যে (১২৯৩) সংকলিত।

৭ সম্পাদকরূপে প্রথম হইতেই দ্বিজেন্দ্রনাথের নাম থাকিলেও, ভারতী জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই 'মানসকন্যা' আর কাদম্বরীদেবীর প্রেরণাও ইহার পশ্চাতে, এ কথা নানা সূত্রে জানা যায় ; দ্রষ্টব্য বিশ্বভারতী পত্রিকার ১৩৫১ কার্তিক-পৌষে 'ভারতীর ভিটা' (জী. স্মৃ. গ্রন্থ-পরিচয়ে আংশিক সংকলন : পৃ ১৯৮-৯৯)

৮ এ বিষয়ে প্রথম উল্লেখ ও আলোচনা করেন রবীন্দ্রজীবনীকার তাঁহার গ্রন্থে : রবীন্দ্রজীবনী ১ (১৩৪০), পৃষ্ঠা ১৫১।

পুষ্পাঞ্জলির রূপান্তর

পুষ্পাঞ্জলির গদ্যরীতি রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য গদ্য রচনার রীতি হইতে বিশেষভাবেই পৃথক্। গদ্য হইলেও ইহার অন্তর্নিহিত ছন্দঃস্পন্দ একেবারে অশ্রুত অনমুভূত থাকে না। আর, ইহাই বহুগুণে স্পষ্ট হইয়া উঠে বহুপরবর্তী লিপিকার প্রথম অংশের কতকগুলি রচনায়[৮], সেগুলি আরো পরের পুনশ্চ (১৩৩৯) কাব্যের গদ্যছন্দের নিদান তাহাও শেষোক্ত গ্রন্থের 'ভূমিকা'য় বলা হইয়াছে। লিপিকার যে রচনাগুলিতে পুষ্পাঞ্জলির ভাব ভাষা অথবা বিষয়ের ছায়াপাত, ১৩২৬ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রচারের উল্লেখ-সহ সেগুলির তালিকা পরে দেওয়া গেল—

১	বাঁশি	সবুজ পত্র	১৩২৬	কার্তিক
২	সন্ধ্যা ও প্রভাত	মানসী ও মর্ম্মবাণী		কার্তিক
৩	কৃতঘ্ন শোক	ভারতী		কার্তিক
৪	সতেরো বছর	ভারতী		কার্তিক
৫	প্রথম শোক	সবুজ পত্র		আষাঢ়

তালিকার প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ রচনায় পুষ্পাঞ্জলির নির্দিষ্ট কতকগুলি অংশের ভাব অথবা ভাষার কিছু-কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। বিষয় একই অথচ সর্বাঙ্গীণ ভাবান্তর ও রূপান্তরের ফলে আশ্চর্যজনক। আর, তালিকার সব-শেষে যে রচনার উল্লেখ, ভাবে ভাষায় স্বতন্ত্র হইলেও, বিষয়ের দিক দিয়া পুষ্পাঞ্জলিকে সর্বতোভাবে অতিক্রম করিয়া গেলেও, যে অভিজ্ঞতা হইতে পুষ্পাঞ্জলির উদ্ভব তাহারই সৌম্য শান্ত পরিণামকে ব্যক্ত করিয়াছে আর সমগ্র পুষ্পাঞ্জলির অপূর্ব 'ফলশ্রুতি' শুনাইয়া আমাদের চমৎকৃত করিতেছে এ কথা অবশ্যই বলা চলে: 'যা ছিল শোক, আজ তাই হয়েছে শান্তি।' সুদীর্ঘকাল গহন মনের 'ছায়াতলে গোপনে বসে' ছিল, এই অভাবিত রূপান্তরে তাহাকে বরণ করা হইবে বলিয়াই। 'পঁচিশ বছরের যৌবন' তাহার 'গলায় হার' হইয়াছে, 'সেদিনকার বসন্তের মালার একটি পাপড়িও খসে নি।'

পুষ্পাঞ্জলির সহিত ভাব অথবা ভাষার দিক দিয়া লিপিকার যে যে রচনার কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য, অতঃপর সংকলন করা গেল। সংকলিত

পুষ্পাঞ্জলির পাঠ পাণ্ডুলিপি-সম্মত, লিপিকার পাঠ প্রথমপ্রকাশিত গ্রন্থ-অনুযায়ী। পুষ্পাঞ্জলির ক্ষেত্রে মার্জিনে পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া গেল; সংকলন-মধ্যে দণ্ডচিহ্নের পরের অংশ নূতন অনুচ্ছেদ বা তদংশ। —

9 পুষ্পাঞ্জলির (জী. স্মৃ. পৃ ২২৯) একটি অনুচ্ছেদের সূচনায় : কোথায় নহবৎ বসিয়াছে। সকাল হইতে না হইতে বিবাহের বাঁশি বাজিয়া উঠিয়াছে। ··· বাঁশি বাজাইয়া যে সকল উৎসব আরম্ভ হয়, সে সব উৎসবও কখন একদিন শেষ হইয়া যায়! তখন আর বাঁশি বাজে না! বাপমায়ের যে স্নেহের ধনটি কাঁদিয়া কাঁদিয়া অবশেষে কঠিন পৃথিবী হইতে নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া যায় ··· সে ছেলেমানুষ ছিল ··· বাঁশির গানের মধ্যে, হাসির মধ্যে, লোকজনের আনন্দের মধ্যে, চারিদিকে ফুলের মালা ও দীপের আলোর মধ্যে সেই ছোট মেয়েটি গলায় হার পরিয়া পায়ে দু-গাছি মল পরিয়া বিরাজ করিতেছিল।

10 ··· / ··· / কিন্তু সেদিনকার সকাল বেলার মধুর বাঁশি কি এত কথা বলিয়াছিল? এমন রোজই কোন-না-কোন জায়গায় বাঁশি ত বাজিতেছেই। কিন্তু এই বাঁশি বাজাইয়া কত হৃদয় দলন হইতেছে, কত জীবন মরুভূমি হইয়া যাইতেছে, কত কোমল হৃদয় আমরণকাল অসহায়ভাবে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত ··· ক্ষত বিক্ষত হইয়া যাইতেছে— অথচ একটি কথা বলিতেছে না ·· হৃদয়ের মধ্যে চিরপ্রচ্ছন্ন তুষের আগুন। ইত্যাদি

লিপিকার 'বাঁশি'তে : আজ ভোর বেলাতেই উঠে শুনি, বিয়ে-বাড়িতে বাঁশি বাজ্‌চে। / বিয়ের এই প্রথম দিনের সুরের সঙ্গে, প্রতিদিনের সুরের মিল কোথায়? গোপন অতৃপ্তি, গভীর নৈরাশ্য; অবহেলা অপমান অবসাদ; তুচ্ছ কামনার কার্পণ্য, কুশ্রী নীরসতার কলহ, ক্ষমাহীন ক্ষুদ্রতার সংঘাত, অভ্যস্ত জীবনযাত্রার ধূলিলিপ্ত দারিদ্র্য — বাঁশির দৈববাণীতে এ-সব বার্তার আভাস কোথায়? / ··· মালা-বদলের গান বাঁশিতে বেজে উঠ্‌ল তখন এখানকার এই কনেটির দিকে চেয়ে দেখ্‌লেম, তার গলায় সোনার হার, তার পায়ে দু'গাছি মল, সে যেন কান্নার সরোবরে আনন্দের পদ্মটির উপরে দাঁড়িয়ে। ইত্যাদি

২

3 পুষ্পাঞ্জলির সূচনা (জী. স্মৃ. পৃ ২২৫) : প্রভাতে।/সূর্য্যদেব, তুমি কোন্ দেশ অন্ধকার করিয়া এখানে উদিত হইলে ? কোন্‌খানে সন্ধ্যা হইল ? এ দিকে তুমি জুঁইফুলগুলি ফুটাইলে, কোন্‌খানে রজনীগন্ধ্যা ফুটিতেছে ? ইত্যাদি

লিপিকার 'সন্ধ্যা ও প্রভাত' রচনায় ইহার রূপান্তরে 'প্রভাত' হইয়াছে 'সন্ধ্যা' : এখানে নাম্‌ল সন্ধ্যা। সূর্য্যদেব, কোন্ দেশে কোন্ সমুদ্রপারে তোমার প্রভাত হ'ল ? / অন্ধকারে এখানে কেঁপে উঠ্‌চে রজনীগন্ধা ··· কোন্‌খানে ফুটল ভোরবেলাকার কনকচাঁপা ? ইত্যাদি

৩

12 পুষ্পাঞ্জলিতে (জী. স্মৃ. পৃ ২৩০) একটি অনুচ্ছেদ-সূচনায় : হৃদয়ে যখন গুরুতর আঘাত লাগে তখন সে ইচ্ছাপূর্ব্বক নিজেকে আরও যেন অধিক পীড়া দিতে চায়। এমন কি, সে তাহার আশ্রয়ের মূলে কুঠারাঘাত করিতে থাকে। কেহ যদি তাহাকে সান্ত্বনা করিতে আসিয়া বলে — "এত প্রেম, এত স্নেহ, এত সহৃদয়তা, তাহার পরিণাম কি ঐ খানিকটা ভস্ম ! কখনই নহে !" তখন সে যেন উদ্ধত হইয়া বলে — "আশ্চর্য্য কি ! তেমন সুন্দর মুখখানি, — কোমলতায় সৌন্দর্য্যে লাবণ্যে হৃদয়ের ভাবে আচ্ছন্ন সেই জীবন্ত চলন্ত দেহখানি সেও যে —, আর কিছু নয়, দুই মুঠা ছাইয়ে পরিণত এই বা কে হৃদয়ের ভিতর হইতে বিশ্বাস করিতে পারিত ! বিশ্বাসের উপরে আর বিশ্বাস কি !" এই বলিয়া সে বুক ফাটিয়া কাঁদিতে থাকে।

13 হৃদয়ের এই অন্ধকারের সময় আশ্রয়কে আরো বেশী করিয়া ধরি না কেন ? ··· বিশ্বের নিয়ম কখনই এত ভয়ানক ও এত নিষ্ঠুর হইতেই পারে না ! সে আমাকে ··· আশ্রয় দিবেই ! ইত্যাদি

লিপিকার 'কৃতঘ্ন শোক' রচনায় : বন্ধু এসে বল্‌লেন, "যা ভালো তা সত্য, তা কখনো যায় না ; সমস্ত জগৎ তাকে রত্নের মত বুকের হারে গেঁথে রাখে।" / আমি রাগ করে' বল্‌লেম, "কি করে' জান্‌লে ? দেহ কি ভালো নয় ? ··· / ছোট ছেলে

যেমন রাগ করে' মাকে মারে তেমনি করেই বিশ্বে আমার যা-কিছু আশ্রয় সমস্তকেই মারতে লাগ্‌লেম। বল্‌লেম, "সংসার বিশ্বাসঘাতক।" / ·· তারা-ছিটিয়ে-দেওয়া অন্ধকারের ভিতর থেকে একটি ভৎসনা এল ইত্যাদি

৪

৪ পুষ্পাঞ্জলিতে (জী. স্মৃ. পৃ ২২৮) একটি অনুচ্ছেদের সূচনায় : আমাকে যাহারা চেনে সকলেই ত আমার নাম ধরিয়া ডাকে ·· সকলকেই কিছু একই ব্যক্তি সাড়া দেয় না ! ··· সে আমাকে কত দিন হইতে জানিত;— আমাকে কত প্রভাতে, কত দ্বিপ্রহরে, কত সন্ধ্যাবেলায় সে দেখিয়াছে ! কত বসন্তে, কত বর্ষায় কত শরতে আমি তাহার কাছে ছিলাম। ··· সে আমাকে যখন ডাকিত, তখন আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের অধিকাংশই, আমার Vএই সতের বৎসর তাহার সমস্ত খেলাধুলা লইয়া তাহাকে সাড়া দিত। ··· / আমি কেবল ভাবিতেছি, এমন ত আরও সতের বৎসর যাইতে পারে ! তাহার সহিত তাঁহার ত কোন সম্পর্কই থাকিবে না ! ইত্যাদি [Vএই / পাণ্ডুলিপির তোলা পাঠ বুঝিতে হইবে।]

লিপিকায় 'সতেরো বছর'এর সূচনা : আমি তার সতেরো বছরের জানা। / ··· কখনো বা ভোরের ভাঙাঘুমে শুকতারার আলো, কখনো বা আষাঢ়ের ভর-সন্ধ্যায় চামেলি ফুলের গন্ধ, কখনো বা বসন্তের শেষ প্রহরে ক্লান্ত নহবতের পিলু - বারোয়াঁ, সতেরো বছর ধরে' এই সব গাঁথা পড়েছিল তার মনে। / আর তারি সঙ্গে মিলিয়ে সে আমার নাম ধরে ডাকৃত। ঐ নামে যে-মানুষ সাড়া দিত ··· সে যে তারই সতেরো বছরের জানা দিয়ে গড়া ··· / তার পরে আরো সতেরো বছর যায়। কিন্তু এর দিনগুলি এর রাতগুলি সেই নামের রাখি-বন্ধনে আর ত এক হয়ে মেলে না ইত্যাদি

তালিকা-ধৃত পঞ্চম রচনা সম্পর্কে (লিপিকার 'প্রথম শোক') তালিকার পরের অনুচ্ছেদেই, তৃতীয় বাক্য হইতে, আমাদের যা-কিছু বক্তব্য পূর্বে বলা হইয়াছে।

পুষ্পাঞ্জলি পাণ্ডুলিপির সমুদয় রচনা ১২৯১ বৈশাখে কাদম্বরীদেবীর মৃত্যুর পর অল্প কালের মধ্যে লেখা হইয়া থাকিবে, তাহা তো

সহজেই অনুমান করা যায়। বিরুদ্ধ প্রমাণ না থাকিলেই উহা স্বতঃ প্রমাণিত। রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপির বহির্দেশে (p 25-59) শ্রীমতী ইন্দিরা-দেবী দেশী-বিদেশী বাণীগুলি চয়ন করেন কিছুকাল ধরিয়া এরূপ মনে করা চলে। রবীন্দ্রনাথের যে-সব উক্তি সংকলিত তন্মধ্যে 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থেরও নানা অংশ আছে, এগুলি মূল পত্র হইতে উৎকলিত হওয়া অসম্ভব নয়।[৯] তা ছাড়া 'পঞ্চভূত' ও 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থের যে-সকল অংশ আছে, ছাপা বই অথবা পত্র-পত্রিকা হইতে উৎকলিত নিশ্চিত বলা যায় না। মোটের উপর, বর্তমান রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে মনে হয় যে, ইহার বিভিন্ন রচনা ১২৯১-৯২ সনে ভারতী পত্রিকায় ও বালক পত্রে, ১২৯২ বৈশাখে রবিচ্ছায়া সংগীতসংকলনে এবং ১২৯৩ সনে কড়ি ও কোমল কাব্যে প্রচারিত / প্রকাশিত হইলে, রবীন্দ্রনাথ এই খাতাখানি ইন্দিরাদেবীকে দেন। এ খাতায় এখনকার শেষ[১০] পাতায় ইন্দিরাদেবীর নোটের তারিখ যে '৯ই কার্ত্তিক, ১২৯৪' ইহা পূর্বে দেখা গিয়াছে। পুষ্পাঞ্জলির বর্তমান পাণ্ডুলিপি তৎপূর্বেই ইন্দিরাদেবীর হাতে আসে ইহা অনুমান করা যায়।

---

৯ ছিন্নপত্রে বা ছিন্নপত্রাবলীতে মুদ্রিত ও বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে ইন্দিরাদেবীর সংকলিত, উভয় পাঠে পার্থক্য প্রচুর তাহা পাশাপাশি রাখিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা চলিবে।

১০ শেষেই ছিল কিনা নিশ্চিত বলা যায় না। সবগুলি পাতা সম্ভবতঃ কোনো-এক সময়ে পিন দিয়া গাঁথা ছিল, পূর্বে বলা হইয়াছে। এই স্বতন্ত্র পাতার এক পিঠের অর্ধেকটায় এই লিখন ; এ পিঠে ও পিঠে আর কিছু লেখা নাই।

পাণ্ডুলিপি-ধৃত পাঠের পরিবর্তনে প্রথম মুদ্রিত রূপ

আকুল আহ্বান।

১ অভিমান ক'রে কোথায় গেলি,
আয় মা ফিরে, আয় মা ফিরে আয়!
দিন রাত কেঁদে কেঁদে ডাকি
আয় মা ফিরে, আয় মা, ফিরে আয়!
সন্ধে হল, গৃহ অন্ধকার,
মাগো, হেথায় প্রদীপ জ্বলেনা!
একে একে সবাই ঘরে এল,
৮ আমায় যে, মা, মা কেউ বলে না!
সময় হ'ল বেঁধে দেব চুল,
পরিয়ে দেব রাঙা কাপড় খানি।
সাঁজের তারা সাঁজের গগনে—
১২ কোথায় গেল, রানী আমার রানী!

(ওমা) রাত হ'ল, আঁধার করে আসে
ঘরে ঘরে প্রদীপ নিবে যায়।
আমার ঘরে ঘুম নেইক শুধু—
শূন্য শেজ শূন্যপানে চায়।
কোথায় দুটি নয়ন ঘুমে ভরা,
(সেই) নেতিয়ে-পড়া ঘুমিয়ে-পড়া মেয়ে!
শ্রান্ত দেহ ঢুলে ঢুলে পড়ে
(তবু) মায়ের তরে আছে বুঝি চেয়ে!

আঁধার রাতে চলে গেলি তুই,
আঁধার রাতে চুপি চুপি আয়।
কেউ ত তোরে দেখ্‌তে পাবে না,
তারা শুধু তারার পানে চায়।
পথে কোথাও জনপ্রাণী নেই,
ঘরে ঘরে সবাই ঘুমিয়ে আছে।

মা তোর শুধু একলা দ্বারে বসে,
২৮ চুপি চুপি আয় মা মায়ের কাছে।
২৯ আমি তোরে লুকিয়ে রেখে দেব,
রেখে দেব বুকের মধ্যে কোরে—
থাক্ মা সে তার পাষাণ হৃদি নিয়ে
৩২ অনাদর যে করেছে তোরে।
মলিন্ মুখে গেলি তাদের কাছে,
তবু তারা নিলেনা মা কোলে ?
বড় বড় আঁখি দুখানি
৩৬ রৈলি তাদের মুখের পানে তুলে ?
এ জগৎ কঠিন— কঠিন—
কঠিন, শুধু মায়ের প্রাণ ছাড়া,
সেইখানে তুই আয় মা ফিরে আয়,
৪০ এত ডাকি দিবিনে কি সাড়া ?

৪১ হে ধরণী, জীবের জননী,
শুনেছি যে মা তোমায় বলে !
তবে কেন তোর কোলে সবে
৪৪ কেঁদে আসে কেঁদে যায় চ'লে !
তবে কেন তোর কোলে এসে
সন্তানের মেটে না পিপাসা !
কেন চায়— কেন কাঁদে সবে,
৪৮ কেন কেঁদে পায়না ভালবাসা !
কেন হেথা পাষাণ পরাণ !
কেন সবে নীরস নিষ্ঠুর !
কেঁদে কেঁদে দুয়ারে যে আসে
কেন তারে করে দেয় দূর !
৫০ কেঁদে যে জন ফিরে চলে যায়,
তার তরে কাঁদিস্‌নে কেহ,
এই কি মা, জননীর প্রাণ,
৫৬ এই কি মা জননীর স্নেহ !

৫৭ ফুলের দিনে সে যে চলে গেল,
ফুল-ফোটা সে দেখে গেল না,
ফুলে ফুলে ভরে গেল বন
৬০ একটি সে ত পর্‌তে পেল না।
ফুল ফোটে, ফুল ঝ'রে যায়—
ফুল নিয়ে আর সবাই পরে,
ফিরে এসে সে যদি দাঁড়ায়,
৬৪ একটিও রবে না তার তরে!
তার তরে মা কেবল আছে
আছে শুধু জননীর স্নেহ,
আছে শুধু মা'র অশ্রুজল,
৬৮ কিছু নাই— নাই আর কেহ!
খেল্‌ত যারা তারা খেল্‌তে গেছে,
হাস্‌ত যারা তারা আজো হাসে,
তার তরে[১২] কেহ ব'সে নেই
মা শুধু রয়েছে তারি আশে!

৭৩ হায়, বিধি, এ কি ব্যর্থ হবে !
ব্যর্থ হবে মার ভালবাসা !
কত জনের কত আশা পূরে,
ব্যর্থ হবে মার প্রাণের আশা ![১১]

—বালক। আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২। পৃ ৩২৭-২৯

---

১১ পুষ্পাঞ্জলি-পাণ্ডুলিপির অঙ্গীভূত অন্যান্য গান-কবিতার তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা স্বতই পরিস্ফুট কিন্তু চিহ্নিত কবিতা দুটি এ সময়ে তথা এই উপলক্ষ্যে লেখার মর্ম অনুধাবন করিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে— কাদম্বরীদেবীর বিবাহ হয় তাঁহার বয়স ৯ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর তৃতীয় দিনে (দ্রষ্টব্য পাদটীকা ৪)। তখন তাঁহাকে বালিকা বলিলে একটুও অত্যুক্তি হয় না ; এক-রকম মায়ের কোল ছাড়িয়াই তিনি নববধূ-রূপে আসেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়িতে এবং স্বভাবনিঃসঙ্গ প্রতিভাবান বালকের (রবীন্দ্রনাথের / বয়সে ২ বৎসরের ছোটো) প্রথমে বাল্যসঙ্গিনীরূপে ও ক্রমে প্রেরণাদাত্রী ও দিশারি 'ধ্রুবতারা'-স্বরূপে তাঁহাকে প্রভাবিত করেন, ইহা আমাদের জানা আছে। কাদম্বরীদেবীর শোচনীয় মৃত্যু-সময়ে তাঁহার জননী জীবিত ছিলেন কিনা আমাদের জানা নাই, হয়তো ছিলেন আর তাঁহারই জবানিতে কবি রবীন্দ্রনাথ এই মর্মান্তিক ঘটনায় নিঃসীম কারুণ্যটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহাতে তো সন্দেহ নাই— 'আকুল আহ্বান' (পাণ্ডুলিপি ও বালক ১২৯২) এবং 'শান্তি' (পাণ্ডুলিপি ও ভারতী ১২৯২) কবিতায়।

১২ মুদ্রণপ্রমাদে রূপ লয় : তার / 'া' কাটিয়া পাশে 'ে' লেখা আছে কালীতে, বালকের যে মূল্যবান কপি আছে শান্তিনিকেতন-রবীন্দ্রভবনে তাহাতেই। এ কপির অন্যত্র 'অবসাদ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের বিশেষ সংশোধন পেন্সিলে আর এটিও তাঁহারই।

পাঠপরিচয়। উল্লিখিত কবিতার পাণ্ডুলিপি-ধৃত ও বালকে মুদ্রিত দুটি পাঠের পার্থক্য সম্পর্কে পূর্বে মন্তব্য করা হইয়াছে; পাঠক নিজেও তুলনায় আলোচনা করিতে পারিবেন। বালক পত্রের পরিবর্ধিত পাঠ কড়ি ও কোমল (১২৯৩) কাব্যে, কাব্যগ্রন্থাবলী-ভুক্ত (১৩০৩ আশ্বিন) কড়ি ও কোমলের পরবর্তী সংস্করণে ও শিশু কাব্যে (সপ্তমভাগ কাব্যগ্রন্থ ১৩১০ আশ্বিন) উত্তরোত্তর আরো কী ভাবে পরিবর্তিত হয় তাহাও বালক হইতে সংকলিত কবিতার ছত্রাঙ্ক-নির্দেশে সংক্ষেপে বলা যায়। ('কড়ি ও কোমল'এর দ্বিতীয় সংস্করণে, ১৩০১, প্রথম-প্রকাশিত ঐ কাব্যের পাঠের অনুসরণে 'আকুল আহ্বান' মুদ্রিত কিন্তু 'পাষাণী মা' ও 'মায়ের আশা' বর্জিত।)

কড়ি ও কোমল (১২৯৩)

ছত্র ১-৪০ 'আকুল আহ্বান' কবিতা। তন্মধ্যে ২৯-৩৬ বর্জিত। কড়ি ও কোমল, পৃ ৯৯-১০০

ছত্র ৪১-৫৬ 'পাষাণী মা'। পরিবর্তিত পাঠে ছত্র ৫৩ : কাঁদিয়া সে ফিরে চলে যায় / কড়ি ও কোমল, পৃ ৪৭

ছত্র ৫৭-৭৬ 'মায়ের আশা'। কড়ি ও কোমল, পৃ ১০০-১০১

কাব্যগ্রন্থাবলী (১৩০৩)-ভুক্ত কড়ি ও কোমল

আকুল আহ্বান। আট-আট ছত্রের ৫টি স্তবকে এই ছত্রগুলি পর পর সংকলিত — ছত্র ৫-২৪, ৩৭-৪০, ৫৭-৬৪ এবং ৬৯-৭৬। পরিবর্তন — ছত্র ১৯, ঢলে ঢলে পড়ে > ঢলে পড়ে, তবু / ছত্র ২০, '(তবু)' বর্জিত। কাব্যগ্রন্থাবলী, পৃ ১১৮

এ স্থলে 'আকুল আহ্বান' কবিতার বালকে মুদ্রিত পাঠ যথাযথ সংকলিত; কেবল ছত্রসংখ্যাগুলি আমাদের আরোপিত। এ কবিতা ছড়ার ছন্দেই লিখিত, কেবল ছত্র ৪১-৫৬ অঙ্কিত স্তবকে তাহার বহুশঃ ব্যতিক্রম।

শিশু (সপ্তমভাগ কাব্যগ্রন্থ ১৩১০)

আকুল আহ্বান। আট-আট ছত্রের ৫টি স্তবকে পূর্ববর্তী পাঠের পুনর্মুদ্রণ বলা যায় ; নূতনত্ব এই যে, অতিপর্বিক '(ওমা)' এবং '(সেই)' বর্জিত। উক্ত কাব্যগ্রন্থ, পৃ ১৪৯-৫১

শিশুর প্রচলিত সংস্করণে 'আকুল আহ্বান' কবিতায় আরো কিছু পাঠভেদ পাওয়া যায়। যেমন — ছত্র ১৩ : রাত হল>রাত্রি হল / পরিবর্তিত পাঠ ছ ৬১-৬২ : ফুল যে ফোটে, ফুল যে ঝরে যায় / ফুল নিয়ে যে আর-সকলে পরে, / পরিবর্তিত ছ ৭১-৭২ : তার তরে তো কেহই বসে নেই, / মা যে কেবল রয়েছে তার আশে। / ছ ৭৩ : হায় / এ কি>হায় রে / সব কি / ছ ৭৪ : মার>মায়ের / ছ ৭৬ : প্রাণের>প্রাণেরই

সুষম ছন্দের অনুরোধে কবি এ-সকল পরিবর্তন করেন মুখ্যতঃ ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের অষ্টমখণ্ড কাব্যগ্রন্থে আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাহার পরেও স্বতন্ত্র শিশু কাব্যে।

ক্ষণিকা

পাণ্ডুলিপি ১২০

সমকালীন ২টি গান ১টি কবিতা-সহ ক্ষণিকার খসড়া-খাতা

যত দূর জানা যায়, রচনাকাল ২ জ্যৈষ্ঠ - ১০ আষাঢ় ১৩০৭ বা ১৫ মে - ২৪ জুন ১৯০০ এবং রচনার স্থানও যত দূর জানা আছে — শিলাইদহ, দার্জিলিং-যাত্রার পথে (১টি কবিতা), দার্জিলিং (২টি কবিতা)। সবই রবীন্দ্রহস্তাক্ষরে পেন্সিলের লেখা।

বিবরণ : রবীন্দ্রসদনে সংগ্রহ-কালে টিকিটে লেখা — 'কালো চামড়ার বাঁধানো মলাট, ছোট পকেট বুক, পাশে পিতলের বন্ধনী' কিন্তু উক্ত বন্ধনী এখন নাই। সূক্ষ্ম-রুল-টানা পাতায় পাতায় পেন্সিলের লেখায় বহু স্থলেই বহু কাটাকুটি দেখা যায়; কদাচিৎ পেন্সিল ঘষিয়া আগের লেখা তিরস্কৃত। পৃ ৭৪, উপর দিকে ১০টি ছত্রের তিরস্কৃতি বা অবলুপ্তি, নিম্নে ৩টি ছত্র লাঞ্ছিত বা বর্জনচিহ্নিত — অন্য লেখা নাই। পৃ ১ ও ১০৬ অলিখিত। অপর পক্ষে কালীতে ও পেন্সিলে নিজের এবং অন্যের নামের মনোগ্রাম-শোভিত এই অর্থে-ই বিচিত্রিত পৃ ১০২, ১০১, ১০০ — খাতা উল্টাইয়া লেখাতে উক্ত অঙ্কগুলির উল্টা চাল। উল্টানো পাতায় বহু নাম ঠিকানার আধার পৃ ১০৫, ১০৪, ১০২; পুস্তক-তালিকা পৃ ২, ৩, ১০৩; দ্রব্যতালিকা পৃ ৯৯ — এগুলিও কালীতে ও পেন্সিলে লেখা বাংলায় / ইংরেজিতে; পেন্সিলে অস্পষ্ট লাঞ্ছিত লেখা পৃ ২, ৩। সোজাসুজি লেখা পৃ ২ - ৯৮, উল্টা দিক হইতে পৃ ১০৫ - ৯৯।

সংরক্ষণের প্রয়োজনে নূতন দিল্লির ন্যাশনাল আর্কাইভ্‌স্ পৃথগীকৃত প্রত্যেক পাতা কাচ-কাগজে মুড়িয়া নূতনভাবে বাঁধাই করিয়া দেন ১৯৫৫ জানুয়ারিতে। বর্তমানে বোর্ড এবং কাল্‌চে নীল চামড়ার মলাট; মাত্রিক শতাংশে মোটের উপর মাপ ১২·৯ × ৭·৫ × ১·৮ (পুট) এবং মূল পাতাগুলির মাপ ৯·৫ × ৬। নূতন বাঁধাইয়ের কালে বিজোড় পৃষ্ঠাগুলিতে ধারাবাহিক বিজোড় অঙ্ক-পাত ইংরেজিতে (জোড় পৃষ্ঠার অঙ্কগুলি উহ্য) — সেই হিসাবেই কবির পেন্সিলে লেখা গান ও কবিতার আধার পৃ ৫ - ৯৮, কদাচিৎ কবি-কৃত সংযোজন / সংশোধন কালীতে।

আমাদের এ আলোচনায় পরে জানা যাইবে, সম্ভবতঃ ক্ষণিকার অন্যতর রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি এই খাতাখানি, অনুরূপ আরেকখানি খাতা থাকিলেও অদ্যাবধি তাহার কোনো সন্ধান আমাদের জানা নাই।

পাণ্ডুলিপি-ভুক্ত রচনার পূর্ব- প্রচার বা প্রকাশ সম্পর্কে বলা প্রয়োজন। পরবর্তী তালিকার ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী বলিতে গেলে — স° ১, ইতঃপূর্বে অপ্রচারিত কিন্তু নৈবেদ্য-ভুক্ত তৃতীয় রচনার অন্তিম ৪ ছত্রের সহিত তুলনীয়; ২, নৈবেদ্য-ধৃত চতুর্থ রচনা; ৩, গান (১৯১৪ সেপ্টেম্বর) দ্রষ্টব্য; ৭, বঙ্গশ্রী / প্রবাসী, ১৩৪৮ কার্তিক, পৃ ১ দ্রষ্টব্য; ১০, ভারতী, ১৩০৭ আষাঢ়, পৃ ২৯৭; ১৮, মুকুল, ১৩০৭ শ্রাবণ, পৃ ৬৩। তালিকাবদ্ধ অধিকাংশ রচনা (২৭টির মধ্যে ২৩টি) ক্ষণিকাতেই প্রথম মুদ্রিত / প্রকাশিত।

রচনাপঞ্জী

প্রথমেই পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাঙ্ক ও আমাদের গণনামত ক্রমিক সংখ্যা, পরে (শিরোনাম থাকিলে শিরোনাম-যুক্ত) কবিতা বা গানের সূচনাংশ, জানা থাকিলে রচনার স্থান ও কাল। [ ] চতুষ্কোণ বন্ধনী-মধ্যে যে-সকল তথ্য সংকলিত পাণ্ডুলিপি-বহির্ভূত বুঝিতে হইবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাণ্ডুলিপি-ধৃত শিরোনাম বা সূচনা হইতে মুদ্রিত শিরোনাম বা সূচনা পৃথক্ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

পৃ ॥ স° গীতিকবিতা রচনা

4 । ১ এখন ভুলিব সকল কর্ম / সকল দিনের ক্লান্তি
সব সুখ দুখ সব লাভক্ষতি / তোমাতে লভিব শান্তি।

[সমাপ্ত]

5 । ২ তোমারি বীণা জীবনকুঞ্জে | তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে |

6 । ৩ কমলবনের মধুপরাজি

8 । ৪ [সম্বরণ] / আজ্‌কে আমার বেড়াদেওয়া বাগানে। ২রা জ্যৈষ্ঠ [১৩০৭]

পৃ ॥ স° গীতিকবিতা রচনা

10 । ৫ [স্থায়ী-অস্থায়ী] / তুলেছিলেম কুসুম তোমার । রেলগাড়ি / দার্জ্জিলিং পথে / ৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

12 । ৬ [ক্ষণেক দেখা] / চলেছিলে পাড়ার পথে । দার্জ্জিলিং / ৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

14 । ৭ পাষাণে২ তব শিখরে শিখরে । দার্জ্জিলিং / Annandale House / রবিবার [১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭]

14 । ৮ [দুইবোন] / দুটি বোন তারা হেসে যায় কেন । শিলাইদহ / ১৯ জ্যৈষ্ঠ। ১৩০৭

8 । ৯ [আষাঢ়] / নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে । [শিলাইদহ] / ২০শে জ্যৈষ্ঠ [১৩০৭]

21 । ১০ [নববর্ষা] / গুরু গুরু মেঘ গুমরি২ । শিলাইদহ / ২০শে জ্যৈষ্ঠ। ১৩০৭

26 । ১১ [বিরহ] / তুমি যখন গেলে চলে । শিলাইদহ / ২১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

30 । ১২ অকালে / ভাঙা হাটে কে ছুটেছিস । [শিলাইদহ] / ২১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

32 । ১৩ বিলম্বিত। / অনেক হল দেরী । [শিলাইদহ] / ২৬শে জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

36 । ১৪ [মেঘমুক্ত] / ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে । শিলাইদহ / ২৭শে জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

40 । ১৫ [চিরায়মানা] / যেমন আছ তেমনি এস

44 । ১৬ [কল্যাণী] / সর্বশেষ। / বিরল তোমার ভবনখানি । [শিলাইদহ] / ২৮শে জ্যৈষ্ঠ [১৩০৭]

49 । ১৭ [ভৎর্সনা] / মিথ্যা আমায় কেন সরম দিলে । শিলাইদহ / ৩১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

55 । ১৮ [সুখদুঃখ] / বসেছে আজ রথের তলায় । শিলাইদহ / স্নানযাত্রা / ৩১শে জ্যৈষ্ঠ

57 । × যে আছে ঐ পারের ঘাটে / তারে চিনিস কেউ ?
সকাল থেকে আপন মনে / গুনচে বসে ঢেউ ! × [লাঞ্ছিত রচনাখণ্ড। তুলনীয় স° ১৯]

পৃ ॥ সং	গীতিকবিতা	রচনা
57 ॥ ১৯	[খেলা] / মনে পড়ে সেই আষাঢ়ে ॥ [শিলাইদহ] / ৩২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭	
60 ॥ ২০	দুর্দিন। / এতদিন পরে প্রভাতে এসেছ ॥ [শিলাইদহ] / ১লা আষাঢ় [১৩০৭]	
64 ॥ ২১	অবিনয়। / হে নিরুপমা / চপলতা আজ যদি কিছু ঘটে ॥ [শিলাইদহ] / ১লা আষাঢ় [১৩০৭]	
68 ॥ ২২	[কৃতার্থ] / এখনো ভাঙেনি ভাঙেনি মেলা ॥ [শিলাইদহ] / ২রা আষাঢ় [১৩০৭]	
75 ॥ ২৩	অন্তরতম / আমি যে তোমায় জানি সে ত কেউ ॥ [শিলাইদহ] / ৩রা আষাঢ় [১৩০৭]	
80 ॥ ২৪	কৃষ্ণকলি / কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি ॥ [শিলাইদহ] / ৪ঠা আষাঢ় [১৩০৭]	
83 ॥ ২৫	কর্মফল। / পরজন্ম সত্য হলে আমার কি হয় / সেটা জানি ॥ [শিলাইদহ] / ৫ই আষাঢ় [১৩০৭]	
	[অন্তিম স্তবক লেখা '৬ই আষাঢ়' তারিখে 'কবি' শেষ হইলে]	
87 ॥ ২৬	× পরিচয় / কবি। / আমি যে বেশ সুখে আছি ॥ [শিলাইদহ] / ৬ই আষাঢ় [১৩০৭]	
94 ॥ ২৭	আবির্ভাব / বহু দিন হল কোন্ ফাল্গুনে ॥ [শিলাইদহ] / ১০ই আষাঢ় [১৩০৭]	
	[শেষ স্তবক লেখার পরে উনশেষ স্তবক লেখা]	

মন্তব্যপঞ্জী

সংক্ষেপে কোনো কোনো তথ্য দেওয়া গেছে রচনাপঞ্জীর প্রাক্‌কথনে বা ভিতরেই। ক্রমিক সংখ্যার উল্লেখে কোনো কোনো রচনা সম্পর্কে আরো জ্ঞাতব্য তথ্য পরে দেওয়া যায়। মুদ্রিত পাঠে আংশিক পার্থক্য—

২ ॥ তোমারি বীণা > তোমারি রাগিণী /

তোমারি নন্দনগন্ধনন্দিত > তব নন্দনগন্ধমোদিত /

বাজে গো যেন > বাজে যেন সদা /

রাজে গো যেন > রাজে যেন সদা /

সাজে গো যেন > সাজে যেন সদা /

লাজে গো যেন > লাজে যেন সদা /

৩। কি সুধাগন্ধ এনেছে > কি সুধাগন্ধ এসেছে /

৭। বঙ্গশ্রী পত্রিকায় হস্তলিপির প্রতিচ্ছবি ছাপা হয় কিনা জানা নাই। ১৩৪৮ কার্তিকের প্রবাসীতে, 'হে সমুদ্র, চিরকাল কি তোমার ভাষা' (কণিকা-ধৃত 'প্রশ্নের অতীত') কবিতার অনুষঙ্গে 'সমুদ্র ও গিরিরাজ' শিরোনামে মুদ্রিত। বস্তুতঃ পৃথক্ দুটি কবিতা, রচনাকালও এক হইতে পারে না। প্রবাসীতে রচনাশেষে বিজ্ঞাপিত : ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ / আনন্দেল হৌস / দার্জিলিং / ··· শ্রীমতী নলিনী নাগের স্বাক্ষরপুস্তকে কবির স্বহস্তলিখিত ··· / এ কথা কণিকার বর্তমান পাণ্ডুলিপি-ধৃত কবিতা সম্পর্কে সর্বৈব সত্য হইলেও, অন্যটির প্রথম প্রচার কণিকায়, রচনা '৪ অগ্রহায়ণ ১৩০৬' তারিখে কণিকা প্রকাশের পূর্বে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা অসম্ভব নয়, তবু আমাদের অনুমান মাত্র, যে, দুটি কবিতাই ধরা ছিল নলিনী নাগের স্বাক্ষরসংগ্রহে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় শ্রীমতী নলিনী নাগ, প্রখ্যাত আনন্দমোহন বসুর কন্যা ও আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর ভাগিনেয়ী।

পাঠভেদ— অজ্ঞাত অক্ষরে > অজানা অক্ষরে /

৮। আমি কোন্‌খানে > পথিক কোথায় /

আমি ত নিবিড় বনে > ছায়ায় নিবিড় বনে / [১]

---

১ সংরক্ষণের উদ্দেশে মূল পাণ্ডুলিপির পাতাগুলি পৃথক করিয়া এবং 'আভোট' পাতা মাঝ-বরাবর দ্বিখণ্ডিত করিয়া যেভাবে 'বই' বাঁধানো হইয়াছে, এ ক্ষেত্রে তাহাই আদর্শস্বরূপ বা নির্দোষ নয়। যে দপ্তরী প্রথাগত রীতিতে ও অভ্যস্ত নৈপুণ্যে এ কাজ

রয়েছি>যে আছে / পাণ্ডুলিপিতে প্রথম স্তবকেই এই পাঠ-বিবর্তনের বৈশিষ্ট্য এই যে, যে বক্তব্য ছিল কর্তৃবাচ্যে উত্তম পুরুষে আরোপিত, পরিবর্তনের ফলে তাহাই ভাববাচ্যে 'নৈর্ব্যক্তিক' রূপ লইয়াছে আর একজন্যই 'আমি কোন্‌খানে' 'আমি ত' 'রয়েছি' এই ছত্রাংশগুলিও লাঞ্ছিত। বলা বাহুল্য উত্তর-পাঠই গ্রন্থে মুদ্রিত।

মুদ্রিত কাব্যের হিসাবে বলা চলিবে স্তবক ১ - ৪ ও ৮ লিখিয়া তারিখ দেওয়ার পরে স্তবক ৫ - ৭ নূতন লিখিয়া যথাস্থানে বসাইবার নির্দেশ দেখা যাইতেছে। স্থলবিশেষে পাঠের বিবর্তন কৌতূহলজনক ও শিক্ষাপ্রদ, যেমন :—

স্তবক ২ ছ ৩ দূর মাঠ হতে ধেয়ে আসে ধারা>ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা

করিয়াছেন তাঁহার বিষয়জ্ঞান এমন-কি বাংলা অক্ষর-জ্ঞান না'ও থাকিতে পারে। পাণ্ডুলিপির স্বত্বাধিকারী / সংগ্রাহক প্রত্যক্ষ-ভাবে ইহাদের তত্ত্বাবধানে কাজ হইলে এবং / বা বাঁধাইয়ের ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ থাকিলে হয়তো কোনো বিপত্তিই ঘটিত না। এ ক্ষেত্রে তেমন হয় নাই। নূতন-বাঁধানো পাণ্ডুলিপিতে যা দেখি, বিপদের এক-চুল এদিক ওদিক মাত্র (মনে রাখিতে হইবে পেন্সিলের লেখা) — hair-breadth escapeই বলা যায়। অর্থাৎ অনুমান হয়, একটি 'আঙোট' পাতার ভিতর দিকে, জোড় পৃষ্ঠার শেষ সীমায় কবি যে ছত্রটি লিখেন তাহা প্রায় দ্বিখণ্ডিত ; আমরা কোনো রকমে দুটি অংশের জোড় মিলাইয়া পাইতেছি

14 — ছায়ায়

15 × আমি ত × নিবিড় বনে / অর্থাৎ, এ ছত্রে ব্যঞ্জনাশ্রয়ী ইকারগুলির জয়পতাকা একটিও আস্ত নাই আর বস্তুতঃ যা ১ ছত্র তাহাই ২ পৃষ্ঠায় ২ ছত্র হইয়াছে।

'চোর পালালেই বুদ্ধি বাড়ে', আমাদের বর্তমান বিচার-বিবেচনা অবিকল সেজাতীয় নয়। ভবিষ্যতে যে-কোনো মূল্যবান্ পাণ্ডুলিপি নূতন করিয়া বাঁধাইতে বা মেরামত করিতে হইলে, বিশিষ্ট অধিকারী ব্যক্তির বিশেষ তত্ত্বাবধানে তাঁহার সাক্ষাতে যেন কাজ হয় —এটুকু বলাই আমাদের উদ্দেশ্য।

375197

ছ ৬ ঝিল্লির রবে কানন কাঁপিছে>নাচে খঞ্জন কুঞ্জকুলায়ে>কুলায়ে কাঁপিছে নীরব কপোত / প্রথমোক্ত ছত্রটি কাটিয়া তোলাপাঠে নূতন ছত্র লেখার পর সেটিও কাটিয়া নীচে লেখা হয় যেটি পাণ্ডুলিপির গ্রাহ্য পাঠ এবং ক্ষণিকা-মুদ্রণকালে কেবল একটিমাত্র পদের পরিবর্তন হয় : নীরব>কাতর /

উদ্ধৃত প্রথম পাঠ লাঞ্ছিত বলিয়াই সর্বৈব বর্জিত কি ? তাহাও নয়। অন্তিম স্তবকে ছ ৫ : কাঁপিছে কানন ঝিল্লির রবে /

১৩। স্ত ২ ছ ৪ : হাওয়া>বাতাস / বিবর্তনের বিশেষ বৈচিত্র্য পরে। —

ছ ৮ : হাওয়ার নেই সে হাল্কা হাসি>হাওয়ার মধ্যে নেইক রে আর>হাওয়ায় হাওয়ায় নাইক রে হায় / বহু কাটাকুটির ভিতর হইতে পাঠের এই পারম্পর্যই আমরা অনুমান করিতে পারি ; শেষোক্ত পাঠ গ্রন্থে মুদ্রিত।

১৬। কোনো কোনো পাঠপরিবর্তন কৌতূহলজনক। —

স্ত ৩ ছ ৭ : সুধাপূর্ণ হৃদয়খানি>সুধাপূর্ণ স্নিগ্ধ হৃদয় / অথচ মুদ্রিত : সুধাস্নিগ্ধ হৃদয়খানি /

স্ত শেষ ছ ৫ : আমার কাব্যকুঞ্জবনে>কাব্যকল্পকুঞ্জবনে / অথচ লাঞ্ছিত প্রথম পাঠই গ্রন্থে মুদ্রিত।

১৭। সূচনাতেই পাঠের ক্রমিক পরিবর্তন বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। মনে হয় এইভাবে সেই পাঠ - পরিবর্তন বা বিবর্তন ঘটে—

×তুমি আমায় কেন লজ্জা দিলে / ×তব আঁখির× নীরব তিরস্কারে ? >

আমায় কেন ×বৃথা লজ্জা দিলে ইত্যাদি >

মিথ্যা আমায় কেন ×লজ্জা দিলে ইত্যাদি >

মিথ্যা আমায় কেন সরম দিলে / চোখের চাওয়া নীরব তিরস্কারে ? /

প্রথম ছত্রে পরিবর্তনের অনেকগুলি স্তর দেখা যায় ; তন্মধ্যে কোন্‌টির সমকালীন বা আনুষঙ্গিক দ্বিতীয় ছত্রের পরিবর্তন তাহা

নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

অন্তিম স্তবক লিখিয়া স্থান-কাল-নির্দেশ (53 / শেষ ছত্র) চুকিয়া গেলে পরপৃষ্ঠায় (54) উনশেষ স্তবকটি লিখিয়া যথাস্থানে বসাইবার নির্দেশ থাকে। এ স্তবকে কাটাকুটি অত্যল্প কিন্তু অন্তিম স্তবকের সূচনাই (৪ ছত্র) সহজে লেখা হয় নাই। যতদূর দেখা যায়, পরিবর্তন এই পর্যায়ে —

পাড়ার মাঝে কালাদীঘির পাড়ে / আছে আমার নতুন ছাওয়া ঘর !

ধরেছে ফল আমার আম্রবনে / × × × × [পড়া যায় না] / >

আছে আমার নতুন ছাওয়া ঘর / পাড়ার × মাঠে কালা × দীঘির পাড়ে।

ফল ধরেছে আমার আম্রবনে / ক্ষেতে আমার ফসল ভারে ভারে। /

অতঃপর এই অংশের গ্রাহ্য ও মুদ্রিত পাঠ উদ্ভাবিত।

১৮ । প্রায় একই সময়ে গ্রন্থে এবং মুকুল পত্রে প্রকাশিত / প্রচারিত।

১৯ । পুরোগামী লাঞ্ছিত / বর্জিত ৪ ছত্রের সহিত এ কবিতার ভাব-সাদৃশ্য বা সাজাত্য সম্পর্কে পূর্বেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে 'রচনাপঞ্জী'-সংকলন-কালে। অন্তর্গূঢ় ভাবের মিলটি সহজেই অনুভব করা যায়। অন্তত দুটিতেই কবিমনের অভিন্ন একটি মূড বা 'মুহূর্ত', তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল, অসম্পূর্ণ অলিখিত কবিতায় কোনো-এক তৃতীয় ব্যক্তিকে খাড়া করিয়া যাহা পরোক্ষে বলার ইচ্ছা ছিল তাহাই সোজাসুজি কবির নিজের অভিজ্ঞতারূপে বর্ণিত।

২২ । টানা লেখায় কবিতা শেষ করা ও তারিখ লেখার পরে (73) মুদ্রিত পঞ্চম স্তবক লিখিয়া যথাস্থানে বসাইবার নির্দেশ। 68 পৃষ্ঠায় গ্রাহ্য পাঠের সূচনা হইলেও, বস্তুতঃ আগের পৃষ্ঠার নীচের দিকে বর্জনচিহ্নিত কয়েকটি ছত্রে ইহা শুরু হয় এইভাবে :

ভাঙে নাই মেলা ভাঙে নাই >

এখনো ভাঙে নি মেলা। / এ শুধু আষাঢ় মেঘের আঁধার / রয়েছে বেলা।

এখনো মাঠের পথ বেয়ে বেয়ে / চারি দিক হতে লোক আসে ধেয়ে /

অতঃপর ঐ পাঠের প্রথম ছত্রের পরিণাম : ওগো আরেকটু বিলম্ব কর / এখনো ভাঙেনি ভাঙেনি মেলা। /

শেষে এই তিন দফা পাঠই সবথা বর্জনচিহ্নিত সন্দেহ নাই।

পর পৃষ্ঠায় (68) প্রথম স্তবকের সুপরিচিত ছত্র ১ - ৪ লেখার পরেই আরো ১০ ছত্র লেখা পেন্সিল ঘষিয়া এ ভাবে তিরস্কৃত যে, খালি চোখে সবটার পাঠোদ্ধার সম্ভব নয় ; কেবল অংশতঃ অনুমান হয় :

এখনো মাঠের পথ বেয়ে ২ / দলে ২ লোক আসে ধেয়ে ২ / তবু ফিরে চল ঘরেতে যাদের / ইত্যাদি।

২৩। আগের কবিতার মতোই শিরোনাম-সহ গ্রাহ্য পাঠে উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই ইহার তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত পাঠ পাওয়া যায় পূর্বপৃষ্ঠায় (74) — উপরে দুই-তৃতীয়াংশ এভাবে পেন্সিল ঘষিয়া / আড়াআড়ি রেখা টানিয়া ঢাকা হইয়াছে যে, খালি চোখে পড়া যায় না। আনুমানিক ঐ ৯।১০ ছত্রের প্রথম ছত্রটি সম্ভবতঃ : তোমারে যে আমি নানা ছলে ডাকি / পৃষ্ঠার নীচে হইতে লাঞ্ছিত কয় ছত্র (চতুর্থ ছত্র পরপৃষ্ঠার শিয়রে) সহজেই পড়া যায় :

তোমারে যে কিছু চিনেছি এ কথা
রেখেছি গোপনে গোপনে।
বাহিরে তোমারে দেখিনে কখনো
নিরখি স্বপনে স্বপনে। /

এ ক্ষেত্রেও কষি টানিয়া, তারিখ লিখিয়া, কবিতা শেষ করার পরেই, যথোচিত স্থাননির্দেশে কবিতার উনশেষ স্তবক লিখিত। অবিলম্বে লেখা তাহা বুঝা যায় পুনশ্চ 'ওরা আষাঢ়' লেখা হইতে (79)।

২৪। চতুর্থ স্তবকের সূচনায় লাঞ্ছিত পূর্বপাঠ (81-82) —

এমনি করে × আসে সুনীল মে×ঘে ×
× দিনের শেষে × ঈশাণ × কোণা হতে × ।
এমনি করে × বন্যা যমুনায় ×
আষাঢ় মাসে নামে × পাগল স্রোতে ×
এমনি করে × কখন কেবা জানে ×
হঠাৎ খুসি ঘনিয়ে আসে ×প্রাণে ! / পাণ্ডুলিপির গ্রাহ্য পাঠই গ্রন্থে মুদ্রিত ; তা হইল যথাক্রমে : কালো কাজল মেঘ / জ্যৈষ্ঠ মাসে আসে / কোণে / কালো কোমল ছায়া / তমাল বনে / শ্রাবণ রজনীতে / চিতে /

২৫। প্রথমত: তৃতীয় স্তবকে কবিতা শেষ হয় (85) '৫ই আষাঢ়।' তারিখে এবং পরবর্তী কবিতারও ৬টি ছত্র লেখা হয় পৃষ্ঠার নীচে। অত:পর তাহা লাঞ্ছিত হইলে 'কর্ম্মফল' কবিতারই চতুর্থ স্তবক ও অভিন্ন তারিখ '৫ই আষাঢ়।' পর পৃষ্ঠায়। পরের ৫ পৃষ্ঠায় (87-91) '৬ই আষাঢ়'এর 'কবি' শেষ হইলে, 'কর্ম্মফল'এর শেষ স্তবকটি লেখা হয় দুইবারে পরের দু পৃষ্ঠায় (92-93)। প্রথম বারের লেখাটি (92) লাঞ্ছিত ; দ্বিতীয় বারে সূচনার ৪ ছত্র নূতন রচনা হইলেও, বাকিটা পূর্বেরই নকল। প্রথম বারের লাঞ্ছিত ও বর্জিত ৪ ছত্র —

আমি বলব কবির কাব্যে / বারো আনাই জল-মিশানো—
তোমরা বলবে খাঁটি সোনা / খাদের অংশ নাই ত কোনো।

92 পৃষ্ঠার শিয়রে 'কর্ম্মফলের শেষ / stanza' এ কথাও লেখা আছে।

২৬। প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবকের বহু ছত্র উত্তম পুরুষের জবানিতে লেখার পর, কতকগুলি ক্রিয়াপদের পরিবর্তনে প্রথম পুরুষে

সমর্পিত। প্রথমতঃ প্রথম স্তবকের উপান্ত্য ষট্‌কে (88)—নই গো>নয় গো / রাখিনি>রাখেনি / বই গো >বয় গো। / ভাংচে না>ভাঙে নি (লাঞ্ছিত পাঠই মুদ্রিত / পরিবর্তন অনাবশ্যক ছিল)। এই পৃষ্ঠাতেই দ্বিতীয়ের প্রথম ও তৃতীয় ছত্রে : ভালবাসি>ভালবাসে / পরপৃষ্ঠায় ইহারই অনুবৃত্তিতে যথাস্থানে —

করিনেক বদন ভারি>মরে না সে অর্থ খুঁজে / (ছ ৬)। বুঝতে পারি>দিবি৷ বুঝে / (ছ ৮)

থাকি নেক>থাকে না সে / (ছ ১০)। রইনে বসে>রয় না বসে / (ছ ১২)

এ কবিতার যে লাঞ্ছিত সূচনা (85) সম্পর্কে 'কর্ম্মফল' কবিতার প্রসঙ্গে পূর্বে বলা হইয়াছে, পুনর্লিখিত (87) এবং মুদ্রিত পাঠের সহিত তাহার যৎসামান্য অনৈক্য চতুর্থ ছত্রে, বিশেষ বৈসাদৃশ্য পরে। যথা—

··· লাগে কে ম ন বিসদৃশ !

কল্পনারে সহায় করে / খুঁজ্‌তে ২ গভীর চিতে /

২১। প্রথম স্তবকের প্রথম ছত্রে, যতদূর ধারণা হয়, পাঠের বিবর্তন (94) এরূপ —

চাহি বনপথে নব ফাল্গুনে > কোন্ ফাল্গুনে দিন গুনে' গুনে' > বহুদিন হল কোন্ ফাল্গুনে /

চতুর্থ-পঞ্চম ছত্রে — আজি ×চপলার চকিত× ছন্দে
আজি নবঘন ×গভীর মন্দ্রে / মুদ্রিত পাঠের উদ্ভব পাণ্ডুলিপিতেই।

পঞ্চম স্তবকে (96) তৃতীয় ছত্রে — সে নহে তোমার > সে ত নহে তব / লাঞ্ছিত পাঠই মুদ্রিত।

ষষ্ঠের (97) সূচনায় — ক্ষণিকা মূরতি ×কোথা ফেলে এলে, ×
×ক্ষণিক হাসির× বরষণ / ×চকিত চপল দরশন ?
×সহসা আমারে× এত দিনের লাজ

তোমার যোগ্য *হয় নাই সাজ ! / মুদ্রিত পাঠের উদ্ভব পাণ্ডুলিপিতেই।

এই আট স্তবক কবিতাটির সপ্তম স্তবক লেখা হয় '১০ই আষাঢ়।' এই তারিখ-যুক্ত (98) অন্তিম স্তবকের পরে এবং যথাযোগ্যভাবে স্থান নির্দেশ করা হয় দুইবার (97/98)। অর্থাৎ প্রথমে লেখা হয় 'পর পৃষ্ঠায়' দেখিতে হইবে আর স্তবকের শিয়রে নির্দেশ থাকে 'পূর্বপৃষ্ঠায়' ইহার স্থান।

প্রাসঙ্গিক কথা

আলোচ্য পাণ্ডুলিপিতে অপ্রকাশিত (সম্ভবতঃ অসম্পূর্ণ) কবিতা একটি, 'গান' ও 'নৈবেদ্য' গ্রন্থের গান এক-একটি, স্ফুলিঙ্গের কবিতা একটি, এতদ্ব্যতীত ক্ষণিকা কাব্যেরই ২৩টি কবিতা দেখা যায়। ক্ষণিকা কাব্যে 'শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত সুহৃত্তমের প্রতি' 'উৎসর্গ' (কবিতা) না ধরিলে, আরো ৩৯টি কবিতা মুদ্রিত ; সেগুলির কোনো পাণ্ডুলিপি অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই এবং রচনার স্থান-কালও জানা যায় না। 'কর্মফল' ও 'কবি' (ক্রমিক স° ২৫ ও ২৬) ব্যতীত বর্তমান পাণ্ডুলিপির বাকি ২১টি কবিতা ক্ষণিকার শেষাংশে প্রায় অবিচ্ছেদে গ্রথিত ইহাও লক্ষ্য করা উচিত। ব্যতিক্রম এই যে, মুদ্রণকালে পূর্বোক্ত ২১টি কবিতাগুচ্ছের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া আছে (পর-পর একই স্থলে ৪টি কবিতা) — উদাসীন, যৌবনবিদায়, শেষ হিসাব, শেষ[২] এবং সব-শেষে যেটি আছে সেটিও পাণ্ডুলিপি-বহিঃস্থিত কবিতা : সমাপ্তি।

ক্ষণিকার অপর কোনো পাণ্ডুলিপি (একাধিক ?) ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই ; এরূপ এক পাণ্ডুলিপির বিবরণ রহিয়াছে মনে হয় ১৩০৭

---

২ ইহার ৬ পংক্তি মাত্র মজুমদার-পাণ্ডুলিপি নামে বহুখ্যাত রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপির অন্তর্গত। দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রপ্রতিভার নেপথ্যভূমি, রবীন্দ্রপ্রতিভা (১৩৬৮), পৃ ৪০৯। মুদ্রিত কবিতার সূচনার ৬ পংক্তির সহিত ইহার যথেষ্ট মিল। সম্পূর্ণ কবিতার ভাবের অঙ্কুরও বলা যায় ; সুনির্দিষ্ট রচনাকাল জানা না গেলেও, ১৩০৩ সনের পরে মনে হয়।

আষাঢ়ের সাহিত্য পত্রে প্রচারিত (পৃ ১৪৪-৪৯) 'শিলাইদহে রবীন্দ্রবাবু' প্রবন্ধে। লেখক শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, অক্ষয় চৌধুরীর জামাতা ও কবির স্নেহভাজন। রবীন্দ্রনাথ ইঁহাকে ত্রিপুরা-যুবরাজের শিক্ষক ও একান্তসচিব-রূপে নিয়োগের সুপারিশ করেন এবং ১৩০৭ বৈশাখের শেষ দিকে তিনি ঐ কাজে যোগ দেন তাহা 'রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা' (১৩৬৮) গ্রন্থে (পৃ ১৬৯) জানা যায়। যাহা হউক, উক্ত প্রবন্ধের প্রথমেই জানি যতীন্দ্রনাথ বৈশাখ মাসে শিলাইদহে যান। প্রসঙ্গক্রমে কবি তাঁহাকে বলেন : 'এবার আমি অনেক কবিতা থলি-ঝাড়া করিয়াছি। একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক একটু ভাল করিয়া ছাপাইতেছি, তাহার নাম 'ক্ষণিকা'।'৮/ লেখক আরো বলেন : 'রবীন্দ্রবাবুর হাতে প্রায়ই একখানি অতি ক্ষুদ্র লাল খাতা থাকে, তিনি ইচ্ছামত তাহাতে লিখিয়া যান। গুন গুন করিয়া গান করা তাঁহার খুব অভ্যাস। তিনি যখন ঢিলা ইজের ও ঢিলা পাঞ্জাবী পরিয়া গুন গুন করিতে করিতে এঘর-ওঘর ঘুরিয়া বেড়ান, তখন লিখিবার কিছু মনে হইলে ঘড়ীর চেনে সংলগ্ন সোনার পেন্সিলটি দিয়া সেই ছোট লালখাতায় লিখিয়া ফেলেন।'

—সাহিত্য, আষাঢ়, ১৩০৭, পৃ ১৪৭

এই 'লালখাতা'ই কি আলোচ্য পাণ্ডুলিপির আগের পাণ্ডুলিপি ও ক্ষণিকা কাব্যের প্রথম দিকের অধিকাংশ কবিতার আধার ? উহাতে ১৩০৬ বর্ষশেষের ও ১৩০৭ বৈশাখের প্রথম দিকের অনেকগুলি কবিতা / ক্ষণিকার কবিতা ছিল এ অনুমান অসংগত হয় না।

ফলতঃ ক্ষণিকার দুই ভাগ দেখা যায় রচনা তথা কল্পনার দিক দিয়া। বসন্ত ঋতুতে শুরু হইয়া, গ্রীষ্ম উজাইয়া, 'ভরা বরষায়' বা 'ঘন বরষায়' ইহার উদ্‌যাপন। 'আবির্ভাব' কবিতার (বর্তমান পাণ্ডুলিপির শেষ / রচনা : ১০ আষাঢ় ১৩০৭) লোকোত্তর তাৎপর্য যাহাই হউক, উহার সূচনাতেই 'বহুদিন হল কোন্ ফাল্গুনে / ছিনু আমি তব ভরসায়, / এলে তুমি ঘন বরষায়' উক্তিতে বাস্তব ঘটনারও ইঙ্গিত আছে মনে না করিয়া উপায় নাই।[৩]

৩ ঐরূপ 'চিরায়মানা' কবিতায় (স° ১৫ তা° ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭) 'যেমন আছ তেমনি এস / আর কোরো না সাজ' উক্তিতেও ক্ষণিকা-মুদ্রণের তথা প্রকাশের বিলম্বে কবির অধীরতা প্রকাশ পাইয়াছে, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের এ অনুমান অযথা নয়।

ক্ষণিকার অতি অল্প কবিতাই সাময়িক পত্রে প্রচারিত। অনেক সময় দেখা গিয়াছে নিজের সম্পাদনায় বা তত্ত্বাবধানে কোনো পত্র-পত্রিকা না থাকিলে (সময়-বিশেষে, থাকিলেও) রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছা করিতেন যে, তাঁহার রচিত আনকোরা নূতন কবিতাগুলি একেবারেই গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। অনেক সময় রচনাও এমন দ্রুত হইত যে, ধীরে-সুস্থে সাময়িক পত্রে ছাপিবার অবসর থাকিত না— বিলম্ব সহিত না। ক্ষণিকার বেলায় এ-সব কথাই সত্য। সম্ভবতঃ শ্রাবণে কাব্যখানি প্রকাশিত। বেঙ্গল-লাইব্রেরির তালিকা-ভুক্তির তারিখ ২৬ জুলাই ১৯০০, অর্থাৎ ১১ শ্রাবণ ১৩০৭। ঐ মাসের প্রথম দিকেই মুকুল পত্রে 'সুখদুঃখ' (স° ১৮) প্রচারিত আর আষাঢ়ে মাত্র এক মাস পূর্বে ভারতী পত্রে 'নববর্ষা'র (স°১০) আবির্ভাব। বর্তমান পাণ্ডুলিপি-বহির্ভূত আরেকটি কবিতা 'উদ্‌বোধন' — 'ক্ষণিকের গান' নামে ভারতীর ১৩০৭ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় (পৃ ১০৯) প্রচারিত হয়। সম্ভবতঃ সব-সময়েই কবি আশা করিতেছিলেন 'ক্ষণিকা' অবিলম্বে প্রকাশিত হইবে। 'উদ্‌বোধন' / 'ক্ষণিকের গান', ক্ষণিকার প্রথম গুচ্ছের কবিতাগুলি লেখার পর তাহার প্রবেশক-রূপে জ্যৈষ্ঠের অব্যবহিত পূর্বে লেখা —ইহা হয়তো মনে করা চলে। গ্রন্থপ্রকাশে 'অসম্ভব' (কবির বিবেচনায়) দেরি না হইলে হয়তো প্রথম গুচ্ছের কবিতা লইয়াই ক্ষণিকা সমাপ্ত হইত, বর্তমান পাণ্ডুলিপি-ধৃত কবিতাগুলি স্থান পাইত স্বতন্ত্র এক কাব্যে। আর, একমাত্র আপাতপ্রতীয়মান বাস্তব ঘটনার বিচারেই হয়তো বলিতে বাধাও ছিল না— 'চিরায়মানা' ও 'আবির্ভাব' (স° ১৫ ও ২৭) লেখা হইত না।

যাহা হউক, কল্পনা ও অনুমানের আশ্রয় লওয়া তেমন জরুরী নয়। ক্ষণিকার উদ্‌যোগ আয়োজন কবে হইতে, অগ্রগতি কী কারণে কবির আশানুরূপ হয় নাই, কিভাবে বিলম্ব হয়, এ সম্পর্কে অনেক তথ্যই উদ্‌ঘাটিত কবির ঐ সময়ে লেখা কতকগুলি চিঠিতে। রবীন্দ্রনাথ এই চিঠিগুলি লেখেন মুদ্রণের-ভার-প্রাপ্ত শ্রীপ্রেমতোষ বসু[৪] ও বন্ধু শ্রীপ্রিয়নাথ সেনকে[৫]। প্রধানতঃ তারিখী[৬] চিঠির প্রয়োজনীয় নানা

৪ দ্রষ্টব্য : অপ্রকাশিত পত্রগুচ্ছ, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ 'চ' / এবং কবির কয়েকখানি অপ্রকাশিত পত্র, বসুধারা, বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ ১১১-১৩।

৫ দ্রষ্টব্য : চিঠিপত্র ৮ (বৈশাখ ১৩৭০), পৃ ৮৭-৯৫

৬ বসুধারার পূর্বোক্ত সংখ্যায় তারিখহীন অন্যান্য চিঠিও দেখা যাইতে পারে।

অংশ অতঃপর সংকলন করা যাইতেছে। —

পত্র : প্রেমতোষ বসুকে

১ একটি নূতন ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ আপনার প্রেসে ছাপিতে দিতে ইচ্ছুক আছি। ছোট সাইজ, ৩২ পেজি ··· কাগজ কিনিবার টাকা ও পাণ্ডুলিপি আপনাকে পাঠাইয়া দিব। / প্রতি পেজে আট দশ লাইনের অধিক ধরাইতে চাই না। [বস্তুতঃ ১৮ ছত্র অবধি ধরানো হয়।] ভাল বর্জইস অক্ষরে কিরূপ দেখিতে হইবে? সাজাইবার ভার আপনার উপর— সে সম্বন্ধে আমি অন্ধ ও উদাসীন [?] ··· ৬০০ খণ্ডের অধিক ছাপিব না। আপনার উত্তর পাইলে প্রস্তুত হইতে পারিব। ··· ২১শে চৈত্র ১৩০৬

২ আপনার পত্র পাইয়া নিশ্চিন্ত আছি। কাপি ইতিমধ্যে পাঠাইয়া দিতাম। কিন্তু দুই চারি দিনের মধ্যে এখানে বন্ধুসমাগম প্রত্যাশা করিতেছি— নব রচিত কবিতাগুলি তাঁহাদিগকে শোনাইবার প্রলোভন বশতঃ এগুলি এখনো মুদ্রাযন্ত্রের লৌহজঠরে সমর্পণ করিলাম না। ··· বইখানির নাম হইবে— ক্ষণিকা। বিষয়গুলিও তদ্রূপ। এই জন্যই ছাপাটা কাগজটা কিছু অতিরিক্ত ভাল হওয়া চাই। ··· ২৩শে চৈত্র ১৩০৬

৩ লোকেন পালিত আমার "ক্ষণিকা"র সমস্ত কাপি এখান হইতে দস্যুবৃত্তি করিয়া কলিকাতায় লইয়া গেছেন। তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছি আপনার ঠিকানায় যেন পাঠাইয়া দেন। পাইলে আমাকে পত্র লিখিয়া জানাইবেন আমি কাগজের বন্দোবস্ত করিয়া দিব। জিনিষটি ছোট, আশা করি ছাপিতে অধিক দেরী হইবে না। ··· ৩রা বৈশাখ ১৩০৭

৪ ঘাঁটিয়া দেখিবেন "প্রগল্‌ভতা" নামক একটি কবিতা আছে; প্রথমতঃ তাহার নাম বদলাইয়া "ভীরুতা" করিয়া দিবেন, তাহার পরে উপরি লিখিত শ্লোক দুটি তাহার সব শেষে বসাইয়া দিবেন। পরপৃষ্ঠায় "উদাসীন" বলিয়া যে কবিতাটা লিখিয়া দিলাম সেটা শেষ কবিতার আগে ছাপিতে হইবে। ··· দীর্ঘসূত্রিতা করিবেন না। খুব করিয়া হাত চালাইয়া লইবেন। ফর্মা পাচেকের বেশী

হইবে না, অতএব ধরিতে গেলে এক সপ্তাহের কাজ ··· ১০ই বৈশাখ ১৩০৬[৭]

৫ আজ রবিবার ··· আপনি বইখানি ছাপাইতে বিলম্ব করিলে চলিবে না— বৈশাখের মধ্যেই প্রকাশ করিতে চাই। একে কাটাকুটি হইবে না অতএব পেজ বাঁধাইয়া পাঠাইবেন। অনুমান করিতেছি প্রত্যেক পেজে ১৬ লাইন ধরিবে। সাজাইবার সংকল্পে অধিক দেরী না হয় — সৌখীন ছাপার সখ আমার নাই ··· ১০ বৈশাখ।[৮]

৬ শিলাইদহ / কুমারখালি / ··· কৈ মশায় আপনার ত সাড়াই নাই! শীঘ্র ছাপা হইবে আশা করিয়াই পুরাতন সমাজপ্রেসকে বঞ্চিত করিয়া আপনার হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছি — কিন্তু দোহাই যেন তপ্ত কটাহ হইতে অগ্নিতে ঝাঁপ দেওয়া না হয়। যদি কোন কারণে সত্বরতার কোন ব্যাঘাত থাকে তবে এই বেলা খবর দিবেন। উৎকণ্ঠিত আছি। ইতি ১২ই বৈশাখ ১৩০৭

৭ তাহা হইলে বইটার একটা সদ্‌গতি শীঘ্রই হইবে। ২৫শে বৈশাখ আমার জন্মদিন — ইচ্ছা ছিল সেই নাগাদ বইটা প্রকাশ করিয়া আত্মীয় স্বজনকে বিতরণ করি কিন্তু ততটা আশা করিতে সাহস হয় না। যাহা হউক আগামী কল্য অর্থাৎ শুক্রবারে চাঁদপুর মেলে কলিকাতায় পৌঁছিব। ··· আপনি ··· কোনমতে একটুখানি সময় করিয়া শনিবার প্রাতে যোড়াসাঁকো অঞ্চলে দেখা দিবেন। ··· ১৪ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার ১৩০৭

৮ বই সাজাইবার জন্য উত্তরোত্তর আপনার উৎসাহমত্ততা দেখিয়া আমি শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছি — একবার নিজেকে সংযত করুন — হাতে যা আছে তাই দিয়াই কাজ চালাইয়া দিন্ — তিনটে চারটে পাঁচটা রকমের কালী না হইলেও বিশেষ ক্ষতি কি! ··· আর একটা কবিতা আছে এইটে বইয়ের সবশেষে যাইবে কপি করিয়া পাঠাইতেছি। পরপৃষ্ঠা দেখুন। ইতি ২১শে বৈশাখ ১৩০৭।

---

৭ লাঞ্ছিত পত্রাংশ। 'ভীরুতা' / 'উদাসীন' কবিতার পূর্ণাঙ্গ রচনা ১০ বৈশাখ ১৩০৭ নাগাদ শেষ হয়, ইহাই বিশেষ জ্ঞাতব্য।

৮ আনন্দবাজার পত্রিকায় চিঠিগুলির সংকলন কালক্রমে অথচ তত্র মুদ্রিত '১৫ই বৈশাখ' তারিখে তাহার অন্যথা। 'আজ রবিবার' হইলে '১০ই বৈশাখ' হয়। '১৫ই' সম্ভবতঃ মুদ্রণপ্রমাদ মাত্র।

৯ বইটার সৌন্দর্য সঞ্চারের দিকে আপনি যে এত উৎকট মনোযোগ দিবেন আমি গোড়ায় আশঙ্কা করি নাই। দেখিতেছি ক্রমেই আপনার নেশা চড়িয়া যাইতেছে। আমি চাহিয়াছিলাম মধ্যম রকমের সৌষ্ঠব কিন্তু চটপট সমাধা, আপনি সর্বোত্তমের দিকে মন দিলেন এবং [বলি]লেন "কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ।" — মহাকাল নিরবধি বটে কিন্তু মানুষের কারবার খণ্ডকাল লইয়া — "ক্ষণিকা" সম্বন্ধে সেটা আপনাকে বিশেষরূপে মনে রাখিতে হইবে।... অতএব প্রসাধন কার্য্যের নেপথ্যবিধানে অতিরিক্ত কালাতিপাত না করিয়া ক্ষণিকাকে রঙ্গভূমিতে উপস্থিত করিয়া দিন।[৯] আমি স্বল্পে সন্তুষ্ট। ইতি ২৩শে বৈশাখ ১৩০৭

১০ আর্টপেপার পাওয়া যায় নাই সে আমার পক্ষে শাপে বর হইয়াছে। কারণ রিক্ত ভাণ্ডার লইয়া বর্ষ আরম্ভ করিয়াছি।... আপনাদের ছাপার বিলম্বে অধীর হইয়া শেষকালে কবিতারচনায় হাত দিতে হইয়াছিল। / সুতরাং ক্ষণিকার আরও কয়েকটি লেখা বাড়িয়া গেছে। এইবার কিন্তু পজিটিভলি দি লাষ্ট[১০]— আশা করি বিলম্ব সম্বন্ধে আপনারাও সেইরূপ আশ্বাস দিতে পারিবেন। পরপৃষ্ঠা দেখুন।[১০] ইতি ২৮শে বৈশাখ [১৩০৭]

... পুনঃ ছন্দের অনুরোধে কথাগুলির মাঝে মাঝে যেখানে যেখানে কিঞ্চিৎ অধিক ফাঁক ফেলিয়াছি ছাপায় যাহাতে সেটা রক্ষা হয় দেখিবেন ...

১১ মাঝে মাঝে **few and far between** আপনার আশ্বাস পাই — কিন্তু সিকি পয়সা নগদ পাইতেছি না কেন? বৈশাখের আর দুটি মাত্র দিন আছে। ইতি ২৯শে বৈশাখ। ১৩০৭

---

৯ তুলনীয়—চিরায়মানা (তা° ২৭ জ্যৈষ্ঠ): যেমন আছ তেমনি এস / আর কোরো না সাজ! / আনন্দবাজার পত্রিকায় 'প্রসাধন কার্যের' ছাপায়, ক্ষুদ্র একটি মুদ্রণপ্রমাদ ঘটিয়া থাকিবে।

১০ এটি কোন্ কবিতা? মূল পত্র আমাদের হাতে নাই। 'পজিটিভলি দি লাষ্ট' পুনঃ পুনঃ এরূপ আশ্বাস কবি পরেও দেন মোহিতচন্দ্র সেনকে, আলমোড়া হইতে যখন শিশু কাব্যের শেষ দিকের কবিতা কপি করিয়া পাঠাইতেছেন কলিকাতায়।

প্রিয়নাথ সেনকে : চিঠিপত্র ৮ (১৩৬০)

১২ ক্ষণিকার জন্ত তাড়া লাগিয়ে হয়রান্ হলুম— নেপথ্যবিধানেই বসন্তের রাত্রি কেটে গেল— আমার নটী যখন রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করবেন, তখন বাদলের দৌরাত্ম্যে তার বসন্ত রঙের অতি ফুরফুরে উত্তরীটির বাহার থাকে কি না থাকে! দক্ষিণে বাতাসের মধ্যে এঁকে না বের করতে পারলে অন্যায় হবে। ইতি ২৯শে বৈশাখ [১৩০৭]

প্রেমতোষ বসুকে

১৩ এখানে নির্ভরযোগ্য যে-কয়টি আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে পরামর্শ করিলাম কেহই চিত্রবিচিত্রের [বহুবর্ণ মুদ্রণের ?] পক্ষপাতী নহেন। আমার নিজের ত কথাই নাই। ··· সাদা ভাল। মার্জিন একটু বড় থাকাই চাই ··· ধুয়াটি ডাহিনে বামে সরাইয়া ছাপিতে হইবে— যথা—

জ্ঞানের চক্ষু স্বর্গে গিয়ে
যায় যদি যাক খুলি
মর্ত্যে যেন না ভেঙে যায়
মিথ্যে মায়াগুলি!
থাকব না ভাই থাকব না কেউ
থাকবে না ভাই কিছু
সেই আনন্দে চল্‌রে ধেয়ে
কালের পিছু পিছু![১১]

---

১১ শেষ কবিতার শেষ ৮ ছত্র; অথচ এখানে যে ছত্রটি অতঃপর সংকলিত তাহাও আনন্দবাজার পত্রিকায় অবিকল এইভাবে দেখা যায়,

ফুল তুলি তাই তাড়াতাড়ি …

… সাজসজ্জা সম্বন্ধে আর কিছুমাত্র চিন্তা বা বিলম্ব না করিয়া আপনি এইভাবেই ছাপিয়া যান। গোড়াই আপনার এবারে আর দেরী না — বৈশাখ গেল জ্যৈষ্ঠ আসিল— মনে আশা ছিল বসন্তে বাহির হইবে, গ্রীষ্মে হইলেও চলে কারণ তখনও দখিন বাতাস থাকে কিন্তু পূবে বাতাসের আমলে গিয়া যদি পড়ি[১২] তবে আষাঢ়ের ধারায় সঙ্গে সঙ্গে হতভাগ্য কবির মুষলধারে অশ্রুপতন আরম্ভ হইবে। … গ্রন্থের পত্রে পত্রে বর্ডার দিয়া ছাপা আমার চক্ষে কোন মতেই শোভন ঠেকিল না … মার্জ্জনা চাই। এইখানেই উদ্যোগপর্ব একেবারেই শেষ হইল … আমার কাতর অনুনয়ে কর্ণপাত করিবেন।[১৩] ইতি ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

১৪ লক্ষ্মী[১৪] সবিসর্গ নহে। ২য় ফর্মার পেজ প্রুফটাও পাঠাইবেন— ছোট অক্ষর, নির্ভুল হইল বলিয়া প্রত্যয় হয় না। আজ স্নানযাত্রা [৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭]

যদিও এটি আসলে মুদ্রিত গ্রন্থে তৃতীয় স্তবকের প্রথম ছত্র (… চিহ্নটি বাদে)। তবে কি ইহাই ধরিয়া লইতে হইবে যে মূলতঃ স্তবকবিন্যাস অন্যরূপ ছিল এবং মুদ্রণসময়ে (১ জ্যৈষ্ঠেরও পরে) পরিবর্তন করা হয় ? এ কবিতা সম্পর্কে অপিচ দ্রষ্টব্য পুরোগামী পাদটীকা ২।

১২ তুলনীয় অত্র সংকলন ১২, প্রিয়নাথ সেনকে লেখা পত্রের অংশ, অপিচ ক্ষণিকায় ২৬ জ্যৈষ্ঠের কবিতা (তালিকার স° ১৩) : বিলম্বিত। / অনেক হল দেরী ইত্যাদি।

১৩ মূল পত্র দেখার সুযোগ সুবিধা আমাদের ছিল না। অনুমান হয়— রবীন্দ্রনাথ 'মর্ত্ত্যে' 'মার্জ্জনা' 'পর্ব্ব' লিখিলেও ; আধুনিক বানান আর লাইনোয় ছাপার অনুরোধে পত্রিকায় রেফের পর দ্বিত্ব বর্জিত হইয়াছে।

১৪ যদি ৩২-পেজি ফর্মা ধরা যায়, প্রথম-প্রকাশিত ক্ষণিকার তৃতীয় ফর্মার শেষে (পৃ ৯৪) 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ' শুরু হইয়াছে। মূল চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ 'সবিসর্গ ' বা 'অবিসর্গ ' কী লেখেন নিশ্চিত বলা যায় না।

প্রিয়নাথ সেনকে। চিঠিপত্র ৮

১৫ ক্ষণিকার চতুর্থ ফর্মার প্রুফ আজ দেখে দিলুম — বোধ হয় পঞ্চম ফর্মায় সমাপ্ত হবে — কবিতার সংখ্যা মোট ৫৫। [৩২ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭। পোষ্ট মার্ক : শিলাইদহ / ১৪ জুন ১৯০০]

১৬ আগামী ১৬ই আষাঢ় আমাকে কলকাতায় যেতে হবে। বাড়িতে ১৭ই বড়দাদার কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহ। / ক্ষণিকার সম্বন্ধে হতাশ্বাস হয়ে পড়চি। ৪ ফর্মা পেজি প্রুফ হয়েছে — অদ্য কেবল দ্বিতীয় ফর্মার অর্ডার প্রুফ পাওয়া গেল। ... ৬ই আষাঢ় [১৩০৭]

১৭ আজ ৮ই, আমি ১৭ই কলকাতায় যাচ্ছি— সেখানে দু-চারদিন থেকে পুণ্যাহ করতে কালিগ্রামে যাব— সেখান থেকে ফিরব ২৬।২৭শে নাগাদ। এখানে [শিলাইদহে] এসে পৌঁছতে প্রায় আষাঢ়ের শেষ। / আজ ক্ষণিকার ৩য় ফর্মার প্রুফ দেখে দিলুম। [৮ আষাঢ় ১৩০৭]

১৮ ক্ষণিকার প্রুফ আসবার কথা ছিল বলে তোমার ওখানে যেতে পারি নি— প্রুফও আসে নি / পরশু অর্থাৎ শনিবারে কালিগ্রামে যাচ্ছি। [২১ আষাঢ় ১৩০৭]

১৯ কাল সকালে নিশ্চয়ই একখণ্ড ক্ষণিকা পাবে। আষাঢ়স্য শেষ দিবসে। [৩১ আষাঢ় ১৩০৭ ? ১৫ জুলাই ১৯০০]

২০ আমার কাল সকালে যাওয়াই স্থির। ক্ষণিকা শেষ করলে ? সুরেশবাবুকে ও নগেন্দ্রবাবুকে দিয়েছ ?

প্রেমতোষ বসুকে

২১ বইখানি হাতে পাইয়াও অত্যন্ত দুঃখের সহিত ফিরাইতে হইল। ··· কয়েক পৃষ্ঠা একেবারে উল্টাপাল্টা। একান্ত মনে আশা করি সকল বইগুলিই এইরূপ হইবে না। এবং জগদীশবাবুকে যে বইখানি দেওয়া হইয়াছে সেখানিতে পাতা ঠিক আছে ভরসা করি।[১৫]

---

[১৫] এখানে ২১টি পত্রাংশ সংকলিত ; তন্মধ্যে আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে সংখ্যা ১-৫, ৭, ৯, ১০, ১৩ / বসুধারা হইতে সংখ্যা ৬, ৮,

দেখা যাইতেছে রবীন্দ্রনাথ ১৩০৬ চৈত্রের শেষ দিকে ক্ষণিকা মুদ্রাযন্ত্রে দেওয়া মনঃস্থ করেন এবং কার্যতঃ ১০ বৈশাখ ১৩০৭ তারিখের মধ্যে উহা প্রেসে যায়। 'ধরিতে গেলে এক সপ্তাহের কাজ' অতএব আসন্ন রবীন্দ্রজন্মদিনের প্রাক্কালে কাব্যখানি মুদ্রিত / প্রকাশিত ও যথাকালে আত্মীয়স্বজনের হাতে হাতে উপহৃত হইতে পারিবে, কবি এরূপ আশা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার আশা সফল হইলে ক্ষণিকার বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপি-ধৃত কোনো কবিতাই তাহাতে থাকিত না। প্রত্যাশিত কালে ক্ষণিকা-প্রকাশের কোনো সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, অবশেষে ২১শে বৈশাখ তারিখে কবি 'আর একটা কবিতা' প্রেমতোষ বসুকে পাঠাইতেছেন দেখা যায় অত্রস্থ অষ্টম সংকলনে। ঐরূপ অন্যান্য কবিতা-প্রেরণের বার্ত্তা দশম সংকলনে: ২৮ বৈশাখ ১৩০৭। মূলপত্র অথবা তৎসংশ্লিষ্ট কাগজ-পত্র না দেখিলে বলা যায় না এগুলি কোন্ কোন্ কবিতা।

চতুর্থ সংকলন হইতে জানা যায়, ১০ বৈশাখে বা ঐ তারিখের অব্যবহিত পূর্বে 'উদাসীন' কবিতাটি লেখা হয় আর 'ভীরুতা' কবিতা কিছু পূর্বের লেখা হইলেও তাহার শেষ দুই স্তবক ('শ্লোক') সম্পর্কে ঠিক ঐ কথা বলা যায়।

পঞ্চদশ সংকলন হইতে ৩২ জ্যৈষ্ঠের চিঠিতে জানা যায় যে, ৪ ফর্মার প্রুফ দেখা হইয়াছে, আনুমানিক ৫ ফর্মায় তথা ৫৫টি কবিতায় গ্রন্থ শেষ হইতে পারে। এই ৫৫ সংখ্যায় যাহা ছাপাখানায় গিয়াছে, যাইতে পারে (ঐ দিবসাবধি লেখা হইয়াছে), উভয়ই গণনীয় সন্দেহ নাই। আলোচ্য পাণ্ডুলিপিতে দেখি, ২ জ্যৈষ্ঠ হইতে ৩২ জ্যৈষ্ঠের মধ্যে ক্ষণিকার উদ্দিষ্ট বা উপযোগী ১৫টি কবিতা (তালিকা-ধৃত স° ৪-৬। ৮-১৯) লেখা হইয়াছে ;[১৬] পূর্বে ইহাও দেখিয়াছি তারিখহীন / বর্তমান-পাণ্ডুলিপি-বহিঃস্থিত কবিতার সংখ্যা ('উৎসর্গ' বাদে) —

১১, ১৪, ২১ / অবশিষ্ট বিশ্বভারতী-প্রকাশিত চিঠিপত্রের অষ্টম খণ্ড হইতে, সেই গ্রন্থে পত্রসংখ্যা ১০০-১০৬। প্রেমতোষ বসুকে লেখা যে শেষ চিঠি এ স্থলে সংকলিত ('২১'), তাহা '২০' সংখ্যার পূর্বে লেখা, এমনও হইতে পারে।

১৬ রবীন্দ্রনাথ ৩২ জ্যৈষ্ঠের প্রভাতে 'খেলা' (স° ১৯) কবিতাটি লেখার পরে ঐদিনই কোনো সময়ে প্রিয়নাথ সেনকে চিঠি লেখেন, ইহা ধরিয়া লওয়া চলে।

৩৯টি। এই ৩৯ ও ১৫ মিলাইয়া ৫৪ হয়, আনুমানিক '৫৫' সংখ্যার খুব কাছাকাছি। ৪ ফর্মা / ৫ ফর্মা বলিতে কী বুঝায় তাহাই জিজ্ঞাস্য। প্রথম-প্রকাশিত ক্ষণিকা ৩২-পেজি 'ডবল-ক্রাউন' বলা চলে; ১৬-পেজি 'ক্রাউন' হিসাবে ছাপা হইয়া থাকিলেও (সেলাই দেখিয়া ঐরূপ মনে হয় / ফর্মা-সূচক অঙ্ক কুত্রাপি চোখে পড়ে না), সম্ভবতঃ কবি পূর্বোক্ত হিসাবেই বলেন যে, ৪ ফর্মার উপযোগী প্রুফ দেখা হইয়াছে ও ৫ ফর্মায় বই শেষ হইবে। বস্তুতঃ ৫ ফর্মায় / ১৬০ পৃষ্ঠায় বই শেষ হয় নাই; কবি গেলি প্রুফ হইতে আনুমানিক হিসাবই দিয়া থাকিবেন এবং ৩২ জ্যৈষ্ঠের পরে আরো ৮টি অথবা শেষ কবিতা 'সমাপ্তি'[১৭] ধরিলে ৯টি কবিতা লেখা হইবে ইহা জানিতেন না। জ্যৈষ্ঠের শেষে কবিত্বস্রোতে অতি অল্প 'ক্ষণের' জন্য ভাঁটার লক্ষণ কি দেখা গিয়াছিল অথবা অচিরে ক্ষণিকার পালা শেষ করিতেই কবির আশা ও আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল? কেননা, কোনো কোনো দিক হইতে দেখিলে 'চিরায়মানা' ও 'সর্বশেষ' (স° ১৫ ও ১৬) কবিতায় সমাপ্তির সুরই পরিস্ফুট আর তাহারও পরে 'সুখদুঃখ' ও 'খেলা' (স° ১৮ ও ১৯) মুখ্য সৃষ্টি বা বিশিষ্ট কবিতা বলার প্রয়োজন নাই।

গ্রন্থ- মুদ্রণে ও প্রকাশে বিলম্ব তবু হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ 'রাজধানী কলিকাতা' অভিমুখে যাত্রা করার প্রাক্কালে শিলাইদহের জল স্থল আকাশে ঠিক কিরূপ ঘনঘটায় ও 'শ্যাম সমারোহে' আষাঢ়ের আবির্ভাব হইয়াছিল তাহা তথ্য হিসাবে জানা না থাকিলেও ক্ষণিকার শেষ দিকের[১৮] কতকগুলি কবিতায় (বর্তমান পাণ্ডুলিপির স° ২০-২২।২৪।২৭) চরম সত্যতায় রসিক মাত্রের মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। কয়েকটি কবিতায় অন্যরূপ লঘু-চপল (স° ২৫।২৬) বা গভীর-গম্ভীর (স° ২৩) সুরও বাজিয়াছে। ৫ ফর্মা / ১৬০ পৃষ্ঠার হিসাব টিকে নাই; প্রথম-প্রকাশিত ক্ষুদ্রাকার ক্ষণিকা শেষ হইয়াছে ২২৫ পৃষ্ঠায়।[১৯]

---

১৭ 'সমাপ্তি' গ্রন্থশেষে থাকিলেও প্রথম গুচ্ছের ৩৯টি কবিতারই ('উৎসর্গ' বাদে) শেষ অথবা প্রায়-শেষ কবিতা, এমন হইতে পারে।

১৮ রচনার হিসাবে শেষ।

১৯ গ্রন্থে মুদ্রিত এই ১১৩ পাতা বা ২২৫ পৃষ্ঠার বাহিরে আছে বিদ্যুৎবিচিত্রিত 'মুখপত্র', আখ্যাপত্র, সূচী ও সুহৃত্তম লোকেন্দ্রনাথ পালিতের উদ্দেশে উৎসর্গ-পত্র।

শিশু

পাণ্ডুলিপি ১১৫

'শিশু' রচনার খসড়া-খাতা। খাতা উল্টাইয়া ধরিলে প্রথম হইতে পর-পর চার পাতায় শব্দদ্বৈত-সংগ্রহ, পৃ ১-৭। খাতার দু দিকেই অধিকাংশ লেখা পেন্সিলে।

রচনাকাল (তারিখ আনুমানিক) ৪।৫ শ্রাবণ - ৫।৬ ভাদ্র ১৩১০ অর্থাৎ ২০।২১ জুলাই - ২২।২৩ অগস্ট্‌ ১৯০৩ এবং রচনার স্থান— আলমোড়া।

বিবরণ। বেগুনি-ঘেঁষা পুরু লাল কাগজের মলাটে (উপরিভাগের এই মলাট হয়তো বিক্রেতা 'এ. সি. পাল'এরই দান নয়) রুল-টানা খাতা। মাত্রিক শতাংশে পাতার মাপ[১] ২০'৫ × ১৬'২। ভিতরের মলাটের দু দিকই শ্রীমতী নলিনীবালা দেবীর নামাঙ্কিত।[২] '৩১শে ভাদ্র ১৩১৬' তারিখে রবীন্দ্রনাথ- কর্তৃক কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে উপহৃত, ইহা জানা যায় রবীন্দ্ররচনা-রিক্ত 76-অঙ্কিত পৃষ্ঠায় নীচের দিকে সত্যেন্দ্রনাথেরই পেন্সিলের লেখায় : "শিশু" নামক কাব্য-গ্রন্থের এই পাণ্ডুলিপিখানি পূজনীয় শ্রীযুক্ত । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাকে আজ দান করিলেন। / শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত / । ৩১শে ভাদ্র ১৩১৬ সাল। / ইহা ছাড়া প্রত্যেক পাতার বিজোড় পৃষ্ঠায় নীচের দিকে ডাহিনে সত্যেন্দ্রনাথের নাম-ঠিকানায় রবার-ষ্ট্যাম্প্‌ (বেগুনি কালীর ছাপ)।

আদ্যন্ত খাতার আনুপূর্বিক পৃষ্ঠা-গণনায়, শিশু কাব্যের কবিতার আধার পৃ ১-৭৫, শব্দদ্বৈত (উল্টা চালে) পৃ ৮৪-৭৮, পৃ ৭৭ রচনারিক্ত আর পৃ ৭৬ যে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের লিখন-বাহী সে কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। মোট ৪২ পাতা / ৮৪ পৃষ্ঠা।

বর্তমান আকার-প্রকার। সংরক্ষণ-উদ্দেশে পৃথগীকৃত প্রত্যেক পাতা 'কাচ' কাগজে ঢাকার পরে বোর্ডে ও নীল চামড়ার মলাটে

গ্রন্থাকারে বাঁধাই[১]। মোটের উপর মাপ ২২ × ১৯ × ২ (পুট) সেন্টিমিটার। বর্তমানে ৮৪ পৃষ্ঠা (৪২ পাতা) থাকিলেও, আদৌ ৪৮ পাতা বা ৯৬ পৃষ্ঠা ছিল ইহা অসম্ভব নয় ; অন্তত প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথের এ পর্যায়ের প্রথম কবিতা-লেখা ১ পাতা বা ২ পৃষ্ঠা ছাপাখানায় গিয়াছে, ফেরে নাই, এই আমাদের অনুমান।[৩]

রচনাপঞ্জী ॥ সময় ১৩১০ বঙ্গাব্দ

প্রথমেই পাণ্ডুলিপিতে অধুনা-আরোপিত পৃষ্ঠাঙ্ক, পরে কবিতার ক্রমিক সংখ্যা —খাতায় রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখায় যে সংখ্যা, সেটি নয়

---

১ প্রথমেই এখনকার বিচ্ছিন্ন আলগা পাতার মাপ দেওয়া গেল। নূতন দিল্লি -স্থিত ন্যাশনাল আর্কাইভ্‌স্ - কর্তৃক নূতনভাবে বাঁধাই ১৯৫৫ জানুয়ারিতে।

২ প্রথম মলাটের ভিতর দিকে ৩৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা -স্থিত 'A. C. Paul & Co.'র বিজ্ঞাপন। মুদ্রিত পাঠ্যসূচীর ছক, তন্মধ্যে ঘরে ঘরে : নলিনী / রেণুকা / রাজলক্ষ্মী / নগেন্দ্র / অতসীলতা দেবী / শমীন্দ্রনাথ / রবীন্দ্রনাথ / রথীন্দ্রনাথ / মীরা / শমী / রবী / রথী / সব্বার নাম / নলিনী রায় / বাস্‌ / বাস্‌ / দ্বিতীয় মলাটের ভিতর দিকে বাংলায় নলিনীবালার নাম ব্যতীত, ইংরেজিতে : SHOMY / MIRA / —কাঁচা হাতের লেখা কালীতে, গোটা গোটা অক্ষর। কে লেখেন বলা যায় কি ? সম্ভবতঃ 'শ্রীমতী নলিনীবালা দেবী'ই, যিনি রবীন্দ্রনাথের শ্যালক নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর পত্নী। অন্য সকলের পরিচয় আমাদের জানা আছে শেষোক্ত ভিতর-মলাটে তিনটি পাতাও আঁকা পেন্সিলে, হইতে পারে অশথ-পাতাই।

৩ সম্ভবতঃ নলিনীবালা দেবীরই কাঁচা হাতের লেখায়, কালীতে, সংরক্ষিত খাতার প্রথম পৃষ্ঠাতেই 13 পৃষ্ঠাঙ্ক ; পরে যথোচিত ক্রমে 34 পর্যন্ত অঙ্কপাত। ইহার অব্যবহিত পরেই অবশ্য 36-37-38-39-[38?] ; মাঝের ৬ পাতা ছিঁড়িয়া ফেলা হইয়াছে মনে করিলে ঐ একই হাতের 51-52-53 অসংগত নয়— এরূপ অঙ্কপাত পরে আর নাই। খাতার সূচনার যে ৬ পাতা (১২ পৃষ্ঠা) আজ নাই তাহার ৫ পাতা রক্ষণীয় না হইলেও, অবশিষ্ট ১ পাতায় শিশু পর্যায়ের প্রথম কবিতাটি ছিল মনে করা চলে না কি ?

(শেষের দিকে এই সংখ্যা বসাইতেও ভুল হয়) — শিশু পর্যায়ের 'হারানো' প্রথম কবিতাটি হিসাবে আনিলে পর-পর যেমন হয় তাই। কয়েকটি কবিতার শিরোনাম খাতায় আছে, সেরূপ একটি নামও পরে বদল করা হয়। রচনার স্থান কাল পাণ্ডুলিপিতে লেখা নাই অথচ সব কবিতাই আলমোড়ায় রচিত ইহা জানা আছে আর ঐ সময়ে রবীন্দ্রনাথ ও মোহিতচন্দ্র সেনের মধ্যে যে চিঠি - লেখালেখি চলে তাহাতেই অনেকগুলির আনুমানিক রচনাকালও জানা যায়। আলমোড়া / কলিকাতা, ২ দিনের ব্যবধানে এক স্থানের চিঠি আরেক স্থানে বিলি হইত সাধারণতঃ। অর্থাৎ, ১লা শ্রাবণের চিঠি আলমোড়ায় পৌছে ৪ঠা তারিখে আর ৫ই শ্রাবণে প্রেরিত 'খেলা' 'খোকা' মোহিতচন্দ্র কলিকাতায় পান ৮ই শ্রাবণে। রবীন্দ্রনাথ কবিতা লেখা শেষ করিয়া, সেই কাগজে 'সাদা' পিঠ থাকিলে চিঠি শুরু করিয়াছেন, এ ঘটনা বিরল নয়। এই-ভাবে রবীন্দ্রনাথের ও মোহিতচন্দ্রের অনেক চিঠিতেই রচনা-সম্পর্কিত বহু তথ্যও পাওয়া যায়। পরবর্তী পঞ্জীকরণে রবীন্দ্রভবনের 'শিশু'-পাণ্ডুলিপি-বহির্ভূত যে-কোনো তথ্যই চতুষ্কোণ [ ] বন্ধনী-মধ্যে দেওয়া গেল। 'দ্র রবীন্দ্রপত্র' শিরোলেখের নীচে যে কবিতার টানে যে তারিখ আছে তাহাতে বুঝিয়া লইতে হইবে রবীন্দ্রনাথ কোন্ তারিখের চিঠিতে কোন্ কবিতা উল্লেখ করেন বা লিখিয়া পাঠান / অবশ্য, চিঠির সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত নয় কবিতার এমন কোনো অংশই রক্ষা পায় নাই। সংরক্ষিত 'মোহিত-পত্র' লক্ষ্য করিয়া পূর্ববৎ বুঝিতে হইবে মোহিতচন্দ্র কোন্ তারিখের চিঠিতে কোন্ কবিতার প্রাপ্তিস্বীকার করিয়াছেন বা উল্লেখ করিয়াছেন—[সং = সংখ্যা, দ্র = দ্রষ্টব্য, তা° = তারিখ]— [সম্ভবতঃ বঙ্গদর্শনের প্রেস-কপি রূপে ছাপাখানায় প্রেরিত হওয়াতেই এ খাতায় নাই—

১ খেলা / তোমার কটিতটের ধটি ইত্যাদি। ৫ শ্রাবণ ১৩১০ বঙ্গদর্শন ১৩১০ ভাদ্র পৃ ২৪৬]

পৃ। সং	আলমোড়ায় রচনা ১৩১০ শ্রাবণ-ভাদ্র	দ্র রবীন্দ্র-পত্র তা০	মোহিত-পত্র তা০
1। ২	[খোকা] / খোকার চোখে যে ঘুম আসে / [৫ শ্রাবণ]		৮
3। ৩	পরম্পর। [নির্লিপ্ত] / বাছারে মোর বাছা		[১০]

পৃ। সং	আলমোড়ায় রচনা ১৩১০ শ্রাবণ-ভাদ্র	দ্র রবীন্দ্র-পত্র তা°	মোহিত-পত্র তা°
4 । ৪	[কেন মধুর] / রঙীন্ খেলেনা দিলে ও রাঙা হাতে		[১০]
5 । ৫	[চাতুরী] / আমার খোকা করে গো যদি মনে / [৭ শ্রাবণ]	[১৩]	[১০]
8-7-9 । ৬	[ঘুম-চোরা] / কে নিল খোকার ঘুম হরিয়া ।[৪]		
10 । ৭	[অপযশ] / বাছারে তোর চক্ষে কেন জল ?		
11 । ৮	[বিচার] / আমার খোকার কত যে দোষ		
13 । ৯	[ছুটির দিনে] / ঐ দেখ মা আকাশ ছেয়ে / [১৩ শ্রাবণ]	[১৩]	২১
16 । ১০	[রাজার বাড়ি] / × কেউ জানে না কোথায় আছে আমার রাজার বাড়ি × / ৫		
	আমার রাজার বাড়ি কোথায়		২১
17 । ১১	[মাঝি] / আমার যেতে ইচ্ছে করে / [১৫ শ্রাবণ]	১৫	২১
19 । ১২	[সমব্যথী] / যদি তোমার খোকা না হয়ে		২১
21 । ১৩	× মাগো আমি বড় হলে পর / গড়িয়ে তোমায় দেব সোনার ঘর । × / ৫		
	[প্রশ্ন] / মাগো আমায় ছুটি দিতে বল		২১

৪ লেখা স্তবকগুলির পারম্পর্য বদল হয় পরে ইহা বুঝা যায় 7-8-9-অঙ্কিত পৃষ্ঠায় পর-পর ২-১-৩ সংখ্যার সংকেতে।

৫ সূচনাতেই যে লাঞ্ছিত / বর্জিত পাঠ তাহা সংকলিত। তন্মধ্যে প্রথম ক্ষেত্রে পাঠভেদ মাত্র কিন্তু দ্বিতীয়ে এমন কোনো কবিতারই আভাস যাহা হয়তো লেখা হয় নাই। অথবা পরবর্তী (স° ২৯) 'দুঃখহারী' কবিতাতেই উহার অপ্রত্যাশিত এক রূপান্তর ('sea-change') ভাবিতে দোষ কী ? মনের গহনে এই প্রক্রিয়াটি সমাধা হইতে পক্ষকালের বেশি সময় লাগে নাই।

পৃ। সং	আলমোড়ায় রচনা ১৩১০ শ্রাবণ-ভাদ্র	দ্র রবীন্দ্র-পত্র তাং	মোহিত-পত্র তাং
22। ১৪	[মাষ্টার-বাবু] / জানো আমি মাষ্টার মশায় / [১৬ শ্রাবণ]		১৯ ও ২১
24। ১৫	[বিচিত্র সাধ] / আমি যখন পাঠশালাতে যাই		২১
26। ১৬	[মাতৃবৎসল] / মেঘের মধ্যে মাগো যারা থাকে		২১
28। ১৭	[লুকোচুরি] / আমি যদি দুষ্টুমি করে		২১
30। ১৮	[নৌকাযাত্রা] / মধু মাঝির ঐ যে নৌকোখানা		২১
32। ১৯	[বিজ্ঞ] / খুকী তোমার কিচ্ছু বোঝে না মা / [১৮ শ্রাবণ]	[১৮ ?]	২১
33। ২০	[খোকার রাজ্য] / খোকার মনের ঠিক মাঝখানটিতে		
35। ২১	[ভিতরে ও বাহিরে] / খোকা থাকে জগৎমায়ের / অন্তঃপুরে		
39। ২২	[ব্যাকুল] / অমন করে আছিস কেন মাগো / [২৩ শ্রাবণ]	২৩	[২১?] ২৬
41। ২৩	[বৈজ্ঞানিক] / যেমনি মাগো গুরু ২ মেঘের পেলে সাড়া		[২১ ? ২৬]
43। ২৪	জ্যোতিষশাস্ত্র। / আমি শুধু বলেছিলেম		[২১ ? ২৬]
44। ২৫	[সমালোচক] / বাবা না কি বই লেখে সব নিজে		[২১ ? ২৬]
47। ২৬	[ছোটোবড়ো] / এখনো ত বড় হই নি আমি / [২৮ শ্রাবণ]	২৮	৩২
50। ২৭	[বনবাস] / বাবা যদি রামের মত পাঠায় আমায় বনে		
53। ২৮	[বীরপুরুষ] / মনে কর যেন বিদেশ ঘুরে		
57। ২৯	[দুঃখহারী] / মনে কর তুমি থাকবে ঘরে। / [৩০ শ্রাবণ]	[৩০]	

পৃ ॥ সং	আলমোড়া'য় রচনা ১৩১০ শ্রাবণ-ভাদ্র	দ্র রবীন্দ্র-পত্র তাং	মোহিত-পত্র তাং
59 ॥ ৩০	[বিদায়] / তবে আমি যাই তবে গো যাই / [৩১ শ্রাবণ]	৩১	
61 ॥ ৩১	[জন্মকথা] / খোকা মাকে শুধায় ডেকে / [৩২ শ্রাবণ ?]	[৩২]	
63 ॥ ৩২	অস্তসখী / রজনী একাদশী পোহায় ধীরে ধীরে / [১ ভাদ্র ?]	[১]	
65 ॥ ৩৩	[বিচ্ছেদ] / বাগানে ঐ দুটো গাছে		
66 ॥ ৩৪	[উপহার] / স্নেহউপহার এনে দিতে চাই		
70 ॥ ৩৫	পরিচয় । / একটি মেয়ে আছে জানি	[৬]	
73 ॥ ৩৬	/ জগৎপারাবারের তীরে / [৬ ভাদ্র]	[৬]	

শিশু 'সন ১৩১০।২ আশ্বিন' তারিখ লইয়া মোহিতচন্দ্র সেন -সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের সপ্তম ভাগ- রূপে প্রথম প্রকাশিত হয়। কবিতাগুলি রচনার কালেই রবীন্দ্রনাথ ও মোহিতচন্দ্রের মধ্যে যে চিঠি-চলাচল হয় তাহাতে রচনা-সম্পর্কিত বহু তথ্যই জানা যায়; কবিতার পূর্ব-তালিকা-ধৃত ক্রমিক সংখ্যার উল্লেখে অতঃপর উহার সারাংশ সংকলন করা গেল। মূলপত্রগুলি রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত, তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি পত্র প্রথম বর্ষের বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রচারিত। পত্রাবলি-সংকলনের পূর্বে কবিতাগুলি লেখার পূর্বের ঘটনাও কিছু বলা দরকার— ১৩০৯ অগ্রহায়ণে রবীন্দ্রনাথের পত্নী মৃণালিনীদেবীর মৃত্যু হয়; '৫ই ফাল্গুন ১৩০৯' তারিখের চিঠিতে জানা যায় কবির 'মেজমেয়ে পীড়িত'; রেণুকা মীরা শমীন্দ্রনাথকে লইয়া চৈত্রের প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ হাজারিবাগে উপনীত হন; হাজারিবাগে বাঞ্ছিত ফললাভ না হওয়ায়, মীরা ও শমীন্দ্রকে কলিকাতায় মেজবৌঠানের কাছে রাখিয়া, রবীন্দ্রনাথ রেণুকাকে আলমোড়ায় লইয়া আসেন সম্ভবতঃ ২৫ বৈশাখ ১৩১০ তারিখে; কাব্যগ্রন্থ- সম্পাদন ও মুদ্রণের কাজ পূর্ব হইতেই চলিতেছিল, রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে মোহিতবাবু কিছুকাল (সম্ভবতঃ ৬ - ২০জ্যৈষ্ঠ ১৩১০) আলমোড়ায় থাকিয়া যান; ইহার অনেক পরে এক শুক্রবারে [১ শ্রাবণ ১৩১০ তারিখে] মোহিতচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লেখেন: 'একটা

suggestion করবার আছে। কবিতাগুলি শ্রেণীবদ্ধ করবার সময় কতকগুলি ছাত্রপাঠ্য পুস্তকের জন্য রেখে দেওয়া হয়েছিল। আমার মনে হয় সেগুলি এই সংস্করণেই সন্নিবিষ্ট করা ভাল, নইলে গ্রন্থাবলী অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এর পর সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী থেকে বালক বালিকাদের উপযুক্ত কবিতাগুলি সঙ্কলিত করিলে চলে। ··· আমার বইয়ে [১৩০৩ আশ্বিনের কাব্যগ্রন্থাবলীতে] "children" বলে যে কটা কবিতা নির্দ্দিষ্ট ছিল তা আজ দেখলাম— আমার মনে হয় "শিশু" বা "শৈশব" নাম দিয়ে একটা শ্রেণী করলে হয়— তার একটা ভূমিকা আপনাকে লিখে দিতে হবে।' ইত্যাদি। অতঃপর মোহিতচন্দ্র— ফুলের ইতিহাস, শীত, ঘুম, স্নেহময়ী, মধ্যাহ্ন, পোড়োবাড়ী, অভিমানিনী, উপকথা, সাতভাইচম্পা, হাসিরাশি, আকুল আহ্বান, মঙ্গল-গীতি, পাখার পালক, আশীর্ব্বাদ, আত্মঅপমান, ক্ষুদ্র আমি, প্রার্থনা, নিষ্ফল উপহার, বিম্ববতী, বর্ষশেষ, অভয়, এই কবিতাগুলি কাব্যগ্রন্থাবলীর যথোচিত পৃষ্ঠাঙ্কের উল্লেখ-পূর্বক তালিকাবদ্ধ করিয়া দেন।

রবীন্দ্রনাথ ঐ চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলমোড়া হইতে '৪ঠা শ্রাবণ ১৩১০' তারিখে লেখেন—

'গ্রন্থাবলী'র যে অংশে ছেলেদের কবিতা বেরবে তার নাম শিশু বা শৈশব না দিয়ে "কিশোর" বা "কুমার" নাম দেবেন।[৬] কারণ শিশু অতি ছোট— সব কবিতা ও নামে খাপ খাবে না। যে ক'টা কবিতা লোকালয়ে [কাব্যগ্রন্থে ১ম ভাগের ২য় খণ্ডে] বের হয়ে গেছে তা "কিশোরে" আবার দিলে ক্ষতি হবে না ··· গানের মধ্যেও এরকম পুনরাবৃত্তি হবে। বরং এজন্য ভূমিকায় মার্জ্জনা চেয়ে রাখলেই হবে। "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর" কবিতাটা "কিশোর" অংশে না দিলে সমস্তই অসম্পূর্ণ হবে। আমার তালিকা :—

১] ফুলের ইতিহাস	৪] শীত	৭] পোড়োবাড়ি
২] সাধ	৫] স্নেহময়ী	৮] অভিমানিনী
৩] ঘুম	৬] মধ্যাহ্ন	৯] উপকথা

৬ পরে 'শিশু' নামই স্থির হয়। 'রচনাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ' শিরোনামে প্রথম সংকলন দ্রষ্টব্য।

১০] কাঙালিনী	১৭] আশীর্ব্বাদ	২৩] কাগজের নৌকা (মুকুল)
১১] বিষ্টি পড়ে	১৮] বিম্ববতী	২৪] শীতের বিদায় (বালক)[৭]
১২] সাতভাইচম্পা	১৯] শৈশবসন্ধ্যা	২৫] পুরাতন বট
১৩] হাসিরাশি	২০] স্নেহস্মৃতি	২৬] নদী (গ্রন্থাকারে প্রকাশিত)
১৪] আকুল আহ্বান	(প্রথম চার stanza চিত্রা)	২৭] খেলা (ক্ষণিকা)
১৫] মঙ্গল-গীতি	২১] বিসর্জ্জন (অনুবাদ) ৪৭১ পৃঃ	২৮] সুখদুঃখ (ঐ)
১৬] পাখীর পালক	২২] সূর্য্য ও ফুল ঐ	২৯] ওগো নবীন অতিথি / গান[৮]

"কিশোর" খণ্ডের গোড়ার কবিতাটা [প্রবেশক বা মোহিতচন্দ্র-কথিত 'ভূমিকা'] লিখে পাঠাব। "কিশোর" কোন্ জায়গায় বসবে ?
ইতি ৪ঠা শ্রাবণ ১৩১০ আপনার শ্রীরবীন্দ্রনাথ

পুঃ সূর্য্য ও ফুলে একটা ভুল আছে, ওর প্রথম লাইনেই আছে "মহীয়সী মহিমা"। মহিমা ক্লীবলিঙ্গ। অতএব ··· সুমহৎ করে' দেবেন।'[৯]

রবীন্দ্রনাথ 'শিশু' প্রসঙ্গে একটির বেশি নূতন কবিতা লিখিয়া দিবেন এ চিঠিতে তাহার কোনো আভাস মাত্র নাই। এক দিকে

৭ বালক মাসিক পত্রের ১২৯২ বৈশাখে (পৃ ৫৬) 'ফুলের ঘা'।

৮ ']' চিহ্ন-সহ পারম্পর্য-নির্দেশক সংখ্যাগুলি মূল পত্রে নাই। শেষ তিনটি ব্যতীত অন্য কবিতাগুলির শিরোনাম এক সারিতে অর্থাৎ প্রথম সারিতে লেখা। তালিকা-সংকলনে কাব্যগ্রন্থের নূতন খণ্ডে সন্নিবেশের বাঞ্ছিত পারম্পর্য দেখানো হইয়াছে এমন মনে হয় না।

৯ সম্পাদকের পরামর্শে করা হয় : পরিপূর্ণ মহিমা /

সাংঘাতিক ক্ষয়রোগগ্রস্তা কন্যার সেবা যত্ন, বহু দুশ্চিন্তা, রাত্রিজাগরণ, অন্য দিকে আশ্রম - বিদ্যালয়ের ভাবনা, নবপর্যায় বঙ্গদর্শন - সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব[১০], অন্যান্য পুত্রকন্যা সম্পর্কেও উদ্‌বেগ —এরূপ অবস্থায় নূতন কবিতাগুচ্ছ - রচনার কোনোরূপ প্রস্তাব করা হয় নাই আর হয়তো রবীন্দ্রনাথও আদৌ ভাবেন নাই। অথচ গোড়ায় ঐ একটি কবিতা লিপিতে গিয়াই অনেকগুলি নূতন কবিতার সূত্রপাত, কবির ভাবনা কল্পনা সম্পূর্ণ ভিন্নতর খাতে প্রবাহিত, তাহার আনুপূর্বিক ইতিহাস যেমন আলোচ্য পাণ্ডুলিপিতে তেমনি রবীন্দ্রনাথ ও মোহিতচন্দ্রের এই সময়ের পত্রাবলীতে। একটা কথা মনে রাখা ভালো — আলোচ্য পাণ্ডুলিপি শিশুর সবগুলি নূতন কবিতার (ভ্রষ্ট প্রথম কবিতা বাদে যা পাওয়া যায়) অনন্য খসড়া খাতা ; সুতরাং যে পারম্পর্যে কবিতাগুলি খাতায় লেখা, খুব সম্ভব রচনার পারম্পর্যও তাহাই। অর্থাৎ, চিঠিপত্রের প্রমাণে যদি দ্বিতীয় এবং পঞ্চম অথবা নবম ও একাদশ কবিতার রচনাকালই জানা যায় তবে অন্তর্বর্তী তৃতীয় চতুর্থ অথবা দশম কবিতার কালনির্ণয় একেবারে অসম্ভব বা অবাস্তব হয় না। অর্থাৎ, অন্তর্বর্তী কবিতার রচনা যে অন্তর্বর্তী কালে সমাধা হয় তাহা এক-রূপ নিশ্চিত।

অতঃপর বিশেষ বিশেষ কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও মোহিতচন্দ্রের চিঠিগুলিতে কোন্ কোন্ তথ্য পাওয়া যায়, খতাইয়া দেখা যাক্।
(মোহিতচন্দ্রের মোট ১২ খানি চিঠি রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত ; ইহার মধ্যে চতুর্থ হইতে একাদশ অবধি সংখ্যায়, ১লা শ্রাবণ হইতে ৩২শে শ্রাবণ অবধি, 'শিশু' সংকলনের নানা প্রসঙ্গ আছে।)—

---

১০ এ বিষয়ে সব সময় অবহিত ছিলেন, নিয়মিত রচনার জোগান দিয়াছেন। বিশেষতঃ ১৩১০ বৈশাখে নৌকাডুবি উপন্যাস শুরু হয়, উহার ধারাবাহিকতা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সে চিন্তাও ছিল ; মোহিতচন্দ্রকে ৪ বৈশাখের চিঠিতে লেখেন : 'যখনই একটু সুবিধা বোধ করি "নৌকাডুবি" লিখ্‌তে হয় — ভয় হয় পাছে কখন্ অক্ষম হয়ে পড়ি তখন "নৌকাডুবি" নামটাই সার্থক হবে। অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত লেখা সারা হয়েছে। আজ যদি সময় পাই পৌষ আরম্ভ করব। চৈত্র পর্য্যন্ত লিখে রাখ্‌লে অনেকটা নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারব।'

কবিতা সং

১।২ ৪ঠা শ্রাবণে রবীন্দ্রনাথ : 'গোড়ার কবিতাটা লিখে পাঠাব।' / ৫ই শ্রাবণ তারিখে দুটি কবিতা পাঠাইয়া থাকিবেন ইহার স্বীকৃতি মোহিতচন্দ্রের পঞ্চম পত্রে (৮ শ্রাবণ ১৩১০) : 'পুঃ এইমাত্র আপনার কবিতা দুটি পেলাম। গোড়ার কবিতাটি [খেলা] ভারি সুন্দর লাগ্‌ল।'

৩-৫ রবিবারে [আমাদের অনুমান ১০ই শ্রাবণে] ষষ্ঠ পত্রে মোহিতচন্দ্র : 'শিশু বিষয়ক ৫টি কবিতাই পাইয়াছি। ... একটির ত নাম দেবার দরকার নেই — যেটি গোড়ার কবিতা — আর একটির নাম "খোকা" আপনিই দিয়েছেন — সুতরাং আমি যে তিনটি রইল তার নাম "নির্লিপ্ত", "শৈশব চাতুরী", "কেন মধুর" রাখিলাম।' / তালিকা দ্রষ্টব্য। প্রথম কবিতাটি প্রবেশক না হওয়ায়, পরে কোনো সময়ে উহারও নামকরণ হয় ইহা সহজেই অনুমেয়। ১০ই শ্রাবণে তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চমের প্রাপ্তিস্বীকার, অতএব আলমোড়া হইতে ৭ই শ্রাবণের পরে পাঠানো হয় নাই, রচনা ৫ই হইতে ৭ই শ্রাবণের মধ্যে। পরের পত্রে কবি (এ চিঠিতে তারিখ দেন নাই, কেবল প্রসঙ্গসূত্রে বুঝা যায় ১০ই শ্রাবণের চিঠির জবাব বলিয়া, অতএব ধরা যায় ১৩ তারিখে লেখা) লেখেন : ' "শৈশব-চাতুরী" নামের 'শৈশব'টা বাদ দিলেও চলে। বাকি নামগুলি স্বীকার করে নিলুম।'

৯ রবীন্দ্রনাথের যে চিঠির সংকলন এইমাত্র, তাহার অপর পিঠে 'ছুটির দিনে' কবিতার শেষাংশ। এ চিঠি এবং কবিতার এই নকল ১৩ই শ্রাবণে লেখা মনে করার কী কারণ, পূর্বে বলা হইয়াছে।

১১ '১৫ই শ্রাবণ ১৩১০' তারিখে রবীন্দ্রনাথ : 'নামকরণের ভার আপনার উপর। কতগুলো নতুন কবিতা পেলেন ? বোধহয় সবসুদ্ধ গোটাদশেক হবে। আমি আজকাল শিশুদের মনের ভিতরে বাসা করে আছি। তেতালার ছাদের উপর আমার নিজের শৈশব মনে পড়চে।' / এ চিঠির অপর পিঠে 'মাঝি' কবিতার শেষাংশ, অতএব সবসুদ্ধ 'গোটাদশেক' নয় — হইতেছে এগারোটি।

দেখা যায় — রবীন্দ্রনাথ এক অথবা একাধিক কবিতা (লেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে) বারে বারে নকল করিয়া পাঠাইতেছেন। নকলের শেষে কাগজে 'সাদা' অংশ পড়িয়া থাকিলে তাহাতেই চিঠিও লিখিতেছেন। এইভাবে যেমন নবম ও একাদশ - সংখ্যক

কবিতার শেষ ছত্রগুলি পাওয়া গেল, তেমনি ঊনবিংশ দ্বাবিংশ ষড়্‌বিংশ এবং ত্রিংশ কবিতারও শেষাংশ বিভিন্ন চিঠির পিঠোপিঠি পাওয়া যায়।

১৪ রবীন্দ্রসদন-সংরক্ষিত সপ্তম পত্রে (১৯শে শ্রাবণ ১৩১০) মোহিতচন্দ্র : 'শিশু খণ্ডে সবে মাত্র ১৪টি নূতন কবিতা পেয়েছি। আরো অনেকগুলি চাই। যে ভূতে আপনাকে শিশু রাজ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছে তাকে ধন্যবাদ দিই।' / মোহিতচন্দ্র '৪ঠা অগষ্ট' বা ১৯শে শ্রাবণ তারিখে চতুর্দশ কবিতা যদি পাইয়া থাকেন, কবি উহা নকল করিয়া পাঠাইয়াছেন ১৬ই শ্রাবণ তারিখে।

৯-১৯ মোহিতচন্দ্র অষ্টম পত্রে '২১এ শ্রাবণ ১৩১০' তারিখে লেখেন : শিশু খণ্ডে সবশুদ্ধ ১৯টি নূতন কবিতা পেলাম। প্রথমটি ভাদ্র মাসের বঙ্গদর্শনে বেরিয়ে গেছে — আমার তত ইচ্ছা ছিল না, শৈলেশের পেড়াপীড়ি।[১১] ইদানিং যে কবিতাগুলি পেয়েছি সবগুলির নামকরণ হয় নি।' / অতঃপর 'রাজার বাড়ি', 'মাষ্টারবাবু', 'প্রশ্ন', 'অনুযোগ' [সমব্যথী], 'মাঝি', 'মাতৃবৎসল', 'লুকোচুরি' ও 'বিজ্ঞ' এই আট নাম দেন আটটি কবিতার, অপিচ লেখেন : ' "মধু মাঝির ঐ যে নৌকাখানা" আর "ঐ দেখ মা আকাশ ছেয়ে" — এ দুটির নাম ['নৌকাযাত্রা' ও 'ছুটির দিনে'] এখনও দেওয়া হয় নাই।' / সুতরাং ২১শে শ্রাবণের এই চিঠিতে তালিকা-ধৃত নবম হইতে ঊনবিংশ অবধি সব কবিতার সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। এ চিঠি হইতে ইহাও অনুমান করা যায় যে, ঊনবিংশতি সংখ্যার কবিতাটি ১৮ই শ্রাবণে পাঠানো হইয়া থাকিবে, নহিলে ২১শে শ্রাবণ কলিকাতায় পৌঁছিত না।

---

১১ রবীন্দ্রনাথ '১৭ই শ্রাবণ ১৩১০' তারিখে লেখেন : 'নামকরণ করে দেবেন। স্থানকরণও আপনার কর্তব্য। আমার কাজ আমি করেছি। এ কবিতাগুলি কোনো মাসিক পত্রে দিয়ে আমি নষ্ট করতে ইচ্ছা করিনে — শৈলেশকে এই কথাগুলি আপনি বুঝিয়ে বল্‌বেন। বেশ তাজা টাট্‌কা অবস্থায় বইয়েতে বেরবে এই আমার অভিপ্রায়। নইলে মাসিক পত্রের পাঠকদের হাতে হাতে যেখানে সেখানে ঘুরে ঘুরে, অনুকরণকারীদের কলমের মুখে ঠোকর খেয়ে খেয়ে কবিতার জেল্লা সমস্ত চলে যায়। ছেলেদের হাতে যে পুতুল দেব আগে থাকতেই যদি তার রং উঠে কাপড় ছিঁড়ে নাস্তানাবুদ হয়ে যায় তবে সে কি সঙ্গত হবে ?'

১৯ যে এক-পৃষ্ঠা চিঠির অপর পিঠে এই কবিতার শেষাংশ লেখা তাহার তারিখ – '৪ঠা শ্রাবণ ১৩১০' লেখার ভুল ইহাতে সন্দেহ নাই (৪ঠা তারিখে বোধ করি নব পর্যায়ের প্রথম কবিতাও লেখা হয় নাই। ৪ঠা শ্রাবণের চিঠি পূর্বেই পর্যালোচিত হইয়াছে) ৪ঠা অগস্ট্ হওয়া অসম্ভব ছিল না; কিন্তু চিঠির ভিতরে আছে 'আজ সোমবার' — সোমবার ছিল ৩রা অগস্ট্ / ১৮ই শ্রাবণ। এ তারিখই যথার্থ মনে হয়; রবীন্দ্রনাথ ১৮ই শ্রাবণ চিঠি ও কবিতা পাঠাইয়াছেন আর ইতঃপূর্বে দেখা গিয়েছে মোহিতচন্দ্র সবিস্তারে তাহার প্রাপ্তিস্বীকার করিয়াছেন ২১শে শ্রাবণ তারিখে।

২২ 'ব্যাকুল' কবিতার শেষাংশ কাগজের যে পিঠে লেখা তাহার অপর পিঠে '২৩শে শ্রাবণ ১৩১০' তারিখের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ: 'এই ত ২২টা হল। কিন্তু শৈলেশের হাত থেকে এগুলিকে রক্ষা করবেন। সে যদি এগুলিকে বঙ্গদর্শনের পিলোরিতে চাপিয়ে দেয় তাহলে শুকিয়ে মারা যাবে — এরা নিতান্ত অন্তঃপুরের খেলাঘরের জিনিষ — হাটবাটের জিনিস নয়। …বঙ্গদর্শনকে ভুলবেন না। বিদ্যালয়কে স্মরণে রাখ্‌বেন। গ্রন্থাবলীকেও অবহেলা করবেন না। আমাকেও চিঠি লিখ্‌বেন। এ সমস্ত করে যদি সময় পান তবে ঘরের কাজে এবং বাইরের কাজে মন দেবেন।'

মোহিতচন্দ্রের '২৬এ' (২৭ ?) শ্রাবণ তারিখে লেখা পত্র (সংখ্যা ১০) ঐ চিঠির জবাব মনে হয়: 'আপনি আমার কর্ত্তব্য যে পর্য্যায়ে লিখে দিয়েছেন তার শেষের কোটা থেকেই কাজ আরম্ভ করে দিলাম।… শিশু খণ্ডের কবিতাগুলিকে গোপন করবার জন্যে শৈলেশকে লিখে দিয়েছি' ইত্যাদি। মোহিতচন্দ্রের এই চিঠিতেই আছে: 'আপনার চিঠিগুলো আমি একটু দেরিতে পাচ্ছি।'

২৩-২৫ মোহিতচন্দ্রের পূর্বোদ্ধৃত চিঠিরই শেষাংশে আছে: 'আজ যে তিনটি কবিতা এল তারা বড় ছোট, তাদের নামকরণ দুদিন পরে করব।' 'চিঠিগুলো… দেরিতে পাচ্ছি' বলায় সন্দেহ হয়, রবীন্দ্রনাথের ২৩শে শ্রাবণের চিঠি ('ব্যাকুল' কবিতা-সহ) হয়তো ২৭শে শ্রাবণ তারিখেই পাইয়াছেন এবং সেই সঙ্গে ২৪শে শ্রাবণে (?) অনুলিপিকৃত ও প্রেরিত 'তিনটি কবিতা'ও পাইয়াছেন অ-বিলম্বে — সে কবিতা হইল তালিকা-ধৃত স° ২৩-২৫। এই সময়ে লিখিত তথা প্রেরিত অন্য এমন 'তিনটি' কবিতা নাই

যাহাদের ছোটো বা 'বড় ছোট' বলা যায়। চতুর্বিংশতি সংখ্যার 'জ্যোতিষশাস্ত্র' শিরোনাম খসড়া পাণ্ডুলিপিতে ও গ্রন্থে থাকিলেও প্রেরিত নকলে ছিল কিনা বলা যায় না।

২৬ রবীন্দ্রনাথের এক পৃষ্ঠার যে চিঠিতে '২৮শে শ্রাবণ ১৩১০' তারিখ, তাহারই অপর পিঠে 'ছোটোবড়ো' কবিতার শেষ দুইটি স্তবক। পত্র-ধৃত সর্বশেষ স্তবক কাব্যগ্রন্থে বর্জিত ; কেননা, মোহিতচন্দ্র '৩২এ শ্রাবণ'[১২] তারিখের চিঠিতে (স° ১১) 'শিশু খণ্ডে নূতন কবিতা ত এখন ২৬টি হল' এই প্রাপ্তিস্বীকারের পরে এবং 'খোকার রাজ্য', 'ভিতরে ও বাহিরে', 'ব্যাকুল', 'ফুল ফোটার ইতিহাস বা শিশুর বিজ্ঞান'[১৩] ও 'ছোট বড়' (যথাক্রমে তালিকা-ধৃত স° ২০, ২১, ২২, ২৩ ও ২৬) এই কয়টি নামকরণেরও পরে লিখিয়াছেন : 'এই শেষের কবিতাটিতে গুরু মহাশয় ও দিদিমা সম্বন্ধে যে উক্তি দুটি আছে — সে দুটি মনে হচ্ছে না থাকলেও চলে — খোকার "বাবার মত বড়" হওয়াই সাজে, "জ্যাঠার মত বড" হলে কি তেমন হয় ?' / এই চিঠির জবাবেই বৃহস্পতিবার [৩রা ভাদ্র ১৩১০ তারিখে] রবীন্দ্রনাথ লিখিয়া পাঠান : ' "ছোট বড়" কবিতায় গুরুমহাশয় ও দিদিমা সংক্রান্ত দুটো শ্লোক [স্তবক] পরিত্যাগ করবেন।' / তবে, গুরুমহাশয় - সংক্রান্ত 'শ্লোক' (কবিতার দ্বিতীয় স্তবক) শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করা হয় নাই।

২৯ রবীন্দ্রনাথ প্রত্যহই একটি-দুটি কবিতা লিখিতেছেন তথা নকল করিয়া পাঠাইতেছেন, চিঠিও লিখিতেছেন (ধরিয়া লওয়া যায় এক দিনে একখানির বেশি নয়), পাণ্ডুলিপি ও পত্রাবলীর পর্যালোচনায় ইহাই মনের চোখে প্রায় প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। তাহা যদি হয়, ২৮শে ২৯শে ও ৩১শে শ্রাবণের তারিখ-যুক্ত চিঠির অবকাশে দুই পৃষ্ঠার যে চিঠির সূচনা হইল 'ও পাতায় কবিতাটা কপি করতে করতে ঘুমে ঢুলছিলেম', তারিখ না থাকিলেও ধরিয়া লওয়া যায় তাহার তারিখ ৩০শে শ্রাবণ এবং এ চিঠির সঙ্গে ছিল একটিই কবিতা : দুঃখহারী (স° ২৯)। মোহিতচন্দ্রের '২৬এ [২৭ ?] শ্রাবণ' তারিখের যে চিঠির বিষয় পূর্বে বলা হইয়াছে

---

১২ মোহিতচন্দ্র ২৮শে শ্রাবণের চিঠি ও কবিতা ৩১শে শ্রাবণ তারিখে পান নাই ? অথবা পাইলেও নানাভাবে বিব্রত থাকায় (মোহিতচন্দ্রের চিঠিতে যে কথা আছে) একদিন পরে উত্তর দিতেছেন ?

১৩ রবীন্দ্রনাথ ৩রা ভাদ্রের চিঠিতে লেখেন : 'শুধু "বিজ্ঞান" নাম দিলেই হয়।' পরে কোনো সময় 'বৈজ্ঞানিক' হইয়া থাকিবে।

(২২-সংখ্যক কবিতার প্রসঙ্গে), তাহাতে আছে : 'আমার বালক কালের পড়াশুনা অতীতকে নিয়েই ছিল··· বৃদ্ধ যেমন অতীতের কাহিনী নিয়েই পড়ে থাকে' / ঐ চিঠি ২৬ বা ২৭ যে তারিখেরই হউক, রবীন্দ্রনাথের বর্তমান চিঠিতে সেই প্রসঙ্গেই আছে : 'আপনি ছেলেবেলায় অতীতের মধ্যে ছিলেন' ইত্যাদি।

৩০ একখানি কাগজের যে পিঠে এই কবিতার শেষাংশ, তাহারই অপর পিঠে '৩১শে শ্রাবণ ১৩১০' তারিখের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ : 'বাস্ আর নয়!··· ঠিক যেন একটা গড়ানে জায়গায় বেগে নাবার মত — একটা তলা না পেলে দাঁড়াবার জো নেই। বিদায় কবিতায় সেই তলা পাওয়া গেল — এখন আমি অন্য বিষয়ে মন দিতে পারব। এখন আমার শিশুটির কাছ থেকে বিদায়! শিশুকে উপলক্ষ্য করে ছলনাপূর্বক শিশুর মার সঙ্গ পেয়েছিলেম কিন্তু এমন বরাবর চলে না'। ইত্যাদি।

৩১ রবীন্দ্রনাথের বেতারিখ চিঠিতে পাই : 'এই কবিতাটিকেই শিশু খণ্ডের ভূমিকার কবিতা করলে কি রকম হয়?' / এটিকে ৩২শে শ্রাবণের চিঠি মনে হয় এবং উল্লিখিত কবিতাও মনে হয় 'জন্মকথা' (স° ৩১)

৩২ রবীন্দ্রনাথের বেতারিখ একখানি চিঠি মনে হয় ১লা ভাদ্রে লেখা, কেননা ইহাতে 'অন্তসখা' (স° ৩২) কবিতার প্রসঙ্গ আছে আর ইহার পরে একখানি কার্ড্ও পাওয়া গিয়াছে যাহা ২রা ভাদ্র[১৪] তারিখে লেখা হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। পরবর্তী ৩রা ভাদ্রে[১৫] যে চিঠি লেখেন তাহাতে 'ছোটো বড়ো, (স° ২৬) কবিতা সংশোধনের প্রসঙ্গ আছে তাহা পূর্বেই দেখা গিয়াছে।

৩৫।৩৬ রবীন্দ্রনাথ রবিবার [৬ ভাদ্র ১৩১০ তারিখে] আলমোড়া হইতে : 'কাল কলিকাতায় যাত্রা করব — আজ আলমোড়া প্রবাসের শেষ দিনে শিশু খণ্ডের কবিতা শেষ করলেম — এইবার বোধ হচ্ছে পজিটিভ্লি দি লাষ্ট্! এই কাগজটায় যে নামহীন কবিতাটা

---

১৪ রবীন্দ্রনাথের লেখায় পাই শুধু 'বুধবার' এবং 'আগামী সোমবারে এখান [আলমোড়া] হইতে বাহির হইব'। চিঠি শনিবারে কলিকাতায় পৌঁছিলে ছাপ পড়িয়াছে (এটি পড়া যায়) ২২শে আগস্টের, ঐ দিন ৫ই ভাদ্র — সবই হিসাবমত বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ রেণুকাকে লইয়া ৭ই ভাদ্র ১৩১০ তারিখে আলমোড়া ত্যাগ করেন।

১৫ তারিখ নাই, 'বৃহস্পতিবার' লেখা আছে। 'যাওয়ার আয়োজনে ব্যস্ত' এবং বিব্রত, তাহারও সরস বর্ণনা আছে।

লিখে দিলেম সেইটেই বোধহয় শিশুখণ্ডের সূচনারূপে ব্যবহার হতে পারে। "তোমার কটি তটের ধটি" [তালিকা-ধৃত সংখ্যা২] ঠিক সূচনার মত নয়।… "পরিচয়" কবিতাটা কড়ি ও কোমল থেকে মেজে ঘষে বাড়িয়ে কমিয়ে নেওয়া গেল। ছন্দের উচ্ছৃঙ্খলতা শোধরাবার জন্যে অনেক লড়াই করা গেছে — বোধ হয় জয়লাভ করেছি। / সবসুদ্ধ ৩৭টা হল… ইতি রবিবার'

তালিকা-ধৃত স° ৩৬-ই শিরোনামহীন প্রবেশক ও শিশু পর্যায়ের শেষ রচনা সন্দেহ নাই।

'পরিচয়' (স° ৩৫) পূর্বদিনের রচনা হওয়াই সম্ভব। ৩৩-৩৫ সংখ্যায় উল্লিখিত কবিতাগুলি কড়ি ও কোমলের তিনটি কবিতা হইতে যেভাবে সংস্কার ও পরিবর্তন করিয়া লেখা হয়, তাহাতে এগুলিকে নূতন রচনা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

উদ্‌ধৃত পত্রের শেষে, মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ কবিতার সংখ্যা-গণনায় ভুল করিয়াছেন। ভুল করিবার কারণও হয়তো আছে। পাণ্ডুলিপি-ধৃত কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে সংখ্যা বসাইয়াছেন পেন্সিলে। পাণ্ডুলিপিতে আমাদের তালিকা-ধৃত প্রথম কবিতাটি নাই ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে ; যেগুলি আছে তাহাতে অবিচ্ছেদে ১-২৯ সংখ্যা বসাইবার পরে সম্ভবতঃ ভ্রমক্রমেই তাহার অনুবৃত্তি করা হয় ৩১-৩৬ সংখ্যায়। রবীন্দ্রনাথ ১৫ই শ্রাবণে 'মাঝি' কবিতার নকল পাঠাইয়া চিঠিতে লিখিয়াছেন 'সবসুদ্ধ গোটা দশেক হবে' — উক্ত কবিতায় (পাণ্ডুলিপিতে) ঐ সংখ্যাই আছে সত্য। অথচ ২৩শে শ্রাবণে 'ব্যাকুল' কবিতার নকলের পিঠোপিঠি লিখিতেছেন 'এই ত ২২টা হল'— এ ক্ষেত্রে ঐ কবিতার শীর্ষে (পাণ্ডুলিপিতে) '২১' সংখ্যা লেখা থাকিলেও, প্রথম যে কবিতা পাণ্ডুলিপি হইতে স্খলিত তাহার সংখ্যা যোগ করিয়াই '২২' করিয়াছেন মনে হয়। সম্ভবতঃ অনুরূপ-ভাবে পাণ্ডুলিপি-ধৃত শেষ কবিতায় '৩৬' সংখ্যা থাকায় ('৩৫' থাকাই উচিত ছিল) এক যোগ করিয়া রবীন্দ্রনাথ স্থির করিলেন নূতন কবিতার সংখ্যা হইল ৩৭।

অন্যান্য তথ্য

শিশু পাণ্ডুলিপির আধার-স্বরূপ যে খাতাখানি তাহার সম্পর্কে কতকগুলি বাস্তব তথ্য সূত্রাকারে দ্বিতীয় তৃতীয় পাদটীকায় দেওয় হইলেও পুনশ্চ বিস্তারিত ভাবে এ স্থলে সংকলনযোগ্য। খাতাখানি এ. সি. পাল এণ্ড্ কোম্পানির লাল (ভিতরে সবুজ) মলাটের রুল-টানা খাতা ছিল। সামনে ভিতরের মলাটে ১৯০১ খৃষ্টাব্দের সংক্ষিপ্ত দিনপঞ্জী; অপর দিকের ভিতরের মলাটে ছাপা আছে : 120 Pages। এই খাতার মলাটে (উপরে ও ভিতরে) 'শ্রীমতী নলিনীবালা দেবী' 'নলিনী রায়' 'নলিনী' নামটি বারংবার থাকায় মনে হয়, এ খাতাখানি তাঁহারই ছিল। (নলিনী দেবী রবীন্দ্রনাথের শ্যালক নগেন্দ্রনাথের পত্নী / নগেন্দ্রনাথ সপত্নীক ১৩০৯ চৈত্রে কবির সঙ্গে হাজারিবাগে ও পরে তথা হইতে আলমোড়ায় গিয়াছিলেন।) সামনে ভিতরের মলাটটিতে ক্লাস-রুটিনের যে ছক ছাপা আছে তাহাতে পাই রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের পুত্রকন্যাদের নাম, তাহা ছাড়া : 'নলিনী' [লেখিকা স্বয়ং] / 'রাজলক্ষ্মী' [সম্পর্কে মৃণালিনী দেবীর 'পিসিমা'] / 'নগেন্দ্র' / 'সব্বার নাম।' হাতের লেখা কাঁচা।

খাতায় মূলতঃ ১২০ পৃষ্ঠা ছিল, এখন মাত্র ৮৪ পৃষ্ঠা থাকায়, মূল খাতার ৩৬ পৃষ্ঠা ভ্রষ্ট / বর্জিত সন্দেহ নাই। এখনকার প্রথম পৃষ্ঠা হইতেই কিছুদূর পর্যন্ত কালীতে কাঁচা হাতের লেখায় 13 14 প্রভৃতি ইংরেজি অঙ্ক (লেখার ভুলও আছে), ঐ লেখাতেই '39' (বস্তুতঃ '38') পৃষ্ঠার পরে 51-অঙ্কিত পৃষ্ঠাটি (বর্তমানে '27') পাওয়া যায়। সুতরাং এই দুই স্থলে, বর্তমান প্রথম পৃষ্ঠার পূর্বে এবং ষড়্‌বিংশ সপ্তবিংশ পৃষ্ঠার মধ্যে, মূল খাতার বারো-বারো মোট চব্বিশ পৃষ্ঠা ছিল ইহা অনুমান করা যায়। সে যাহা হউক, এখনকার প্রথম পৃষ্ঠাতেই শিয়রের দিকে কাঁচা হাতে যেমন কালীতে 13 সংখ্যাটি আছে, আর-একটি সংখ্যা আছে লাল পেন্সিলে পাকা হাতে : ৩/ এ লেখা রবীন্দ্রনাথেরই হইতে পারে। এমনও হইতে পারে—ইহার অব্যবহিত পূর্বে একখানি পাতা এইভাবেই দুই পিঠে ১ ও ২ অঙ্কে চিহ্নিত ছিল এবং সেই পাতায় (দুই পৃষ্ঠায়) শিশু পর্যায়ের প্রথম কবিতাটি লেখা হইয়াছিল : তোমার কটিতটের ধটি ইত্যাদি। লক্ষ্য করিতে হইবে

'খেলা' ও 'খোকা' (প্রথম ও দ্বিতীয় রচনা / সংকলিত তালিকায় সংখ্যা ১ ও ২) কবিতা দুইটি যেমন ছন্দে তেমনি স্তবক ও ছত্র-সংখ্যায় অভিন্ন ; দ্বিতীয় কবিতা সমুদয় কাটাকুটি-সমেত এক পাতা বা দুই পৃষ্ঠা-পরিমিত— মনে হয় প্রথম কবিতাও তাহাই ছিল।

এখনকার পৃষ্ঠাঙ্ক 53 । এ পৃষ্ঠায় 'বীর পুরুষ' (মনে কর যেন বিদেশ ঘুরে ইত্যাদি) কবিতার সূচনা। দক্ষিণোর্ধ্ব কোণে পেন্সিলে একটি পাশ-ফিরানো মুখের (পুরুষ) রেখাচিত্র আছে।

63 । The Nabob by Daudet / Miss Jewet's Tales / Ideas of Good & Evil / by W. B. Yeats / এই তিনখানি বইয়ের নাম পৃষ্ঠার শিয়রে।

68 । কপাল-টুক্‌নি : ললিতমোহন চক্রবর্তী।

84-78 । (রবীন্দ্রনাথ খাতার উল্টা দিক হইতে লিখিয়াছেন বলিয়াই, আরোপিত পৃষ্ঠাঙ্কগুলির উল্টা চাল / 76 ও 77 রচনারিক্ত) বাংলা শব্দদ্বৈতের সংকলন। শব্দতত্ত্ব গ্রন্থে (দ্রষ্টব্য বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলী- ১২ অথবা বাংলা শব্দতত্ত্ব, বৈশাখ ১৩৯১) বাংলা শব্দদ্বৈত (১৩০৭), ধ্বন্যাত্মক শব্দ (১৩০৭) ভাষার ইঙ্গিত (১৩১১) তিনটি প্রবন্ধে যে-জাতীয় শব্দ লইয়া নানা দিক হইতে আলোচনা, তাহারই বহুশত উদাহরণ মাত্র এই কয় পৃষ্ঠায় সংকলিত। এই সংকলনে তৎসম তদ্ভব এবং খাঁটি বাংলা শব্দ সবই আছে। বর্ণানুক্রমে বা কোনোরূপ শ্রেণীবিভাগ করিয়া সাজানো হয় নাই।

পাঠপঞ্জী

পাণ্ডুলিপি-ধৃত পাঠ (কতকগুলি কবিতার রবীন্দ্রপত্র-ধৃত শেষাংশের পাঠ), সপ্তমভাগ কাব্যগ্রন্থের পাঠ (১৩১০) এবং পরবর্তী বা প্রচলিত পাঠ[১৬], এগুলির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই পার্থক্য আছে। সংক্ষেপে দ্বিতীয় (কাব্যগ্রন্থ) বা তৃতীয় (প্রচলিত) হইতে প্রথম (পাণ্ডুলিপি বা রবীন্দ্রপত্র - ধৃত) পাঠের বিশেষ পার্থক্য যেগুলি, পরে সংকলন করা যাইতেছে। কাব্যগ্রন্থের পাঠ প্রচলিত পাঠ হইতে পৃথক হইলে

১৬ কাব্যগ্রন্থ (১৯১৬), অষ্টম খণ্ড, শিশুকাব্যের পরবর্তী নানা পরিবর্তনের মুখ্য ক্ষেত্র। ইহার পরেও পরিবর্তন করা হয়।

তাহারও দৃষ্টান্ত কিছু কিছু দেওয়া যায়। সকল ক্ষেত্রে প্রচলিত পাঠ উদ্‌ধৃত না করিলেও চলিবে। রচনার পারম্পর্যে, তালিকা-ধৃত ক্রমিক সংখ্যার উল্লেখে, পাণ্ডুলিপি-ধৃত বা অপ্রচলিত পাঠ সংকলন করা যাইতেছে। স্তবক বা ছত্র-সংখ্যার উল্লেখ প্রচলিত গ্রন্থানুসারে (শিশুর স্বতন্ত্র শেষ সংস্করণ তথা মুদ্রণ ১৩৭৯-৮৯ দ্রষ্টব্য)।[১৭] প্রত্যেক ক্ষেত্রে সব-শেষে পাণ্ডুলিপির এখনকার পৃষ্ঠাঙ্ক।—

৪ কেন মধুর / স্তবক ৩ : যখন লোলুপ মুখে নবনী লাগি
মায়ের আঁচল ধরি বেড়াও মাগি
… … … …
ফল মধুরসে ভারি কিসের লাগি,
মধুর নবনী যবে বেড়াও মাগি'। / 4

৫ চাতুরী / স্ত ১ ছ ৬-৭ : ভালবাসে সে··· / ···না যদি দেখে / 5
স্ত ৪ ছ ২-৩ : যেখানে ওঠে তরুণ শশি / বিকাশে শুকতারা / 6
ছ ৬ : হারাতে চাহে··· / 6

৬ ঘুমচোরা / 'আমার খোকার ঘুম নিল কে' (মুদ্রিত দ্বিতীয় স্তবক) প্রথমে লেখা, পরে 'কে নিল খোকার ঘুম হরিয়া' (মুদ্রিত প্রথম)—অতঃপর পাণ্ডুলিপিতে স্তবকের শিরে ২।১।৩ সংখ্যা বসাইয়া পরিবর্তিত বিন্যাসের ইঙ্গিত দেওয়া হয়।

স্ত ৩ ছ ৫-৭ : চোরা ধন কোথা রাখে ছাপিয়ে!
তার পরে মুঠি ২ সব তার নিয়ে লুটি'
পদ্মপাতায় আনি চাপিয়ে! / 9

---

১৭ সাধারণতঃ পাণ্ডুলিপির লাঞ্ছিত বা বর্জিত পাঠ সংকলন করা হইবে না।

৭ অপযশ / শেষ হইতে চতুর্থ ছত্রে 'তোমার নিন্দে করে!' লিখিয়া পরে সংশোধন : তোমায় নিন্দে করে! / 10

৮ বিচার / স্ত ১ ছ ৮-১১ : বাহির হতে তোমরা সবাই / কর তারে তুষি—

তোমাদের যা খুসি।

ভালয় মন্দে আমার কিবা হয়! / 11

স্ত ১ ছ ৪ : দুষ্টামি < দুষ্টুমি / স্ত ২ ছ ৩ : গুণ < গুণ(ই) / 11

৯ ছুটির দিনে / স্ত ৩ ছ ১১ : একটি < একটা / 14

ছ ১৩ : কাঠকুড়ুনি < কাঠকুড়নি / 14 / কাব্য (১৩১০) ও (১৯১৬)

স্ত ৪ ছ ১ : এমনি যেদিন মেঘ করত / 14

ছ ৩ : যাচ্ছে < যেত / 14

ছ ৬ : ঝুলত গলার পরে। / 15

ছ ৮ : জানত কেমন করে ? / 15

ছ ৯ : মেঘে যখন ঝিলিক দিত / 15

ছ ১২ : পড়ে < পড়ত / 15

ছ ১৪ : দিচ্চে তখন ঝাঁট —/ 15

ছ ১৫ : চলে যে < চলে সে / 15

স্ত ৫ ছ ৫ : রাত্রি হল / 15. অপিচ রবীন্দ্র-পত্র

রাত্তির হল / কাব্য (১৩১০) ও (১৯১৬)

ছ ১০ : পুঁথিপত্তর < পুঁথিপত্র / 15

১০ রাজার বাড়ি / স্ত ২ ছ ২ : আর কেহ তো<আর ত কেহ / 16
স্ত ৩ ছ ৩ : যেই<সেই / 17

১২ সমব্যথী / মুদ্রিত গ্রন্থে স্তবকের পাঠভেদে / রূপভেদে ধ্বনি ও ছন্দো -গত কী প্রভেদ হইয়াছে তাহা পাণ্ডুলিপি হইতে সম্পূর্ণ কবিতা (২ স্তবক) যথাযথ উদ্ধৃত করিলে বুঝা যাইবে :—

যদি তোমার খোকা না হয়ে
আমি মাগো হতেম কুকুর ছানা—
পাছে তোমার পাতে
আমি মুখ দিতে যাই ভাতে
এমনি কবে করতে আমায় মানা !
সত্যি করে বল আমায়
করিস্‌নে মা ছল !
বলতে আমায় দূর দূর দূর
কোথা থেকে এল এই কুকুর ! / 19
যা মা তবে যা মা আমায়
কোলের থেকে নামা আমি
খাব না তোর হাতে আমি
খাব না তোর পাতে !

যদি তোমার খোকা না হয়ে
আমি মাগো হতেম তোমার টিয়ে
৬ খেলা করতে দূরে
আমি পাছে যাই মা উড়ে
বাখ্‌তে আমার পায়ে শিকল দিয়ে !
সত্যি করে বল [বল্‌] আমায়
করিস্‌নে মা ছল !
বলতে আমায় ও—রে দুষ্ট, পাখী
শিকল কেটে দিতে চায় রে ফাঁকি !
তবে নামিয়ে দেমা, আমার
ভালবাসিস্‌ নেমা আমি
রব না তোর কোলে আমি
১৩ বনেই যাব চলে ! / 20

উদধৃত পাণ্ডুলিপির পাঠে ও মুদ্রিত পাঠে (সংস্করণ-নির্বিশেষে) শব্দ ও ছন্দো-গত পার্থক্য পাঠক মিলাইতে পারিবেন। এটুকু লক্ষ্য করা দরকার, পাণ্ডুলিপিতে উভয় স্তবকই ১৩ ছত্র - পরিমিত হইলেও মুদ্রিত কাব্যে দ্বিতীয় স্তবকে একটি কম, কেননা পাণ্ডুলিপির দ্বিতীয় স্তবকের তৃতীয় ছত্র (অথবা তাহার কোনো বিকল্প) সে স্থলে নাই; ইহা বিশেষ মুদ্রণ-প্রমাদ ('কপি-ছাড়') বলিয়াই মনে হয়। এরূপ 'অনর্থ' না ঘটিলে মুদ্রিত দ্বিতীয় স্তবকের তৃতীয় ছত্রের স্থলে হয়তো দেখা

যাইত : তবে খেলা করতে দূরে

আমি পাছে যাই, মা; উড়ে /

দ্বিতীয় স্তবকের অষ্টম (মুদ্রিত সপ্তম) ছত্রে 'হতভাগা' কাটিয়া পাণ্ডুলিপিতে 'ও—রে দুষ্টু' করা হয়, গ্রন্থে পূর্বপাঠ থাকিয়া যায় — নূতন পাঠ ছাপার সময় ও সুযোগ সম্ভবতঃ হয় নাই।

১৩ প্রশ্ন / ছ ৯ : ভাবতে পারি মনে<মনে করতে পারি / 21

ছ ১৬ : চাষীর দল<চাষার দল / 21

ছ শেষ : হবে না<না হবে / 21

১৪ মাষ্টার বাবু / স্ত ১ ছ ১ : জানো আমি মাষ্টার মশায় / 22

ছ ১০ : পড়ায় বড়ই অবহেলা ! / 22

স্ত ২ ছ ১০ : সব পড়া<পড়াশুনো / 23

ছ শেষ : ও কেবল বলে মিয়োঁ। মিয়োঁ। / 23

১৫ বিচিত্র সাধ / স্ত ১ ছ ২ : বাড়ির গলি<পাশের গলি / 24

ছ ১০ : হয় বা পাছে<হয় গো পাছে<হয় পাছে ×তার /[১৮] 24

১৮ চঞ্চুবৎ > বা < চিহ্নের মুখ যে দিকে ফিরানো সে দিকেই পরবর্তী পাঠ। সে হিসাবে শেষ পাঠ (পরিচিত বলিয়াই প্রথমে যার বিন্যাস) মুদ্রিত ; ভিন্ন পাঠ দুটি পাণ্ডুলিপির গ্রাহ্য পাঠ ও লাঞ্ছিত পাঠ। বিন্যাস বদল করিলে এ ভাবেও দেখানো যাইত :

24 হয় পাছে তার>হয় গো পাছে>হয় বা পাছে / মুদ্রিত

১৬ লুকোচুরি / স্ত ১ ছ ৩ : মা গো, ডালের<আগা-ডালের<কচি*ডালের / 28

স্ত ২ ছ ২ : নয়ন<আঁখি / 28 সূচনায় লাঞ্ছিত : চোখটি মে[ল]

স্ত ৪ ছ ৪ : ক'রে মা<করিয়ে / 29 অপিচ কাব্য (১৩১০) ও (১৯১৬)

কবি হিন্দুস্থান রেকর্ডে (৩৪২নং) এই কবিতাটি ১৩।২।১৯৩৬ তারিখে (দ্র রবীন্দ্রনির্দেশিকা, ১৩৬৯, শ্রীনির্মলেন্দু রায় চৌধুরী -সংকলিত) আবৃত্তি করেন ; ভূমিকায় বলেন :—

এই ছেলেটার ভারী ইচ্ছে গেছে লুকোচুরি খেলায় সে মাকে হারিয়ে দিয়ে তাঁকে জব্দ করবে। অনেকবার চেষ্টা করেছে। কখনো খাটের তলায় লুকিয়ে, কখনো আলমারির পিছনে, একবার লুকিয়েছিল ঐ ধোবার বাড়িতে ময়লা কাপড় দিচ্ছিল, সেই কাপড়ের বস্তার ভিতরে ঢুকে, ভেবেছিল তাকে কেউ ধরতে পারবে না— সেবারেও সে ধরা পড়েছিল। তার মনে তাই দুঃখ ছিল ; মনে মনে ভাবছে যে, যদি আমি চাঁপা ফুল হয়ে চাঁপা গাছের ডালে ফুটে উঠতে পারি, মা তো তা হলে ধরতে পারবে না ; ব'সে ব'সে মাকে সেই মনের বাসনাটা সে শোনাচ্ছে। এই, ব্যাপারটা হল এই। /

কবির আবৃত্তিতে দ্বিতীয় স্তবকে কয়েকটি পাঠান্তরের সৃষ্টি হইয়াছে। যথা :—

স্ত ২ ছ ১ : যখন>তখন /

ছ ২ : সব আমি তা দেখব নয়ন মেলে /

ছ ৫ : এখান দিয়ে>এখেন দিয়ে ঐ /

১৮ নৌকাযাত্রা / স্ত ২ ছ ৬ : সোনা মানিক<সোনার বোঝা / 30

ছ ৭ : রাধু যাবে বিপিন যাবে সাথে / 30

১৯ বিজ্ঞ / স্ত ১ ছ ৯ : শিশুশিক্ষা<দ্বিতীয় ভাগ / 32

স্ত ১ ছ ২১ : বাবা ত মা কলকাতাতে আছে / 32 / প্রচলিত পাঠের উদ্ভব রবীন্দ্র-পত্রে ; রবীন্দ্রনাথ পত্রে পাণ্ডু-লিপির পাঠ লিখিতে গিয়া কাটিয়া দিয়াছেন।

এ কবিতার ছত্র ৫-৮ ও ২১-২৮ পৃষ্ঠার দু দিকের মার্জিনে লিখিয়া পরে যোগ করা হয়। মুদ্রিত ছত্র ৯-১২ ও ১৩-১৬ পাণ্ডুলিপিতে ছত্র ১৩-১৬ ও ৯-১২ রূপে লিখিত, অর্থাৎ গ্রন্থে এই চার-চার ছত্রের বিন্যাসে ওলট-পালট করা হইয়াছে।

২১ ভিতরে ও বাহিরে / স্ত ১ ছ ৩১ : অসাড়কেও<জড়কে তিনি / 36

স্ত ২ ছ ১০ : তরুলতা / 37

ছ ১২ : কোনো কথা / 37

ছ ১৩ : ডালে<গাছে / 37

ছ ১৯ : জানেই<জানে / 37 ছ ২৩ কেবল শুধু<কেবল মাত্র / 38

ছ ২৫-২৮ : কঙ্কাবতীর গল্প তারে / শুধাই যদি—

দেয় না সাড়া কালার মত / বহে নদী / 38 / মুদ্রিত : দিঘি থাকে ইত্যাদি

ছ ৩৭-৩৮ : বিশ্বগুরু আছে বসে / স্তব্ধ হয়ে / 38 / ×আছেন>আছে

২২ ব্যাকুল / স্ত ১ ছ ২ খোকারে<খোকাকে / 39 [স্তবকভাগ দ্রষ্টব্য প্রচলিত (১৩৮৯ জ্যৈষ্ঠ) গ্রন্থে।]

স্ত ২ ছ ৩ : সিটি<সেটি<সিটি× / 39

লাঞ্ছিত পাঠই কাব্যগ্রন্থে (১৩১০) মুদ্রিত।

ছ ৪ মাগো বেলা যাচ্ছে বয়ে / 39

স্ত ৪ ছ ১ আমার<খোকার / 39

স্ত ৫ ছ ১০ কক্‌খনো<কখ্‌খন / 40 অপিচ কাব্য (১৩১০) ও কাব্য (১৯১৬)

২৩ বৈজ্ঞানিক / স্ত ১ ছ ৮ : দিয়ে<দিলে / 41

স্ত ৪ ছ ১০ : আছে<নাচে / 42

২৪ জ্যোতিষশাস্ত্র / স্ত ১ ছ ৯ : × তোর মতন দেখি নেইক × > তোর মত কি দেখেছে কেউ / 43

তোর মতন দেখি নেইক / কাব্যগ্রন্থ (১৩১০) ও (১৯১৬)

তোর মত আর দেখি নাইক / শিশু (১৯১৯) হইতে।

ছ ১৫ : জান্‌লার<জানালার / 43

স্ত ২ ছ ১০ : চাঁদ যদি এই<চাঁদ যদি / 44 অপিচ কাব্য (১৩১০) — শিশু (১৩১৬)। ‘১৩২০’ না-দেখা।

ছ ১৩ : ইস্কুলে যে<ইস্কুলেতে / 44

প্রথম স্তবকের শেষ ছত্র (43), দ্বিতীয় স্তবকের নবম ছত্র (43), সর্বশেষ ছত্র (44) পাণ্ডুলিপিতে : তোর মত কি দেখেছে কেউ বোকা ! / সব ক্ষেত্রেই প্রচলিত পাঠ : তোর মত আর দেখি নাই তো বোকা ! / অন্তর্বর্তী পাঠ (কাব্যগ্রন্থ ১৩১০ ও ১৯১৬) নানা ছত্রে নানারূপ।

২৫ সমালোচক / স্ত ১ ছ ২ লেখেন<লেখে / 44

স্ত ৪ ছ ৩ : করলে<কল্লে / 45

ছ ৫ : বল্‌ তো<বল মা / 45

২৬ ছোটো বড়ো / স্ত ১ ছ ৫ : তখন পড়তে যদি<যদি পড়তে তখন / 47

স্ত ২ ছ ১২ : আসি এখন<এখন আসি / 47

স্ত ৩ ছ ১ : আমায় খেলা করতে নিবে যেতে / 48

স্ত ৩ ছ ৩ : আমি তাকে কব ধমক দিয়ে / 48

ছ ১২ কপাল-টুক্‌নি : আমাদের সেই ছোট খোকা নাই ত / এবং

যথাস্থানে : খোকা এখন খোকা হয়ে নাই ত ! / 48

স্ত ৫ ছ ৬ : ছোট খোকা তেমনি আছে বুঝি / 48

খোকা তেম্‌নি খোকাই আছে বুঝি / পত্রে ও গ্রন্থে

স্ত ৬ ছ ১-১২ : গ্রন্থে-বর্জিত স্তবক পত্রে :—

দিদিমা রোজ বলেন মিছিমিছি
"খোকার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক !"
মা শুনে কন্ "আগে আমার খোকা
৪ তোমার মতন বড় হয়ে নিক !"
বড় হব যত শীগ্‌গির পারি,
হাঁকিয়ে আস্‌ব জুড়িঘোড়ার গাড়ি,
বাজ্‌বে শানাই জ্বলবে মোমের বাতি,
৮ উঠোনেতে লোক হবে ঢের জড় !
তখন এসে বল্‌ব দিদিমাকে
"তোমার চেয়ে আজ হয়েছি বড় !"
তখন মা আর কেমন করে ক'বে
"বড় হলে খোকার বিয়ে হবে !"

পাণ্ডুলিপি-ধৃত পূর্বপাঠ (49) স্থানে স্থানে পৃথক্— ছ১ : মিছিমিছি<মাকে এসে /
ছ ৪ : মতন<মত / ছ ৯ : বলব এসে— দিদিমা তোর বিয়ে /
স্তবকটি কেন বর্জিত, তথ্যপঞ্জীতে যথাস্থানে আলোচিত।

২৭ বনবাস / স্ত ১ ছ ৩-৪ : আমি যেতে··· / ভাব্‌চ তুমি মনে ? / 50
ছ ৯ : পারি যেতে<নাই বা জানি<×পারি যেতে× / ১৯ 50
স্ত ৩ ছ ৪ : গলায় মাথায় চুলে / 50
স্ত ৪ ছ ৮ : পিঠেতে ক্যাজ তুলে / 51
ছ ৯ : যেতেম<পড়ি<যেতেম× / ১৯ 51 [১৯ লাঞ্ছিত পূর্বপাঠই পরিণামে মুদ্রিত।

২৮ বীরপুরুষ / স্ত ৪ ছ ২ ঐ যে<ঐ রে / 54
ছ ৪ ঠাকুর দেব্‌তা<দেব্‌তারে মা / 54
ছ ৮ ভয় কেন মা<কেন মা ভয় / 54
স্ত ৫ ছ ৩ বলি<বল্লেম / 55
ছ ৬ দেব<দেবে / 55
স্ত ৬ ছ ৬ শুনে<শুন্‌লে / 55

৩৪২ নং হিন্দুস্থান রেকর্ডে ('ছোট্ট বীরপুরুষের কাহিনী') ১৩ ২. ১৯৩৬ তারিখে (দ্র রবীন্দ্রনির্দেশিকা, ১৩৬৯, শ্রীনির্মলেন্দু রায়চৌধুরী -সংকলিত) রবীন্দ্রনাথ এই কবিতা আবৃত্তির পূর্বে একটি গদ্য ভূমিকা যোগ করেন : অনেক বড়ো বড়ো বীরপুরুষের কাহিনী তো বলা হয়েছে, তারা যুদ্ধ ক'রে মাকে উদ্ধার করেছে। আমি বলব— একটি ছোট্ট বীরপুরুষ সে, এখনো বীরত্ব তার শুরু হয় নি, সে কল্পনা করছে বড়ো হলে বোধ

হয় সে মার জন্যে লড়াই করবে ও মাকে উদ্ধার করবে। / এই আবৃত্তিতে পঞ্চম স্তবকের সপ্তম ছত্রে 'উঠে' স্থলে 'ওঠে' ব্যতীত আর কোনো পাঠান্তরের সৃষ্টি হয় নাই।

৩০ বিদায় / স্ত ১ ছ ১ যাই গো তবে<যাই তবে গো / 59

স্ত ৬ ছ ৩ নেই রে<নেইক / 60

স্ত ৭ ছ ৪ বোলো— সে কি কোথাও হারায় / 60

মুদ্রিত পাঠের আদর্শ (স্ত ৬ ও ৭) মোহিতচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রে।

৩১ জন্মকথা / স্ত ১ ছ ৬ ইচ্ছা<ইচ্ছে / 61

স্ত ২ ছ ২ প্রভাতে<ভোরে / 61

ছ ৬ তাঁরি পূজায়<তাঁর পূজাতে / 61 পূর্বপাঠ : তাঁর পূজোতে×

স্ত ৩ ছ ৫ গৃহদেবীর<গৃহলক্ষ্মীর / 61

ছ ৬ লুকিয়ে ছিলি<লুকিয়ে গেলিস্ / 61

স্ত ৪ ছ ২ প্রস্ফুটিয়া<বিকাশিয়া / 61

স্ত ৫ ছ ২ তুই যে চিব স্মচিরন্তন / 61

স্ত ৭ ছ ৪ মায়ায়<মায়া<×মায়ায় / [১৯] 62

৩২ অন্তসখী / [২০] স্ত ৩ ছ ২ যাবে<গেল<×যাবে / [১৯] 63

---

২০ রজনী একাদশী পোহায় ধীরে ধীরে / পাণ্ডুলিপিতে ও প্রচলিত সংস্করণে একটি ছত্র; এ স্থলে সেই হিসাবেই ছত্রনির্দেশ। অন্তসখী, বিচ্ছেদ, উপহার, পরিচয় (স° ৩২-৩৫)— রবীন্দ্রনাথ এই ৪টি রচনায় পুরাতনেরই নবকলেবর দেন। এ সম্পর্কে পরে বলা যাইবে।

স্ত ৫ ছ ১ পথে<পানে / 64 / বহুকালের প্রচলিত পাঠ (শিশু ১৩৬২-৮৯) যেটি ('পথে'), মুদ্রণপ্রমাদ মাত্র।

স্ত ৭ ছ ২ ভালোবেসে<হেসে হেসে / 64

৩৩ বিচ্ছেদ / স্ত ১ ছ ৯ আমাদের<যে ছিল / 65

ছ ১০ গেছে আজ<আজ গেছে / 65 / প্রথম স্তবকটি শুধু (১৬ ছত্র) পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়।

৩৪ উপহার / স্ত ১ ছ ৭ এখন যে কত বাকি আছে হাতে / 66 / ছ ৯ জহরৎ / জহরত<জহরাৎ / 66 ও কাব্য (১৩১০)

ছ ১৩ ট্যাকশালে / 66 / মুদ্রিত : ট্যাকশালে (কাব্যগ্রন্থ ১৩১০ ও ১৯১৬) / টাকশালে (১৯১৯)

সঞ্চয়িতা (১৩৩৮) : টাকশালে / শুদ্ধ পাঠ এ স্থলে 'গবেষণা'র বিষয়।

স্ত ৩ ছ ৮ ও ৯ নিস / যাস<নিবি / যাবি / 68

ছ ১২ তাহাতে কি যায় কি আসে! / 68 / প্রচলিত পাঠ ইণ্ডিয়ান প্রেসের গ্রন্থ (১৯১৯) হইতে।

চতুর্থ বা অন্তিম স্তবক সম্পূর্ণ নূতন রচনা (69), পুরাতনের কোনো অংশের নূতন রূপ নয়; যথেষ্ট কাটাকুটি আছে।

৩৫ পরিচয় / স্ত ১ ছ ৮ আছে আমার<আমার আছে / 70

ছ ১০ যে কোথা<কোথা যে / 70

ছ ১৩ শুধু<কেবল / 70

স্ত ২ ছ ১-৮ পরবর্তী সংযোজন, মার্জিনে লেখা। / 70

স্ত ২ ছ ৯-১০ আমি যখন ব্যস্ত হয়ে / বলি, "একটু র'স মা।" / 70

স্ত ৩ সবটাই ঐরূপ সংযোজন। 71

স্ত ৩ ছ ১৫ গো<যে / 71

স্ত ৪ ছ ১৩ এতে ·· না<আর ·· না ত / 72

ছ ২৯ তাহার<তাঁহার / 72 অপিচ কাব্য (১৩১০ ও ১৯১৬)। 'তাহার' সঞ্চয়িতায় (১৩৩৮) মুদ্রণপ্রমাদ মাত্র।

৩৬ জগৎ পারাবারের তীরে ইত্যাদি

স্ত ১ ছ ৫ ফেনিল ওই সুনীল জল<অকূল ওই অতল জল / 73

স্ত ৪ ছ ১ ফেনিয়ে উঠে সাগর হাসে<সাগর হাসে তাদের চেয়ে / 74

ছ ৪ তরল তানে<মধুর গানে / । 74

ছ ৫ যেমন গানে<যেমন তানে / 74

ছ ৭ সাগর খেলে শিশুর সাথে<সাগর খেলে তাদের নিয়ে / 74

পুরাতন কবিতার রূপান্তর

অস্তসখী (৩১) 'শরতের শুকতারা' শিরোনামে ভারতী পত্রে (১২৯১ অগ্রহায়ণ) মুদ্রিত ও কড়ি ও কোমল কাব্যে (১২৯৩) সংকলিত পুরাতন কবিতার নূতন রূপ। বর্তমান কবিতায় ২৮ ছত্র, যে স্থলে মূলে ৪০ ছত্র ছিল। ভাষাগত, স্থানে স্থানে ভাবগত, সংস্কার ছাড়া ছন্দেও ঈষৎ পার্থক্য দেখা যায়। কেননা সূচনার 'একাদশী রজনী / পোহায় ধীরে ধীরে ;— / রাঙা মেঘ দাঁড়ায় / উষারে ঘিরে ঘিরে।' এই পূর্বপাঠের পরিবর্তে এ স্থলে হইয়াছে : রজনী একাদশী / পোহায় ধীরে ধীরে,

রঙিন মেঘমালা / উষারে বাঁধে ঘিরে। / মাত্রার বিন্যাস '৪ + ৩ / ৩ + ৪' বদলাইয়া : ৩ + ৪ / ৩ + ৪।

ভারতী (১২৯১) অথবা কড়ি ও কোমলের (১২৯৩) সহিত তুলনায় পাঠভেদের প্রাচুর্য ও বৈশিষ্ট্য বুঝা যাইবে।

বিচ্ছেদ (৩৩)— তুলনীয় কড়ি ও কোমল (১২৯৩) কাব্যে : পত্র / মা গো আমার লক্ষ্মী ইত্যাদি। মূল কবিতার প্রথম দ্বিতীয় এবং চতুর্থ স্তবক (৪৪ ছত্র) বর্জিত। মূলের তৃতীয় স্তবকে ও শিশু কাব্যে মুদ্রিত প্রথম স্তবকে (পাণ্ডুলিপি-ধৃত একমাত্র স্তবকে) ভাব

ভাষা ছন্দো -গত কিছুটা সাদৃশ্য আছে।

উপহার (৩৪)— তুলনীয় বালকে (১২৯২ চৈত্র) মুদ্রিত এবং কড়ি ও কোমলে (১২৯৩) সংকলিত : জন্মতিথির উপহার / স্নেহ-উপহার এনেছিরে দিতে ইত্যাদি। প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্তবকে পরিবর্তন প্রচুর। চতুর্থ স্তবক সম্পূর্ণ নূতন।

পরিচয় (৩৫)— তুলনীয় বালকে (১২৯২ ফাল্গুন) মুদ্রিত এবং কড়ি ও কোমলে (১২৯৩) সংকলিত : চিঠি / চিঠি লিখব কথা ছিল ইত্যাদি। মূল কবিতার সূচনার ৩৪ ছত্র বাদ দিয়া 'আমি বাপু একটি কেবল / দুষ্টু মেয়ের খবর জানি' এই বাক্য হইতে উভয় কবিতায় সাদৃশ্য খুঁজিতে হয়। সাদৃশ্য যৎসামান্য। মূলের পরবর্তী স্তবকে (নাম যদি তার জিগেস কর ইত্যাদি / ইহার পরেও মূল কবিতায় ৩২ ছত্রের একটি স্তবক) এবং নূতন কবিতার শেষ স্তবকে পুনশ্চ অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয় কবিতার কয়েকটি স্তবকে উপমা অলংকার বাক্য কিংবা বাগ্‌ভঙ্গী -গত সাদৃশ্য যাহাই থাকুক, একটি বিশেষ পার্থক্য কাহারও দৃষ্টি এড়াইবে না। মূল কবিতার উদ্দিষ্টা এক বালিকা; নূতন কবিতায় যে ছোটো খুকীটির চরিতাখ্যান সে হয়তো হামা দেয় মাত্র, কথাও ভালো শিখে নাই। অর্থাৎ, এক সময় কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাকে (বয়স তখন ১২ হইতে পারে) লক্ষ্য করিয়া যাহা লেখা হইয়াছিল বর্তমানে বিষয়বস্তুর দিক দিয়াই তাহা সম্পূর্ণ নূতন হইয়া উঠিয়াছে— কবির নিজের কন্যা মাধুরীলতা (বেলা) বেণুকা (রানী) বা মীরার দূরাগত শৈশবের লীলামাধুরী ইহার রচনাকালে কবির মনে জাগিয়াছিল এ অনুমান অমূলক হইবে না।

রচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

১৩১০ শ্রাবণ-ভাদ্রে মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখিত

তথ্যপঞ্জীর ভিতরে, মুখ্যতঃ কবিতাগুলির রচনাকাল-নির্ণয়ের উদ্দেশে, রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি চিঠির নানা অংশ ইতঃপূর্বে সংকলিত। শিশুর প্রসঙ্গ আছে বা কবির ঐ সময়ের মন-মেজাজ বুঝিতে সুবিধা হয় এরূপ আরো কতকগুলি বাক্য বা অনুচ্ছেদ এ স্থলে সংকলন করা যাইতেছে। (মূলে যেখানে নূতন প্যারা, উদ্ধৃতিতে দণ্ডচিহ্ন মাত্র আরোপিত।) অনেকগুলি চিঠির তারিখ লেখা নাই, আমাদের স্থিরীকৃত

পারম্পর্য আনুমানিক বুঝিতে হইবে।—

কবিতাগুলির নাম চট্ করে মনে আস্‌চে না। নাম সব সময় বাপে দেয় না পিতৃবন্ধুও দিয়ে থাকে অতএব আপনার উপর নামকরণের ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে রইলুম। এই সমস্ত কবিতা গ্রন্থাবলীর যে ভাগে যাবে তার নাম "কুমার" বা "কিশোর" না দিয়ে শিশু দেওয়াই ভাল।··· যে কবিতাগুলি আপনাকে পাঠালুম তার কোনটাই যদি শিশুর ভূমিকায় যাবার যোগ্য না মনে করে [ন] তাহলে "আশীর্ব্বাদ" কবিতাটি সেই জায়গায় বসাতে পারেন।··· / ···পেটের অসুখে পড়েছি। / বাদলা চল্‌চে। [৫ শ্রাবণ ১৩১০ তারিখের পরে ?]

এ কয়দিন পেটের অসুখ চল্‌চে বলে আহারাদি বন্ধ করে চুপচাপ চৌকিতে বসে বসে কবিতা লিখ্‌চি। এখনও সেই কাজেই চল্লুম। [১৩ শ্রাবণ ১৩১০ তারিখের পূর্বে ?]

"শৈশবচাতুরী" নামের "শৈশব"টা বাদ দিলেও চলে। বাকি নামগুলি স্বীকার করে নিলুম। / বছর দুই তিনের মধ্যে মুকুলে শিশুপাঠ্য আর একটা কবিতা বেরিয়েছিল— তার নাম কি দিয়েছিলেম কে জানে! হয়ত "পূজার কাপড়" [পূজার সাজ] কিম্বা ঐরকম একটা কিছু। শৈলেশকে বল্‌বেন সেটা সন্ধান করে বের করতে। / মধ্যাহ্ন, পোড়োবাড়ি এবং মঙ্গলগীতি শিশুখণ্ডে যাবার মত কিনা সন্দেহ। অর্থাৎ ভাবায় ভাবে ধরণে অন্য কবিতাগুলোর সঙ্গে যেন খাপ খাচ্চে না। অন্তত মঙ্গলগীতিটা এ বইয়ের পক্ষে হয়ত কিছু গুরুতর— কারণ সেটা একটা **lecture** বিশেষ; মধ্যাহ্নে তপোবনকন্যাদের এবং পোড়োবাড়িতে বালক বালিকাদের কথা আছে অতএব শিশুখণ্ডে তাদের কথঞ্চিৎ দাবী আছে। / ··· "মহীয়সী মহিমা"কে "পরিপূর্ণ মহিমা" করে দেবেন। "সাধ" "পুরাতন বট" প্রভৃতি কবিতায় যেরকম ছাঁটতে ইচ্ছে করেন ছেঁটেছুঁটে পরিষ্কার করে দেবেন। / কড়ি ও কোমলের প্রথম সংস্করণের যে কবিতা থেকে নামকরণ তত্ত্ব তুলে দিয়েছেন সেটা শিশুখণ্ডে দেওয়া চল্‌বে। মালক্ষ্মীও মন্দ নয়। [আনুমানিক ১৩ শ্রাবণ ১৩১০]

আমি আজকাল শিশুদের মনের ভিতরে বাসা করে আছি। তেতালার ছাদের উপর আমার নিজের শৈশব মনে পড়চে। / ··· আজ

এখানে মেঘাবরণ উন্মুক্ত— হিমালয়ের তুষারললাট প্রভাত-আলোকে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে। সমস্ত দুঃখ দুশ্চিন্তার মধ্যেও আমার চিত্ত আনন্দে প্রসারিত হয়ে যাচ্চে। ইতি ১৫ই শ্রাবণ ১৩১০

নামকরণ করে দেবেন। / ইত্যাদি। তথ্যপঞ্জীতে উদ্‌ধৃত। তারিখ: '১৭ই শ্রাবণ ১৩১০'

এই ত ২২টা হল। / ইত্যাদি। ইতঃপূর্বে উদ্‌ধৃত। তারিখ: '২৩শে শ্রাবণ ১৩১০'

['২১এ শ্রাবণ ১৩১০' তারিখে মোহিতচন্দ্র: "বিজ্ঞ" এবং "সমব্যথী" এই দুটি নাম আপনার এক পাঠিকা[২১] দিয়েছেন— আপনি 'খোকা'দের কথা যেমন লিখেছেন 'খুকী'দের কথা তেমন করে লেখেন নি— একজন্যে তিনি কিছু ক্ষুণ্ণ হয়েছেন··· / "মধ্যাহ্নে" আর "পড়োবাড়ি" শিশুখণ্ডে যেতে পারে, কিন্তু 'খেলা' সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হয়— ওটার মর্‍্যাল, শিশুরা কেন, বুড়োরাও বুঝতে পারবে কিনা সন্দেহ।··· "মঙ্গলগীতি" দিতে বড় ইচ্ছা করছে।[২২]]

আপনি বুঝি আমার পাঠিকাকেও[২১] খাটিয়ে নিচ্চেন ? তিনি যে দুটি নাম দিয়েছেন সে ঠিকই হয়েছে কিন্তু তাঁর নালিশ সম্বন্ধে আমার তরফে দুটি একটি কথা বল্‌বার আছে। আমার এই কবিতাগুলি সবই খোকার নামে— তার একটি প্রধান কারণ এই— যে ব্যক্তি লিখেছে সে আজ চল্লিশ বছর আগে খোকাই ছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে খুকী ছিল না। তার সেই খোকাজন্মের অতি প্রাচীন ইতিহাস থেকে যা কিছু উদ্ধার করতে পেরেছে সেই তার লেখনীর সম্বল— খুকীর চিত্র তার কাছে এত সুস্পষ্ট নয়। তা ছাড়া আর একটি কথা আছে— খোকা এবং খোকার মার মধ্যে যে ঘনিষ্ঠমধুর সম্বন্ধ সেইটে আমার গৃহস্মৃতির শেষ মাধুরী— তখন খুকী ছিল না— মাতৃশয্যার সিংহাসনে খোকাই তখন

২১ মোহিতচন্দ্রের পত্নী। ইঁহার পুত্রসন্তান ছিল না, কন্যা ছিল।

২২ ছবি ও গান কাব্যের 'মধ্যাহ্নে' ও 'পোড়োবাড়ি', তেমনি ক্ষণিকা কাব্যের 'খেলা', শিশুতে যায় নাই; 'মঙ্গল-গীত' বা 'মঙ্গল-গীতি' শেষ দিকে সংকলিত।

চক্রবর্তী সম্রাট্‌ ছিল— সেই জন্যে লিখ্‌তে গেলেই খোকা এবং খোকার মার ভাবটুকুই সূর্য্যাস্তের পরবর্ত্তী মেঘের মত নানা রঙে রঙিয়ে ওঠে— সেই অস্তমিত মাধুরীর সমস্ত কিরণ এবং বর্ণ আকর্ষণ করে আমার অশ্রুবাষ্প এইরকম খেলা খেল্‌চে— তাকে নিবারণ করতে পারিনে। / শিশুখণ্ডের কবিতাগুলি আপনি যে রকম সাজিয়েছেন তথাস্তু। কেবল একটি বক্তব্য আছে। খোকা নিজের জবানীতে যে কবিতাগুলির নায়ক সেগুলিকে ছাড়াছাড়ি করে দেওয়া কি চলে? বস্তুত সেটা একই মানুষের চরিত্রচিত্রাবলীর মত— তারা সবগুলো জড়িয়ে একটি খোকাকে প্রকাশ করচে— সে যে কেবল সাধারণ খোকার type মাত্র তা নয়— সে একটি বিশেষ খোকাও বটে— কাজেই এই কবিতা-পর্য্যায়ের মাঝে মাঝে অন্য কবিতার প্রবেশ কি অনধিকার প্রবেশ হবে না? / আচ্ছা বেশ, "খেলা" না হয় বুড়োদের জন্যেই রইল। মঙ্গলগীতি[22] গ্রন্থশেষে দেবেন। / শৈলেশ "মাধুরী বিনিময়" নাম দিতে চেয়েছেন সেটা ঠিক সঙ্গত বলে মনে হয় না। খোকাকে যখন আমরা সমস্ত রঙীন, সুন্দর ও মধুর জিনিষ দিয়ে খুসি করি ও খুসি হই— তখনি বুঝ্‌তে পারি আমাদের জন্যে জগৎটা কেন এমন রঙীন সুন্দর মধুর হয়েছে। জগতের অস্তিত্বের পক্ষে মাধুর্য্যটা সম্পূর্ণ অতিরিক্ত— ওর কোন তাৎপর্য্য পাওয়া যায় না— কিন্তু আমাদের সব রকম ভালবাসার উপলক্ষ্যেই সৌন্দর্য্যের বিকাশ আমাদের কাছে চরম আবশ্যক হয়ে ওঠে। ভালবাসা না থাকলে সৌন্দর্য্যের কোন অর্থই থাকে না— মধুর হওয়া মধুর করা প্রেমেরই চেষ্টা, স্নেহেরই আবেগ— ওটা শুদ্ধমাত্র সত্যের প্রয়োজনের বাইরে।… ফুল তার বিপুল প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক শক্তিকে গোপনে রেখে এমন কোমল এমন অপরূপ-ভাবে ফুল হয়ে উঠ্‌চে কেন? আমরা যখন নিজে ভালবেসে মধুর হই মাধুরী দিই মাধুরী লাভ করি তখনি তার তাৎপর্য্য বুঝতে পারি। এই সমস্ত কথা আপনি কি নামের মধ্যে বাঁধ্‌তে পারেন জানিনে। মোটের উপর, "মধুর কেন?" এই নামটাতেই ঐ কবিতাটির ভিতরের প্রশ্ন ও তারই উত্তরের আভাস কতকটা ধরা দেয়। কি বলেন? আমাকে প্রথম সংস্করণ কড়ি ও কোমল একবার পাঠাতে পারেন? তার থেকে যদি ভেঙে চুরে বদ্‌লে সদ্‌লে আরো দুটো চারটে জিনিষ গড়ে তোলা যায় তবে চেষ্টা করতে পারি।[23] ইতি ২৫শে শ্রাবণ ১৩১০

২৩ এই পত্র বিশ্বভারতী পত্রিকার ১৩৪৯ কার্তিক সংখ্যায় (পৃ ২২২-২৩) মুদ্রিত। মূল পত্রের যে-যে স্থল বর্তমানে অনায়াসে পড়া যায়না, ঐ মুদ্রণের সাহায্যে তাহার পাঠ নির্ধারিত।

এডিটরের দায়িত্ব আপনার। যখন থাম্‌তে হবে, বল্‌বেন "বাস্‌!" আপনি কল চালিয়েছেন—এখন 'furiously rash driving" বলে আমার নামে নালিশ করতে পারবেন না। ক্রমে উত্তাপ যত বাড়তে থাকে চাকাও তত ছুটে চলে। যতই লিখ্‌চি নিজের ভিতরে যে বালকাণ্ড আছে তার সঙ্গে পরিচয় ততই বেড়ে যাচ্চে। কিন্তু কোনো একটা জায়গায় ত থামা আবশ্যক— সে সম্বন্ধে কিন্তু আমার একলার প্রতি নির্ভর করে থাক্‌বেন না— রাশ টেনে ধরবেন। / শিশুখণ্ডে ছন্দগুলির অংশ ভাগ করে ছাপবেন। অর্থাৎ ত্রিপদীকে তিন লাইনে ছড়িয়ে দেবেন— "বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর" প্রভৃতি কবিতার বড় লাইন-গুলোকে দুই লাইনে ভেঙে দেবেন। একটা কবিতা যে পাতায় শেষ হবে সে পাতায় অন্য কবিতা আরম্ভ করবেন না।[২৪] দুই লাইনের মাঝখানে বেশ একটু ফাঁক রাখ্‌বেন। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় বোধ হয় ১৮ লাইনের বেশি ধরবে না। / এখানে অবিশ্রাম বৃষ্টি— মেঘে চতুর্দ্দিক অবরুদ্ধ। ইতি ২৮শে শ্রাবণ ১৩১০

['৩২এ শ্রাবণ ১৩১০' তারিখে মোহিতচন্দ্র : শিশু খণ্ডে নূতন কবিতা ত এখন ২৬টি হল। আপনি সচ্ছন্দে লিখ্‌তে থাকুন। আমার হাতে যদি লাগাম থাকে ত আমি ত এমন বাহক পেলে রাশ আল্‌গা করে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল বারবার ঘুরতে পারি। বাস্তবিক Wordsworth সেই যে লিখেছিলেন "And see the children play upon the shore"[২৫] কিন্তু কি খেলা তারা খেল্‌ত তা ত লেখেন নি এইবার তার বৃত্তান্তটি পাওয়া যাচ্ছে।… / …আজ "কড়ি ও কোমল" ১ম সংস্করণ পাঠাব।]

ও পাতার কবিতাটা কপি করতে করতে ঘুমে ঢুলছিলেম। পড়তে পড়তে আপনার যদি সেই দশা উপস্থিত হয় তা হলে মুস্কিল।… / ছেলেবেলায় আমার মনটা আকাশে পাতালে তেতালার ছাদে একতলার অন্ধকার ঘরে সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায় ছড়িয়ে ছিল। আমার প্রকৃতিটা রীতিমত nomad ছিল আর কি (বাংলাভাষায় পণ্ডিতরা আজকাল যাকে "যাযাবর" বলেন)। তখন সব জায়গার জন্যেই home-sickness জন্মাত। একটা কিছু অত্যাশ্চর্য্যের জন্যে মনের ভিতর থেকে প্রতীক্ষা কিছুতেই ঘুচ্‌ত না। রোজই মনে হত আজ

---

২৪ কার্যত: অন্যরূপ হয়।

২৫ তুলনা : জগৎ-পারাবারের তীরে ছেলেরা করে খেলা [৬ ভাদ্র ?]

একটা কিছু ঘট্‌তে পারে— সেই প্রত্যাশায় এক একদিন ঘুম থেকে উঠেই হৃদয় পুলকিত হয়ে উঠ্‌ত। / আপনি ছেলেবেলার অতীতের মধ্যে ছিলেন— আমি ছিলেম একটা অনির্দ্দিষ্ট অনাগত অপরূপের অপেক্ষায়! একটা কিছু দেখ্‌ব, একটা কিছু আস্‌বে, হঠাৎ এক জায়গায় কোথাও যাব এই রকম ছিল আমার মনের উন্মুখ উৎসুক অবস্থা। জগতে সম্ভবপরতার চূড়ান্ত সীমানা যে একেবারে পাকাপাকি হয়ে চুকে-বুকে গেছে অনেক বয়স পর্য্যন্ত আমার মন যেন তা মান্‌তে চাইত না। এখন অনেকটা মান্‌তে হয়েছে— কিন্তু এই রঙ্গভূমির অন্তরালে যে একটা প্রচ্ছন্ন নেপথ্য আছে এখনো তারই পর্দার পাশে আমার মন ঘুরে বেড়ায়। সেইজন্যে বিশ্বের অতিজগৎ রাজ্যে, মনের অতিচেতন লোকে, মানবজন্মের অতিজন্ম অবস্থায় আমি যেন আমার বাসার সন্ধান করে ফিরচি। ·· আমি এমন একটা সোনার কাঠির সন্ধান করচি যাতে সুপ্তকে জাগ্রত এবং গোপনকে গোচর করে দেয়। আমি কি সব শুনতে পাই, কিসের আভাস পাওয়া যায়— যাতে আমাকে কোনো বাঁধা মতের মধ্যে বাসা বাঁধ্‌তে দেয় না, আমাকে উদাসীন করে দেয়। [আনুমানিক তারিখ : ৩০ শ্রাবণ ১৩১০]

বাস্ আর নয়! / ইত্যাদি। [ত্রিংশ সংখ্যার কবিতা সম্পর্কে পূর্বোদ্‌ধৃতি দ্রষ্টব্য। তারিখ : '৩১শে শ্রাবণ ১৩১০']

কড়ি ও কোমল হইতে একটু বদল সদল করে একটা পাঠানো গেল। সংসারে যে যাবে এবং যে আস্‌বে, শিশুরা যে তারি মাঝখানকার মধুর বন্ধন— তারা প্রাচীনের কণ্ঠে এক হাত জড়িয়ে রাখে এবং নবীনের হস্তে আর এক হাত সমর্পণ করে— তারা স্নেহের সূত্রে অতীতের এবং আশার সূত্রে ভবিষ্যতের সঙ্গে আবদ্ধ— পূর্ব্ব দিক্ তাদের আশীর্ব্বাদের সঙ্গে অগ্রসর করে এবং পশ্চিম দিক্ তাদের আশ্বাসের সঙ্গে আহ্বান করে— অস্তোন্মুখকে তারা শেষ সান্ত্বনা এবং উদয়োন্মুখকে তারা নূতন প্রাণ দেয়— এম্‌নি ভাবে মৃত্যু ও নবজীবনের সন্ধিস্থলে প্রফুল্লসুন্দর শ্রীতে অবতীর্ণ হয়ে দুই দিক্‌কেই তারা মধুর রশ্মি দ্বারা অভিষিক্ত করে, দুয়েরই ললাটে তারা আলোকের টীকা পরিয়ে দেয় এই আভাসটুকুই "অন্তসখী" কবিতায় দেবার চেষ্টা করা গেল— যিনি নেবার চেষ্টা করবেন তিনি বোধ হয় পাবেন। / কড়ি ও কোমল থেকে আরো দুটো চারটে পুরোণো জিনিষের নূতন সংস্কার করে দেওয়া যেতে পারবে— এম্‌নি করে শিশুখণ্ডে পুরাতন নূতনের সম্মিলন হবে। [আনুমানিক তারিখ : ১ ভাদ্র ১৩১০]

যাওয়ার আয়োজনে ব্যস্ত। মিস্ত্রি ঠুক্‌ঠাক করচে— বিপিনের অভ্রভেদী কণ্ঠস্বরে দেবতাত্মা হিমালয় কম্পমান। একটি সংসারের সমস্ত থালা ঘটি বাটি কাপড়চোপড় ওষুধবিষুধ, কাঁচের পিত্তলের কাঠের চামড়ার ছোটবড় মাঝারি নানা আবশ্যক অনাবশ্যক সামগ্রীপুঞ্জকে চারিদিক থেকে সংগ্রহ করে যথোপযুক্ত স্থানে গুটিয়ে এনে বদ্ধ করা বিষম ব্যাপার। জড়পদার্থের কেবল একটি মন্দগুণ আছে সে কথা কয় না— কিন্তু আর সকল বিষয়ে তার একগুঁয়েমির অন্ত নেই।… / নামকরণ। "শিশুর বিজ্ঞান" না বলে শুধু "বিজ্ঞান" নাম দিলেই হয়। "ছোটবড়" কবিতায় গুরুমহাশয়[২৬] ও দিদিমা সংক্রান্ত দুটো শ্লোক [স্তবক] পরিত্যাগ করবেন। / প্রেমতোষবাবুর প্রেসকে আমি বড় ডরাই। ক্ষণিকা ছাপতে তিনি ছ মাস করেছিলেন।… যাই হোক্ চার পাঁচটা প্রেসে ছড়িয়ে দিলে কাজ হয়ত এগোতে পারে।… / শিশুখণ্ডের একটি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র ভূমিকা দিয়ে দিতে পারেন।[২৭] আমার মনে হয় প্রত্যেক খণ্ডের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম বোঝাবার মত গুটিকতক কথা, হয় তাদের আরম্ভভাগে নয় পরিশিষ্টে দিলে মন্দ হয় না। তাতে সেই খণ্ডের দুর্ব্বোধ বা বিশেষ আলোচ্য কবিতার ব্যাখ্যা চল্‌তে পারে। সাধারণ ভূমিকার মধ্যে এটা সম্ভব হয় না। কতকটা Golden Treasuryর প্ল্যানে করা যেতে পারে। আমাদের সাহিত্যে সমালোচনার অত্যন্ত অভাব থাকাতে এরকমের একটা অবলম্বন সাধারণ পাঠকের দরকার হয়।… ইতি বৃহস্পতিবার [৩ ভাদ্র ১৩১০]

কাল কলিকাতায় যাত্রা করব[২৮] … / … একটা আস্ত নতুন বইয়ের বোঝা। বোঝা আমি ত নামালুম এবারে আপনাদের কাঁধে পড়ল। এবারে ছাপাখানায় খুব ঘন ঘন তাগিদ লাগান্। আর বিলম্বমাত্র না করে শিশুখণ্ড আপনার পছন্দমত যে কোনো ছাপাখানায় হোক চড়িয়ে দিন্। ছাপ্‌তে ছাপ্‌তে শিশু যেন বৃদ্ধ হয়ে না যায়। ইতি রবিবার [৬ ভাদ্র ১৩১০]

---

২৬ এই স্তবক (দ্বিতীয়) রাখা হইয়াছে। ২৭ কোনো গদ্যভূমিকা দেওয়া হয় নাই।

২৮ এ চিঠির কতক অংশ ৩৫-৩৬ সংখ্যক কবিতার প্রসঙ্গে পূর্বেই সংকলিত।

খেয়া ॥ স্বদেশী গান ॥ সুপ্রভাত

পাণ্ডুলিপি ১১০ (১) ও (২)[১] অপিচ খেয়া-গুচ্ছ : ২ পাতা

খেয়ার কবিতা ও সমকালীন অন্যান্য গান কবিতা, দুটি খসড়া খাতায় ও দুখানি বিচ্ছিন্ন পাতায় লেখা পেন্সিলে। 'সুপ্রভাত' কপিং পেন্সিলে লেখা। গুচ্ছনিবদ্ধ পাতা দুখানি ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের এক ডায়ারি হইতে। রচনাকাল আষাঢ় ১৩১২ হইতে ২০ আষাঢ় ১৩১৩ অবধি এবং 'সুপ্রভাত' ৮ বৈশাখ ১৩১৪ তারিখে[২] — রচনা শান্তিনিকেতনে, কলিকাতায়, গিরিডিতে ও শিলাইদহে।

পাণ্ডুলিপি ১১০ (১)

বিবরণ : মলাটহীন অবস্থায় রবীন্দ্রসদনে সংগৃহীত ; ঐসময় প্রথম পৃষ্ঠায় খেয়ার প্রথম কবিতা ও শেষ পৃষ্ঠায় ইংরেজিতে এই নাম ঠিকানা : Deota Prasad / 2 Kartik Bose's Lane / Hathibagan / ২২টি করিয়া রুল টানা পৃষ্ঠার মাপ ছিল ১৮·৩৫ × ১১·৮ সেন্টিমিটার মনে হয়। পাতার বহির্মুখ কোণ দুটি গোল করিয়া কাটা। ১৯৫৭ মার্চে নূতন দিল্লি -স্থিত ন্যাশনাল আর্কাইভ্‌স্‌ কর্তৃক সংরক্ষণ উদ্দেশে খাতার প্রত্যেক পাতার দুপিঠ কাচ-কাগজে ঢাকিয়া নূতনভাবে বাঁধানো ; মলাট রেক্‌সিনে ও চামড়ায় ; বাঁধানো পাণ্ডুলিপির মোটের উপর মাপ : ২০·১ × ১৫·৯ × ৩ (পুট) মাত্রিক শতাংশে।

---

১ বিশ্বভারতী পত্রিকার ১৩৭৮ বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যায় এই রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-পরিচয় প্রথম প্রচারিত ; সে-সময় খাতা দুখানির অভিজ্ঞান-সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১১০ ও ২৭৩। শৃঙ্খলাবিধানের উদ্দেশে অধুনা নূতন সংখ্যা আরোপিত।

২ রবীন্দ্রজীবনে স্মরণীয় এই তারিখটি : কবির নতুন বোঠান কাদম্বরীদেবীর মৃত্যু-দিন।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ১২৮। খেয়ার কবিতা : পৃ ১-২৯, ৩৪-৯৯ ও ১২৭ (উৎসর্গপত্র)। খাতা উল্টাইয়া লেখায় পৃ ১২৭ হইতে ১০০ অবধি পরিগণনায় উল্টা চাল, তন্মধ্যে পৃ ১২৬-১০০ বিশেষভাবে স্বদেশী গানগুলির আধার। পৃ ৩৩ ধৃত 'রাখীসঙ্গীত', তাহার নীচের দিকে কালীতে আড়-ভাবে স্বাক্ষর দিয়াছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পত্নী শ্রীমতী 'বাসন্তী দেবী'। পৃ ১২৮ (খাতা উল্টাইয়া) পূর্বোক্ত নাম ঠিকানা ছাড়া কতকগুলি বাংলা শব্দ-সংকলনের আধার।

পাণ্ডুলিপি ১১০ (২)

বিবরণ : ৭ মার্চ ১৯৪৮ তারিখে রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহ-ভুক্ত। রবীন্দ্রনাথের জামাতা শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর ভ্রাতা শ্রীজ্যোতি চক্রবর্তীর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া দেন শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত। রুল-না-টানা সাদা পাতার মাপ মাত্রিক শতাংশে মূলত: ২০·৩ × ১৬·২। ১৯৫৯ মার্চে ন্যাশনাল আর্কাইভ্‌স্ কর্তৃক সংরক্ষণোপযোগী যথোচিত ব্যবস্থায় বাঁধানো ছাইরঙের রেক্সিনে ও বোর্ডে। খাতার উপস্থিত মাপ মোটের উপর : ২২·৮ × ২০·১ × ১·৬ (পুট) সেন্টি মিটার।

পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৮ ; তন্মধ্যে খেয়ার কবিতা পৃ ১-২৪ ও 'রুদ্র তোমার দারুণ দীপ্তি' ইত্যাদি ('সুপ্রভাত') পৃ ২৫-২৮।

খেয়া-গুচ্ছ : ২ পাতা

বিবরণ : ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের বড়ো আকারের (২০·৩ × ২৭ সেন্টি মিটার) ডায়ারি হইতে বিচ্ছিন্ন ২ পাতা বা ৪ পৃষ্ঠা। তন্মধ্যে মুদ্রিত তারিখ জানুয়ারির ১। ২-৫ এবং ১৩-১৫। ১৬-১৯ এবং পৃষ্ঠাশীর্ষে মুদ্রিত অঙ্কগুলি যথাক্রমে। 1-2 এবং 5-6। অর্থাৎ এই দুখানি পাতায় রবীন্দ্রনাথের কোন্ কবিতার কতটা আছে পর পর, সে বিচার না করিয়াই একরূপ বলা যায়, যে, মুদ্রিত 3-4 পৃষ্ঠাঙ্ক-যুক্ত (জানুয়ারির ৬-১২ তারিখ-যুক্ত) অন্তর্বর্তী ১ পাতা খোওয়া গিয়াছে। রবীন্দ্র-লিখনের বিষয় কাল-নির্দেশ ও পারম্পর্য বিচার করিলে সে 'অনুমান' অভ্রান্ত বলিয়া ধারণা হয়।

খণ্ডিত হইলেও অমূল্য এই পাণ্ডুলিপি, রবীন্দ্রভবনে উপহার দেন শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী। এ ডায়ারির প্রকাশক ছিলেন : Mackbeth Bros. & Co., Apollo Street, Bombay

সংরক্ষণের প্রয়োজনে এ দুখানি পাতাই কাচ-কাগজে মুড়িয়া দিয়াছেন নূতন দিল্লির ন্যাশনাল আর্কাইভ্‌স্।

কালক্রমিক রচনাপঞ্জী

অধিকাংশ রচনায় সুনির্দিষ্ট স্থান কাল জানা যায়। যেগুলিতে কবি সেরূপ কোনো উল্লেখ করেন নাই, পাণ্ডুলিপিতে যে পরম্পরা পরিদৃষ্ট, তাহাই রচনারও পারম্পর্য ইহা ধরিয়া লওয়া চলে। কেবল যে ক্ষেত্রে '১১০ (১)' বাঁধানো খাতায় [১৩১২] ১১ই চৈত্রের রচনা ১২ই চৈত্রের অন্য দুটি রচনার অন্তর্নিবিষ্ট (প্রত্যেক রচনাটি স্বতন্ত্র পাতায় এবং অন্য রচনা-দ্বারা অসম্পৃক্ত) দেখা যায়, ন্যাশনাল আর্কাইভ্‌স্-কর্তৃক ভুল অঙ্ক লাগিয়া ভুলভাবে বাঁধাই করাই তাহার কারণ হইতে পারে (কবি স্বহস্তে কোথাও কোনো অঙ্ক লেখেন নাই)— আমরা ধরিয়া লইব যে, পাণ্ডুলিপির পর-পর দুখানি পাতায় দপ্তরীখানার 63 / 64 আর 65 / 66 অঙ্ক পাল্টাইয়া লইলে ভুল হইবে না।

সমুদয় রচনা স্বতই দুই গোষ্ঠীতে বিন্যাস করা যায়: প্রথমতঃ খেয়ার গীতিকবিতা, দ্বিতীয়তঃ স্বদেশী গান ও কবিতা ('সুপ্রভাত')। ক্রমিক সংখ্যা-নির্দেশও তাই দ্বিবিধ। অর্থাৎ দ্বিতীয় গোষ্ঠির সংখ্যাগুলি পৃথক্ ধারায় বন্ধনী-মধ্যে দেওয়া যায় আর সর্বশেষ যে রচনা, যেটি একরূপ স্বদেশী গানগুলিরই ধারাবাহী, তাহাতে সংখ্যা আরোপ করা যাক্ দুই ধারার মোট সংখ্যায় এক যোগ করিলে যা হয়— (৮৩)।

পাণ্ডুলিপিতে রচনার স্থান-কাল-নির্দেশ সর্বত্র এক ভাবে নয়। বন্ধনী না দিয়াই প্রাপ্ত তথ্যের অতিরিক্ত নূতন কিছু যোগ বিয়োগ না করিলেও, রচনাপঞ্জীর আদ্যন্তে সাজানো হইয়াছে নির্দিষ্ট এক পদ্ধতিতে।

'প্রচার' বলিতে সাধারণতঃ গান কবিতা প্রভৃতির সাময়িক পত্রে প্রচারই বুঝিতে হইবে।—

পৃ ॥ সং	গীতিকবিতা ॥ রচনা		প্রচার
	পাণ্ডুলিপি ১১০ (১)		
1 । ১	[শেষ খেয়া] / দিনের শেষে ঘুমের দেশে	আষাঢ় ১৩১২	বঙ্গদর্শন ৫ । ১৩১২ । পৃ ১৪২

খেয়া-শুচ্ছ

'1' । ২ [ঘাটের পথ] / ওরা চলেছে দিঘির ধারে [ছিন্ন ডায়ারির পত্রের 3 / 4-অঙ্কিত পাতাটি ভ্রষ্ট, এজন্যই এ কবিতার অন্তিম ৩ স্তবক ও রচনার স্থান কাল কবির হাতের লেখায় পাওয়া যায় না।] বঙ্গদর্শন ৫ । ১৩১২ । ১৯৯

'5' । ৩ [মুক্তিপাশ / ওগো নিশীথে কখন···] আমি ঘরে বাঁধা ছিনু কলিকাতা / ৭ই শ্রাবণ ১৩১২ বঙ্গদর্শন ৯ । ১৩১২ । ৪৪৩
[ডায়ারির ১ পাতা ভ্রষ্ট হওয়ায় কবিতার প্রথম-দ্বিতীয় স্তবক ইহাতে নাই]

'5' । ৪ [দুঃখমূর্তি] / দুখের বেশে এসেছ বলে কলিকাতা / ৭ই শ্রাবণ ১৩১২ বঙ্গদর্শন ১০ । ১৩১২ । ৪৮৮

পাণ্ডুলিপি ১১০ (১)

3 । ৫ [শুভক্ষণ][৩] / ওগো মা, / রাজার দুলাল । বোলপুর /[৪] ১৩ই শ্রাবণ ১৩১২ বঙ্গদর্শন ৮ । ১৩১২ । ৩৮৩

5 । ৬ [প্রভাতে] / এক রজনীর বরষণে শুধু । ১৪ই শ্রাবণ ১৩১২ দ্রষ্টব্য মজুমদার পাণ্ডুলিপি

9 । ৭ [বালিকা বধূ] / ওগো বর, ওগো বঁধু । ১৫ই শ্রাবণ ১৩১২ বঙ্গদর্শন ১০ । ১৩১২ । ৫০৫

13 । ৮ [খেয়া] / তুমি এপার ওপার কর কে গো । ১৫ই শ্রাবণ ১৩১২ বঙ্গদর্শন ২ । ১৩১৩ । ৮৯

15 । ৯ [অনাবশ্যক] / কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে । বোলপুর / ২৫শে শ্রাবণ ১৩১২

17 । ১০ [অনাহূত] / দাঁড়িয়ে আছ আধেক-খোলা । বোলপুর / ২৬শে শ্রাবণ ১৩১২ বঙ্গদর্শন ১১ । ১৩১২ । ৫৪২

---

৩ কবিতার প্রথমাংশের শিরে 'শুভক্ষণ । /১' ও দ্বিতীয়াংশের শিরে 'ত্যাগ । /২' বঙ্গদর্শনে ছাপা হয় দুই-দুই ছত্রে ; জন্মস্মৃতি গ্রন্থে। পাণ্ডুলিপিতে প্রথমাংশে প্রথম স্তবক ও দ্বিতীয়াংশে দ্বিতীয় যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ পৃষ্ঠায় লিখিত। সঞ্চয়িতায় (পৌষ ১৩৩৮) প্রত্যেক অংশে দুই দুই স্তবক ; দ্বিতীয় অংশের পৃথক শিরোনাম নাই।

৪ 'বোলপুর' উল্লেখে পাণ্ডুলিপির এ স্থলে এবং অন্যত্র 'শান্তিনিকেতন আশ্রম' বুঝিতে হইবে। 'পদ্মা' বলিতে এ স্থলে / অন্যত্র কবির ভাসমান গৃহ 'পদ্মা বোট'।

21 । ১১ [আগমন] / তখন রাত্রি আঁধার হল । কলিকাতা / ২৮শে শ্রাবণ ১৩১২ বঙ্গদর্শন ৬ । ১৩১২ । ২৬৭
24 । ১২ [বাঁশি] / ঐ তোমার ঐ বাঁশিখানি । কলিকাতা / ২৯শে শ্রাবণ ১৩১২
26 । ১৩ [দান] / ভেবেছিলেম চেয়ে নেব । গিরিডি / ২৬শে ভাদ্র ১৩১২ বঙ্গদর্শন ৮ । ১৩১২ । ৩৯৪
29 । ১৪ [ঘাটে] / আমার নাই বা হল পারে যাওয়া । গিরিডি / ২৭শে ভাদ্র [১৩১২]
30 । (১) [বাউল] / ঘরে মুখ মলিন দেখে
31 । (২) ভুবনেশ্বর হে তত্ত্ববোধিনী ১১ । ১৩১২ । ১৭১
33 । (৩) রাখীসঙ্গীত / বাংলার মাটি বাংলার জল ভাণ্ডার ৫-৬ । ১৩১২ । ২৩৭ । বঙ্গদর্শন ৭ । ১৩১২ । ৩৫৩
34 । ১৫ [অবারিত] / ওগো তোরা বল্ ত এরে । শান্তিনিকেতন / ১৫ই পৌষ ১৩১২
38 । ১৬ [লীলা] / আমি শরৎশেষের । শান্তিনিকেতন / বোলপুর / ২০শে পৌষ [১৩১২] বঙ্গদর্শন ১১ । ১৩১২ । ৫৩২
40 । ১৭ [গোধূলিলগ্ন] / আমার গোধূলিলগন । শান্তিনিকেতন / ২৯শে, পৌষ সংক্রান্তি । ১৩১২
43 । ১৮ [মিলন] / আমি কেমন করিয়া । শিলাইদহ / পদ্মা[৪] ২৩শে মাঘ সোমবার ১৩১২
45 । ১৯ [বিচ্ছেদ] / তোমার বীণার সাথে আমি । শিলাইদহ / পদ্মা / ২৪শে মাঘ ১৩১২
47 । ২০ [বিকাশ] / আজ বুকের বসন । শিলাইদহ / পদ্মা / ২৫শে[৫] মাঘ [১৩১২]
48 । ২১ [সীমা][৬] / সেটুকু তোর অনেক আছে । শিলাইদহ / পদ্মা / ২৫শে মাঘ [১৩১২]
49 । ২২ [ভার][৬] / তুমি যত ভার দিয়েছ সে ভার । পদ্মা / ২৫শে মাঘ [১৩১২]

---

৫ '২৪শে' লিখিয়া পরে সংশোধন : ২৫শে

৬ রবীন্দ্রভবনে গীতবিতান-গুচ্ছে সংরক্ষিত একখানি ছিন্ন পাণ্ডুলিপিতে (পুরা ১ পাতা নয় / মাপ ৮·৩ × ১০·৬ সে.মি.) রবীন্দ্রহস্তের কালীর লেখায় পাই—

[তুমি যত ভার দিয়েছ সে ভার ইত্যাদি]
যেখানে যা কিছু পেয়েছি, কেবলি সকলি করেছি জমা !
যে দেখে সে আজ মাগে যে হিসাব কেহ নাহি করে ক্ষমা।
এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু নামাও !
ভারের বেগেতে ঠেলিয়া চলেছে এ যাত্রা মোর থামাও।

—•—

এক মনে তোর একতারাতে একটি যে তার সেইটি বাজা !
ফুলবনে তোর একটি কুসুম তাই নিয়ে তোর ডালি সাজা।
যেখানে তোর *বেড়া / সীমা সেথায় আনন্দে তুই থামিস এসে
যে কড়ি তোর প্রভুর দেওয়া, সেই কড়ি তুই নিস্‌রে হেসে।
[লোকের কথা নিস্‌নে কানে, ফিরিস্‌নে আর হাজার [টানে,]
[যেন রে তোর] হৃদয় জানে হৃদয়ে তোর আছেন রাজা—
[একতারাতে একটি যে তার] আপন মনে সেইটি বাজা ॥

প্রথম গানের সূচনা (অধিকাংশ) যে কাগজে লেখা ছিল তাহা নাই। অন্য গানের বন্ধনী-বদ্ধ অংশগুলি সংরক্ষিত কাগজের ছিন্ন অংশে ছিল অনুমান করা চলে। এই কাগজের অপর পিঠে পরিচিত আর-দুটি গানের প্রাথমিক রূপ—

[এক] সুরট / কোথা হতে জাগে প্রেমবেদনারে।
ধীরপদে বুঝি অন্ধকারঘন হৃদয় আসনে আসে সখা মম ইত্যাদি

51 ॥ ২৩ [টিকা] / আজ   পূরবে প্রথম নয়ন মেলিয়া ॥ পদ্মা / ২৬শে মাঘ [১৩১২]

52 ॥ ২৪ [নিরুদ্যম] / তখন   আকাশতলে ঢেউ দিয়েছে ॥ কলিকাতা / ৬ই চৈত্র ১৩১২

56 ॥ ২৫ [কৃপণ] / আমি   ভিক্ষা করে ফিরতেছিলেম ॥ কলিকাতা / ৮ই চৈত্র [১৩১২]

59 ॥ ২৬ [কুয়ার ধারে] / তোমার কাছে চাইনি কিছু ॥ [কলিকাতা] / ৯ই চৈত্র ১৩১২

61 ॥ ২৭ [জাগরণ] / পথ চেয়ে ত কাটল নিশি ॥ কলিকাতা / ১০ই চৈত্র ১৩১২

'65' ॥ ২৮ [ফুল ফোটানো] / তোমরা কেউ   পারবে না গো ॥ বোলপুর / ১১ই চৈত্র [১৩১২][৭]

'63' ॥ ২৯ [হার] / মোদের   হারের দলে বসিয়ে দিলে ॥ বোলপুর / ১২ই চৈত্র [১৩১২][৭]

67 ॥ ৩০ [নীড় ও আকাশ] / নীড়ে বসে গেয়েছিলেম ॥ বোলপুর / ১২ই চৈত্র [১৩১২]

[দুই] / ভৈরোঁ / জননী তোমার ×চরণকমল / করুণ চরণখানি ইত্যাদি

কোথাও কোনো রচনাকাল নাই। লক্ষ্যের বিষয় এই যে, 'সীমা' কবিতার সূচনার ৪ ছত্র বাদ দিয়া যে পাঠ সংকলিত তাহা বহুপ্রচলিত গানেরই পাঠ। এই পাণ্ডুলিপি-ধৃত অপর তিনটি রচনাও গান আর এই ৪টি গানই যে কলিকাতায় মহর্ষিভবনে ১৩১৫ সনের মাঘোৎসবে গীত হয় তাহা ঐ সময়ের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (১৩১৫ ফাল্গুন পৃ ১৮০ ও শেষোক্ত গান পৃ ১৭১) দেখা যায়। ইহা হইতে মনে করা চলে, খেয়ার কবিতা-দুটি ১৩১২ মাঘের রচনা হইলেও, সুর-সংযোজন হয় ১৩১৫ মাঘোৎসবের প্রাক্‌কালে। (×ঢেরা চিহ্ন দিয়া লাঞ্ছিত / বর্জিত কোনো কোনো পাঠ অত্র সংকলিত।)

যে খণ্ড ছিন্ন পাণ্ডুলিপির বিবরণ এ স্থলে দেওয়া গেল, মূলতঃ তাহা শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরীর 'গীতিকা' বইয়ের মলাটের ভিতর দিকে আঁটা ছিল আর রবীন্দ্রভবনে আসিয়াছে শান্তিনিকেতন-আশ্রমিক শ্রীজগদানন্দ রায়ের নিকট হইতে।

৭ সরকারী দপ্তরীখানায় পর-পর দুখানি পাতায় (৪ পৃষ্ঠায়) সম্ভবতঃ উল্টাপাল্টা অঙ্কপাত হইয়াছে অনবধানে, এ বিষয়ে রচনাপঞ্জীর মুখপাতেই বলা হইয়াছে প্রথম অনুচ্ছেদের শেষ বাক্যে।

69 ৷ ৩১ পথের শেষ / পথের নেশা আমায় লেগেছিল ॥ বোলপুর / ১৪ই চৈত্র [১৩১২]
71 ৷ ৩২ বিদায় । / বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই ॥ বোলপুর / ১৪ই চৈত্র ১৩১২
73 ৷ ৩৩ [সমুদ্রে] সকাল বেলায় ঘাটে যেদিন ॥ [বোলপুর] / ৭ই বৈশাখ ১৩১৩
75 ৷ ৩৪ [বৈশাখে] তপ্ত হাওয়া দিয়েছে আজ ॥ [বোলপুর] / ৭ই বৈশাখ ১৩১৩
77 ৷ ৩৫ [দিনশেষ] / ভাঙা অতিথশালা ॥ [বোলপুর] / ৮ই বৈশাখ ১৩১৩
79 ৷ ৩৬ [পথিক] / পথিক, ওগো পথিক, যাবে ॥ বোলপুর / ৮ই বৈশাখ ১৩১৩
81 ৷ ৩৭ [বন্দী] / বন্দী তোরে কে বেঁধেছে ॥ বোলপুর / ৯ই বৈশাখ ১৩১৩ ভাণ্ডার ২ । ১৩১৩
83 ৷ ৩৮ [সমাপ্তি] / বন্ধ হয়ে এল স্রোতের ধারা ॥ বোলপুর ১০ই বৈশাখ ১৩১৩ বঙ্গদর্শন ১ । ১৩১৩ । ৪৮
85 ॥ ৩৯ [প্রতীক্ষা] / আমি এখন সময় করেছি ॥ কলিকাতা / ১৭ই বৈশাখ [১৩১৩]
87 ॥ ৪০ [দিঘি] / জুড়ালো গো দিনের দাহ ॥ শান্তিনিকেতন / ২৭শে বৈশাখ ১৩১৩
90 ॥ ৪১ [কোকিল] / আজ, বিকালে[৮] কোকিল ডাকে ॥ বোলপুর / ২৯শে বৈশাখ ১৩১৩ ভাণ্ডার ৩ । ১৩১৩
92 ॥ ৪২ [গান শোনা] / আমার এ গান শুনবে তুমি ॥ বোলপুর / ১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩
95 ॥ ৪৩ [জাগরণ] / কৃষ্ণপক্ষে আধখানা চাঁদ ॥ বোলপুর / ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩
98-99 ॥ ৪৪ ঝড় । / আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ে ॥ কলিকাতা / ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩

অতঃপর খাতা উল্টাইয়া স্বদেশী গান লেখা শেষ মলাটের পূর্ববর্তী উনশেষ পাতা হইতে। বিন্দু-চিহ্নিত অঙ্কের চালও উল্টা। শেষ পাতার ভিতর-পিঠে এ পর্যায়ের শেষ রচনা উৎসর্গপত্রটি লেখা (খাতা উল্টাইয়া) ; কালক্রমে যথাস্থানে উল্লেখ করা হইবে। উল্টানো পাণ্ডুলিপির এই অংশে ন্যাশনাল আর্কাইভস্-কর্তৃক যে-সব অঙ্কপাত, আমরা তাহা গ্রহণ করি নাই।

---

৮ পূর্বপাঠ : আজ, বিকাল বেলায় / 'আজ' অতিপর্বিক প্রয়োগ বলিয়াই 'কমা'। পাঠ-বদল হইলেও, চিহ্নটি থাকিয়া গেছে অনবধানে।

·126 ॥ (৪) [দেশের মাটি] / ও আমার দেশের মাটি	বঙ্গদর্শন ৬ । ১৩১২ । ২৯৮
·125 ॥ (৫) [মাতৃগৃহ] / মা কি তুই পরের দ্বারে	ভাণ্ডার ৫-৬ । ১৩১২ । ১৯৬
·124 ॥ (৬) [বান] / এবার তোর মরা গাঙে	তদেব ৫-৬ । ১৩১২ । ১৮৩
·123 ॥ (৭) [বাউল] / যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক	তদেব ৫-৬ । ১৩১২ । ২০৩
·122 ॥ (৮) [একা] / যদি তোর ডাক শুনে কেউ	তদেব ৫-৬ । ১৩১২ । ১৮৪
·121 ॥ (৯) [বাউল] / যে তোরে পাগল বলে	তদেব ৫-৬ । ১৩১২ । ২০৪
·120 ॥ (১০) [প্রয়াস] / তোর আপন জনে ছাড়বে	তদেব ৫-৬ । ১৩১২ । ১৯৭
·119 ॥ (১১) [সার্থক জন্ম] / সার্থক জনম আমার	
·118 ॥ (১২) [অভয়] / আমি ভয় করব না, ভয়	বঙ্গদর্শন ৭ । ১৩১২ । ৩৪১
·117 ॥ (১৩) [বাউল] ওরে তোরা নেই বা কথা	ভাণ্ডার ৫-৬ । ১৩১২ । ২০৪
·116 ॥ (১৪) [বিলাসী] / ছি ছি চোখের জলে	তদেব ৫-৬ । ১৩১২ । ১৯৮
·115 ॥ (১৫) [দ্বিধা] / বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি	বঙ্গদর্শন ৭ । ১৩১২ । ৩৪১
·114 ॥ (১৬) [হবেই হবে] / নিশিদিন ভরসা রাখিস্	তদেব ৭ । ১৩১২ । ৩৪০
·113 ॥ (১৭) [বাউল] / জোনাকি কি সুখে ঐ	ভাণ্ডার ৫-৬ । ১৩১২ । ২০৬
·112 ॥ (১৮) [পথের গান] / আমরা পথে পথে যাব সারে সারে	
·111 ॥ (১৯) [মাতৃমূর্তি] / আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে	ভাণ্ডার ৫-৬ । ১৩১২ । ১৯৫
·109 ॥ (২০) [বাউল] / আপনি অবশ হলি তবে	তদেব ৫-৬ । ১৩১২ । ২০৫
·108 ॥ (২১) [বাউল] / যদি তোর ভাবনা থাকে	তদেব ৫-৬ । ১৩১২ । ২০৫

·107 ॥ (২২) আমাদের, যাত্রা হল শুরু ॥ গিরিডি / ২১শে আশ্বিন ১৩১২
·105 ॥ (২৩) [রাখীসঙ্গীত] / বিধির বাঁধন কাটবে তুমি ॥ গিরিডি / ২১শে আশ্বিন ১৩১২ ভাণ্ডার ৫-৬ । ১৩১২ । ২৩৮
·104 ॥ (২৪) [রাখীসঙ্গীত] / ওদের বাঁধন যতই ॥ রেলগাড়ি / ২২শে আশ্বিন ১৩১২, ভাণ্ডার ৫-৬ । ১৩১২ । ২৩৭
·103 ॥ (২৫) আজ সবাই জুটে আসুক ছুটে ॥ কলিকাতা / ২৪শে আশ্বিন [১৩১২]
·102 ॥ (২৬) [গান] / ওরে ভাই, মিথ্যা ভেব না ॥ কলিকাতা / ২৫শে আশ্বিন [১৩১২] ভাণ্ডার ৭ । ১৩১২ । ২৪৭
·101 ॥ (২৭) [কোজাগর] / গভীর রাতে ভক্তিভরে বসুধা ৭ । ১৩১২
·100 ॥ (২৮) [পূজার লগ্ন] / এখন আর দেরি নয় ভাণ্ডার ১১ । ১৩১২ । ৩৭৫

পাণ্ডুলিপি ১১০ (২)

1 ॥ ৪৫ [প্রচ্ছন্ন] / কোথা ছায়ার কোণে ॥ শান্তিনিকেতন / বোলপুর / ২রা আষাঢ় ১৩১৩
4 ॥ ৪৬ [অনুমান] / পাছে দেখি তুমি আসনি তাই ॥ বোলপুর / ৪ঠা আষাঢ় ১৩১৩
6 ॥ ৪৭ [বর্ষাপ্রভাত] ওগো এমন সোনার মায়াখানি ॥ বোলপুর / ৭ই আষাঢ় ১৩১৩
9 ॥ ৪৮ [সব পেয়েছি'র দেশ] / সব পেয়েছির দেশে কারো ॥ শান্তিনিকেতন / ৯ই আষাঢ় ১৩১৩ ভাণ্ডার ৪-৫ । ১৩১৩
13 ॥ ৪৯ [বর্ষাসন্ধ্যা] / আমায় অমনি খুসি করে ॥ শান্তিনিকেতন / ৯ই আষাঢ় রাত্রি [১৩১৩]
16 ॥ ৫০ [হারাধন] / বিধি যেদিন ক্ষান্ত দিলেন ॥ বোলপুর / ১০ই আষাঢ় ১৩১৩
18 ॥ ৫১ [চাঞ্চল্য] / নিঃশ্বাস রুধে দু চক্ষু মুদে ॥ বোলপুর / ১৩ই আষাঢ় [১৩১৩]

পাণ্ডুলিপি ১১০ (১)

·127 ॥ ৫২ [উৎসর্গ] / বন্ধু / এ আমার লজ্জাবতী লতা ॥ কলিকাতা / ১৮ই আষাঢ় ১৩১৩

পাণ্ডুলিপি ১১০ (২)

21 ॥ ৫৩ [সার্থক নৈরাশ্য] / তখন ছিল যে গভীর ॥ কলিকাতা / ১৯শে আষাঢ় ১৩১৩

23 ॥ ৫৪ [প্রার্থনা] / আমি বিকাব না কিছুতে আর ॥ কলিকাতা / ২০শে আষাঢ় ১৩১৩

25 ॥ ৮৩ [সুপ্রভাত][৯] / রুদ্র তোমার দারুণ দীপ্তি ॥ বোলপুর / ৮ই বৈশাখ ১৩১৪ সুপ্রভাত[১০] ২ । ১৩১৪

তথ্যপঞ্জী

পাণ্ডুলিপি ১১০ (১) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পত্নী বাসন্তীদেবীর স্বাক্ষর আছে পাণ্ডুলিপিতে (33), এ কথা পূর্বে উল্লিখিত। এ সম্পর্কে শ্রীপুলিনবিহারী সেন বলেন : ১৯৩১ সালে রবীন্দ্রজয়ন্তীর সময় শ্রীযুক্ত অমল হোম এই পাণ্ডুলিপি শ্রীমতী বাসন্তীদেবীর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া জয়ন্তী-প্রদর্শনীতে দেন। তথা হইতে বিশ্বভারতীতে সংগৃহীত। এই সংগ্রহের বিবরণ আনন্দবাজার পত্রিকায় ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮ রবিবারে প্রচারিত এবং ২৮ অগ্রহায়ণ ১৩৭৫ তারিখের আনন্দবাজারের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় আংশিক ভাবে সংকলিত।

খেয়ার কবিতার সহিত এই পাণ্ডুলিপিতে বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের কালে রচিত রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ স্বদেশী গানই লিপিবদ্ধ। রচনা-স্থান মুখ্যতঃ গিরিডি, রচনাকাল ১৩১২ বঙ্গাব্দে মোটের উপর ভাদ্রের শেষ হইতে আশ্বিনের শেষ সপ্তাহ অবধি। পূর্ব-সংকলিত কবিতা-গানের তালিকায় দেখা যাইবে খেয়ার অন্তর্ভুক্ত দুটি কবিতাতেও (ক্রমিক সংখ্যা ১০ ও ১১ / 'অনাহুত' ও 'আগমন') একটি নূতন সুর লাগিয়াছে, একটি অভিনব ভাবের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট— রচনা ২৬ ও ২৮ শ্রাবণে যথাক্রমে বোলপুরে, কলিকাতায়। গিরিডিতে গিয়া ২৬ ভাদ্র

৯ সর্বসাকুল্যে যে সংখ্যা হয় ইহার ক্রমিক সংখ্যা তাই।

১০ পত্রিকায় এ সংখ্যা দেখা হয় নাই। চতুর্থ বর্ষের প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকীয় নিবেদন (১৩১৭ শ্রাবণ পৃ ৩) : জন্মমাত্রেই কবি এই বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, / ভৈরব তুমি কি বেশে এসেছ / ললাটে ফুঁসিছে নাগিনী ; / রুদ্রবীণায় এই কি বাজিল / সুপ্রভাতের রাগিণী / বক্ষ্যমান কবিতার সূচনাতেই ঐ ৪ ছত্র।

তারিখে, প্রায় ১ মাস পরে, কবি লেখেন ১৩-সংখ্যক কবিতা 'দান' —তাহাতে নূতন সুর নূতন ভাবব্যঞ্জনা আরো বহুগুণে স্পষ্ট এবং প্রবল তাহাতে সন্দেহ নাই[১১]—

এ ত মালা নয় গো, এ যে / তোমার তরবারী /…
আজকে হতে জগৎমাঝে / ছাড়ব আমি ভয়—
আজ হতে মোর সকল কাজে / তোমার হবে জয় /…
তোমার তরবারী আমার / করবে বাঁধন ক্ষয় /

ইহার অব্যবহিত পরের গীতিকবিতাটি পৃথক ঠাটে বাঁধা হইলেও, তাহার পরের গানগুলিতে 'দান' কবিতারই ভাবের সার্থক অনুবৃত্তি সন্দেহ নাই—রচনাপঞ্জীতে এগুলির ক্রমিক সংখ্যা (১)—(২৮)। লেখাগুলিতে তারিখ না থাকিলেও, রচনা হয় প্রায় অবিচ্ছেদে এরূপ অনুমান করা চলে। ইহার মধ্যে সংখ্যা (২৪), গিরিডি হইতে কলিকাতায় ফিরিবার কালে রেলগাড়িতে লেখা আর সংখ্যা (২৫) ও (২৬) কলিকাতায়—(২৭) ও (২৮) কোন্ তারিখে কোথায় লেখা জানা যায় না। শেষোক্ত রচনা ভাণ্ডার পত্রের ১৩১২ ফাল্গুন সংখ্যায় প্রচারিত হওয়ায়, সম্ভবতঃ অন্য গানগুলি লেখার কয়েক মাস পরে রচিত এমন হইতে পারে।

ক্রমিক স° (২)। ভুবনেশ্বর হে ইত্যাদি যুগপৎ ব্রহ্মসংগীত ও স্বদেশসংগীত রূপে গণ্য হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে ও মননে স্বদেশের ভাগ্যবিধাতা ও ভুবনেশ্বর বিশ্ববিধাতা অভিন্ন। এই রচনায় যে বিশেষ অভীপ্সা ও আকূতির প্রকাশ, তাহা বিশেষ দেশ কাল ও অবস্থার উপযোগী—

মোচন কর বন্ধন সব /…
প্রভু, মোচন কর ভয় /…
মোচন কর জড় বিষাদ /…

১১ তৎকালীন বড়লাট কার্জন সাহেব-কর্তৃক বঙ্গবিভাগের সরকারী সংকল্প ঘোষণার পর, ২২শে শ্রাবণ ১৩১২ (৭ অগস্ট ১৯০৫) তারিখে বাংলাদেশের সর্বত্র মিছিল ও সভাসমিতি-যোগে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া, 'স্বদেশী আন্দোলন' শুরু হয় বলা যাইতে পারে।

মোচন কর স্বার্থপাশ /···

মোচন কর সব বিরোধ /[১২]

তিমিররাত্রি অন্ধ যাত্রী / সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর হে। /[১৩]

বর্তমান পাণ্ডুলিপির সূচনায় (1-29) খেয়ার মোট ১১টি কবিতা লেখার পর আলোচিত দেশাত্মবোধক সংগীতরচনার পর্ব শুরু হয়, ৩টি গান দেখা যায় পরের ৪ পৃষ্ঠায় (30-33) এবং খাতা উল্টাইয়া ধরিয়া ইহারই অনুবৃত্তি চলে পর-পর ২৭ পৃষ্ঠায় (126-100), তাহা বচনাপঞ্জীতেই স্পষ্ট হইবে। এই গান রচনার পালা শেষ হইলে খেয়া কাব্যের নিরুদ্ধ স্রোত পুনরপি বহিয়া চলে সোজাসুজি পুরাতন খাতে (34-99) এবং এ খাতায় মলাট-তুল্য শেষ পাতার ভিতর পিঠ ব্যতীত কিছু লেখার উপযুক্ত স্থান না থাকায় কবি নূতন একখানি খাতা হাতে তুলিয়া লন ; সেটি—

---

১২ অ-পূর্ব-প্রকাশিত-প্রচারিত অন্তিম স্তবকের অংশ।

১৩ কলিকাতায় মহর্ষিভবনে ১৩১২ সনের মাঘোৎসবে উদ্গীত (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১১।১৩১২।১৭১) ; ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া রবীন্দ্রনাথ সময়োপযোগী ভাষণ দেন (পূর্বোক্ত তত্ত্ববোধিনী পৃ ১৬৬-৭১ / 'উৎসব' শিরোনামে ধর্ম গ্রন্থের সূচনায়) । এ গানের তুলনায় স্মরণযোগ্য যে, জাতীয়সংগীত (ভারতবিধাতা / জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ইত্যাদি) ১৩১৮ সনে কংগ্রেস মহাসভার দ্বিতীয় অধিবেশনে (১১ পৌষ ১৩১৮) গীত হওয়ার পরেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রচারিত হয় এই শিরোনামে : ভারতবিধাতা। / (ব্রহ্মসঙ্গীত) / (তত্ত্ববোধিনী, শক ১৮৩৩ / বাংলা ১৩১৮ মাঘ সংখ্যার সূচনায়) আর ১১ মাঘ ১৩১৮ তারিখে মহর্ষিভবনে যে ব্রহ্ম-উৎসবের অনুষ্ঠান তাহাতে সান্ধ্য উপাসনা-কালে রবীন্দ্রনাথ এক ভাষণ দেন ('ধর্মের নবযুগ' / সঞ্চয়), উহারও সব-শেষে উল্লিখিত জাতীয়সংগীত তথা ব্রহ্মসংগীতের সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি : জয় জয় জয় হে, জয় বিশ্বেশ্বর, / মানবভাগ্যবিধাতা। / (পূর্বোক্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ফাল্গুন, পৃ ১৬৮-২৭২)। এরূপ অনুমান অসংগত নয় যে, উক্ত ভাষণের পূর্বে বা পরে ঐ অনুষ্ঠানেই পূর্বোক্ত গান গাওয়া হয় কবির সমক্ষে— হয়তো তাঁরই অধিনায়কতায়।

পাণ্ডুলিপি ১১০(২) ॥ এই পাণ্ডুলিপিতে অল্প কালের ভিতরে (২-২০ আষাঢ় ১৩১৩) খেয়ার অবশিষ্ট কবিতাগুলি লেখা হইলে বা হইতে থাকিলে 'খেয়া' কাব্যটি নির্দিষ্ট নামরূপ লইয়া কবির মনে একটা স্পষ্টতা লাভ করিয়া থাকিবে এবং কাব্যখানি দরদী বন্ধু জগদীশ-চন্দ্রকে উৎসর্গ করার কথাও তিনি ভাবিয়া থাকিবেন। তদনুযায়ী একসময় খেয়ার পুরাতন পাণ্ডুলিপিতেই, ১১০(১), উৎসর্গ-কবিতাটি লেখা হয় ঊনশেষ পৃষ্ঠায় (•127)—খাতা উল্টাইয়া লওয়ায় 'দ্বিতীয়' পৃষ্ঠাও বলা চলিত।

কিন্তু আলোচ্য এই দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপির অবশিষ্ট ২ খানি পাতায় (25-28) দীর্ঘকালের ব্যবধানে (১৮ আষাঢ় ১৩১৩ আর ৮ বৈশাখ ১৩১৪) 'সুপ্রভাত' নামে যে কবিতাটি লেখা হইল, তাহাতে যেমন আন্তরিক প্রেরণা তেমনি বাহিরের তাগিদও সক্রিয় ছিল এরূপ মনে হয়। কেননা, অভিন্ননাম সাময়িক পত্রে অল্পকাল পরেই তাহার প্রচার। [এই মাসিক পত্রের সম্পাদিকা 'শ্রীকুমুদিনী মিত্র বি এ' প্রখ্যাত রাজ-নারায়ণ বসুর দৌহিত্রী, কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যা, অরবিন্দ ঘোষের (পরে শ্রীঅরবিন্দ) এক-প্রকার ভগিনী— ইনি যে রবীন্দ্রনাথেরও বিশেষ স্নেহপাত্রী ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।]

বাউল ॥ গান বা কবিতার সাময়িক পত্রে প্রচার সম্পর্কে যথালব্ধ তথ্য রচনাপঞ্জীতে সংকলিত। স্বদেশী গানগুলি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে, এগুলির অধিকাংশ রবীন্দ্রনাথের 'বাউল' গ্রন্থে সংগ্রথিত। উহা ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯০৫ (১৪ আশ্বিন ১৩১২) তারিখে বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা-ভুক্ত, অতএব তৎপূর্বেই প্রকাশিত। অত্র রচনাপঞ্জীর ক্রমিক সংখ্যা নির্দেশে বলিতে গেলে, বাউল গ্রন্থে পাওয়া যায় : (১) ও (৪) হইতে (২১) অবধি মোট ১৯টি গান। বাউল-ধৃত (১৩১২ আশ্বিনের বঙ্গদর্শনে প্রচারিত) একমাত্র 'সোনার বাংলা' (আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি ইত্যাদি) গানটি খেয়ার পাণ্ডুলিপিতে নাই।

১১০(১) পাণ্ডুলিপি-ধৃত কতকগুলি স্বদেশী গান বাউল গ্রন্থে পাওয়া যায় না, যেহেতু স্পষ্টতই সেগুলি গ্রন্থপ্রচারের পরে লিখিত।

পাঠপরিচয়

রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কাব্যের পাঠপঞ্জীকৃত সংস্করণ ক্রমশ প্রকাশিত হইতেছে / হইতে পারিবে, এজন্যই পাণ্ডুলিপি-ধৃত প্রত্যেক কবিতা-

গানের পুঙ্খানুপুঙ্খ-পাঠভেদ-প্রদর্শন বা মুদ্রিত কাব্যে প্রথমাবধি নানা পাঠবিবর্তনের দৃষ্টান্ত - সংকলন, সংক্ষিপ্ত পাণ্ডুলিপি-পরিচয়ে একান্ত আবশ্যক বলা যায় না। অথচ পাঠের যে-সব বৈচিত্র্য আলোচ্য পাণ্ডুলিপি-নিচয়ে সহজেই চোখে পড়ে, তাহার সামান্য কয়েকটি নিদর্শন এখানে তুলিয়া দিলে রবীন্দ্রনাথের কবিকৃতির রীতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুটা পরিষ্কার ধারণায় উপনীত হওয়া যায়—তাহা অল্প লাভজনক নয়। একই স্থলে পাণ্ডুলিপির পাঠ-পরম্পরা (লাঞ্ছিত / বর্জিত / গ্রাহ্য) চিহ্নযোগে সহজেই বুঝানো যায়। মুদ্রিত একাধিক পাঠ উদাহৃত হইলে, পত্রিকার অথবা গ্রন্থের প্রকাশকাল দেওয়া যাইবে। রচনার আনুষঙ্গিক / প্রাসঙ্গিক বিশেষ তথ্য বা তৎসম্পর্কিত ইঙ্গিত পাণ্ডুলিপিতে থাকিলে, প্রয়োজন-মত তাহারও উল্লেখ হইবে।

কবিতা-গানের ক্রমিক সংখ্যা ও সূচনাংশ উল্লেখ-পূর্বক প্রথমতঃ পাণ্ডুলিপি ১১০(১)-ধৃত 'স্বদেশী' গানগুলির (তন্মধ্যে 'ভুবনেশ্বর হে', পরে সমুদয় পাণ্ডুলিপি-ধৃত খেয়ার কবিতাবলির, সব-শেষে পাণ্ডুলিপি ১১০(২) -ভুক্ত 'সুপ্রভাত' কবিতার, পাঠ' সংকলন করা চলিবে।

১১০(১)

॥ স্বদেশী গান ॥

দ্রষ্টব্য প্রচলিত গীতবিতান-খণ্ড ১ ও ৩

(১) / ঘরে মুখ মলিন দেখে /[১৪]কপাল-টুক্‌নি : এমন দিনে

(২) / ভুবনেশ্বর হে /[১৪]পাশ-টুক্‌নি : সংসারে মন দিয়েছিনু

---

১৪ কপাল-টুক্‌নি বা পাশ-টুক্‌নি (কপাল-টুক / পাশ-টুক্) যে কথাগুলি, এ-সকল ক্ষেত্রে তাহা কোনো-না-কোনো গানের সূচনা নির্দেশ করে। নির্দিষ্ট গানের ছাঁচে না হইলেও ছাঁদে নূতন গান রচিতে কবি ইচ্ছুক, ইহা সম্ভবপর বটে। তবে পরিণামে কোথায় কতটা সাদৃশ্য থাকিয়াছে, সে বিষয়ে বলিতে পারিবেন শুধু সঙ্গীতবিশেষজ্ঞ ব্যক্তি।

পাণ্ডুলিপিতে ৪ স্তবক ; তন্মধ্যে ইতিপূর্বে অপ্রচারিত ও অপ্রকাশিত অন্তিম স্তবক :—

ভুবনেশ্বর হে / মোচন কর সব বিরোধ / মোচন কর হে !
শিরে বাঁধ বিজয়-লেখ, / কর অমৃতে অভিষেক /
শতধাকৃত খণ্ডিত চিত্ত / করিয়া লহ এক—
তিমিররাত্রি, অন্ধযাত্রী / সমুখে তব দীপ্ত দীপ / তুলিয়া ধর হে । /

(৩) / বাংলার মাটি বাংলার জল / বাংলার হাওয়া

মুদ্রিত : বাংলার বায়ু /

(৪) / ও আমার দেশের মাটি / কপাল-টুক্‌নি : (সোনার গৌর কেনে) /

দ্বিতীয় বাক্যে বা ছত্রে 'তোমাতে বিশ্বময়ীর' পাণ্ডুলিপিতে নাই।

(৬) / এবার তোর মরা গাঙে / কপাল-টুক : সারিগানের সুর /

(৭) / যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক / কপাল-টুক : চিরদিন এমনিভাবে (ও মন) / অসার মায়ায় ভুলে রবে /

(৮) / যদি তোর ডাক শুনে / কপাল-টুক : হরিনাম দিয়ে [জগত মাতালে] /

(১১) / সার্থক জনম আমার / কপাল-টুক : কেমনে ফিরিয়া যাস্ না দেখে তাঁহারে /

(১৭) / জোনাকি কি সুখে ঐ / কপাল-টুক : যদি বারণ কর তবে গাহিব না /

(১৮) / আমরা পথে পথে যাব / দ্বিতীয় বাক্যে বা তুকে : জননীরে কি [কী] /

জননীকে কে / মুদ্রণপ্রমাদ নয় ?

শেষ তুকে : হৃদয়যন্ত্রের তারে তারে / বেলা গেলে তখন /

মুদ্রিত : মোদের হৃদয় যন্ত্রেরই তারে তারে / বেলা গেলে শেষে /

(২১) / যদি তোর ভাবনা থাকে / কপাল-টুক : ও রাজা / অত্র শেষ কয় পংক্তি মুদ্রিত পাঠের সহিত

তুলনীয় :— যদি তোর আপন হতে অকারণে
দিবা রাত সুখ সদা না জাগে মনে—
তবে তুই তর্ক করেই সকল কথা / করবি নানাখানা। /

(২১) / আমাদের, যাত্রা হল সুরু, এখন / মোটের উপর পাণ্ডুলিপির পাঠই প্রচলিত গীতবিতানে ও স্বরবিতান ৪৭শে মুদ্রিত / কবি একটি মাত্র পাঠভেদ সৃষ্টি করেন 'গীতাঞ্জলি'র সমসময়ে (১৩১৭), যা ক্ষিতিমোহন সেন -সংগ্রহের 'গীতাঞ্জলি' পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায় এবং যেরূপ মুদ্রিত হয় 'গীতলিপি-৪' স্বরলিপি-সংকলনে (১৩১৭ / মাঘ-ফাল্গুন ?)। যা-কিছু পরিবর্তন তার একই কারণ অনুমিত হইতে পারে— মূলতঃ এটি সমবেত কণ্ঠের সঙ্গীত ছিল অথচ এসময়ে যে-কোনো এক ব্যক্তির গাওয়ার উপযোগী করা হয় ; এজন্যই যেখানে যেখানে 'আমাদের' 'আমরা' ও 'মোদের' ছিল যথাবিধি রূপান্তরিত করা হয় : আমার এই / আমি / আমার / দুটি পাণ্ডুলিপিতে আরেকটি পাঠান্তর এই যে, সর্বশেষ বাক্যে 'কেবল তুমি আছ' (পাণ্ডু ১১০(১)) স্থলে হয় : কেবল তুমিই আছ / শেষোক্ত পাঠ ('তুমিই') সর্বত্র মুদ্রিত, এমন-কি যেখানে খেয়ার পাণ্ডুলিপি-ধৃত পাঠেরই সংকলন।

পাণ্ডু. ১১০(১)-ধৃত পাঠের মুদ্রণকালে বহু স্থলে—যেমন ধর্মসঙ্গীত (১৯১৪) ও গীতবিতান (১৩৩৮ আশ্বিন) গ্রন্থে—যথাক্রমে একটি মুদ্রণপ্রমাদ ও পাঠবৈচিত্র্যের উদ্ভব এই ছত্রটিতে : আমার কেবা আপন···কোথা বা ঘর / এ পাঠে 'আমার' মুদ্রণপ্রমাদ সন্দেহ নাই আর 'কোথায় বা' উভয় পাণ্ডুলিপির পাঠ হইলেও 'কোথা বা' কবি-অভিপ্রেত নূতন পাঠ হওয়া অসম্ভব নয়।

(২৬) / ওরে ভাই, মিথ্যা ভেব না / কপাল-টুক : ভালবাসিবে বলে ভালবাসি নে /

(২৮) / এখন আর দেরি নয় / পাঠভেদ :—

আন্ আপনার থালা ভরে,
আন্ রে পূজার প্রদীপ জেলে / আন্ রে পূজার থড়্গা। / পাণ্ডু. ১১০(১)

সাজো পূজার থালার পরে,
আত্মদানের উৎসধারায় / মঙ্গলঘট ভর্ গো। / গীতবিতান (১৩৩৯ শ্রাবণ)

খেয়া

বিশেষ উল্লেখের অভাবে বুঝিতে হইবে পাঠ-বিচারে পাণ্ডুলিপির সহিত প্রথম-প্রকাশিত গ্রন্থেরই তুলনা।

১ / দিনের শেষে ঘুমের দেশে / স্তবক ৩— ফুলের বার নাহিক আর··· / চোখের জল / পাণ্ডুলিপি
ফুলের বার নাইক আর··· / চোখের জল / খেয়া (১৩১৩)
'ফুলের বাহার নাইক যাহার··· / অশ্রু যাহার' —পরবর্তী এই পাঠ পরের সংস্করণগুলিতে ছাপা হয় ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে সপ্তম-খণ্ড কাব্যগ্রন্থ সংকলনের সময় হইতে কিন্তু প্রচলিত সংস্করণে (রবীন্দ্ররচনাবলীতে ও স্বতন্ত্র গ্রন্থে) প্রথমেরই অনুস্মৃতি। এ সম্পর্কে শেষোক্ত গ্রন্থে (শ্রাবণ ১৩৭০) গ্রন্থপরিচয়ের উনশেষ অনুচ্ছেদে গ্রন্থসম্পাদকের মন্তব্য : খেয়া কাব্যের প্রথম কবিতা 'শেষ খেয়া'র কয়েকটি একদল (one-syllable) শব্দের সূচনায় স্বরের 'দীর্ঘ' উচ্চারণ প্রত্যাশিত··· প্রত্যেক স্তবকের ধুয়ায় 'আর' এবং অন্তিম স্তবকের পঞ্চম ও ষষ্ঠ ছত্রে 'বা—র' 'আ—র' 'যা—র' এবং 'জ—ল' উচ্চারণ করিলেই ছন্দোমাধুর্য পরিস্ফুট হইবে। /[১৫]

১৫ উল্লিখিত ছত্রে ছত্রে প্রাসঙ্গিক পদগুলি ছন্দোবোধহীন পাঠকের উচ্চারণে 'মার' খায় বা খাইতে পারে এ আশঙ্কাতেই যদি পাঠ-বদল হইয়া থাকে (সুখের বিষয় কবিতার ধুয়াতে হাত দেওয়া হয় নাই), আমরা বলিব : কবি এ-সব ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার করেন নাই। (অবোধ'কে বোধ দিলেই তো কাজ চলিত।) ছন্দোভঙ্গিমা ভাবব্যঞ্জনা ও রসোৎসারের কিছু-না-কিছু ক্ষতি করিয়া নিজের অতুলনীয় কাব্যকৃতি সম্পর্কে এরূপ এক-পেশে অন্যায় 'বিচার' কবি আরো অনেক-বারই করিয়া থাকিবেন। তাঁহার উপরে বুঝি আর কেহ নাই! তাঁর বিরুদ্ধে (?) মহাকালের দরবার ব্যতীত আর তো কোথাও অভিযোগ বা অনুযোগ আনা চলে না। কবির অন্তরে যিনি কবি তাঁর স্বরেই স্বর মিলাইয়া সেই মহাকাল সুবিচার করিতে পারেন, সর্বকালের রসিকজন এ ভরসা অবশ্য রাখিবেন।

খেয়া-গুচ্ছ-ধৃত ২ / ওরা চলেছে দিঘির ধারে / [এ পাতায় কবিতা শুরু করার পূর্বেই ৯ ছত্রের শব্দ-সংকলন অ / আ / ই / উ / এ / অ্যা / ঐ / ও / ঔ —এই কয়টি স্বর-উচ্চারণের ক্রমে। যেমন প্রথম ছত্রে : কম্, কম্‌লা, কমি। বর, বরণ। চর, চর্‌কি। ইত্যাদি] বক্ষ্যমাণ কবিতাটি এই পাণ্ডুলিপির ১ পাতার ২ পৃষ্ঠায় শেষ হয় নাই, কাজেই সম্পূর্ণ পাঠ যেমন নাই, রচনা ঠিক কোন্ দিন তাহাও জানা যায় না। তবে, ঠিক '৭ই শ্রাবণ ১৩১২' তারিখে না হইলেও, হয়তো তাহার অল্পকাল পূর্বেই —এ কথার আভাস পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। প্রথম স্তবক শুরু হয় : × ওগো ঐ বুঝি ওরা যায়। ×

× বেণুবনছায়ে ঘাটের পথে যাবে বলি বাহির হয়েছে ×
× নূপুর বাজিছে পায়। বাজে মল্ল পায় পায়। ঘন বেণুবনছায়। ×
আমার চুকেছে দিবসের কাজ,
শেষ হয়ে গেছে জল ভরা আজ,
× বসে আছি আঙিনায়। ঐ বুঝি ওরা যায়। ×

প্রথম স্তবকের এই পূর্বপাঠের ২ ছত্র মাত্র অক্ষত আছে, দ্বিতীয় ছত্রে কোনো একরূপ পাঠ সম্পূর্ণ হইয়াছিল তাহাও মনে হয় না, পরিণামে পাণ্ডুলিপিতেই আমাদের সুপরিচিত পাঠের উদ্ভব।

তৃতীয় স্তবক-শেষে 'কি আমি' হইতে 'আমি কি' মুদ্রিত পাঠে। চতুর্থ স্তবক শুরু হয় ভিন্ন ভাবে : × ওগো শুধু জল আনা নয়। × / আর, সপ্তম স্তবকের শেষ ৪ ছত্রে লাঞ্ছিত ও বর্জিত পাঠ ছিল এরূপ : × কাঁখের কলসী উঠে ছলছলি
বুকের সহিতে করে বলাবলি
যত ভাষাহীন কথা,-- ×
বুকে × যবে জাগে × ব্যথা ! × /

মুদ্রিত পাঠের উদ্ভব অবশ্য পাণ্ডুলিপিতেই। ভ্রষ্ট পাতায় কবিতার শেষ তিনটি স্তবক ছিল মনে করা চলে, সেই সঙ্গেই পরবর্তী 'মুক্তিপাশ' কবিতার প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবক।

৬ / এক রজনীর বরষণে শুধু / ১৩৫৯ ও তৎপরবর্তী মুদ্রণের খেয়ায় শ্রীসমীরচন্দ্র মজুমদার-সংগৃহীত রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির এক প্রতিচ্ছবি এবং সে সম্পর্কে গ্রন্থপরিচয়-ভুক্ত চিত্রপরিচয় বিশেষ দ্রষ্টব্য। (পূর্বোক্ত পাণ্ডুলিপি 'মজুমদার-পাণ্ডুলিপি' নামেই সমধিক খ্যাত।) এই কবিতা-রচনার প্রেরণা ও প্রযত্ন যে ১৩০৯ পৌষ ৭ হইতে ১১ তারিখের মধ্যে (পত্নী মৃণালিনীদেবীর মৃত্যুতে স্মরণ কাব্যের অন্যান্য কবিতা-রচনার সমকালে), উক্ত লেখাঙ্কনচিত্র তথা চিত্রপরিচয় হইতে পরিষ্কার জানা যায়। অপিচ দ্রষ্টব্য আলোচনা— রবীন্দ্র-প্রতিভার নেপথ্যভূমি / রবীন্দ্রপ্রতিভা (১৩৬৮), পৃ ২৭৬-৭৭।

বর্তমান কবিতার অপ্রকাশিত একটি স্তবক (মুদ্রিত তৃতীয় ও চতুর্থের অন্তর্বর্তী, এজন্য পাণ্ডুলিপিতে এটিই চতুর্থ স্তবক আর অন্তিম স্তবক পঞ্চম)[১৩] এ স্থলে সংকলনযোগ্য।—

(৪)

তারি মুখে আজ এক দিঠে সবে / রয়েছে চেয়ে—
সকল বনের ফুলের গন্ধ / এসেছে ধেয়ে—
শুধায় আকাশ, শুধায় বাতাস, / কথা নাহি তার, মুখে শুধু হাস,
জানে সে কি সে যে কিসের বিকাশ / কি সুধা পেয়ে।
তারি পানে আজ এক দিঠে সবে / রয়েছে চেয়ে। /

পাণ্ডুলিপি-ধৃত প্রত্যেক স্তবকের শেষেই ৪-পংক্তি-পরিমিত একটি ধুয়া ছিল দেখা যায়; স্তবকে স্তবকে (অল্প হইলেও) ভাষাভঙ্গিগত উহার কী প্রভেদ ছিল পরিষ্কার জানা যায় না—কেননা, পেন্সিলের মূল লেখা পুনশ্চ পেন্সিলেই নানা রূপ নক্সা কাটিয়া এভাবে অলংকৃত,

যে, পাঠোদ্ধার ক্লেশসাধ্য অথবা একমাত্র আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়-উপকরণ-সাধ্য। ইহার কেবল ১টি ছত্র কোনোরূপে পড়া যায় : বাজাও আজি রে বাজাও নবীন গানে / দুখের বাঁশিটি জাগাও সুখের তানে / সম্ভবতঃ কোনো স্তবকের পরেই এ দুই ছত্রে পাঠ-ভেদ ঘটে নাই। শেষ স্তবকে এই ধুয়ার শেষটুকু এরূপ মনে হয় : আপন পরাণদানে / অতুল রূপের বানে। / যাহা হউক, এই ধুয়া সর্বত্র নির্মমভাবে লাঞ্ছিত ও বর্জিত।

৭ / ওগো বর, ওগো বঁধু / স্তবক ৬ ছত্র ৩ : পাছে অপরাধ > অপরাধ পাছে / মুদ্রণকালীন পরিবর্তন

১০ / দাঁড়িয়ে আছ আধেক-খোলা / স্ত ৩ ছ ২ : বৈশাখের দিন > বৈশাখের এক দিন / পরবর্তী মুদ্রণে

স্ত ৮ ছ ২ : বজ্র-বাঁশির > বজ্রভেরীর / মুদ্রিত[১৭]

১৩ / ভেবেছিলেম চেয়ে নেব / স্ত ৫ ছ ১ : একলা ঘরে > অশ্রু ভরি / ঐ

ছ ৩ : নেইবা > নাইবা / ঐ

ছ ৭ : বিষাদভরে > একলা ঘরে / ঐ

ছ ২ : করব নাকো > করব না আর / ঐ

১৪ / আমার নাইবা হল / ছ ৬-৭ : আপন তরী ডুবেছে ত / দেখব সবার > আশার তরী ডুবল যদি / দেখব তোদের / মুদ্রিত

---

১৬ বহু ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ একটানা অনেকগুলি স্তবক লিখিয়া, পরে কী বুঝিয়া পরের স্তবক আগে আনেন, অর্থাৎ তদুপযোগী সংকেত এবং / বা নির্দেশ দেন; কখনো বা লেখা একরূপ শেষ হইলে, রচনার স্থানকাল লেখার পরেও, পুনশ্চ নূতন স্তবক লিখিতে উদ্‌বুদ্ধ হন। বর্তমান কবিতার পর-পর স্তবকগুলি এ ভাবে লেখা— স্তবক ১, ৩, ৪ (অপ্রকাশিত / অত্র সংকলিত), ২ ও ৫। কবি অত্র সংকলিত (৪)-চিহ্নিত স্তবকের পরেই এক-দফা তারিখ লেখেন স্তবকটির বামে '১৪ই শ্রাবণ ১৩১২' (6), অতঃপর লেখেন (7/8) দ্বিতীয় স্তবক।

৭ 'মুদ্রিত' — অর্থাৎ, এ পরিবর্তন মুদ্রণকালীন ; পাণ্ডুলিপির পাঠ নয়।

ছ উনশেস : সেইখেনে মোর স্বর্গপুরী > আমার সেইখানেতেই কল্পলতা / মুদ্রিত

১৫ / ওগো তোরা বল্ ত / স্ত ৩ ছ ১ : বাজে শঙ্খ > শঙ্খ বাজে / পরে এই স্তবকের অন্তর্নিবিষ্ট ও লাঞ্ছিত 35) :--

ঐ আবার বাজে বাঁশি
আবার আকাশ ছেয়ে উঠল ফুটে
মন-ভোলানো হাসি /

দ্রষ্টব্য স° ৩২ , এই কয়টি ছত্র সে কবিতারই পূর্বাভাস বটে।

১৭ / আমার গোধূলিলগন / স্ত ১ ছ ৯ : আসে মন্দমধুর > আসিছে মধুর / মুদ্রিত
স্ত ২ ছ ২ : কখনো বা কত > কখনো কত কি / ঐ
স্ত ৪ ছ ৭ : কে ওরা > কে তারা / ঐ

১৮ / আমি কেমন করিয়া জানাব /
স্ত ১ ছ ৬ : নীরব নিবিড় > নিবিড় নীরব / ঐ

এক পাতার এক পিঠে এই কবিতার শেষ ৮টি ছত্রের পরিচ্ছন্ন নকল বা প্রেস-কপি মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় -সংগ্রহে / অধুনা শান্তিনিকেতন-রবীন্দ্রভবনে।

২০ / আজ বুকের বসন / ছ ১৬ : রাখিসনে রে > রাখিসনে আর / মুদ্রিত

২৩ / আজ পূরবে প্রথম / স্ত ১ ছ ৪ তরুণ তপন > প্রভাততপন / ঐ। এ কবিতার মুদ্রিত শেষ ছত্র পাণ্ডুলিপিতে নাই।

২৪ / সূচনায় (52) পূর্ণ এক স্তবক এভাবে লাঞ্ছিত / তিরস্কৃত, কিছুই পড়া যায় না। (একালের বৈজ্ঞানিক উপায়-উপকরণে পাঠোদ্ধার অসাধ্য না হইতে পারে। শেষ স্তবকের পর (55) রচনার স্থানকাল ও লেখা হইলে, যে স্তবকের রচনা, রেখার সংকেতে

তাহা পূর্বপৃষ্ঠায় 54) স্থান পায় এ কবিতার পঞ্চম স্তবক রূপে।

স্ত ১ ছ ৭ : সিধা পথে > ব্যস্ত হয়ে / মুদ্রিত

স্ত ২ ছ ১ : গাহিনি > গাইনি ত / ঐ

ছ ৩ : চাহিনি কেউ > চাইনি ভুলে / ঐ

ছ ৫ : লক্ষ্য ভুলে বসিনি কেউ > হাসিনি কেউ, কইনি কথা / ঐ

স্ত ৬ ছ ৪ : চোখে > চক্ষে / ঐ

স্ত ছ ৪ : তুমি আছ > দাঁড়িয়ে আছ / ঐ

স্ত ৯ ছ ৬-৭ : সবি বিফল হবে। / আমি যখন >

সকল ব্যর্থ হবে। / যখন আমি / ঐ

২৫ / আমি ভিক্ষা করে / স্ত ৪ ছ ৬ : ভিক্ষা চাও ভিখারীর > ভিখারি ভিক্ষুকের / ঐ

ছ ৯ : দিলাম > দিলেম / ঐ

এ কবিতার শিয়রে (56) লাঞ্ছিত : আমি নীড়ে বসে গেয়েছিলেম আলো ছায়ার গান। / স° ৩০'এর পূর্বাভাস।

২৬ / তোমার কাছে চাইনি কিছু / স্ত ১ ছ ৩ -ধৃত 'নিলে' (পাণ্ডুলিপি) স্থলে 'দিলে' মুদ্রণপ্রমাদ মাত্র (১৩১৩ আষাঢ - ১৩৪৮ চৈত্র), পরে সংশোধিত (আষাঢ ১৩৫৩)।

২৭ / পথ চেয়ে ত কাট্‌ল নিশি / স্ত ২ ছ ৮ : বনফুলের > বকুল ফুলের / মুদ্রিত

২৮ / তোমরা কেউ পারবে না গো / পারবে না / পাণ্ডুলিপি-অনুযায়ী এই সূচনা ও প্রথম / দ্বিতীয় স্তবকে ধুয়া হিসাবে ইহার দুইবার পুনরাবৃত্তি দীর্ঘকাল ছাপা হয়। অতঃপর ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান প্রেসের ছাপা সপ্তম-খণ্ড কাব্যগ্রন্থে পরিবর্তন : তোরা কেউ পারবিনে গো / পারবিনে

২৯ / মোদের হারের দলে / স্ত ১ ছ ৮ : করব যাত্রা>করব প্রয়াণ / মুদ্রিত

স্ত ৩ ছ ১০ : সে কি কেহ>সে কথা কেউ / ঐ

৩০ / নীড়ে বসে গেয়েছিলেম … গান। / পূর্বের লাঞ্ছিত পাঠ (56) টুকিয়া, পরে যথাস্থানে যোগ করা হয় বিচিত্র /

স্ত ১ ছ ৪ : বনতলের>বনভূমির / মুদ্রিত

ছ ১০ : বর্ষারাতের>শ্রাবণ-রাতে / ঐ

৩১ / পথের নেশা আমায় / স্ত ১ ছ ৪ : নৌকো>নৌকা / ঐ

স্ত ২ ছ ৪ : কি গান ও যে উঠেছিল>কি মোহগান উঠতেছিল / ঐ

ছ ৫ : ফেলেছিল>ফেলতেছিল / ঐ

স্ত ৩ ছ ৮ : এনু>এলেম / ঐ

স্ত ৪ ছ ৬ : নতুন>নূতন / ঐ

৩২ / বিদায় দেহ ক্ষম আমায় / স্ত ১ ছ ৩ : সবাই>সবে / ঐ

স্ত ২ ছ ২ : সবাই মিলে ধরে>চলেছিলেম সবাই / ঐ

স্ত ৩ ছ ২ : মিথ্যা হয়ে গেছে আমার>সে সব মিছে হয়েছে মোর / ঐ

স্ত ৫ ছ ৭ : সবাই>সবে / ঐ

স° ১৫ মধ্যে প্রক্ষিপ্ত / লাঞ্ছিত (35) ৩ ছত্র ইতিপূর্বে উদ্ধৃত ; তাহাই অত্র—

স্ত ৪ ছ ১-২ : আকাশ ছেয়ে মন-ভোলানো হাসি / আমার প্রাণে বাজাল আজ বাঁশি।

৩৪ / তপ্ত হাওয়া দিয়েছে আজ / স্ত ৩ ছ ৩ : বিকাল হল গ্রামের পথে>গ্রামের ধারে ঘাটের পথে / মুদ্রিত

৩৫ / ভাঙা অতিথশালা / স্ত ১ ছ ৪-৫ : সারাটা দিন / চলছি পথে বিরামবিহীন>

তপ্তপথে / কেটেছে দিন কোনমতে / মুদ্রিত

স্ত ৩ ছ ৭ : বাঁশের বনে>বাঁশের শাখা / ঐ

ছ ১১ : আঁধার বিজন>বিজন দীর্ঘ / ঐ

৩৬ / পথিক, ওগো পথিক / স্ত ১ ছ ২ : × × × > × গহীন ঘোর × >দ্বিপ্রহরা>গভীর ঘোর / মুদ্রিত। পাণ্ডুলিপিতে লাঞ্ছিত প্রথম পাঠ পড়া যায় না। লাঞ্ছিত দ্বিতীয় পাঠ একেবারে দুর্লক্ষ্য নয়।

স্ত ১ ছ ৮ : সুখে>দেখ / মুদ্রিত

৩৭ / বন্দী তোরে কে বেঁধেছে / স্ত ১ ছ ৩ : গো>যে / ঐ

স্ত ১ - শেষে অতিরিক্ত / অমুদ্রিত : আমরা যাহা লুঠ করে নিই / তোমার সে ধন প্রভু !—
আমরা ঘুমাই তুমি জাগো, / ভুলব না আর কভু। /

স্ত ২ ছ ৬ : জগৎ করবে>করবে জগৎ / মুদ্রিত

৩৯ / আমি এখন সময় করেছি / স্ত ১ ছ ৩ : সন্ধ্যাপ্রদীপ>সাঁঝের প্রদীপ / ঐ

৪০ / জুড়ালো গো দিনের / সূচনা : × ঘুচল সারা × >জুড়ালো গো>জুড়ালো রে / ঐ

স্ত ১ ছ ৩ : স্বপনভরা>স্বপ্নভরা / ঐ

স্ত ২ ছ ৭ : পথে চলতে>পথে চল্‌তে / মুদ্রিত ১৯১৬ হইতে

স্ত ৬ ছ ৩ : ম্লান সোনার>ম্লান ধূসর / মুদ্রিত। ম্লান [ম্লান'] রাবীন্দ্রিক উচ্চারণে অকারান্ত পদ। পাণ্ডুলিপিতে এ কবিতা শেষ হইলে (89) স্থানকালের নির্দেশ ('২৬শে' বাতিল করিয়া '২৭শে') ; অতঃপর মুদ্রিত পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্তবক লিখিয়া (ওগো বোবা, ওগো কালো ··· ··· কাড়িল মোর মন।) পূর্বপৃষ্ঠায় যথাস্থানে বসাইবার সংকেত।

৪১ / আজ বিকালে কোকিল ডাকে / স্ত ১ ছ ৪ : ছুইশ>তিনশো / মুদ্রিত

স্ত ৩ ছ ৫ : চুলটি বেঁধে>বিনিয়ে খোঁপা / মুদ্রিত

স্ত ৪ ছ ১ : দুইশ>তিনশো / ঐ

স্ত ৫ ছ ৭-৮ : সুরে, কোকিল / কিসের লাগি>দিনের সুরে / কোকিল কেন / ঐ

৪২ / আমার এ গান শুনবে তুমি / রচনাশেষে স্থান-কালের নির্দেশ (মনে হয় '১৩ই'এর উপর '১২ই' করা হয়) দেওয়ার পরেই (94) কবিতার মুদ্রিত তৃতীয় স্তবক (১৬ ছত্র) লেখা হয় এবং 'পূর্ব্বপৃষ্ঠায়' তাহার স্থান নির্দেশ করা হয় স্পষ্টভাবে লিখিয়া, যে স্থানে (93) লেখা আছে : পরপৃষ্ঠায় /

৪৩ / কৃষ্ণপক্ষে আধখানা চাঁদ / আট-আট-ছত্রে-নিবদ্ধ মুদ্রিত পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্তবক এ কবিতায় পরে অনুপ্রবিষ্ট ; 96 -অঙ্কিত পৃষ্ঠার ডাহিনের মার্জিনে লেখা।

৪৪ / আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে / পূর্ববৎ এ কবিতার দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবক (আট-আট ছত্র) লেখা হয় কবিতাধার প্রথম পৃষ্ঠার (98) ডান দিকের মার্জিনে ; সুতরাং টানা লেখার পরে অনুপ্রবিষ্ট সন্দেহ নাই। পরিষ্কার নকল ; এ লেখায় (98-99) কাটাকুটি অত্যল্প।—

স্ত ১ ছ ৩ : ×সুর>তাল>ডাক / মুদ্রিত

স্ত ৩ ছ ১ : ব্যর্থ আশায়>পথের থেকে / ঐ

ছ ৩ : পড়েছে বে>পড়ছে রে তার / মুদ্রিত ১৯১৬ হইতে

ছ ৪ : কাহার অলক>অলক বেয়ে / মুদ্রিত

ছ ৫ : মল্লারে মূর্চ্ছনা দিয়ে>মল্লারেতে মীড় মিলায়ে / ঐ

স্ত ৫ ছ ৩ : সে কোন্ অশ্রু>কোন্ সে পাগল / ঐ

স্ত ৬ ছ ৭ : বর্ণ সকল গন্ধ>গড়া সকল ভাঙা / ঐ

১১০ (২)

৪৫ / কোথা ছায়ার কোণে / স্ত ৩ ছ ১ : কেমন করে>কোন্ লাজে বা / মুদ্রিত

স্ত ৩ ছ ২ : তুমি আসবে আমার লাগি>আমি বলব কেমন করে / ঐ

ছ ৩ : আমি তোমারি পথ চেয়ে শুধু>শুধু তোমারি পথ চেয়ে আমি / ঐ

ছ ৪ : আমি রজনীদিন জাগি>তুমি আসবে আমার তরে / ঐ

পর-পর ৬টি স্তবক লেখা কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে নির্দেশ থাকায় শেষ স্তবক তৃতীয়ের স্থান অধিকার করে। রচনার কাল-নির্দেশে 'জ্যৈষ্ঠ' কাটিয়া : আষাঢ়

৪৬ / পাছে দেখি তুমি আসনি / স্ত ১ ছ ২ : মেলিয়া>মুদিয়ে / মুদ্রিত

৪৭ / ওগো এমন সোনার / স্ত ৩ ছ ৭ : হাওয়ায় আলোয়>সোনার মধু / ঐ

স্ত ৫ ছ ৮ : উড়িছে>পড়েছে / ঐ

৪৮ / "সব পেয়েছি"র দেশে কারো / স্ত ৪ ছ ১ : নৌকো>নৌকা / ঐ

স্ত ৫ ছ ৭ : সোনার তন্ত্রী>সেতারখানা / ঐ

৪৯ / আমায় অমনি খুসি করে / স্ত ১ ছ ৮ : মধুর>গভীর / ঐ

স্ত ৪ ছ ৬ : গহন রাতে>ঘন ধারায় / ঐ

ছ ৯ : ভরে রব>ভরে লব / ঐ

৫০ / বিধি যেদিন ক্ষান্ত দিলেন / উনশেষ ছ : কারে খোঁজো>মিথ্যা খোঁজা / ঐ

৫১ / নিঃশ্বাস রুধে / স্ত ২ ছ ১৩ . আমার বরষা কালো বরষা যে>আজি মোর বর মোর কালো ঝড় / ঐ

সব-শেষে : ভরিয়া গগন গরজি সঘন / × সহসা বিজুলি হাসে × / পীত বিদ্যুৎ-বাসে / মেঘের বরণ হৃদয়হরণ / আমার মরণ আসে !>
"জানি না ত আমি কোথা হতে নামি / কি ঝড়ে আঘাত লেগে
জীবন ভরিয়া মরণ হরিয়া / কে আসিছে কালো মেঘে !" / মুদ্রিত

১১০ (১)

৫২ / বন্ধু, / এ আমার লজ্জাবতী লতা > বন্ধু, / এ যে আমার লজ্জাবতী লতা / মুদ্রিত
স্ত ১ ছ ৯ : গোপন ব্যাকুলতা>নীরব ব্যাকুলতা / ঐ
স্ত ২ ছ ৬ : ফুলগুলি ওর>ফুলগুলি সব / ঐ

১১০ (২)

৫৩ / তখন ছিল যে গভীর / স্ত ১ ছ ৬ : কে ছিল প্রাণের দ্বারে —>ছিল বসে মোর প্রাণে ; / মুদ্রিত
ছ ৮ খুঁজিতে এসেছে কারে। >চায় যে কারে কে জানে ! / ঐ
স্ত ২ ছ ২ : রুদ্ধ ক্ষুধিত>ক্ষুব্ধ ক্ষুধিত / ঐ
ছ ৪ : হারায়েছে>হারাল রে / ঐ
ছ ৭ : নিবিড় তিমিরে এসে চলে যায়>আঁধারে কখন্ সে এসে যায় গো। / ঐ
৫৪ / আমি বিকাব না / স্ত ২ ছ ৪ : ×মধো>মাঝে>মধো / মুদ্রিত
স্ত ৩ ছ ৪ : বীণাযন্ত্ররে>বীণাযন্তুরে / ঐ
ছ ৫ : যা কিছু>যাহাই / ঐ

সুপ্রভাত *

রুদ্র তোমার দারুণ দীপ্তি ইত্যাদি

স্ত ১ ছ ৬ : গিয়েছে কি>গেছে কি না / মুদ্রিত

স্ত ২ ছ ৮ : রাত্রি গিয়েছে>অমানিশা গেল / ঐ

ছ ৯ : খড়্গো>খড়্গা / ঐ

ছ ১০ : করিলে>করিল / ঐ

স্ত ৩ ছ ৫ : তাহারা>তারা যে / ঐ

ছ ৯ : কর গো বাহির>আনো বহি আনো / ঐ

স্ত ৪ ছ ৭ : প্রলয়নৃত্যো>মরণনৃত্যে / ঐ

স্ত ৫ ছ ৩ : বাজারে চলিব>হবে যে বাজাতে / ঐ

চতুর্থ স্তবকের পরেই (28) রচনার স্থান-কাল লেখা, অতএব শেষ স্তবকটি একরূপ **'after thought'** বা সংযোজন মনে হয়।

মন্তব্য

সংকলিত রচনাপঞ্জী পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, বক্ষ্যমাণ দুখানি রবীন্দ্র- পাণ্ডুলিপিতে ও পাণ্ডুলিপির পত্রগুচ্ছে খেয়ার একটি কেবল কবিতা ও একটি স্বদেশী গান নাই ; সে দুটি হইল—

---

* ১৩৩২ শ্রাবণে পূরবী কাব্যের 'সঞ্চিতা' অংশে শেষ সংকলন। পূরবীর পরবর্তী সংস্করণে / মুদ্রণে 'সঞ্চিতা' বর্জিত হওয়ায় ১৩৪০ ফাল্গুনে কবিতাটি সঞ্চয়িতা দ্বিতীয় সংস্করণের অঙ্গীভূত। এ স্থলে পাণ্ডুলিপি ও সঞ্চয়িতা (প্রচলিত) উভয়ের পাঠের তুলনা করা গেল সঞ্চয়িতায় ও পূরবীতে যথার্থ কোনো পাঠভেদ নাই।

খেয়া : মেঘ / আদি অন্ত হারিয়ে ফেলে ইত্যাদি, যে কবিতাটি 'ভারতীর খেয়াল' নামে 'খেয়াল খাতা'র প্রবেশক-রূপে প্রচারিত : ভারতী, ১৩১২ বৈশাখ, পৃ ৮০

'স্বদেশী' গান : সোনার বাংলা / আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি ইত্যাদি। এই গান এবং অত্র সংকলিত রচনাপঞ্জীর আরো ৪টি গানের কোন্‌টি কবে প্রচারিত সাপ্তাহিক সঞ্জীবনীতে এ সম্বন্ধে গল্পভারতী পত্রে (১৩৭৮ বৈশাখ, পৃ ১০২৩-২৪) 'রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সংগীত / সংগীত নয়—সঞ্জীবনী' প্রবন্ধে শ্রীসত্যেন রায় জানাইয়াছেন—

	সঞ্জীবনী : ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ। বাংলা ১৩১২
আমার সোনার বাংলা	৭ সেপ্টেম্বর। ২২ ভাদ্র
বাংলার মাটি বাংলার জল (৩)	১২ অক্টোবর। ২৬ আশ্বিন
আমাদের যাত্রা হল শুরু (২২)	১২ অক্টোবর। ২৬ আশ্বিন
বিধির বাঁধন কাটবে তুমি (২৩)	১২ অক্টোবর। ২৬ আশ্বিন
ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে (২৪)	১২ অক্টোবর। ২৬ আশ্বিন

—

১১০ (১) -সংখ্যক রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিতে, শুধু কবির নয়, খেয়ালী শিল্পীরও কিছু-কিছু হাতের কাজ আমাদের চোখে পড়ে ; রচনার বহু বর্জিত অংশকে তিরস্কৃত বা অবগুণ্ঠিত করিয়া বিচিত্রভাবে বিতানিত রেখাজালে এগুলি পাণ্ডুলিপির বহু পৃষ্ঠার ভূষণ-স্বরূপ। কোথাও কোথাও অনেকগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট বর্জিত পংক্তির প্রত্যেকটি অক্ষর ঘিরিয়া নানা সূক্ষ্মরেখার টানা-পোড়েনে যেন কারুকার্যখচিত কার্পেট বোনা হইয়াছে। 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি' আলোচ্য পাণ্ডুলিপির যে পৃষ্ঠায় (105) লেখা তাহার চিত্র প্রচল গীতবিতানে মুদ্রিত থাকায়, শিল্পী রবীন্দ্রনাথের এপ্রকার রেখাশৈলীর বিশিষ্টতার বিষয় অনেকেই কিছুটা অবগত আছেন।

গীতিমাল্য-গীতালি ॥ বলাকা ॥ ফাল্গুনী ॥ অন্যান্য[০]

পাণ্ডুলিপি ২২৯ । ১৩১ । ১১১

অপিচ পাণ্ডুলিপি-গুচ্ছ ২১-২০ (গীতিমাল্য-গীতালি) ও ৫৫ (বলাকা)

বলাকা কাব্যের সমুদায় কবিতা (উৎসর্গ ও 'সবুজের অভিযান'-আখ্যাত মুখবন্ধটি বাদে) শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির তিনখানি বাঁধানো খাতার অঙ্গীভূত (খাতায় গীতিমাল্য-গীতালির অন্যান্য রচনাধারায় সামিল বলা চলে / অন্তত সঙ্গের সাথি) আর বিচ্ছিন্ন পাণ্ডুলিপি-পত্রের একটি গুচ্ছেও বিধৃত। কবিচিত্তের ভাব হইতে ভাবান্তর আর গীতিকবিতার রূপ হইতে রূপান্তর, ছন্দের নূতন গতিভঙ্গী, আবেগ ও দ্রুতি, এ-সকলই যথার্থভাবে ও গভীর ভাবে বুঝিতে হইলে, এ ক্ষেত্রে মনে হয় গীতিমাল্য, বলাকা, গীতালি কোনো কাব্যই একান্ত বিচ্ছিন্নভাবে দেখা সংগত হইবে না। এ সময়ের সমগ্র রচনাধারাটি একটি মানচিত্রের মতো আমাদের মনের সম্মুখে মেলিয়া ধরিলে, তাহার প্রকৃত তাৎপর্যটি হয়তো সহজেই আমাদের বোধগম্য হইতে পারে। এজন্য প্রথমোক্ত পাণ্ডুলিপিখানি প্রথমেই আমাদের পর্যালোচনা করা আবশ্যক।

পাণ্ডুলিপি ২২৯

মুখ্য অংশের রচনাকাল : ১৫ চৈত্র ১৩১৮ - ১৭ আশ্বিন [১৩২১]। অর্থাৎ, ২৮ মার্চ ১৯১২ - ৪ অক্টোবর ১৯১৪।

রচনাস্থান স্বদেশে বিদেশে ও সমুদ্রপথে : শিলাইদহ, শান্তিনিকেতন, সুরুল [শ্রীনিকেতন], কলিকাতা, রামগড়, Hampstead, Far

---

০ 'অন্যান্য' বলিতে, পূর্বোক্ত তিনখানি কাব্যের কোনোটির অঙ্গীভূত না হইলেও, সমকালীন অন্যান্য রচনা, সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ— ইহা ছাড়া ঐ সময়ের অথবা পূর্বের বহু গীতিকবিতার ইংরেজি রূপান্তর।

Oakridge (Glos.), মধ্যধরণীসাগর, লোহিতসমুদ্র, ভারতসাগর, অন্যান্য।

পূর্ববিবরণ : এই পাণ্ডুলিপি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগ্রহে ছিল ; তাঁহার পত্নী কমলাদেবীর সৌজন্যে প্রাপ্ত। 'চামড়ায় বাঁধানো সবুজ রঙের খাতা'। রুল-টানা কাগজ, প্রত্যেক পৃষ্ঠায় অদৃশ্যপ্রায় সূক্ষ্ম ও সমান্তর রেখা ২১টি।

উপস্থিত সংরক্ষণযোগ্যভাবে চামড়ায় ও কাপড়ে বাঁধানো (জানুয়ারি ১৯৫৫), বিশ্লিষ্ট প্রত্যেক পাতার উভয় পিঠ স্বচ্ছ কাগজে আবৃত। মূলতঃ প্রত্যেক পাতার মাপ ছিল : ১৭·৫ × ১১·২ সেন্টিমিটার, বহির্মুখ দুটি কোণ গোলভাবে কাটা। বর্তমানে পাণ্ডুলিপির সামগ্রিক মাপ : ১৯·৪ × ১৫ × ৩·১ (পুট) মাত্রিক শতাংশ। পৃষ্ঠাসংখ্যা নূতন গণনা-মত : ২২৮।

লেখা পেন্সিলে 'সোজা' দিকে ও 'উল্টা' দিকে।[১] 'সোজা' দিকে (আরোপিত পৃষ্ঠাঙ্ক অনুযায়ী) লেখা : 1-169 ; তন্মধ্যে লেখা-মুছিয়া-ফেলা পৃষ্ঠা : 70, 75 (২ পংক্তি মাত্র)। অসম্পূর্ণ লেখা বা সম্ভাবিত লেখার সংকেত : 81 (২ পংক্তি), 94 (২ পংক্তি)। সর্বথা বর্জনচিহ্নিত লেখা : 122, 146। 'উল্টো' দিকে : ·228-170 ; তন্মধ্যে কয়েকটি-কপাল-টুকনি-লেখা : ·227. অলিখিত : 228।

অধিকাংশ লেখায় কাটাকুটি অত্যল্প। পেন্সিলের লেখা হওয়ায় কখনো বা একটি পাঠ মুছিয়া পরিণত নূতন পাঠের সৃষ্টি। মোটের উপর এই পাণ্ডুলিপির সবত্র খসড়া খাতার চেহারা নয়। কিছু রচনা (বিশেষতঃ ইংরেজি রূপান্তর) খসড়া মনে হয়।

---

১ এই 'উল্টা' 'সোজা'র বিচার স্থূলভাবে, অধুনা আরোপিত পৃষ্ঠাঙ্কের বশে। ইংরেজি অঙ্ক-যোগে ভ্রমক্রমে এই পৃষ্ঠাঙ্ক বসানো হইয়াছে যথার্থই খাতার উল্টা দিক হইতে। ইহা প্রথমতঃ দুই দিকের কবিতাগুচ্ছের রচনাকালের অনুসরণে বুঝা যায়, দ্বিতীয়তঃ অদৃশ্যপ্রায় হইলেও কাগজে রুল টানা থাকায় মার্জিনের কমি-বেশিতে মূলতঃ কোন্‌টি নীচের দিক আর কোন্‌টি উপরের দিক তাহাও স্পষ্ট। পরবর্তী রচনাপঞ্জীতে দেখা যাইবে যথার্থ সোজা দিকের রচনা প্রথমেই পঞ্জীকৃত। নূতন অঙ্কপাত অবশ্য উল্টাভাবেই আর তদনুযায়ী গীতিমাল্যের প্রথম রচনা বাদে অন্যান্য রচনায় পৃষ্ঠাঙ্কের পারম্পর্য ·224, ·223, ·222, ·221 ইত্যাদি।

রচনাপঞ্জী

গীতিমাল্য গীতালি ও বলাকার পরিচয়-সূত্রে এবং মুখ্যত: রচনার পারম্পর্যে বর্তমান পঞ্জীতে গান / কবিতার উল্লেখ তালিকাবদ্ধ। রচনার ও পৃষ্ঠাঙ্কের পারম্পর্য পরস্পর মিল রাখিয়া সব সময় চলে নাই তাহার কারণ এই যে, পাণ্ডুলিপির সামনের দিক হইতে যেমন, উল্টা দিক হইতেও তেমনি (এ দিকেই অধিক সংখ্যায়) গান / কবিতা লেখা হইয়াছে দুইটি পৃথক্ গুচ্ছে ; তাহা ছাড়া সামনের ও পিছনের এক-একখানি বাড়তি পাতায় কতকগুলি 'বাড়তি'[২] 'কবিতিকা' লেখা আছে, তাহাদের রচনা মোটের উপর প্রথম ও শেষ গুচ্ছের অন্তর্বর্তীকালে বিলাতের নার্সিং হোমে, স্বদেশমুখী জাহাজে সমুদ্রপথে এবং দেশে পৌঁছিয়া বোলপুরে (১টি) ১৯১৩ সনের ৪ জুলাই হইতে ৬ নবেম্বরের মধ্যে। —

প্রথম দিকের রচনার বর্তমান পৃষ্ঠাঙ্ক : ·224-170[৩]

শেষ রচনাগুলির বর্তমান পৃষ্ঠাঙ্ক : 3-169 এবং

অন্তর্বর্তী 'বাড়তি' কবিতিকাগুলির পৃষ্ঠাঙ্ক : 1-2, ·226-·225

বর্তমান পঞ্জীতে প্রত্যেক উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে যে পৃষ্ঠাঙ্কের নির্দেশ তাহা পাণ্ডুলিপির-আদ্যন্তে-একাদিক্রমে-আরোপিত নূতন পৃষ্ঠাঙ্ক

---

২ 'বাড়তি' এ কারণেও বলা যায় যে, কবি এগুলিকে মূল রচনাধারার সামিল মনে করেন নাই এবং গ্রন্থে স্থান দিতে চান নাই বা ভুলিয়া-ছিলেন সুদীর্ঘকাল ; ১৩৩৩ কার্তিকে ইহাদের কতকগুলি 'লেখন'এর শেষে স্থান পাইলেও, অবশিষ্ট আরো ৬টি তাঁহার দেহত্যাগের পরে ১৩৫২ সনে 'স্ফুলিঙ্গ' কাব্যে সংকলিত।

৩ বাঁধানো পাণ্ডুলিপিখানি উল্টাভাবে ধরিয়া পড়িতে হয়, অধুনা-আরোপিত ইংরেজি অঙ্কের তাই উল্টা চাল। এ সম্পর্কে দ্রষ্টব্য পুরোগামী পাদটীকা—১

বলিয়াই বুঝিতে হইবে ; ক্রমিক সংখ্যা পাণ্ডুলিপিতে ছিল না বা আরোপিত হয় নাই, শুধু এই তালিকায় ব্যবহৃত। পাণ্ডুলিপি হইতে সম্পূর্ণ প্রথম পংক্তি সব সময় উদ্‌ধৃত হয় নাই আর কদাচিৎ প্রথম পংক্তির বেশিও দেওয়া হইয়াছে প্রয়োজন বুঝিলে।

গীতিমালা ও গীতালির কতক রচনা সংরক্ষিত পৃথক্ পাণ্ডুলিপিগুচ্ছে পাওয়া যায়, রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপির প্রতিচ্ছবিরূপেও পাওয়া গিয়াছে— গুচ্ছ ২. ও ১০—তাহারও উল্লেখ রহিল তালিকায়।

পাণ্ডুলিপিতে সাধারণতঃ গান কবিতার শেষে রচনায় স্থান কাল উল্লিখিত। তারিখ প্রায়শই বঙ্গদেশীয় দিন-মাস-বৎসরের হিসাবে, কদাচিৎ খৃষ্টীয় মতে— শেষোক্ত সকল ক্ষেত্রেই বাংলা তারিখ যাহা হইতে পারে শতাব্দপঞ্জী দেখিয়া সংকলন করা হইয়াছে। স্থান-কালের উল্লেখে পাণ্ডুলিপি-বহির্ভূত সকল তথ্যই চতুষ্কোণ [] বন্ধনী-মধ্যে প্রদর্শিত— এগুলি মুদ্রিত গ্রন্থে বা চিঠিপত্রে পাওয়া যায় অথবা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

প্রবাসী ভারতী প্রভৃতি মাসিক পত্রে রচনা-প্রচার মাস বর্ষ ও পৃষ্ঠার নির্দেশ-সহ উল্লিখিত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সংক্ষেপে : তত্ত্ব। সাময়িক পত্রে অনেক সময় স্বরলিপি প্রচারই মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়ায়, গানের বাণীতে কোনো শিরোনাম থাকে নাই।

গীতিমাল্য

পৃ ॥ ক্রমিক সং	সূচনা	গুচ্ছ-ধৃত	রচনা	গ্রন্থ-ধৃত সং	সাময়িক পত্রে প্রচার
· 182 ॥ ১	রাত্রি এসে যেথায় মেশে[৪]		শান্তিনিকেতন / ১৯১০		
			[নিশীথে / ১৫ আশ্বিন] [১৩১৭]	১	আলো-আঁধারে / মানসী ১১। ১৩১৭। ১
· 224 ॥ ২	স্থির নয়নে চেয়ে আছি[৫]		শিলাইদহ। / ১৫ই চৈত্র ১৩১৮	॥	দিনান্ত / ভারতী ১। ১৩১৯। ৫৭
· 222 ॥ ৩	ভাগ্যে আমি পথ হারালেম	[২১]	শিলাইদহ। /১৬ চৈত্র ১৩১৮	৫	না-জানা / প্রবাসী ১। ১৩১৯। ১০১
· 219 ॥ ৪	আমি হাল ছাড়লে তবে		শিলাইদা / ১৭ই চৈত্র [১৩১৮]।	৬	পরাস্ত / তত্ত্ব ১। ১৩১৯। ১৭
· 218 ॥ ৫	[৬]আমার এই পথ চাওয়াতেই		[শিলাইদা] / ১৭ই চৈত্র [১৩১৮]	৭	প্রতীক্ষা / তত্ত্ব ১। ১৩১৯। ১৫

পৃ ॥ সং	সূচনা	স্বহস্ত-ধৃত	রচনা	সং গ্রন্থে	প্রচার
· 217 ॥ ৬	[৬]কোলাহল ত বারণ হল		শিলাইদা / ১৮ই চৈত্র [১৩১৮]	৮	ছুটি / তত্ত্ব ২ । ১৩১৯ । ২৭
· 216 ॥ ৭	নামহারা এই নদীর পারে		শিলাইদহ / ১৯ চৈত্র ১৩১৮	৯	কাছের সাথী / প্রবাসী ৬ । ১৩১৯। ৫৯৮
· 214 ॥ ৮	কে গো তুমি বিদেশী !	[২১]	শিলাইদা / ২০ চৈত্র ১৩১৮	১০	সাপুড়িয়া / প্রবাসী ২ । ১৩১৯ । ১৮২
· 211 ॥ ৯	ওগো পথিক, দিনের শেষে		শিলাইদা / ২১ চৈত্র ১৩১৮	১১	যাত্রী / প্রবাসী ৩ । ১৩১৯ । ২৮৮
· 208 ॥ ১০	এই দুয়ারটি রেখেছ খোলা[৫]		শিলাইদা / ২২শে চৈত্র ১৩১৮	১২	অপূর্ব্ব / প্রবাসী ৭ । ১৩১৯ । ৬৪
· 206 ॥ ১১	এই যে এরা আঙিনাতে		শিলাইদা / ২৩ চৈত্র ১৩১৮	১৩	সন্ধ্যাসঙ্কীর্ত্তন / প্রবাসী ৭ । ১৩১৯ । ৫৭
· 203 ॥ ১২	অনেক কালের যাত্রা আমার		শিলাইদা / ২৪ চৈত্র ১৩১৮	১৪	নিকটের যাত্রা / প্রবাসী ৪ । ১৩১৯ । ৩৬২
· 201 ॥ ১৩	আমি আমায় করব বড় / এই ত তোমার[৫।১]		শিলাইদা / ২৫ চৈত্র ১৩১৮	১৫	লীলা / প্রবাসী ৫ । ১৩১৯ । ৪৯১
· 199 ॥ ১৪	[৬]এবার ভাসিয়ে দিতে হবে	[২১]	শিলাইদা / ২৬ চৈত্র ১৩১৮	১৬	অবসান / প্রবাসী ৩ । ১৩১৯ । ৩১৭

৪ গীতিমাল্যের প্রথম গান, রচনাকালের বিশেষ উল্লেখ-সহ ('নিশীথে / ১৫ আশ্বিন') পাওয়া যায় ক্ষিতিমোহন সেন -সংগ্রহের গীতাঞ্জলি পাণ্ডুলিপিতে। রচনা- স্থল ও বর্ষের উল্লেখ করিয়া বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে কবি-কর্তৃক সংকলন ১১ আষাঢ় ১৩১৯'এর পরে কিন্তু ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ তারিখের পূর্বে কোনো সময় —এই পাণ্ডুলিপির পূর্বাপর লেখা দেখিয়া ইহাই মনে হয়।

৫ পাণ্ডুলিপি-ধৃত যে সূচনাংশ উদ্‌ধৃত, মুদ্রিত গ্রন্থের তুলনায় তাহাতেও পাঠান্তর দেখা যায়।

৫।১ 'তোমার' পদটি শুদ্ধ ও সংগত— পাণ্ডুলিপি, প্রবাসী ও Gitanjali (No 71 : thy maya) অনুসারে।

৬ Gitanjalir মূল পাণ্ডুলিপিতে (হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় -সংগ্রহ) কবির হস্তাক্ষরে বিধৃত ইংরেজি ও বাংলা পাঠ ডাহিনে / বামে।

পৃ । সং	সূচনা	গুচ্ছ	রচনা	গ্রন্থে সং	প্রচার
· 198 । ১৫	*যেদিন ফুটল কমল	[২১]	শিলাইদা / ২৬ চৈত্র ১৩১৮	১৭	বিকাশ / প্রবাসী ৫ । ১৩১৯ । ৫২৯
· 197 । ১৬	এখনো ঘোর ভাঙে না তোর যে		শিলাইদা / ২৭ চৈত্র ১৩১৮	১৮	
· 195 । ১৭	ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো		শিলাইদা / ২৮ চৈত্র ১৩১৮	১৯	ঝড় / প্রবাসী ৪ । ১৩১৯ / ৩৮৯
· 194 । ১৮	*তুমি একটু কেবল বসতে দিয়ো		শিলাইদা / ২৯ চৈত্র ১৩১৮	২০	
· 193 । ১৯	*এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে		শিলাইদহ / ৩০ চৈত্র [১৩১৮]	২১	তত্ত্ব ৪ । ১৩১৯ । ৯৮
· 192 । ২০	*কে গো অন্তরতর সে		শান্তিনিকেতন / ৬ই বৈশাখ ১৩১৯	২২	তত্ত্ব ১১ । ১৩১৯ । ১৭৫
· 191 । ২১	*আমারে তুমি অশেষ করেছ		শান্তিনিকেতন / ৭ই বৈশাখ ১৩১৯	২৩	
· 190 । ২২	*হার মানা হার পরাব তোমার গলে		শান্তিনিকেতন / ৭ বৈশাখ [১৩১৯]	২৪	পরাভব / তত্ত্ব ৬ । ১৩১৯ । ১৩৬
· 189 । ২৩	এমনি করে ঘুরিব দূরে বাহিরে		শান্তিনিকেতন / ৯ বৈশাখ ১৩১৯	২৫	তীর্থযাত্রা / প্রবাসী ২ । ১৩১৯ । ২২০
· 188 । ২৪	*পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই		শান্তিনিকেতন / ৯ বৈশাখ [১৩১৯]	২৬	প্রবাসী ২ । ১৩১৯ । ২০৫
· 187 । ২৫	আজিকে এই সকালবেলাতে	[২১]	শান্তিনিকেতন / ১৩ বৈশাখ ১৩১৯	২৭	শরৎ-প্রভাতে / প্রবাসী ৬ । '১৯ । ৬৪৪
· 186 । ২৬	প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে*		লোহিত সমুদ্র / ৩রা জুন ১৯১২ [২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯]	২৮	তত্ত্ব ৪ । ১৩১৯ । ৭৭ এবং গান (৮) / প্রবাসী ১২ । '২০ । ৫৮১
· 185 । ২৭	তব রবিকর আসে কর বাড়াইয়া		The Heath / Holford Rd / Hampstead ২৩ জুন ১৯১২ [৯ আষাঢ় ১৩১৯]	২৯	আলো-ছায়া/তত্ত্ব ৫ । '১৯ । ১০৩
· 184 । ২৮	সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি[৭]		The Heath / Holford Rd / Hampstead ২৫ জুন ১৯১২ [১১ আষাঢ় ১৩১৯]	৩০	সুন্দর / প্রবাসী ৫ । ১৩১৯ । ৫১৫

লেখন[৮] / স্ফুলিঙ্গ[৯]

পৃ ॥ সং	সূচনা	রচনা			গ্রন্থে ॥ সং
1 ॥ ২৯	একা এক শূন্যমাত্র, নাহি অবলম্ব[১০]	nursing home /	৪ জুলাই ১৯১৩	[২০ আষাঢ় ১৩২০]	লেখন ॥ ১৭১
1 ॥ ৩০	বেছে লব সব সেরা, ফাঁদ পেতে থাকি	তদেব	তদেব	[২০ আষাঢ় ১৩২০]	স্ফুলিঙ্গ ॥ ১৭৯
1 ॥ ৩১	সব চেয়ে ভক্তি যার অস্ত্র দেবতারে[১০]	তদেব	তদেব	[২০ আষাঢ় ১৩২০]	তদেব ॥ ২৩৮
1 ॥ ৩২	দর্পণে যাহারে দেখি সে ত শুধু ছায়া[১০]	তদেব	তদেব	[২০ আষাঢ় ১৩২০]	লেখন ॥ ১৮৫
1 ॥ ৩৩	আপনি আপনা চেয়ে বড় যদি হবে[১০]	[তদেব	৬ই জু[লাই ১৯১৩]	[২২ আষাঢ় ১৩২০]	তদেব ॥ ১৮৬
1 ॥ ৩৪	আগুন জ্বলিত যবে, আপন আলোতে	[তদেব]	৭ই জু[লাই ১৯১৩]	[২৩ আষাঢ় ১৩২০]	স্ফুলিঙ্গ ॥ ২১
2 ॥ ৩৫	হে প্রিয়, দুঃখের বেশে আস যবে মনে[১০]	[তদেব]	তদেব	[২৩ আষাঢ় ১৩২০]	তদেব ॥ ২৫৭

---

৭ গীতিমাল্যের ৩০ সংখ্যার পরে বিশেষ স্থান কালের ব্যবধানে রচিত ৩১ সংখ্যার গান : কে নিবি গো কিনে আমায় ইত্যাদি। সেটি পাওয়া যায় রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপির একবিংশ গুচ্ছে। গীতিমাল্যের ৩১ এবং ৩২ সংখ্যার মধ্যেও রচনায় স্থান কালের ব্যবধান যথেষ্ট; অতঃপর গানগুলি পর পর সবই পাওয়া যায় পাণ্ডুলিপির অপর দিকে। এ দিকে ৩০ সংখ্যার পরে কয়েকটি পুরাতন গানের সংকলন আছে, তন্মধ্যে 'রাত্রি এসে যেথায় মেশে' এই তালিকার প্রথমেই দ্রষ্টব্য অঙ্কগুলির হিসাবও পরে লওয়া হইবে। উপস্থিত রচনার কালক্রম যথাসম্ভব অনুসরণ করাই কর্তব্য। এজন্য পৃষ্ঠাঙ্কের বাহ্যিক পারম্পর্য উপেক্ষা করা চলিবে।

৮ রবীন্দ্ররচনাবলীর প্রচল চতুর্দশ খণ্ডে (বিশ্বভারতী) প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠা বাদে প্রত্যেক পৃষ্ঠায় কবিতাগুলির সংখ্যা দেওয়া আছে।

৯ স্ফুলিঙ্গের প্রচলিত সংস্করণের সংখ্যা দেওয়া হইল। পূর্বসংস্করণেও আছে, ঐ গ্রন্থে কবিতা সব সময় প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমে সন্নিবিষ্ট।

১০ সবগুলি কবিতিকা 'দ্বিপদী' এই সাধারণ শিরোনামে মুদ্রিত : প্রবাসী ৮ । ১৩২০ । ২০৩

গীতিমাল্য

পৃ ॥ সং	সূচনা	রচনা	গ্রন্থে সং	প্রচার
3 ॥ ৩৬	তোমারি নাম বলব নানা ছলে*	16 More's Garden / Cheyne Walk [London] ৮ই ভাদ্র ১৩২০	৩২	গান (১০) / প্রবাসী ১২ । '২০ । ৫৮১
4 ॥ ৩৭	অসীম ধন ত আছে তোমার*	Cheyne Walk [London] / ৮ই ভাদ্র ১৩২০	৩৩	গান (১২) / তদেব । ৫৮২
5 ॥ ৩৮	এ মণিহার আমায় নাহি সাজে	তদেব ৮ই ভাদ্র ১৩২০	৩৪	মণিহার / প্রবাসী ৯ । '২০ । ২৬৮
6 ॥ ৩৯	ভোরের বেলায় কখন এসে*	তদেব ৯ ভাদ্র [১৩২০]	৩৫	গান (১) / প্রবাসী ১২ । '২০ । ৫৭৯
7 ॥ ৪০	প্রাণে খুসির তুফান উঠেছে*	৯ ভাদ্র [১৩২০]	৩৬	গান (৭) / তদেব । ৫৮১
8 ॥ ৪১	জীবন যখন ছিল ফুলের মত	Far Oakridge, Glos. ১১ ভাদ্র [১৩২০]	৩৭	
9 ॥ ৪৩	ভেলার মত বুকে টানি	S. S. City of Lahore / মধ্যধরণীসাগর ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯১৩ [৩০ ভাদ্র ১৩২০]	৩৮	
10 ॥ ৪২	বাজাও আমারে বাজাও*	City of Lahore / মধ্যধরণী সাগর ১৪ই সেপ্টেম্বর [১৯১৩] [২৯ ভাদ্র ১৩২০]	৩৯	গান (৩) প্রবাসী ১২ । ১৩২০ । ৫৭৮
11 ॥ ৪৪	জানি গো দিন যাবে এদিন *	S. S. City of Lahore / Red Sea 18 Sep. 1913 [২ আশ্বিন ১৩২০]	৪০	গান (৪) / তদেব । ৫৭৯
13 ॥ ৪৫	নয় এ মধুর খেলা*	Red Sea 19 Sep. 1913 [৩ আশ্বিন ১৩২০]	৪১	গান (১৪) / তদেব । ৫৮২

লেখন[৮] / স্ফুলিঙ্গ[৯]

পৃ ॥ সং	সূচনা	রচনা	গ্রন্থে সং
2 ॥ ৪৬	চাও যদি সত্যরূপে দেখিবারে মন্দ[১০]	ভারতসাগর / ২৪ সেপ্টেম্বর [১৯১৩]	দ্বিপদী[১০] /
		[৮ আশ্বিন ১৩২০]	স্ফুলিঙ্গ ৮০
2 ॥ ৪৭	ভাল করিবারে যার বিষম ব্যস্ততা[১০]	ঐ [৮ই আশ্বিন ১৩২০]	লেখন ১৭৭
2 ॥ ৪৮	ফুল দেখিবার যোগ্য চক্ষু যার রহে[১০]	ঐ [৮ই আশ্বিন ১৩২০]	তদেব ১৭৫
2 ॥ ৪৯	ভাল যে করিতে চাহে[১০]	ঐ [৮ই আশ্বিন ১৩২০]	তদেব ১৭৮
2 ॥ ৫০	প্রেমেরে যে করিয়াছে কর্ত্তব্যের অঙ্গ[১০]	ঐ [৮ই আশ্বিন ১৩২০]	তদেব ১৮৭
2 ॥ ৫১	[৫]যত লাথি মার তত উড়ে ধুলা মাটি[১০]	ঐ [৮ই আশ্বিন ১৩২০]	তদেব ১৭৬
226 ॥ ৫২	[৫]খোঁড়া করে দিয়ে তারে[১০]	ঐ ২৫ সেপ্টেম্বর [১৯১৩]	
		[৯ আশ্বিন ১৩২০]	লেখন ১৭৯
226 ॥ ৫৩	ভয় কাজ আছে তব নয় কাজ নাই[১০]	ঐ [৯ আশ্বিন ১৩২০]	লেখন ১৮০
226 ॥ ৫৪	কাজ সে ত মানুষের এই কথা ঠিক[১০]	ঐ [৯ আশ্বিন ১৩২০]	লেখন ১৮১
226 ॥ ৫৫	অবকাশ কম্মে খেলে আপনারি সঙ্গে[১]	ঐ [৯ আশ্বিন ১৩২০]	লেখন ১৮২
226 ॥ ৫৬	প্রাণেরে মৃত্যুর ছাপ মূল্য করে দান[১০]	জাহাজ / ২৬ সেপ্টেম্বর [১৯১৩]	
		[১০ আশ্বিন ১৩২০]	লেখন ১৮৩

* ১৩২০ বঙ্গাব্দে মাঘোৎসবের গান ; প্রবাসীতে প্রচারের পূর্বে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৩২০ ফাল্গুন সংখ্যায় মুদ্রিত

পৃ ॥ সং	সূচনা	রচনা	গ্রন্থে সং
226 ॥ ৫৭	প্রভেদেরে মানো যদি ঐক্য পাবে তবে[১০]	জাহাজ ১০ আশ্বিন ১৩২০]	লেখন ১৭২
226 ॥ ৫৮	মৃত্যুর ধর্ম্ম ই এক, প্রাণধর্ম্ম নানা[১০]	ঐ [০ আশ্বিন ১৩২০]	লেখন ১৭৩
225 ॥ ৫৯	ডুবারি যে সে কেবল ডুব দেয় তলে	ঐ [১০ আশ্বিন ১৩২০]	স্ফুলিঙ্গ ৯৯
225 ॥ ৬০	আঁধার একেরে দেখে একাকার করে[১০]	ঐ [১০ আশ্বিন ১৩২০]	লেখন ১৭৪
225 ॥ ৬৬	[১১]রস যেথা নাই সেথা যত কিছু খোঁচা[১০]	বোলপুর / ৩ নবেম্বর [১৯১৩] [১৭ কার্ত্তিক ১৩২০]	লেখন ১৮৪

গীতিমালা

পৃ ॥ সং	সূচনা	রচনা	গ্রন্থে সং	প্রচার
14 ॥ ৬১	যদি প্রেম দিলে না প্রাণে	শান্তিনিকেতন / ২৮ আশ্বিন ১৩২০	৫২	নূতন গান … / তত্ত্ব ৮-৯। '২০। ১৮৫
15 ॥ ৬২	নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে	বোলপুর / ২৯ আশ্বিন [১৩২০]	৫৩	নূতন গান … / তত্ত্ব ১০। '২০। ২০২
16 ॥ ৬	আমার মুখের কথা তোমার*	শান্তিনিকেতন / ২রা কার্ত্তিক ১৩২০	৪৪	গান ৬) / প্রবাসী ১২। '২০। ৫৮০
17 ॥ ৬৩	আমার যে আসে কাছে*	শান্তিনিকেতন / ১লা কার্ত্তিক [১৩২০]	৪৫	গান (১৫) / তদেব। ৫৮২
18 ॥ ৬৫	[০]তুই কেবল থাকিস্ সরে সরে[১১]	শান্তিনিকেতন / ৫ই কার্ত্তিক [১৩২০]	৪৬	
19 ॥ ৬৭	লুকিয়ে আস আঁধার রাতে*	শান্তিনিকেতন / ১৪ই অগ্রহায়ণ ১৩২০	৪৭	গান (১৩) তদেব / ৫৮২
20 ॥ ৬৮	আমার কণ্ঠ তাঁরে ডাকে	শান্তিনিকেতন / ১৫ই অগ্রহায়ণ [১৩২০]	৪৮	
21 ॥ ৬৯	আমার সকল কাঁটা ধন্য করে*	[শান্তিনিকেতন] / ১৫ই অগ্রহায়ণ [১৩২০]	৪৯	গান (১১) / তদেব। ৫৮৯
22 ॥ ৭০	গাব তোমার সুরে*	শান্তিনিকেতন / ৭ই পৌষ [১৩২০]	৫০	গান (২) / তদেব। ৫৭৯

পৃ ॥ সং	সূচনা	রচনা	গ্রন্থে সং	প্রচার
23 ॥ ৭১	প্রভু, তোমার বীণা যেমনি বাজে*	শান্তিনিকেতন / ১৪ই পৌষ ১৩২০	৫১	গান (৯) / প্রবাসী ১২। ১৩২০। ৫৮১
24 ॥ ৭২	তোমায় আমায় মিলন হবে বলে*	[শান্তিনিকেতন] / ১৫ই পৌষ ১৩২০	৫২	গান (৫) / তদেব। ৫৮০
25 ॥ ৭৩	জীবনস্রোতে ঢেউয়ের পরে	শান্তিনিকেতন / ১৫ই পৌষ ১৩২০	৫৩	
26 ॥ ৭৪	কতদিন যে তুমি আমায়	শান্তিনিকেতন / ২৯ মাঘ ১৩২০	৫৪	
27 ॥ ৭৫	বসন্তে আজ ধরার চিত্ত	শান্তিনিকেতন / মাঘীপূর্ণিমা / ২৮ মাঘ ১৩২০	৫৫	দোল / প্রবাসী ১২। ১৩২০। ৬৮২
28 ॥ ৭৬	সভায় তোমার থাকি সবার শাসনে	শিলাইদা / ১২ ফাল্গুন ১৩২০	৫৬	
29 ॥ ৭৭	যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা	শিলাইদা / ১২ ফাল্গুন [১৩২০]	৫৭	
30 ॥ ৭৮	বেসুর বাজে রে	শিলাইদা / ১৭ই ফাল্গুন ১৩২০	৫৮	
31 ॥ ৭৯	তুমি জান ওগো অন্তর্যামী	শিলাইদা / ১৯ ফাল্গুন ১৩২০	৫৯	
32 ॥ ৮০	সকল দাবী ছাড়বি যখন	শিলাইদা / ১৫ই ফাল্গুন ১৩২০	৬০	
33 ॥ ৮১	রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি	শিলাইদা / ১৫ই ফাল্গুন [১৩২০]	৬১	গান / প্রবাসী ১। ১৩২১। ২৫
34 ॥ ৮২	মিথ্যা আমি কি সন্ধানে	শিলাইদা / ১৫ই ফাল্গুন [১৩২০]		
		সন্ধ্যা / কলকাতায় যাত্রার পূর্বে।	৬২	
35 ॥ ৮৩	আমার ভাঙা পথের রাঙা ধূলায়	কুষ্টিয়ার মুখে পাল্কীপথে।		
		১৫ই ফাল্গুন [১৩২০]	৬৩	

৭১ গীতিমাল্যের ৪৬-সংখ্যক গানের পরে এই 'দ্বিপদী'র রচনা, ক্রমিক সংখ্যাও তদনুযায়ী।

পৃ। সং	সূচনা	রচনা	খণ্ডে সং	প্রচার
36 ॥ ৮৪	(আমার) ব্যথা যখন আনে আমায়	কলিকাতা / ১৬ ফাল্গুন ১৩২০	৬৪	
37 ॥ ৮৫	কার হাতে এই মালা তোমার	শান্তিনিকেতন / ১৮ই ফাল্গুন [১৩২০][12]	৬৫	ফাগুন দিনের সকালে / মানসী ১২। ১৩২০। ১৮৭
38 ॥ ৮৬	এত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে	শান্তিনিকেতন / ২০ ফাল্গুন ১৩২০	৬৬	নূতন গান / তত্ত্ব ১। ১৩২১। ৩
39 ॥ ৮৭	যে রাতে মোর দুয়ারগুলি	শান্তিনিকেতন / ২৩ ফাল্গুন [১৩২০]	৬৭	
40 ॥ ৮৮	শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে	শান্তিনিকেতন / ২৫ ফাল্গুন [১৩২০]	৬৮	নূতন গান / তত্ত্ব ১। ১৩২১। ৩৮
41 ॥ ৮৯	তোমার কাছে শান্তি চাব না	শান্তিনিকেতন / ২৬ ফাল্গুন ১৩২০	৬৯	
42 ॥ ৯০	দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার	শান্তিনিকেতন / ২৮ ফাল্গুন ১৩২০	৭০	নূতন গান / তত্ত্ব ১। ১৩২১। ১
43 ॥ ৯১	আমায় ভুলতে দিতে	[শান্তিনিকেতন] / ২৯ ফাল্গুন ১৩২০	৭১	
44 ॥ ৯২	জানি নাই গো সাধন তোমার	[শান্তিনিকেতন] / ১ চৈত্র ১৩২০	৭২	
45 ॥ ৯৩	ওদের কথায় ধাঁদা লাগে	[শান্তিনিকেতন] / ২ চৈত্র ১৩২০	৭৩	নূতন গান / তত্ত্ব ৫। ১৩২১। ৮৭
46 ॥ ৯৪	এই আসা যাওয়ার খেয়ার	[শান্তিনিকেতন] / ৩ চৈত্র [১৩২০]	৭৪	
47 ॥ ৯৫	জীবন আমার চলছে যেমন	[শান্তিনিকেতন] / ৫ চৈত্র [১৩২০]	৭৫	
48 ॥ ৯৬	চাওয়া লাগে গানের পালে	[শান্তিনিকেতন] / ৬ চৈত্র [১৩২০]	৭৬	
49 ॥ ৯৭	আমারে দিই তোমার হাতে	[শান্তিনিকেতন] / ৭ চৈত্র [১৩২০]	৭৭	

১২ ভ্রমক্রমে '১৩১২০' লেখা আছে।

পৃ॥ সং	সূচনা	রচনা	গ্রন্থে সং
50 ॥ ৯৮	আরো চাই যে আরো চাই গো	[শান্তিনিকেতন] / ৮ চৈত্র [১৩২০]	৭৮
51 ॥ ৯৯	আমার বাণী আমার প্রাণে লাগে	৯ চৈত্র [১৩২০]	৭৯
52 ॥ ১০০	তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভরে	১৩ চৈত্র [১৩২০]	৮০
53 ॥ ১০১	তোমার পূজা নিয়ে তোমায়?	[শান্তিনিকেতন] / ১৪ চৈত্র [১৩২০]	৮১
54 ॥ ১০২	হে অন্তরের ধন	শান্তিনিকেতন [১৩] / ১৫ই চৈত্র [১৩২০]	৮২
55 ॥ ১০৩	তুমি যে এসেছ মোর ভবনে	[শান্তিনিকেতন] / ১৬ চৈত্র [১৩২০]	৮৩
56 ॥ ১০৪	আপনাকে এই জানা আমার	[শান্তিনিকেতন] / ১৭ চৈত্র [১৩২০]	৮৪
57 ॥ ১০৫	বল ত এইবারের মত	২১ চৈত্র [১৩২০]	৮৫
58 ॥ ১০৬	আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে	২২শে চৈত্র [১৩২০]	৮৬
59 ॥ ১০৭	ওদের সাথে মেলাও, যারা	২২ চৈত্র [১৩২০]	৮৭
60 ॥ ১০৮	সকাল সাঁঝে	২৩ চৈত্র [১৩২০]	৮৮
61 ॥ ১০৯	তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে	২৩ চৈত্র [১৩২০]	৮৯
62 ॥ ১১০	আমায় বাঁধবে যদি কাজের ডোরে	২৩ চৈত্র [১৩২০]	৯০
63 ॥ ১১১	কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না	**শান্তিনিকেতন / ২৪ চৈত্র [১৩২০]**	৯১

পাণ্ডুলিপিতে নাই, অথচ গ্রন্থে 'শান্তিনিকেতন' দীর্ঘকাল ছাপা হইয়া আসিতেছে এরূপ সকল ক্ষেত্রে বন্ধনীমধ্যে [শান্তিনিকেতন] দেওয়া গেল। কদাচিৎ গ্রন্থে না থাকিলেও দেওয়া গেল, যেমন গ্রন্থের ৮২-সংখ্যক এই গানটিতে।

পৃ ॥ সং	সূচনা	ছন্দ-সূত্র	রচনা	গ্রন্থে সং
64 ॥ ১১২	আমার হিয়ার মাঝে		কলিকাতার পথে রেলগাড়িতে / ২৫ চৈত্র [১৩২০]	৯২
65 ॥ ১১৩	প্রাণে গান নাই, মিছে তাই		কলিকাতা / ২৬ চৈত্র [১৩২০]	৯৩
66 ॥ ১১৪	কেন তোমরা আমায় ডাক, আমার		কলিকাতা / ২৭ চৈত্র [১৩২০]	৯৪
67 ॥ ১১৫	সে দিনে আপদ আমার যাবে কেটে		কলিকাতা / ২৭ চৈত্র [১৩২০]	৯৫
68 ॥ ১১৬	মোর প্রভাতের এই প্রথম খনের		শান্তিনিকেতন / ১লা বৈশাখ [১৩২১][১৪]	৯৬
69 ॥ ১১৭	তোমার মাঝে আমারে পথ		শান্তিনিকেতন / ২রা বৈশাখ [১৩২১][১৪]	৯৭
70 ॥	এ পৃষ্ঠায় পেন্সিলের লেখা সম্পূর্ণ মুছিয়া নূতন ভাবে সেটি পরপৃষ্ঠায় লিখিত।			
71 ॥ ১১৮	তোমার আনন্দ ঐ এল দ্বারে		শান্তিনিকেতন / ৩ বৈশাখ [১৩২১][১৪]	৯৮
72 ॥ ১১৯	তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে		শান্তিনিকেতন / ৫ই বৈশাখ [১৩২১][১৪]	৯৯
73 ॥ ১২০	তুমি আমার আঙিনাতে		শান্তিনিকেতন / ৬ই বৈশাখ [১৩২১]	১০০
74 ॥ ১২১	আমার যে সব দিতে হবে		শান্তিনিকেতন / ৭ই বৈশাখ [১৩২১]	১০১
76 ॥ ১২২	এই লভিনু সঙ্গ তব	(২১)	রামগড় / ৩১ বৈশাখ [১৩২১]	১০২
78 ॥ ১২৩	চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে	(২১)	রামগড় / ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩২১	১০৪
79 ॥ ১২৪	গান গেয়ে কে জানায় আপন	(২১)	রামগড় / ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১	১০৫
80 ॥ ১২৫	এরে ভিখারী সাজায়ে কি রঙ্গ	(২১)	রামগড় / ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২১	১০৬

১৪ লিপিপ্রমাদে পাণ্ডুলিপিতে এই কয়টি ক্ষেত্রে লেখা হয় : ১৩১৫ / মুদ্রিত গ্রন্থে প্রথমাবধি : ১৩২১ /

পা। সং	সূচনা	গুচ্ছ-ধৃত	রচনা	গ্রন্থে সং	
81 ॥ ১২৬	এতদিন যে সাহস করে ডাকতে পারি নাই / তুমি আমার ঘরের মানুষ ঘরে তোমায় পাই। /			কবিতা-খণ্ড ;	
86 ॥ ১২৯	সন্ধ্যা হল গো— / ওমা, সন্ধ্যা	(২১)	রামগড় / ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ রাত্রি	১০৭	
87 ॥ ১৩০	আকাশে দুই হাতে প্রেম	(২১)	রামগড় / ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২১	১০৮	কালক্রমে লেখ
77 ॥ ১৩১	এই ত তোমার আলোক ধেনু	(২১)	রামগড় / ১ ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২১	১০৬	বা ছাপা নাই।
91 ॥ ১৩৩	আজ ফুল ফুটেছে মোর আসনের	(২১)	রামগড় / ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২১	১০৯	
92 ॥ ১৩৪	আমার প্রাণের মাঝে যেমন করে	(২১)	রামগড় / ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১	১১০	
93 ॥ ১৩৫	*আমার সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেছ		কলিকাতা / ২ আষাঢ় ১৩২১	১১১	

গান (১৯১৪)

176 ॥ ১৩৬	*লিখব তোমার নবীন পাতায়	বোলপুর / ১১ই আষাঢ় ১৩২১

গীতিমাল্যের কতকগুলি খুচরা রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি আছে ২১-সংখ্যক পাণ্ডুলিপি-গুচ্ছে। তন্মধ্যে প্রথম দিকের যে রচনাগুলি রবীন্দ্রভবনে পাওয়া গিয়েছে পাণ্ডুলিপির প্রতিচ্ছবি-আকারে— তালিকায় গুচ্ছের উল্লেখ চতুষ্কোণ বন্ধনী-মধ্যে। বাকিগুলির রবীন্দ্রনাথ-লিখিত প্রেস-কপি রক্ষিত আছে এখানকার সংগ্রহে, সাধারণ বন্ধনী-মধ্যে গুচ্ছের সংখ্যা-নির্দেশ ; গীতিমাল্যে এগুলির ক্রমিক-সংখ্যা ১০১ হইতে ১১০ অবধি কিন্তু অত্র পঞ্জীকরণসংখ্যা ১২২-২৫ ও ১২৮-৩৫।

গীতিমাল্যের তিনটি রচনা— গ্রন্থে মুদ্রিত সংখ্যা ২, ৫, ৩১ — এই পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া গেল না। সাময়িক পত্রে প্রচারের তথ্য অতঃপর দ্রষ্টব্য—

২	আজ	প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি	(অজ্ঞাত)
৫	শারদা / ওগো	শেফালিবনের মনের কামনা	ভারতী / আশ্বিন ১৩১৮, পৃ ৬২৮
৩১	বিনামূল্যে যাচাই	কে নিবি গো কিনে আমায়	প্রবাসী / বৈশাখ ১৩২০, পৃ ১ তত্ত্ববোধিনী / বৈশাখ ১৩২০, পৃ ১

পূর্বোক্ত '২' ও '৫', পুণ্যস্মৃতি (১৩৭১ / পৃ ১৮) অনুযায়ী ১৩১৮ সনে শারদোৎসব-অভিনয় উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানপত্রে মুদ্রিত 'নূতন গান'। অভিনয় হইয়াছিল শারদীয় অবকাশের পূর্বে।

গীতিমাল্যে যেটির ক্রমিক-সংখ্যা '৩১'। উল্লিখিত রচনাপঞ্জীতে যাহা নাই / কে নিবি গো কিনে আমায় ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ তাহার প্রেস-কপি লিখিয়া পাঠান প্রবাসী পত্রের উদ্দেশে। সেটিও রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি সন্দেহ নাই; রবীন্দ্রভবনে তাহার প্রতিচ্ছবি পাওয়া গিয়াছে শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে।

বলাকা ॥ পূর্বপর্যায় ॥

পৃ ॥ স°	সূচনা	গুচ্ছ-ধৃত	রচনা		প্রচার
82 ॥ ১২৭	এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো	(৫৫)	রামগড় / ৫ই জ্যৈষ্ঠ [১৩২১]	২	সর্বনেশে / সবুজপত্র ৪। ১৩২১। ২০৯
84 ॥ ১২৮	আমরা চলি সমুখপানে	(৫৫)	রামগড় / ৬ই জ্যৈষ্ঠ [১৩২১]	৩	আমরা চলি সমুখপানে / তদেব ২। ১৩২১। ৯৬
88 ॥ ১৩২	তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে	(৫৫)	রামগড় / ১২ই জ্যৈষ্ঠ [১৩২১]	৪	শঙ্খ / তদেব ৩। ১৩২১। ১৪১
97 ॥ ১৪০	পাড়ি / মত্ত সাগর দিল পাড়ি	(৫৫)	কলিকাতা / ৫ই ভাদ্র ১৩২১	৫	পাড়ি / তদেব ৫। ১৩২১। ৩২৮

বলাকার চতুর্থ ও পঞ্চম কবিতার অন্তর্বর্তীকালে (পঞ্জীধৃত ক্রমিক সংখ্যা ১৩২ ও ১৪০) গীতিমাল্যের ৩টি (পঞ্জীধৃত সংখ্যা ১৩৩-৩৫), ১৩২১ সনে মুদ্রিত গানের ১টি (ঐরূপ সংখ্যা ১৩৬) ও গীতালির ৩টি (ঐরূপ সংখ্যা ১৩৭-৩৯) গান-কবিতা রচিত। উল্লিখিত কবিতানিচয়ের (বলাকা) কতকগুলির প্রেস-কপি আর কতক প্রেস-কপির প্রতিচ্ছবি রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহে আছে ৫৫-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিগুচ্ছে; তন্মধ্যে প্রেস-কপির নির্দেশ '(৫৫)' সংকেতে আর প্রেস-কপির প্রতিচ্ছবির নির্দেশ থাকিবে পরে '[৫৫]' সংকেতে।

বলাকার উত্তরপর্বের বা নূতন পর্যায়ের কবিতা / গানগুলি রক্ষিত আছে

১৩১ ও ১১১ সংখ্যার রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিতে।

গীতালি

তালিকার কয়েকটি গান গীতালি-ভুক্ত না হইলেও, সমকালীন

পৃ ॥ সং	সূচনা	গুচ্ছ	রচনা	গ্রন্থে সং	প্রচার
170 ॥ ১৩৭	দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল		শান্তিনিকেতন / শ্রাবণ ১৩২১	১	গীতিগুচ্ছ (১) / প্রবাসী ৮ । ১৩২১ । ১০৩
95 ॥ ১৩৮	তুমি / আড়াল পেলে কেমনে		শান্তিনিকেতন / ৪ঠা ভাদ্র ১৩২১	২	
96 ॥ ১৩৯	বাধা দিলে বাধবে লড়াই		[২০] শান্তিনিকেতন / ৪ঠা ভাদ্র ১৩২১	৩	গান / প্রবাসী ৬ । ১৩২১ । ১৮৪
100 ॥ ১৪১	আমি) হৃদয়ে যে পথ কেটেছি°		কলিকাতা / ৬ই ভাদ্র [১৩২১]	৪	গীতিগুচ্ছ (২) প্রবাসী ৮ । '২১ । ১০৩
101 ॥ ১৪২	আলো যে যায়রে দেখা		কলিকাতা / ৬ই ভাদ্র [১৩২১]	৫	শরতের গান / প্রবাসী ৭ । ১৩২১ । [illegible]
102 ॥ ১৪৩	ও নিঠুর, আরো কি বাণ		শান্তিনিকেতন / ৭ই ভাদ্র [১৩২১]	৬	
103 ॥ ১৪৪	সুখে আমায় রাখবে কেন		শান্তিনিকেতন / ৭ই ভাদ্র [১৩২১]	৭	
104 ॥ ১৪৫	বল, আমার সনে তোমার কি শত্রুতা		[শান্তিনিকেতন] / ৭ই ভাদ্র [১৩২১]		দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্র-রচনাবলী ১১ । সংযোজন
105 ॥ ১৪৬	ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর		সুরুল / বুধবার ৮ই ভাদ্র [১৩২১]	৮	
106 ॥ ১৪৭	তুমি আমায় নিলে জিনে°		সুরুল / ৮ই ভাদ্র [১৩২১]	৯	
107 ॥ ১৪৮	ঘুম কেন নেই তোরি চোখে		সুরুল / ৯ ভাদ্র [১৩২১]	১০	
108 ॥ ১৪৯	আমি যে আর সইতে পারি নে		সুরুল / ৯ ভাদ্র [১৩২১]	১১	গীতিগুচ্ছ (৪) / প্রবাসী ৮ । '২১ ।
109 ॥ ১৫০	পথ চেয়ে যে কেটে গেল		সুরুল / ৯ ভাদ্র [১৩২১]	১২	গীতিগুচ্ছ (৫) / তদেব । ১০৪
111 ॥ ১৫১	আবার শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে		সুরুল / ১০ই ভাদ্র [১৩২১]	১৩	গান / প্রবাসী ৭ । ১৩২১ । ১৭
112 ॥ ১৫২	আমার সকল রসের ধারা		সুরুল / ১০ই ভাদ্র [১৩২১]	১৪	নূতন গান / তত্ত্ব ৮ । ১৩২১ । ১৪১

গীতালি

পৃ ॥ সং	সূচনা	গুচ্ছ	রচনা	গ্রন্থে সং	প্রচার
113 ॥ ১৫৩	এই শরৎ আলোর কমলবনে		সুরুল / ১১ই ভাদ্র [১৩২১]	১৫	শরতের গান / প্রবাসী ৭ । ১৩২১ । ১
114 ॥ ১৫৪	তোমার মোহন রূপে কে রয় ভুলে		সুরুল / ১১ই ভাদ্র [১৩২১]	১৬	শরতের গান / তদেব । ১
110 ॥ ১৫৫	যখন তুমি বাঁধছিলে তার		[সুরুল] / ১২ই ভাদ্র [১৩২১]	১৭	গীতিগুচ্ছ (৫) / প্রবাসী ৮ । '২১ । ১০৪
115 ॥ ১৫৬	আগুনের পরশমণি		সুরুল / ১২ই ভাদ্র [১৩২১	১৮	গীতিগুচ্ছ (৬) / তদেব । ১০৪
116 ॥ ১৫৭	আমার গোপন হৃদয় প্রকাশ হল°		সুরুল / ১৩ই ভাদ্র [১৩২১]	১৯	শরতের গান / প্রবাসী ৭ । ১৩২১ । ২
117 ॥ ১৫৮	এক হাতে ওর কৃপাণ আছে		সুরুল / ১৪ই ভাদ্র [১৩২১]	২০	গীতিগুচ্ছ (৭) / প্রবাসী ৮ । ১৩২১ । ১০৫
118 ॥ ১৫৯	পথ দিয়ে কে যায় গো চলে		সুরুল / ১৫ই ভাদ্র [১৩২১]	২১	
119 ॥ ১৬০	এই যে কালো মাটির বাসা		সুরুল / সন্ধ্যা ১৬ই ভাদ্র [১৩২১]	২২	গীতিগুচ্ছ (৮) / প্রবাসী ৮ । ১৩২১ । ১০৫
120 ॥ ১৬১	কেন আর মিথ্যা আশা°	[২০]	সুরুল / সকাল ১৭ই ভাদ্র [১৩২১]	২৩	গীতিগুচ্ছ (৯) / তদেব । ১০৫ তুলনীয় প্রবাসী ও গীতালি-ধৃত পরবর্তী পাঠ 'যে থাকে থাক্-না দ্বারে'। পূর্বপাঠ যথাস্থ গীতবিতানের তৃতীয় খণ্ডে।
121 ॥ ১৬২	(তোমার) খোলা হাওয়া		শান্তিনিকেতন / বিকাল ১৭ই ভাদ্র [১৩২১]	২৪	
122 ॥	[এ পৃষ্ঠার লেখা সম্পূর্ণ কাটিয়া পরপৃষ্ঠায় নূতনভাবে লিখিত]				নূতন গান / তঃ ৮ । ১৩২১ । ১৭৭
123 ॥ ১৬৩	শুধু তোমার বাণী নয় গো		শান্তিনিকেতন / ১৮ই ভাদ্র [১৩২১]	২৫	গীতিগুচ্ছ (১০) / প্রবাসী ৮ । '২১ । ১০৬
124 ॥ ১৬৪	শরৎ তোমার অরুণ আলোর		সুরুল / শ্রীনিকেতন / ১৯ ভাদ্র [১৩২১]	২৬	শরতের গান / প্রবাসী ৭ । ১৩২১ । ২
125 ॥ ১৬৫	ও আমার মন যখন জাগলি না রে		সুরুল / ২১ ভাদ্র [১৩২১]	২৭	
126 ॥ ১৬৬	মোর মরণে তোমার হবে জয়		সুরুল / ২২ ভাদ্র [১৩২১]	২৮	গীতিগুচ্ছ (১১) / প্রবাসী ৮ । '২১ । ১০৬

গীতালি

পৃ ॥ সং	সূচনা	রচনা	গ্রন্থে সং	প্রচার
127 ॥ ১৬৭	এবার আমায় ডাকলে দূরে	সুরুল / ২৩ ভাদ্র [১৩২১]	২৯	
128 ॥ ১৬৮	তীরে কি আর আসবে না তোর তরী[১]	শান্তিনিকেতন / ২৪ ভাদ্র [১৩২১]	৩০	গান / শান্তিনিকেতন ৬-৭। '২৬। ৩
129 ॥ ১৬৯	এবার পড়ে রইব তোমার দ্বারে[২]	সুরুল হইতে শান্তিনিকেতনে গোরুর গাড়িতে ২৬ ভাদ্র [১৩২১]	৩১	
130 ॥ ১৭০	না বাঁচাবে আমায় যদি	পূর্ববৎ ২৬ ভাদ্র [১৩২১]	৩২	গীতিগুচ্ছ (১২) / প্রবাসী ৮। ১৩২১। ১০৬
131 ॥ ১৭১	যেতে যেতে একলা পথে	সুরুল / অপরাহ্ন ২৬ ভাদ্র [১৩২১]	৩৩	
132 ॥ ১৭২	মালা হতে খসে পড়া ফুলের	সুরুল / ২৭ ভাদ্র [১৩২১]	৩৪	গীতিগুচ্ছ (১৩) / প্রবাসী ৮। ১৩২১। ১০৬
133 ॥ ১৭৩	কোন বারতা পাঠালে মোর	সুরুল / ২৮ ভাদ্র [১৩২১]	৩৫	শরতের গান / প্রবাসী ৭। ১৩২১। ২
134 ॥ ১৭৪	সামনে এরা চায় না যেতে[৩]	শান্তিনিকেতন / ২৮ ভাদ্র [১৩২১]	৩৬	গীতিগুচ্ছ (১৪) / প্রবাসী ৮। ১৩২১। ১০৬
135 ॥ ১৭৫	সেই ত আমি চাই	শান্তিনিকেতন / ২৮ ভাদ্র [১৩২১]	৩৭	
136 ॥ ১৭৬	শেষ নাহি যে, শেষ কথা	সুরুল / অপরাহ্ন ২৮ ভাদ্র [১৩২১]	৩৮	গীতিগুচ্ছ (১৫) / প্রবাসী ৮। ১৩২১। ১০৭
137 ॥ ১৭৭	না রে তোদের ফিরতে	সুরুল / অপরাহ্ন ২৮ ভাদ্র [১৩২১]	৩৯	
138 ॥ ১৭৮	মনকে হেথায় বসিয়ে রাখিসনে	সুরুল / ২৯ ভাদ্র [১৩২১]	৪০	
139 ॥ ১৭৯	এতটুকু আঁধার যদি	সুরুল / ৩০ ভাদ্র [১৩২১]	৪১	
140 ॥ ১৮০	এই কাঁচা ধানের ক্ষেতে যেমন[৪]	সুরুল / ৩০ ভাদ্র [১৩২১]	৪২	গীতিগুচ্ছ (১৬) / প্রবাসী ৮। ১৩২১। ১০৭
141 ॥ ১৮১	দুঃখ যে তোর নয় রে চিরন্তন	সুরুল / ১ আশ্বিন [১৩২১]		দ্রষ্টব্য : শান্তিনিকেতন ৬-৭। '২৬। ৬ ॥ কাব্যগীতি ॥ গীতবিতান

পৃ ॥ সং	সূচনা	গুচ্ছ	রচনা	গ্রন্থে সং	সংকলন / প্রচার
142 ॥ ১৮২	দুঃখ যদি না পাবে ত		শান্তিনিকেতন / ১ আশ্বিন [১৩২১]	৪৩	
143 ॥ ১৮৩	নারে নারে হবে না তোর		শান্তিনিকেতন / ১ আশ্বিন [১৩২১]	৪৪	
144 ॥ ১৮৪	তোমার এই মাধুরী		সুরুল / সন্ধ্যা ১ আশ্বিন [১৩২১]	৪৫	শরতের গান / প্রবাসী ৭। ১৩২১। ২ পুনর্মুদ্রিত : প্রবাসী ৮। ১৩২১। ১০৭
145 ॥ ১৮৫	না গো এই যে ধূলা, আমার না এ		সুরুল / প্রভাত ২ আশ্বিন [১৩২১]	৪৬	
146 ॥ ১৮৬	ওগো আপন রসে মাতে যারা		[বর্জনচিহ্নিত। অসম্পূর্ণ ?]		দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্র-রচনাবলী ১১। সংযোজন
147 ॥ ১৮৭	এই কথাটা ধরে রাখিস্		সুরুল / অপরাহ্ণ ২রা আশ্বিন [১৩২১]	৪৭	
148 ॥ ১৮৮	লক্ষ্মী যখন আসবে তখন		সুরুল / অপরাহ্ণ ২রা আশ্বিন [১৩২১]	৪৮	
149 ॥ ১৮৯	ঐ অমল হাতে রজনী প্রাতে		সুরুল হইতে শান্তিনিকেতনের পথে। / ৭ আশ্বিন [১৩২১]	৪৯	
150 ॥ ১৯০	মোর হৃদয়ের গোপন বিজন		সুরুল / প্রভাত ৮ই আশ্বিন [১৩২১]	৫০	
151 ॥ ১৯১	খুসি হ তুই আপন মনে		সুরুল / সন্ধ্যা ৮ই আশ্বিন [১৩২১]	৫১	
152 ॥ ১৯২	সহজ হবি সহজ হবি		সুরুল / প্রভাত ৯ আশ্বিন [১৩২১]	৫২	
153 ॥ ১৯৩	ওরে ভীরু তোর হাতে নাই		শান্তিনিকেতন / অপরাহ্ণ ৯ আশ্বিন [১৩২১]	৫৩	
154 ॥ ১৯৪	চোখে দেখিস্, প্রাণে কানা		শান্তিনিকেতন / ১১ই আশ্বিন [১৩২১]	৫৪	
155 ॥ ১৯৫	তোমার অগ্নিবীণা বাজাও°	[২০]	শান্তিনিকেতন / রাত্রি ১৩ আশ্বিন [১৩২১]	৫৫	গীতিগুচ্ছ / প্রবাসী ৮। ১৩২১। ১০৭
156 ॥ ১৯৬	আলো যে আজ গান করে মোর		শান্তিনিকেতন / ১৪ই আশ্বিন [১৩২১]	৫৬	শরতের গান / প্রবাসী ৭। ১৩২১। ২

পৃ ॥ সং	সূচনা	স্থান	রচনা	গ্রন্থে সং	প্রচার
157 ॥ ১৯৭	আমার বোঝা একটু করি ভারী	শান্তিনিকেতন	/ ১৫ই আশ্বিন [১৩২১]		দ্রষ্টব্য : শান্তিনিকেতন ৬-৭। ১৩২৬। ১০ রবীন্দ্র-রচনাবলী ১১। পৃ ৩০২
158 ॥ ১৯৮	তোমার দুয়ার খোলার ধ্বনি	শান্তিনিকেতন	/ ১৬ই আশ্বিন ১৩২১	৫৭	
159 ॥ ১৯৯	প্রেমের প্রাণে সইবে কেমন করে	শান্তিনিকেতন	/ ১৬ই আশ্বিন [১৩২১]	৫৮	
160 ॥ ২০০	ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু	শান্তিনিকেতন	/ ১৬ আশ্বিন [১৩২১]	৫৯	
161 ॥ ২০১	আমার আর হবে না দেরি	শান্তিনিকেতন	/ ১৬ আশ্বিন [১৩২১]	৬০	
162 ॥ ২০২	ঐ যে সন্ধ্যা খুলিয়া ফেলিল	শান্তিনিকেতন	/ সন্ধ্যা ১৬ই আশ্বিন [১৩২১]	৬১	চরম নমস্কার / প্রবাসী ৭। ১৩২১। ৭
163 ॥ ২০৩	দুঃখ এ নয় সুখ নহে গো	[শান্তিনিকেতন]	/ রাত্রি ১৬ই আশ্বিন [১৩২১]	৬২	
164 ॥ ২০৪	এদের পানে তাকাই আমি	[শান্তিনিকেতন]	/ রাত্রি ১৬ই আশ্বিন [১৩২১]	৬৩	
165 ॥ ২০৫	আজ আমি তোমাদের সঁপিলাম [২০]	শান্তিনিকেতন	/ রাত্রি ১৬ই আশ্বিন ১৩২১	আশীর্বাদ	
166 ॥ ২০৬	হিসাব আমার মিলবে না	[শান্তিনিকেতন]	/ রাত্রি ১৬ই আশ্বিন [১৩২১]	৬৪	
167 ॥ ২০৭	মেঘ বলেছে যাব যাব	শান্তিনিকেতন	/ প্রভাত ১৭ই আশ্বিন [১৩২১]	৬৫	গীতিগুচ্ছ / প্রবাসী ৮। ১৩২১। ১০৮
168 ॥ ২০৮	কাণ্ডারী গো, এবার যদি	শান্তিনিকেতন	/ প্রভাত ১৭ই আশ্বিন [১৩২১]	৬৬	গীতিগুচ্ছ / তদেব
169 ॥ ২০৯	ফুল তো আমার ফুরিয়ে গেছে	শান্তিনিকেতন	/ প্রভাত ১৭ই আশ্বিন [১৩২১]	৬৭	শেষের দান / প্রবাসী ৭। ১৩২১। ৩

গীতালির সূচীপত্র সংকলন শেষ হয় নাই ; ইহার অনুবৃত্তি চলিবে ১৩০ সংখ্যার পাণ্ডুলিপিতে।

গ্রন্থপ্রকাশের পর কোনো গান মাসিক পত্রে প্রচারিত হইয়া থাকিলে সে তথ্য পঞ্জীকৃত হয় নাই।

পাণ্ডুলিপি-ধৃত অবশিষ্ট রচনা

· 183 [১] মম অন্তর উদাসে — বোলপুর / ১৯১১ — গান (সেপ্টেম্বর ১৯১৪) পৃ ১৮

· [182 রাত্রি এসে যেথায় মেশে — শান্তিনিকেতন / ১৯১০ / বর্তমান পঞ্জীর প্রথমেই উল্লিখিত]

· 181 [২] দুজনে এক হয়ে যাও — প্রচল গীতবিতান-৩ (১৩৮১ হইতে) -- গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য।[১৫]

· 180 [৩] Ceaseless is the welter of rain — Poems (1942) No. 17

মূল : ঝর ঝর বরিষে বারিধারা / কাব্যগ্রন্থাবলী (১৩০৩) পৃ ৬২৯

· 180 [৪] Thou shalt dwell in silence in my heart — Poems (1942) No 15

মূল : তুমি রবে নীরবে / রচনা : ১৮ . ৭ . ১৩০২ / কাব্য৹ (১৩০৩) পৃ ৪৩২

· 179 [৫] The tumult of your play is without end. — Fruit-Gathering (Oct 1916) No. 52

মূল : চিরকাল একি লীলা গো / প্রথম প্রকাশ : বঙ্গদর্শন : অগ্রহায়ণ ১৩০৯ / উৎসর্গ

· 177 [৬] I know that at the dim end of some day — Fruit-Gathering (Oct. 1916) No 51

মূল : জানি গো দিন যাবে / বর্তমান পাণ্ডুলিপি-ধৃত / রচনা : ২ . ৬ . ১৩২০ / গীতিমাল্য ৪০

· 176 লিখব তোমার রঙীন পাতায় — বোলপুর / ১১ই আষাঢ় ১৩২১ / ১৩৬ ক্রমিক সংখ্যায় পূর্বেই পঞ্জীকৃত]

---

১৫ যাঁহাদের পরিণয়োপলক্ষে ইহার রচনা তাঁহাদের বিষয়ে সমকালীন উল্লেখ : 'বিগত ১৮ই মে [৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১] সিটী কলেজ ভবনে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা কুমারী কুমুদিনীর সহিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার বসুর বিবাহ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করেন।' তত্ত্বকৌমুদী। ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

অবশিষ্ট রচনা

- 175 [৭] I know that the flower one day — Poems (1942) No. 54
  মূল : আমার সকল কাঁটা ধন্য করে / বর্তমান পাণ্ডুলিপি-ধৃত / রচনা : ১৫ . ৮ . ১৩২০ / গীতিমাল্য, ৪৯
- 174 [৮] With a sword in his right hand — Poems (1942) No. 57
  মূল : এক হাতে ওর কৃপাণ আছে / বর্তমান পাণ্ডুলিপি-ধৃত / রচনা : ১৪ . ৫ . ১৩২১ / গীতালি, ২০
- 173 [৯] My heart is on fire with the flame of thy songs — Poems (1942) No. 55
  মূল : তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে / বর্তমান পাণ্ডুলিপি-ধৃত / রচনা : ২৪ . ১২ . ১৩২০ / গীতিমাল্য, ৮৯
- 172 [১০] পোহাল পোহাল বিভাবরী — প্রবাসী ১০ । ১৩২১ । ৩৮৯
- 171 [১১] প্রাণ চায় চক্ষু না চায় — গান (১৯১৪) পৃ ৬৩
- 170 [১৩৭ দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই — শান্তিনিকেতন / শ্রাবণ ১৩২১ / গীতালির সূচনা ।]
- 94 [১১] কেবল ২ ছত্র : এই ধূলিপথের উপর চলে / অদৃশ্য কোন স্রোতের ধারা ! /

বর্তমান রচনাপঞ্জীতে কালক্রমিক সংখ্যা দিয়া ২০৯টি রচনার উল্লেখ করা হইয়াছে। অবশিষ্ট রচনার সংখ্যা ১২ (বাংলা কবিতার ইংরাজী রূপান্তর গণিয়া)— এগুলির সুনির্দিষ্ট তারিখ জানা নাই। কয়েকটি অসম্পূর্ণ রচনা বা রচনাভাস লইয়া এই পাণ্ডুলিপিতে রচনার মোট সংখ্যা হইল— ২২১।

পূর্ববর্তী রচনাপঞ্জীর সারমর্ম বা চুম্বক

পাণ্ডু-পৃ ॥ ক্রমিক সং ॥ রচনা : রচনার স্থান / কাল / মন্তব্য

182 ॥ ১ ॥ গীতিমাল্য / ১ : শান্তিনিকেতন / ১১ আশ্বিন ১৩১৭ / অন্য পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলন /

224-187 ॥ ২-২৫ ॥ গীতিমাল্য / ৪-২৭ ॥ শিলাইদহ। শান্তিনিকেতন / ১৫ চৈত্র ১৩১৮ - ১৩ বৈশাখ ১৩১৯ / বর্তমান পাণ্ডুলিপির যথার্থ সূচনা। গান / কবিতার সংখ্যা ২৫টি।

186-184 ॥ ২৬-২৮ ॥ গীতিমাল্য / ২৮-৩০ ॥ লোহিত সমুদ্র। Hampstead / ২১ জ্যৈষ্ঠ - ১১ আষাঢ় ১৩১৯ / সংখ্যা ৩টি। রবীন্দ্রনাথ বিলাত যাত্রা করেন (বোম্বাই হইতে) ১৪ জ্যৈষ্ঠ এবং লণ্ডনে পৌছেন ২ আষাঢ় ১৩১৯ বঙ্গাব্দে। অতঃপর বিদেশের কবি-ভাবুক-বিদ্বৎ-সমাজে পরিচিত ও আদৃত হন, Gitanjali প্রকাশিত ও প্রশংসিত হয়, তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যান ও বক্তৃতা দেন— দীর্ঘকাল নূতন কবিতা / গান রচনার সময় সুযোগ বা প্রেরণা ছিল না। গীতিমাল্যের ৩১ সংখ্যা (কে নিবি গো কিনে আমায় / ২৪ পৌষ ১৩১৯) বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে নাই।

1-2 ॥ ২৯-৩৫ ॥ লেখন। স্ফুলিঙ্গ ॥ nursing home (লণ্ডনে) / ২০-২৩ আষাঢ় ১৩২০ / রবীন্দ্রনাথ যুক্তরাষ্ট্র হইতে ফিরিয়া ১ বৈশাখ ১৩২০ লণ্ডনে উপনীত হন। 'আইরিশ থিয়েটার'এ ইংরাজি 'ডাকঘর' অভিনয়, ৬ বৈশাখ হইতে 'কোয়েষ্ট সোসাইটি'তে রবীন্দ্রনাথের ৬টি বক্তৃতা এ সময়ের ঘটনা। অর্শের দরুন শরীরে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়, জুনের শেষে (আষাঢ় ১৩২০) কবি লণ্ডনে এক নার্সিং হোমে ভর্তি হন। উল্লিখিত ৭টি দ্বিপদী-চৌপদী ঐ সময়ের রচনা— বলা যায়, এগুলিকে রবীন্দ্রনাথ বর্তমান পাণ্ডুলিপির বহির্দেশে (পুস্তানিতে) টুকিয়া রাখেন।

3-13 ॥ ৩৬-৪৫ ॥ গীতিমাল্য / ৩২-৪১ ॥ লণ্ডন। গ্লস্টার। মধ্যধরণী-সাগর। লোহিত সাগর / ৮ ভাদ্র ৩ আশ্বিন ১৩২০ / 'রবীন্দ্র-জীবনী'-অনুযায়ী ১৯ ভাদ্র ১৩২০ তারিখে রবীন্দ্রনাথ লিভারপুল হইতে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। উহার অব্যবহিত পূর্বের ও পরের রচনা এই ১০টি গান / কবিতা।

পাণ্ডু-পৃ ॥ ক্রমিক সং ॥ রচনা ॥ রচনার স্থান / কাল মন্তব্য

2 / 226-225 । ৪৬-৬০ ॥ লেখন । স্ফুলিঙ্গ ॥ ভারতসাগর / ৮-১০ আশ্বিন ১৩২০ / ৩ আশ্বিনের পর, দেখা যাইতেছে, ভারত সাগরে পৌঁছিয়া গান / কবিতা লেখা স্থগিত রহিল। এ সময়ের রচনা উল্লিখিত ১৫টি দ্বিপদী পৃষ্ঠানুবৃত্তিতে '২' পৃষ্ঠায় শুরু হইয়া অপর দিকের 'পুস্তানি'তে (·226-225) শেষ হয়।

14-18 ॥ ৬১-৬৫ ॥ গীতিমালা / ৪২-৪৬ ॥ শান্তিনিকেতন / ২৮ আশ্বিন - ৫ কার্তিক ১৩২০ / দেশে ফিরিয়া শান্তি-নিকেতনে পৌঁছিলে গান / কবিতা রচনা পুনরায় শুরু। পৃষ্ঠানুবৃত্তিতে '১৪'-'১৮' পৃষ্ঠায় এই ৫টি।

·225 ॥ ৬৬ ॥ লেখন ॥ শান্তিনিকেতন / ১৭ কার্তিক ১৩২০ / কার্তিকের অধিকাংশ সময় ও অগ্রহায়ণের প্রায় অর্ধেক (৬ কার্তিক - ১৩ অগ্রহায়ণ) গীতধারা শুষ্ক বা ফল্গুধারায় অন্তর্হিত। বহুবিধ কৃত্য, চিত্ত বিক্ষেপেরও নানা কারণ (২৭ কার্তিক, নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তির সংবাদ শান্তিনিকেতনে পৌঁছে / ৭ অগ্রহায়ণ, দেশবাসীর সম্বর্ধনা-গ্রহণ আম্রকুঞ্জে, কবির 'অপ্রিয়' ভাষণ)— তাহারই আক্ষেপ এই কবিতায়।

19-76 ॥ ৬৭-১২২ ॥ গীতিমালা / ৪৭-১০২ ॥ শান্তিনিকেতন। শিলাইদা। কুষ্টিয়ার পথে
কলিকাতা। শান্তিনিকেতন। কলিকাতার পথে
কলিকাতা। শান্তিনিকেতন। রামগড় / ১৪ অগ্রহায়ণ ১৩২০ - ৩১ বৈশাখ ১৩২১

78-80 ॥ ১২৩-১২৫ গীতিমালা / ১০৪-১০৬ ॥ রামগড় / ৩-৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ /

81 ॥ ১২৬ অপ্রকাশিত ২ ছত্র কবিতা

82-84 ॥ ১২৭-১২৮ বলাকা / ২-৩ ॥ রামগড় / ৫-৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ / ২টি কবিতা।

86-87 । 77 ॥ ১২৯-১৩১ ॥ গীতিমালা / ১০৭-১০৮ । ১০৩ ॥ রামগড় / ৬-১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

পাণ্ডু-পৃ	ক্রমিক সং	রচনা	রচনার স্থান /	কাল /	মন্তব্য
88	১৩২	বলাকা / ৪	রামগড় /	১ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ /	১টি কবিতা /
91-93	১৩৩-১৩৫	গীতিমাল্য / ১০৯-১১১	রামগড় । কলিকাতা /	১৮ জ্যৈষ্ঠ-২ আষাঢ় ১৩২১ /	১৬ অগ্রহায়ণ ১৩২০-৩ আষাঢ় ১৩২১, প্রায় অবিচ্ছেদে । বলাকার ৫টি কবিতা বাদেও । গীতিমাল্যের ৬৫টি রচনা।
•176	১৩৬	গান / লিখব তোমার নবীন পাতায়	শান্তিনিকেতন /	১১ আষাঢ় ১৩২১ /	১টি গান বা কবিতা। অন্য কোনো পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলন ?
•170	১৩৭	গীতালি / ১	শান্তিনিকেতন /	শ্রাবণ ১৩২১ /	পরবর্তী সংকলন মাত্র ?
95-96	১৩৮-১৩৯	গীতালি / ২-৩	শান্তিনিকেতন /	১ ভাদ্র ১৩২১ /	২টি গান / কবিতা। বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে গীতিরচনার নূতন পর্বের সূচনা।
97	১৪০	বলাকা / ৫	কলিকাতা /	৫ ভাদ্র ১৩২১	
100-103	১৪১-১৪৪	গীতালি / ৪-৭	কলিকাতা । শান্তিনিকেতন /	৬-৭ ভাদ্র ১৩২১	
104	১৪৫	গীতালি-সংযোজন / ১	শান্তিনিকেতন /	৭ ভাদ্র ১৩২১	
105-140	১৪৬-১৮০	গীতালি / ৮-৪২	সুরুল । শান্তিনিকেতন /	৮-৩১ ভাদ্র ১৩২১	
141	১৮১	গীতালি-সংযোজন / ২	সুরুল /	১ আশ্বিন ১৩২১	
142-156	১৮২-১৯৬	গীতালি / ৪৩-৫৬	শান্তিনিকেতন । সুরুল । শান্তিনিকেতন /	১-১৪ আশ্বিন ১৩২১	
157	১৯৭	গীতালি-সংযোজন / ৩	শান্তিনিকেতন	১৫ আশ্বিন ১৩২১	

পাণ্ডু·পৃ ॥ ক্রমিক সং ॥ রচনা ॥ রচনার স্থান / কাল / মন্তব্য

158-169 ১৯৮-২০৯ ॥ গীতালি / ৫৭ ৬৩ - আশীর্বাদ - ৬৮-৬৭ শান্তিনিকেতন ১৬ ১৭ আশ্বিন ১৩২১ / ৪ ভাদ্র - ১৭ আশ্বিন প্রায় অবিচ্ছেদে গীতালির ৬৭টি গান / কবিতার রচনা সমাধা, তন্মধ্যে ১টি উৎসর্গ কবিতা বা পুত্র-পুত্রবধূর উদ্দেশে 'আশীর্বাদ' -- লক্ষ্য করিবার বিষয় গীতালির এই পর্বের শেষ রচনা : ফুল ত আমার ফুরিয়ে গেছে, / শেষ হল মোর গান ইত্যাদি। (অবশ্য, পরে ১৩১ সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে গীতালির অবিচ্ছিন্ন অনুবৃত্তি / ১৭ আশ্বিন - ৩ কার্তিক ১৩২১, ৪১টি গান-কবিতা।) এই সময়ের মধ্যেই বলাকার ১টি কবিতা ছাড়াও ৩টি গান রচিত ; শেষোক্ত সংকলিত রবীন্দ্ররচনাবলী একাদশের সংযোজনে।

· 183-170 ॥ পূর্ববর্তী রচনাপঙ্ক্তীর শেষভাগ ('অবশিষ্ট রচনা') দ্রষ্টব্য। ইংরাজী ভাষান্তর বা রূপান্তরগুলি (সুনির্দিষ্ট তারিখ না থাকিলেও) রচনার কালক্রমেই পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যাইতেছে ইহা ধরিয়া লওয়া যায় কিন্তু বাংলা গীতিকবিতা সেরূপ কোনো ক্রমিক শৃঙ্খলায় লেখা নাই তাহার কারণ এই যে, এগুলি অন্য পাণ্ডুলিপি (খাতা বা পাতা) হইতে সংকলন।

94 ॥ [১২ ; কেবল ২ ছত্র। রচনাকাল অনির্দিষ্ট।

· 227 ॥ পাণ্ডুলিপির এই পৃষ্ঠায় আর কোনো লেখা ছিল না, কেবল কপাল-টুক্‌নিতে :

আজ প্রথম ফুলের / শেফালিবনের মনের / (গীতিমাল্যে, সং ২ ও ৩)

জনগণমনঅধিনায়ক / (১৩১৮ সন)

Crescent Moon-এর / × × × [অস্পষ্ট]

আমাদের যাত্রা হল সুরু [২১ আশ্বিন ১৩১২ / পাঠান্তর : ১৩১৭ ?]

নীরজা। আজ আমার কি সুখের দিন!
আজ আমি নিজহাতে তোমাদের মিলন করে দিলুম — পৃথিবীর মধ্যে দুজনকে আমি সুখী করতে পারলুম।

নবীন। আর তোমার নিজের সুখ দেখলে না?

নীরজা। সেইত আমার সুখ — প্রদীপ দগ্ধ হয়ে আলো দেয় তা না হলে তার আর আবশ্যক কি আছে!

নবীন। তা বটে!

কেন এলিরে! ইত্যাদি!

নীরদ। তুমি আমাকে নলিনীর হাতে সমর্পণ করলে, কিন্তু আমার সমস্ত হৃদয় কি তাকে দিতে পারবে? তোমাকে যা দিয়েছি তা তুমি ফেরাতে পারবে না। আমাদের মিলনের মধ্যে তুমিই চিরদিন অধিষ্ঠাত্রী দেবী হয়ে জেগে থাকবে। আমাদের দুজনের এই মিলিত হৃদয়ের সমুদয় সুখ দুঃখ হাসি অশ্রুজল তোমারি উদ্দেশে উৎসর্গ করে রেখে দিলুম। চিরকাল তোমারি পূজার জন্যে আজ আমাদের এই দুজনের জীবনের মিলনমন্দির প্রতিষ্ঠিত হল।

১ লেখাঙ্কন : নলিনী

দুখের ভারে ভেঙে পড়ে, উঠিতে নিমেষে আঁখি,
মধুর প্রাণের কথা প্রাণেতে লুকায়ে রাখি!
এ জীবনে কহিব না, আর কথা কহিব না,
প্রভাতে রহিব শুধু কাঁদিবার হায় হায়!

— ২ —

তোমার ঘুম ভাঙাবে যখন চারিদিকে ফুল ফুটিতেছে, তখন সে তোমাকে দেখিতে পাইল না, তাহাতে তেমন আক্ষেপ নাই। কিন্তু যখন দেখি থরে থরে বেলের ফুটি, অথচ সে বেলফুলের কাছে তুমি বসিয়া নাই, এ যে কেমন [illegible] হয় না। প্রভাতের সময় তুমি নাই, বিকালের সময় তুমি নাই, সন্ধ্যার সময় তুমি নাই! তোমার ঘরে যে প্রতিদিন অতিথি আসিতেছে — তাহার সরল প্রীতির সহিত অভ্যর্থনা করিবে সে আদর করিয়া বসাইবে কেহ না। তুমি যাহাকে বড় ভাল বাসিতে সেই ছোট মেয়েটি সে আজ সন্ধ্যা বেলায় আসিয়াছে — তাহাকে আদর করিয়া কোলে নিবে কে! এখন আর কে তাহাকে দেখিবে। সে অপরিমিত প্রীতি স্নেহ মমতায় সমস্ত সংসার অভিষিক্ত ছিল সে নির্ঝর শুষ্ক হইয়া গেল — এখন কেবল কতকগুলি মৃত সুখস্মৃতির কঠিন পাষাণখণ্ড তাহার গর্ভে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিল!

অভিমান করে কোথায় গেলি,
'ও মা, ফিরে আয়!
দিনরাত কেঁদে কেঁদে ডাকি
ও মা ফিরে আয়!
সন্ধে হয়ে এল, আমার ঘর অন্ধকার,
মাগো, প্রদীপ জ্বলে না!
সবাই ফিরে এল ঘরে একে একে গো
আমায় — মা ত কেউ বলে না!
ঐ [illegible] হ'য়ে এল দেখ মা ফুটেছে কত ফুল
তোর আঁচলে দেব [illegible] [illegible]।

ভুবনেশ্বর হে
মোচন কর বন্ধন সব
মোচন কর হে।
প্রভু মোচন কর ভয়
সব দৈন্য করহ লয়
নিত্য চকিত চঞ্চল চিত
কর নিঃসংশয়।
তিমির রাত্রি অন্ধ যাত্রী
সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর হে।

ভুবনেশ্বর হে
~~মোচন কর জড় বিষাদ~~
মোচন কর হে।
প্রভু তব প্রসন্ন মুখ
সব দুঃখ করুক সুখ
ধূলিপতিত দুর্বল চিত
করহ জাগরিত।
তিমির রাত্রি অন্ধ যাত্রী
সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর হে!

ভুবনেশ্বর হে
মোচন কর স্বার্থপাশ

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]—

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]।

তোমায় গাঁথি, অনুরাগী,

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

আপন [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]-[illegible],

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] —

তোমায় গাঁথি, অনুরাগী

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]!

এই বরষার রাতে এ আমার
কোথা চাঁদ অশ্রু সরোবর
কূল ছাপাইয়া গেছে দিক্‌ দিগন্তর!
প্রভাতে উঠিয়া দেখি
মাঝে দ্বীপ পড়েছে এ কি
শ্যামলে অম্লান শীতল সম্পূর্ণ সুন্দর!

অনিমেষে
সমস্ত আকাশ আজি তারি মুখপরে
সুগভীর প্রশান্তি
নিস্তব্ধ চাহিয়া আছে, পরম আদরে!
বাতাস থামিয়া আছে
সুদূর তীরের কাছে —
বিহঙ্গ থামেনা গান জানি না কিসের ভরে!

ওরে সখা তোরা ওই পারে
একাকী অবসরে
কাহারে কাঁদারে চিনি কাঁদারে —
কোথায় এসেছে অশ্রু সাগরে!
কূল তার নাহি কালে
তীর তার নাহি সাথে
তাই পরশনে কাঁদারে —
তুমি তোর নাচে অশ্রু সাগরে!

তোমার কাছে এ বর মাগি
মরণ হতে যেন জাগি
গানের সুরে।
যেমনি নয়ন মেলি, যেন
মাতার স্তন্যসুধা-হেন
নবীন জীবন দেয় গো পূরে
গানের সুরে)

সেথায় তরু তৃণ যত
মাটির বাঁশি হতে ওঠে
গানের মতো।
আলোক সেথা দেয় গো আনি
আকাশের আনন্দবাণী
হৃদয়মাঝে বেড়ায় ঘুরে
গানের সুরে।

১৭ই আশ্বিন
১৩২১

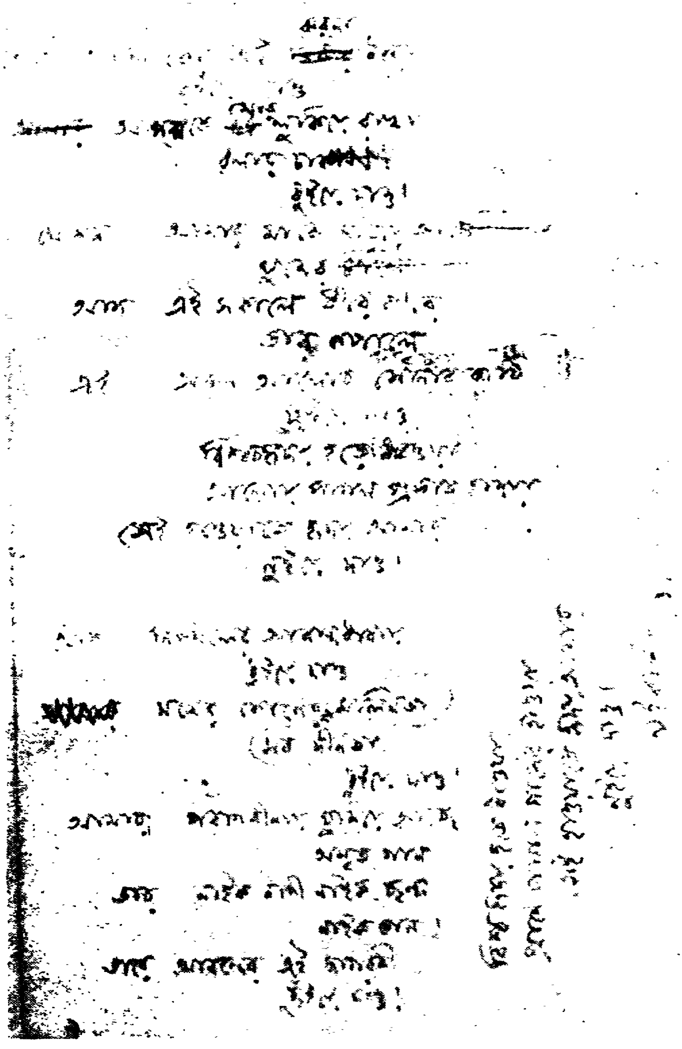

▶ গান : আজ আলোকের এই ঝরণাধারায়

[মার্তণ্ড ও কাশ্মীর । ৯ কার্তিক ১৩৩২

পাণ্ডুলিপি ১৩১

বইয়ের আকারে মাখম-রঙ কাগজে ও বোর্ডে বাঁধানো, পিত্তলের বন্ধনী-যুক্ত, পুরু সাদা পাতার খাতা। পুরু-মার্বেল কাগজের পুস্তানি দু দিকে। মোটের উপর মাপ মাত্রিক শতাংশে : ১৯.২ × ১২.৩ × ১.৭ (পুট)। ভিতরে যে-কোনো একখানি পাতার পরিসর : ১৮.৫ × ১১.৫। রুল টানা থাকিলেও সেগুলি এত সূক্ষ্ম যে, সহজে দৃষ্টিগোচর হইতে চায় না। প্রত্যেক পৃষ্ঠার বামে একবার, ডাহিনে তিনবার (তন্মধ্যে প্রথমেই যুগ্মক) লাল কালীতে লম্বরেখা টানা হইয়াছে— অভিজ্ঞ ব্যক্তি দেখিলেই বলিবেন, জমা-খরচ লিখিবার জন্যই এ ব্যবস্থা হইয়া থাকিবে। অথচ কোনো ব্যাবসার বা জমিদারির কোনো হিসাব কোথাও নাই, কবি রবীন্দ্রনাথের সাবলীল পেন্সিলের লেখায় আশমান-দারির হিসাবে যা-কিছু জমা হইয়াছে তা যেন আমাদের সকল প্রত্যাশা আর সব দেশ কাল ছাপাইয়া যায়। এই বাঁধানো খাতাখানির মলাটে যে রেখাচিত্র আঁটা আছে তাহার আকার ৮.১ × ১০.৩ মাত্রিক শতাংশে, বিষয়— নিম্নে জলাশয়ে ফুটনোন্মুখ একটি পদ্ম আর পূর্বাকাশে অর্ধোদিত প্রভাতের রবি। ছবির সাদা কাগজখানি প্রাচীনতা-হেতু বর্তমানে ঈষৎ হরিদ্রাভ। এই ছবি যে প্রাক্তন-আশ্রমবাসী কবির আত্মীয় শিল্পী অসিতকুমার হালদারের আঁকা তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই, স্বাক্ষর থাক্ বা না থাক্। রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপির এই অমূল্য খাতাখানি শিল্পীরই শ্রদ্ধা প্রীতির উপহার কিনা আমাদের জানা নাই, তেমনি কোন্ সূত্রে রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহে পাওয়া গিয়াছে তাহাও নিশ্চিত বলা যায় না। সম্ভবতঃ কবির জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথের সংগ্রহেই ছিল, তবে এ খাতা একবার হারাইয়া যাওয়ার কথাও জানা যায় রথীন্দ্রনাথকে লেখা কবির এক চিঠিতে : 'আমার সেই··· কবিতার খাতাখানা পাচ্চিনে। কোলকাতায় ফেলে এসেছি কি খোঁজ করে দেখিস্। তাতে অনেক নতুন কবিতা আছে যার কপি আমার নেই।' (চিঠিপত্র ২, ১৩৪৯, পৃ ২৫)[১৬]।

---

১৬ কবি অনুরূপ কথাই লেখেন শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে : আমার কবিতার সেই সাদা খাতাখানা খুঁজে পাচ্চিনে। কলকাতায় ফেলে এসেছি হয়ত ··· যদি হারিয়ে যায় তাহলে অনেকগুলো কবিতা মারা যাবে। আজকাল বয়স হয়েছে— কবিতার উৎসধারা তেমন প্রবল নয়— সেইজন্যে হারালে বিশেষ লোকসান বোধ করা যায়।' —দেশ, শারদীয় ১৩৭৩, স° ২৭, পৃ ২৭।

দুই-পুস্তানি-সংলগ্ন দু পৃষ্ঠা বাদে এই পাণ্ডুলিপিতে পৃষ্ঠাসংখ্যা 1-172 / শেষ পুস্তানির উপর দিকে ২ ছত্রে জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম-ঠিকানার উল্লেখ : বেলা / ২৭। ১ ডেহি শ্রীরামপুর রোড / আর, খাতা উল্টাইয়া ধরিলে ফাল্গুনীর বহুপরিচিত এক চৌপদীর পূর্বপাঠ সর্বৈব লাঞ্ছিত দেখা যায় ; অনুমান হয় লেখা ছিল :

'সময় কাজেরই বিত্ত খেলা তাহে চুরি।
সিঁধ কেটে দণ্ড পল লহ ভূরি ভূরি।
চোরা ধন নষ্ট হয় নাহি দেয় কাজ।
তাই ত খেলারে বিজ্ঞ দেয় এত লাজ।' /

বর্তমান পাণ্ডুলিপির প্রত্যেক পাতা সংরক্ষণের উদ্দেশে স্বচ্ছ কাচ-কাগজে বা কাপড়ে ঢাকিয়া আজও বাঁধানো হয় নাই। (তেমনি বাঁধানো হয় নাই আমাদের আলোচ্য অন্য পাণ্ডুলিপিখানি যাহার অভিজ্ঞান সংখ্যা ১১১।)[১৬।১] বলা যায়, এই উভয় পাণ্ডুলিপিরই এক-কালে-রবীন্দ্রকর-ধৃত আকার প্রকার প্রায় অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ভবিষ্যতে সূক্ষ্ম প্লাস্টিক বা কাচ-কাগজের ব্যবহারে বাঁধাইতে হইবে তাহাতে সন্দেহ অবশ্য নাই। সে সময় অবহিত হওয়া প্রয়োজন, কোনো পাতাই যেন ছিন্ন করা বা ছাঁটাই করা না হয়। মূল ফর্মা বাঁধার সুতা খুলিয়া অখণ্ড পাতাগুলি (প্রত্যেক 'আঙোট' পাতার ৪ পৃষ্ঠা) পৃথগ্‌ভাবে মাউন্ট্‌ করা ও পুনশ্চ বাঁধাই করা অর্থাৎ পুস্তকাকারে সেলাই করা— ইহা তো অসাধ্য মনে হয় না। এরূপ না করায় অনেক সময় বিশেষ মূল্যবান (অমূল্য) পাণ্ডুলিপির কিছু ক্ষতি হয় (ভাষা বা বিষয়-অনভিজ্ঞ দপ্তরীর পক্ষে লেখার ধার ঘেঁষিয়া কাঁচি চালানো একেবারেই বিরল ঘটনা নয়) —প্রসঙ্গক্রমে এখানে সে কথার উল্লেখ থাকা ভালো।

১৬। ১ রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি-পরিচিতির কাজ শুরু হয় বহু বৎসর পূর্বে। বর্তমানে উভয় পাণ্ডুলিপিই "যথারীতি" বাঁধাই হওয়ায়, অবিকল পূর্বরূপ আর নাই। না থাক্‌, যাহা ছিল তাহার বর্ণনা যেটুকু, কোনো ক্ষেত্রেই অনাবশ্যক বলা চলে না। ৫ জুন ১৯৮৭

রচনাপঞ্জী : গীতালি

পাণ্ডু. পৃ। সং	সূচনা	রচনা	গ্রন্থে সং	পত্রিকায় প্রচার
1 ॥ ১	তোমার ভুবন মর্মে আমার	শান্তিনিকেতন / ১৭ই আশ্বিন ১৩২১ প্রভাত	৬৮	
3[১৭] ॥ ২	তোমার কাছে এ বর মাগি	১৭ই আশ্বিন সন্ধ্যা	৬৯	প্রবাসী ৮। ১৩২১। ১০৯
5 ॥ ৩	আপন হতে বাহির হয়ে	১৭ই আশ্বিন সন্ধ্যা	৭০	
7 ॥ ৪	এ আবরণ ক্ষয় হবে গো।	১৮ই আশ্বিন প্রভাত	৭১	
9 ॥ ৫	ওগো আমার হৃদয়বাসী	শান্তিনিকেতন / ১৮ই আশ্বিন সন্ধ্যা	৭২	
11 ॥ ৬	পুষ্প দিয়ে মারো যারে	শান্তিনিকেতন / ১৯ আশ্বিন	৭৩	প্রবাসী ৮। ১৩২১। ১০৮
13 ॥ ৭	আমার সুরের সাধন রইল পড়ে	শান্তিনিকেতন / ১৯ আশ্বিন	৭৪	প্রবাসী ৮। ১৩২১। ১০৮
15 ॥ ৮	কূল থেকে মোর গানের তরী[১৮]	শান্তিনিকেতন / ১৯ আশ্বিন	৭৫	প্রবাসী ৮। ১৩২১। ১০৯
17 ॥ ৯	ঘরের থেকে এনেছিলেম	শান্তিনিকেতন / ১৯ আশ্বিন	৭৬	

১৭ প্রথম দিকের পাতাগুলিতে উপর পিঠে লিখিয়া, ভিতর পিঠ সাদা রাখা হয়। অপর পিঠে লেখার প্রয়োজন বোধ হইলে, রবীন্দ্রনাথ খাতা উল্টাইয়া ধরেন (উল্টানো খাতার পৃষ্ঠাঙ্ক বিন্দুচিহ্নিত), এ-কথাই পাণ্ডুলিপিতে এখনকার ইংরেজি অঙ্কপাত হইতে বুঝা যাইবে।

১৮ ইহাতে একটি মুদ্রণপ্রমাদের ইতিহাস বড়ো বিচিত্র। গানটির শেষ স্তবকে 'বাতায়নের আলো হতে' মূল পাণ্ডুলিপিতে লেখা এবং প্রবাসীতে ছাপা হইলেও, 'বাতায়নের পাতা হতে' গ্রন্থে স্থান পায় গীতালির প্রথম প্রকাশ-কালে (১৯১৪), প্রবাহিণীর প্রথম পর্যায়ের গান-সংকলন-সময়ে কবি সেই ভুলকেই পুনশ্চ স্থায়িত্ব দেন (১৩৩২ অগ্রহায়ণ)— পাণ্ডুলিপি ও প্রবাসীর প্রমাণে সংশোধন হয় রবীন্দ্র-তিরোধানের বহু বৎসর পরে।

পৃ ॥ সং	সূচনা	রচনা	গ্রন্থে সং	প্রচার
19	॥ ১০ সন্ধ্যা হল, একলা আছি বলে	১৯ আশ্বিন সন্ধ্যা	৭৭	
21	॥ ১১ বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছ	১৯ আশ্বিন	৭৮	
23	॥ ১২ তোমায় সৃষ্টি করব আমি	২০ আশ্বিন প্রভাত	৭৯	
25	॥ ১৩ সারা জীবন দিল আলো	২০ আশ্বিন প্রভাত	৮০	
27	॥ ১৪ সরিয়ে দি.য় আমার ঘুমের	২১ আশ্বিন	৮১	
29	॥ ১৫ এই যে ব্যথা এল আমার দ্বারে°	২১ আশ্বিন	৮২	
31	॥ ১৬ আমি পথিক, পথ যে আমার°	২১ আশ্বিন	৮৩	
33	॥ ১৭ বৃন্ত হতে ছিন্ন করে°	শান্তিনিকেতন / ২১ আশ্বিন	৮৪	
35	॥ ১৮ বাজিয়ে ছিলে বীণা তোমার	[বুদ্ধ] গয়া / ২৩ আশ্বিন	৮৫	
37	॥ ১৯ আবার যদি ইচ্ছা কর	বুদ্ধ] গয়া / ২৩ আশ্বিন	৮৬	
39	॥ ২০ অচেনাকে ভয় কি আমার ওরে	[বুদ্ধ] গয়া / ২৩ আশ্বিন	৮৭	
41	॥ ২১ ঝাঁপ দিল যে ভবসাগর°	[বুদ্ধ] গয়া / ২৩ আশ্বিন	৮৮	
43	॥ ২২ সন্ধ্যাতারা দিল যে ফুল°	[বুদ্ধ] গয়া / ২৩ আশ্বিন সন্ধ্যা	৮৯	
45	॥ ২৩ আজি এ দিন কোন্ ঘরেতে°	[বুদ্ধ] গয়া / ২৪ আশ্বিন প্রভাত		
47	॥ ২৪ দিয়ো না গো একটু আমায় অবসর°	[বুদ্ধ] গয়া / ২৪ আশ্বিন	৯১	
49	॥ ২৫ এখানে ত বাঁধা পথের অন্ত	[বুদ্ধ] গয়া / ২৪ আশ্বিন	৯২	
51	॥ ২৬ যা দেবে তা দেবে তুমি	[বুদ্ধ] গয়া / ২৪ আশ্বিন	৯৩	

পৃ ॥ স°	সূচনা	রচনা	গ্রন্থে স°	প্রচার
53 ॥ ২৭	পথে পথেই বাসা বাঁধি	গয়া [বেলা ?][১৯] / ২৫ আশ্বিন	৯৪	
55 ॥ ২৮	ওগো পান্থ, পান্থজনের সখা হে°	বেলা ষ্টেশন। / ২৫ আশ্বিন	৯৫	
57 ॥ ২৯	জীবন আমার যে অমৃত	পাল্কীপথে বেলা / ২৫ আশ্বিন	৯৬	
59 ॥ ৩০	সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি	পাল্কিপথে বেলা / ২৫ আশ্বিন	৯৭	
61 ॥ ৩১	পথের সাথী নমি বারম্বার	রেলপথে বেলা হইতে গয়ায় / ২৫ আশ্বিন	৯৮	
63 ॥ ৩২	অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত	এলাহাবাদ / ২৫ আশ্বিন প্রভাত	৯৯	
67 ॥ ৩৩	শক্তি আমার এসে বাধে যেথায়°	এলাহাবাদ / ২৯ আশ্বিন ১৩২১	১০০	
69 ॥ ৩৪	ভেঙেছে দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়	এলাহাবাদ / ৩০ আশ্বিন প্রভাত	১০১	
71 ॥ ৩৫	তোমায় ছেড়ে দূরে চলার	এলাহাবাদ / ১ কার্ত্তিক	১০২	
73 ॥ ৩৬	যখন তোমায় আঘাত করি	এলাহাবাদ / ১লা কার্ত্তিক	১০৩	
75 ॥ ৩৭	কেমন করে দেখতে পেলেম মনে°	এলাহাবাদ / ১ কার্ত্তিক	১০৪	
79 ॥ ৩৮	এই নিমেষে সংখ্যাবিহীন নিমেষ°	এলাহাবাদ / ২ কার্ত্তিক প্রভাত	১০৫	

এই গান ও পরবর্তী চারটি গান রচনার পারিপার্শ্বিক ঘটনাদির বিবরণ লেখেন শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩২১ মাঘের মানসী পত্রে, রবীন্দ্রসঙ্গমে, পৃ ৬৯৮-৭১৬। গয়া বা বুদ্ধগয়া ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠাকন্যা জামাতা দৌহিত্র তাঁহার সঙ্গে ছিলেন যেমন জানি, বরাবর-পাহাড়ের গুহা দেখিতে যাওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতার কথাও জানিতে পারি। উল্লিখিত গীতি-পঞ্চকের প্রথমটিও ষ্টেশনেই লেখা, সতীশবাবু এরূপ বলেন।

পৃ ॥ সং	সূচনা	গুচ্ছ	রচনা	গ্রন্থে সং	প্রচার
81 ॥ ৩৯	যাস্‌নে কোথাও ধেয়ে[২০]		এলাহাবাদ / ২ কার্ত্তিক প্রভাত	১০৬	
83 ॥ ৪০	মুদিত আলোর কমল-কলিকাটিরে		এলাহাবাদ / ২ কার্ত্তিক সন্ধ্যা	১০৭	সবুজ পত্র ৭ । ১৩২১ । ৪১৯
87 ॥ ৪১	এই তীর্থদেবতার ধরণীর মন্দিরপ্রাঙ্গণে		এলাহাবাদ / ৩ কার্ত্তিক প্রভাত	১০৮	সবুজ পত্র ৭ । ১৩২১ । ৪৪৭

বলাকা

পৃ ॥ সং	সূচনা	গুচ্ছ	রচনা	গ্রন্থে সং	প্রচার
• 172 ॥ ৪২	* ওগো ছবি / তুমি কি কেবল*	(৫৫)	এলাহাবাদ / ৩ কার্ত্তিক রাত্রি (৫৫)	৬	সবুজ পত্র ৮ । ১৩২১ । ৫১৭
	[এই পাণ্ডুলিপির সম্পূর্ণ কবিতার লিপিচিত্র বলাকার ১৩৮৮ পৌষ সংস্করণে দ্রষ্টব্য । পত্রিকায় ও গ্রন্থে, ক্রমশঃ পরিবর্তিত ।]				
• 162 ॥ ৪৩	* হায় রে হৃদয় / তোমারে যে নিত্য ছুটে* (৫৫)		এলাহাবাদ / ১৫ কার্ত্তিক ১৩২১ রাত্রি	৭	সবুজপত্র ৮ । ১৩২১ । ৫৫১
	[প্রেস-কপিতে অর্থাৎ সবুজপত্রে ও গ্রন্থে এই কবিতার স্তবকগুলি তাস-ভাঁজার প্রক্রিয়ায় নূতনভাবে সাজানো ।][২১]				

---

২০ তৃতীয় স্তবক প্রথম ছত্রে 'তোর তরী' মুদ্রণপ্রমাদ। পাণ্ডু., ধৃত শুদ্ধ পাঠ : তার তরী।

* রবীন্দ্রনাথ-লিখিত তথা পত্রিকায় প্রকাশিত প্রেস-কপি বর্তমানে ৫৫ সংখ্যক পাণ্ডুলিপি-গুচ্ছে (বলাকা)।

২১ পাণ্ডুলিপির পর-পর 162 160, 158, 156, 154, 152, 150 ও 148 অঙ্কিত পৃষ্ঠাগুলিতে এ কবিতার রচনা। রচনার স্থান কাল লেখা হয় 158' পৃষ্ঠার শেষে এই কয় ছত্রের পরে : কুটিল তা / সৌন্দর্য্যের পুষ্পপুঞ্জে কঠিন পাষাণে। / * * * হে মানব, কাল সাথে করে সন্ধী / আপন বাণীরে তুমি করি গেলে বন্দী / আপনি বন্ধনহীন। / পুনর্লিখিত না হইলেও, পুনর্বিন্যস্ত কবিতায় শেষ ৩ পংক্তি পরিত্যক্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কবিতার অন্যান্য অংশের রচনা ও পুনর্বিন্যাস সম্ভবতঃ ১৫ কার্তিক ১৩২১ তারিখে। ঐ তারিখই কবির লেখা প্রেস-কপিতে তথা সবুজ পত্রে আছে। পাণ্ডুলিপিতে '১৪ই কার্ত্তিক' তারিখ লেখার পরের রচনা : মহারাজ, কোনো মহারাজ্য কোনোদিন ... আমি হেথা পড়ে আছি, সে এখানে নাই। (মুদ্রিত কবিতার শেষাংশ pp 156 & 154) এবং 'হে সম্রাট কবি / এই তব হৃদয়ের ছবি স্মরণের গ্রন্থি টুটে / সে যে যায় ছুটে / বিশ্বপথে বন্ধন-

পৃ ॥ সং	সূচনা	গুচ্ছ	রচনা	গ্রন্থে সং	প্রচার
· 146 ॥ [৪৪	গীতালি / ১৩ [আবার] শ্রাবণ হয়ে > Thou hast come again etc. POEMS (1943). No. 55]				
· 144 ॥ ৪৫	চঞ্চলা। / হে বিরাট নদী		এলাহাবাদ / ৩রা পৌষ ১৩২১ রাত্রি	৮	সবুজপত্র ৯। ১৩২১। ৫৭৭
· 138 ॥ ৪৬	*কে তোমারে দিল প্রাণ	(৫৫)	এলাহাবাদ / ৫ই পৌষ প্রভাতে।	৯	সবুজ পত্র ৯। ১৩২১। ৫৮৭
· 132 ॥ ৪৭	ক হে প্রিয় আজি এ প্রাতে	[৫৫]	শান্তিনিকেতন / ১০ই পৌষ ১৩২১	১০	সবুজ পত্র ১০। ১৩২১। ৬৬২
· 126 ॥ [৪৮	আমাদের শান্তিনিকেতন > Oh, the Shantiniketan /The Darling of our hearts etc. [১১ পৌষ ১৩২১] 26 Dec. 1914. See : She is our own etc. POEMS & PLAYS (1936)]				
· 124 । ৪৯	ক হে মোর সুন্দর	[৫৫]	শান্তিনিকেতন / ১২ পৌষ	১১	সবুজ পত্র ১০। ১৩২১। ৬৯৪
· 118 · ৫০	ক তুমি দেবে, তুমি মোরে দেবে	[৫৫]	শান্তিনিকেতন / ১৩ই পৌষ	১২	প্রবাসী ৬। ১৩২২। ৬৮৩
· 112 ॥ [৫১	বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা	[পূর্বপাঠ]	শান্তিনিকেতন / ১৩ই পৌষ		সবুজ পত্র ৩। ১৩২২। ১৬১]
· 110 ॥ ৫২	পউষের পাতাঝরা তপোবনে		সুরুল [শ্রীনিকেতন] / ২৩ পৌষ	১৩	সবুজ পত্র ৩। ১৩২২। ১৬২
· 106 ॥ ৫৩	কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে		শান্তিনিকেতন / ২৬ পৌষ	১৪	প্রবাসী ১২। ১৩২২। ৬১৪
· 104 ॥ ৫৭	এই যে নগর / এ ত নহে ইষ্টক প্রস্তর। / বিশ্বের বিপুল বস্তুরাশি°		সুরুল / ২৭ পৌষ	১৬	সবুজ পত্র ১১। ১৩২২। ৬৮৭

বিহীন। (pp. 154, 152, 150 & 148 মুদ্রিত কবিতার উনশেষ অংশ)। দুটি অংশের মধ্যে '154' পৃষ্ঠার বিভাজনের বিশেষ একটি চিহ্ন অবশ্যই আছে : '—v—'।

প্রেস কপিতে তথা সবুজ পত্রে শিরোনাম : তাজমহল। প্রথম পৃষ্ঠার লিপিচিত্র বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'বিচিত্রা'য় (১৩৬৮)।

ক প্রেস কপির প্রতিচ্ছবি শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে—পাণ্ডুলিপি-গুচ্ছ ৫৫।

পৃ ॥ স°	সূচনা	গুচ্ছ	রচনা	গ্রন্থে স°	প্রচার
• 98 ॥ ৫৫	*মোর গান এরা সব	(৫৫)	সুরুল / ২৭ পৌষ	১৫ সবুজ পত্র	১ । ১৩২২ । ২২
• 96 ॥ ৫৬	হে ভুবন / আমি যতক্ষণ		সুরুল / ২৮ পৌষ	১৭ মানসী	৩ । ১৩২২ । ৪৮৫
• 94 ॥ ৫৭	আমি যে বেসেছি ভালো		সুরুল / ২৯ পৌষ প্রাতঃকাল	১৯ ভারতী	৬ । ১৩২২ । ৫২১
• 90 ॥ ৫৮	যতক্ষণ স্থির হয়ে থাকি		সুরুল / ২৯ পৌষ প্রাতঃকাল	১৮ সবুজ পত্র	৪ । ১৩২২ । ২৬৯
89 ॥ ৫৯	আনন্দগান উঠুক তবে বাজি		রেলগাড়ীতে / ২৯ পৌষ	২০ প্রবাসী	১ । ১৩২২ । ৭৯
93 ॥ ৬০	ওরে তোদের ত্বর সহে না আর		কলিকাতা / ৮ই মাঘ	২১ প্রবাসী	১ । ১৩২২ । ৯৮
97 ॥ ৬১	যখন আমায় হাতে ধরে[22]		শিলাইদা কুঠিবাড়ি / ১৯ মাঘ ১৩২১ রাত্রি	২২ প্রবাসী	১১ । ১৩২১ । ৬৮৫+
103 ॥ ৬২	স্বর্গ কোথায় জানিস্ কি তা ভাই ?		শিলাইদা কুঠিবাড়ি / ২০ মাঘ	২৪ প্রবাসী	১১ । ১৩২১ । ৬৯৪+
109 ॥ ৬৩	কোন্ ক্ষণে / সৃজনের সমুদ্রমন্থনে		পদ্মাতীর [শিলাইদা] / ২০ মাঘ	২৩ সবুজ পত্র	১১ । ১৩২১ । ৭৫৮
111 ॥ ৬৪	যে বসন্ত একদিন করেছিল কত		×শিলাইদা পদ্মা[23] / ২০ মাঘ	২৫ সবুজ পত্র	১১ । ১৩২১ । ৮০৪
113 ॥ ৬৫	এবারে ফাল্গুনের দিনে সিন্ধুতীরের		×শিলাইদা পদ্মা[23] / ২২ মাঘ	২৬ সবুজ পত্র	১১ । ১৩২১ । ৮০৫
115 ॥ ৬৬	আমার কাছে রাজা আমার		×শিলাইদা পদ্মা[23] / ২২ মাঘ	২৭ ভারতী	৩ । ১৩২৩ । ৩৭০
117 ॥ ৬৭	পাখীরে দিয়েছ গান		পদ্মাতীর / ২৪ মাঘ	২৮ ভারতী	১২ । ১৩২২ । ১১১১
123 ॥ ৬৮	যেদিন তুমি আপনি ছিলে		পদ্মাতীর / ২৫ মাঘ	২৯ সবুজ পত্র	১ । ১৩২২ । ১৩
127 ॥ ৬৯	এই দেহটির ভেলা নিয়ে		পদ্মাতীর / ২৬ মাঘ	৩০ সবুজ পত্র	৬ । ১৩২২ । ৩৫৭

২২ অপ্রকাশিত নূতন ছন্দের সূচনা। দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রবীক্ষা ৪, বলাকায় ছন্দোবিবর্তন, পৃ ১০২-১০৫ ।

২৩ শিলাইদা' কাটিয়া বোটের নির্দেশ কবিতার শেষে। + । প্রবাসীতে ভ্রমক্রমে ৫৮৫ ও ৫৯৪ স্থলে ৬৮৫ ও ৬৯৪ ছাপা হয়।

পৃ ॥ সং	সূচনা	গুচ্ছ	রচনা	গ্রন্থে সং	প্রচার
131 ॥ ৭০	জানি আমার পায়ের শব্দ		পদ্মা / ২৭ মাঘ	৩৩	প্রবাসী ১২ । ১৩২১ । ৬০১
134 ॥ ৭১	ক নিত্য তোমার পায়ের কাছে[২২।১] [৫৫]		পদ্মা / ২৭ মাঘ	৩১	ভারতী ১২ । ১৩২২ । ১১৮৪
135 ॥ ৭২	আজ এই দিনের শেষে[২৩।১]		পদ্মা / ২৭ মাঘ	৩২	ভারতী ৪ । ১৩২২ । ৩২৯
•86 ॥ ৮৯	আমার মনের জানলাটি আজ[২৪]		সুরুল/ ২১ চৈত্র ১৩২১	৩৬	প্রবাসী ১২ । ১৩২১ । ৫৩৩
		ফাল্গুনী			
139 ॥ ৭৩	ওগো দখিন হাওয়া পথিক হাওয়া		সুরুল / ১২ই ফাল্গুন রাত্রি ১৩২১		সবুজ পত্র ১২ । ১৩২১ । ক্রোড়পত্র : অ।
141 ॥ ৭৪	ছাড় গো তোরা ছাড় গো		সুরুল / ১২ই ফাল্গুন রাত্রি		তদেব : উ-ঋ
145 ॥ ৭৫	আমরা নূতন প্রাণের চর		সুরুল / ১৩ই ফাল্গুন প্রভাত		তদেব : উ
147 ॥ ৭৬	ওর ভাব দেখে যে পায় হাসি		সুরুল / ১৩ই ফাল্গুন		তদেব : ঋ
149 ॥ ৭৭	এই কথাটাই ছিলেম ভুলে		সুরুল / ১৩ ফাল্গুন		তদেব : ঃ

২২ । ১ অংশতঃ লাঞ্ছিত পুরোগামী পাঠ অব্যবহিত পূর্বপৃষ্ঠায়।

২৩ । ১ শেষ হইতে গণিলে যেটি পঞ্চম পংক্তি, পাণ্ডুলিপি- অনুযায়ী (137) তাহার শুদ্ধ পাঠ : তোমার ঐ অনন্তমাঝে এমন সন্ধ্যা হয়নি কোনো কালে, / 'ঐ' দ্বিতীয় পদটি প্রথমাবধি মুদ্রণপ্রমাদহেতু ভ্রষ্ট মনে হয়। না থাকিলে, ছন্দের শ্রুতিমাধুর্য নষ্ট হয় সন্দেহ নাই। 'তোমার' প্রথম পদটি অতিপর্বিক গণ্য করাই সংগত।

২৪ বলাকার দ্বিতীয় পর্যায় এখানেই শেষ। কেবল কালক্রম বিবেচনা করিলে, এ কবিতা এ স্থলে তালিকাবদ্ধ হইতে পারে না। কালক্রমে কোথায় স্থান তাহা রচনার কালক্রমিক সংখ্যায় বুঝা যাইবে।

পৃ॥ স°	সূচনা	রচনা	প্রচার
151 ॥ ৭৮	আমরা খুঁজি খেলার সাথী	১৩ ফাল্গুন	সবুজ পত্র ১২। ১৩২১। ক্রোড়পত্র : উ
153 ॥ ৭৯	এবার ত যৌবনের কাছে (কপাল-টুক : জাগ জাগ রে সঙ্গীত)	সুরুল / ১৩ ফাল্গুন	তদেব : এ
155 ॥ ৮০	আয় রে তোরা মাত রে সবে	সুরুল / ১৩ ফাল্গুন	তদেব : ও
157 ॥ ৮১	বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম	সুরুল / ১৩ ফাল্গুন রাত্রি	তদেব : ৯
159 ॥ ৮২	আকাশ আমায় ভরল আলোয়	সুরুল / ১৩ ফাল্গুন রাত্রি	তদেব : ই
161 ॥ ৮৩	আর নাই রে দেরি নাই রে দেরি	সুরুল / ১৪ ফাল্গুন প্রভাত	তদেব : ঋ
163 ॥	× × × × × × × [লাঞ্ছিত / বর্জিত (?) এক বা একাধিক গান : ওরে ও নিঠুর তোরা ·· কানন জুড়ে প্রাণের মেলা / খেলা হেথায় রঙের খেলা × × ×		
165 ॥ ৮৪	এতদিন যে বসেছিলেম	সুরুল / ১৫ই ফাল্গুন রাত্রি	সবুজ পত্র ১২। ১৩২১। ক্রোড়পত্র : ঐ
167 ॥ ৮৫	তোমায় নতুন করে পাব বলে কপাল-টুক : আমি সকল নিয়ে বসে আছি /	সুরুল / ২০ ফাল্গুন রাত্রি	সবুজ পত্র ১২। ১৩২১। ৮৬০
169 ॥ ৮৬	চোখের আলোয় দেখেছিলেম	সুরুল / ২১ ফাল্গুন প্রাতে	তদেব ১২। ১৩২১। ৮৫৪
171 ॥ ৮৭	চলি গো চলি গো যাই গো চলে[২৫]	রেলপথ / ২৩ ফাল্গুন ১৩২১	তদেব ১২। ১৩২১। ৮২৭
137 ॥ ৮৮	ওগো নদী আপন বেগে পাগলপারা[২৬]	রেলপথে / ২৩ ফাল্গুন ১৩২১	তদেব ১২।১৩২১। ক্রোড়পত্র : ঈ

কবি এই পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্ন পর্যায়ের রচনা মোটের উপর পৃথগ্‌ ভাবেই লেখেন। তাঁহার গমনাগমন ভারতভূমির মধ্যেই সীমাবদ্ধ—শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন, শিলাইদহ, বুদ্ধগয়া, প্রয়াগ, শ্রীনগর ও কলিকাতায়। বলাকা'র প্রচলিত সংস্করণে কবিতাগুলির শিরোনাম নাই, সংখ্যা আছে ; তালিকায় গ্রন্থধৃত সেই সংখ্যা দেওয়াই যথেষ্ট।

পাণ্ডুলিপি ১১১

লাল্‌চে-বাদামী রেক্সিনে বাঁধাই, সামগ্রিক মাপ মাত্রিক শতাংশে ২০·৭ × ১৩ × ১ (পুট)। সংরক্ষণোপযোগী করিয়া বাঁধানো হয় নাই।[১৬।১] পাতার মাপ ২০·৬ × ১২·৯। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় সমান্তর ২৮টি সূক্ষ্ম রুল টানা, পাতার বহির্মুখ 'কোণ' দুটি গোলাকার। এ খাতার পরিচয় : THE/"PALL MALL"/NOTE BOOK/No. 3. বিক্রেতা : John Walker & Co. Ltd./London কোম্পানির নামাঙ্কিত এ দিকটাই সামনে ধরিয়া 1 হইতে 155 অবধি[২৬।১] এখনকার অঙ্কপাত ; জোড় পৃষ্ঠাঙ্কগুলি সাধারণতঃ উহ্য আছে। কবি যখন খাতা উল্টাইয়া নূতন কোনো পর্যায়ের কবিতা লিখিয়াছেন, পরিগণনার অবশ্যই উল্টাচাল আর পরবর্তী তালিকায় সেই পৃষ্ঠাঙ্কগুলিও বিন্দু-যুক্ত। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ লেখাই পেন্সিলে। রচনাপঞ্জীর সংকলন মোটের উপর পূর্বপ্রথানুযায়ী।

এ খাতার বহু পৃষ্ঠায় কোনো লেখা নাই। পাতার এক পিঠে লেখাই সাধারণ রীতি ছিল রবীন্দ্রনাথের। যে যে পৃষ্ঠার লেখা সর্বথা লাঞ্ছিত বা বর্জনচিহ্নিত সে হইল 29, 71, 86, 131, 136 ও 139 ; বিচিত্র লেখাঙ্কন-যুক্ত পৃষ্ঠা 63, 67, 69, 79 ও 81 ; খাতায় ৬টি ফর্মা এবং ফর্মায় পৃষ্ঠাসংখ্যা কখনো ২৮ কখনো ২৪, অর্থাৎ কতক পাতা ছিঁড়িয়া ফেলা হইয়াছে সন্দেহ নাই।

এই পাণ্ডুলিপি বলাকা, গীতপঞ্চাশিকা, গীতলেখা, গীতিবীথিকা, কাব্যগীতি, The FUGITIVE[২৭] ও POEMS (1943)

---

২৫ এ লেখা এ পৃষ্ঠায় শেষ ; শেষ পৃষ্ঠায় (·172) বলাকার 'ছবি' কবিতায় সূচনাংশ (পুস্তানি-সংলগ্ন পৃষ্ঠা ধরা হইল না) ; অতএব এ খাতায় ফাল্গুনীর আরেকটি গান কেবল লেখা পিছনে '137' পৃষ্ঠায়— কিছুটা blank space ছিল।

২৬ প্রথম ছত্রে তাল-বোধক (?) দণ্ডচিহ্ন দেন রবীন্দ্রনাথ। ২৬।১ 153-54 রচনারিক্ত এবং 155-56 আসলে 'পুস্তানি'। উক্ত শেষ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ নোট লিখিয়াছেন পেন্সিলে : Industrial activity পাওয়ার / Moral activity ত্যাগের /

২৭ প্রকাশকাল অজ্ঞাত। মলাটে ছাপা : PRIVATE / অর্থাৎ অবিক্রেয়, ছাপা হয় ১২খানি ; মূল্য লেখা নাই। মুদ্রক জগদানন্দ রায়, শান্তিনিকেতন প্রেস। পলাতকার অনেক কবিতার ইংরেজি রূপান্তর (গীতিবীথিকার অন্তত একটি) থাকায় ১৯১৮ বা ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত মনে হয়। বর্তমান পাণ্ডুলিপি-পর্যালোচনায় Fugitive বলিতে সর্বত্র এই বিশেষ সংস্করণের গ্রন্থই লক্ষ্য।

-ধৃত গান ও কবিতার আধার। রচনার স্থান : শান্তিনিকেতন, শ্রীনগর, কশ্মীরে 'মার্ত্তণ্ড-মন্দিরের পরিবেশ, শিলাইদহে কুঠিবাড়ি বা বোট, কলিকাতা, চীন-সমুদ্রে তোসামারু জাহাজ। রচনাকাল যতদূর জানা যায় ১৩২২ ভাদ্র হইতে ১৩২৪ মাঘ অবধি

পৃ ॥ স°	সূচনা	রচনা	গ্রন্থে স°	প্রচার
1 ॥ ১	আমার একটি কথা বাঁশি	শান্তিনিকেতন / ভাদ্র [১৩২২]	গীতপঞ্চাশিকা ১০	
3 ॥ ২	আমার নিশীথ রাতের	শান্তিনিকেতন/আশ্বিন [১৩২২]	তদেব ৬	প্রবাসী ৮। ১৩২২। ১২৯
5 ॥ ৩	তোমার নয়ন আমায় বারে বারে	শান্তিনিকেতন / আশ্বিন ১৩২২	গীতলেখা ৩	তদেব ৭। ১৩২২। ১
7 ॥ ৪	কোন্ ক্ষ্যাপা শ্রাবণ ছুটে এল	শান্তিনিকেতন / আশ্বিন ১৩২২	গীতপঞ্চাশিকা ১২	তদেব ৭। ১৩২২। ১
9 ॥ ৫	কাল রাতের বেলা গান এল		তদেব ৩	তদেব ৮। ১৩২২। ১২৯
11 ॥ ৬	তরুণ প্রাতের অরুণ আকাশ[২৮]	শ্রীনগর কাশ্মীর / ৭ই কার্ত্তিক	তদেব ৪৩ = বলাকা ৩৫	মানসী ১০। ১৩২২। ৬১৩
10 ॥ ৭	The Morning with its virgin gold পূর্বোক্তের রূপান্তর The Fugitive No 58			
12 ॥ ৮	আজ আলোকের এই ঝরনা ধারায় [লাঞ্ছিত পূর্বপাঠ 13 পৃষ্ঠায়]	মার্ত্তণ্ড কাশ্মীর / ৯ই কার্ত্তিক	গীতপঞ্চাশিকা ৪৭	তদ্ব. ১১। ১৩২২। ২০৬
15 ॥ ৯	সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা	শ্রীনগর / কার্ত্তিক	বলাকা ৩৬	সবুজ পত্র ৭। ১৩২২। ৪১৮
19 ॥ ১০	দূর হতে কি শুনিস্ মৃত্যুর গর্জ্জন [৫৫]	কলিকাতা / ২৩ কার্ত্তিক ১৩২২ [রচনার স্থান কাল শেষ স্তবকের পূর্বে]	তদেব ৩৭	প্রবাসী ৯। ১৩২২। ২৩৩
28 ॥ ১১	সর্ব্বদেহের ব্যাকুলতা[২৯]	পদ্মা [শিলাইদহ] / [১২ অগ্রহায়ণ ১৩২২]	তদেব ৩৮	সবুজ পত্র ৮। ১৩২২। ৪৬৩
33 ॥ ১২	যেদিন উদিলে তুমি, বিশ্বকবি	শিলাইদহ / ১৩ই অগ্রহায়ণ ১৩২২	তদেব ৩৯	তদেব ৯। ১৩২২। ৬০৭
35 ॥ ১৫	এইক্ষণে / হৃদয়ের প্রান্তে বসি[৩০]	শিলাইদহ / ৭ই ফাল্গুন ১৩২২	তদেব ৪০	সবুজ পত্র ১১। ১৩২২। ৭২৬

পৃ ॥ সং	সূচনা	রচনা	গ্রন্থে সং	প্রচার
37 ॥ ১৬	তোমারে কি বার বার করেছিনু	শিলাইদহ / ৮ই ফাল্গুন ১৩২২	বলাকা ৪২	মানসী ১ । ১৩২৩ । ২৪৯
41 ॥ ১৭	যে কথা বলিতে চাই	পদ্মা / ৮ই ফাল্গুন ১৩২২	তদেব ৪১	সবুজ পত্র ১২ । ১৩২২ । ৭৯৬
45 ॥ ১৮	ভাবনা নিয়ে মরিস কেন ক্ষেপে	শান্তিনিকেতন / ২৯ ফাল্গুন ১৩২২	তদেব ৪৩	ভারতী ১ । ১৩২৩ । ২৯
	[সম্ভবতঃ শেষ ৪ স্তবক (46) তারিখ লেখার পরে লিখিয়া যথাস্থানে (47) বসাইবার সংকেত দেওয়া হয় ।]			
49 ॥ ১৯	যৌবন রে তুই কি রবি	৪ঠা চৈত্র ১৩২২	বলাকা ৪৪	প্রবাসী ১ । ১৩২৩ । ১
81 ॥ ৩২	পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি	কলিকাতা / ৯ই বৈশাখ ১৩২৩	তদেব ৪৫	সবুজ পত্র ১ । ১৩২৩ । ১
	[আমাদের ক্রমিক সংখ্যা কালক্রমে অথচ স্থান বলাকা-পর্যায়ে ।]			
· 152 ॥ ১৩	আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি[৩০]	[জোড়াসাঁকো । কলিকাতা / ১৩২২]		
· 152 ॥ ১৪	তুমি কোন্ পথে যে এলে পথিক	[পূর্ববৎ][৩০]	গীতপঞ্চাশিকা ২৬	প্রবাসী ১ । ১৩২৩ । ৯৭
53 ২০	আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি	শান্তিনিকেতন / ২১ চৈত্র ১৩২২	তদেব ২৪	

২৮ গীতপঞ্চাশিকায় গান ও বলাকায় কবিতা, উভয়ের পাঠভেদ কেবল প্রথম ছত্রে। সম্মুখীন পৃষ্ঠায় যে ইংরেজি রূপান্তর, তাহারও পাঠ-বিবর্তন বিশিষ্ট Fugitive বইখানিতে। যে কপিখানি রবীন্দ্রভবনে রহিয়াছে তাহার ছাপা পাঠও কবি বদল করেন হাতে (কালীতে) লিখিয়া।

২৯ পাণ্ডুলিপিতেই পাঠভেদ আছে। কেননা, প্রথমতঃ 29 ও 31 পৃষ্ঠায় লিখিয়া ও লাঞ্ছিত করিয়া, পরে 28 ও 31 পৃষ্ঠায় (লাঞ্ছিত লেখার পরে) নূতন করিয়া লেখা হয়।

৩০ আমাদের তালিকায় যে রচনার ক্রমিক সংখ্যা ১২ (বলাকা-৩৯) সেটি লেখার পরেই খাতা উল্টাইয়া এই দুটি গান লেখা, এরূপ অনুমানের কারণ আছে। প্রথম গানের পূর্ণ পরিণত রূপ পরে পাওয়া যাইবে, ক্রমিক সংখ্যা ২০, রচনা শান্তিনিকেতনে ২১ চৈত্র

পৃ ॥ সং	সূচনা	রচনা	গ্রন্থে সং	প্রচার
57 ॥ ২১	পথন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন	শান্তিনিকেতন / ২৫ চৈত্র ১৩২২	গীতপঞ্চাশিকা ৮	প্রবাসী ৭। ১৩২৪। ১
61 ॥ ২২	এই ত ভালো লেগেছিল	শান্তিনিকেতন / ২৬ চৈত্র ১৩২২	তদেব ৭	তদেব ৭। ১৩২৪। ৪৭

['লাগল ভালো, মন ভোলালো' ইত্যাদি শেষ স্তবকের পূর্বেই (63) রচনার স্থান-কাল-নির্দেশ।]

পৃ ॥ সং	সূচনা	রচনা	গ্রন্থে সং	প্রচার
65 ॥ ২৩	তরীতে পা দিই নি আমি	শান্তিনিকেতন / ২৬ চৈত্র ১৩২২	গীতপঞ্চাশিকা ৪১	

[61-শিয়রে ৪ ছত্র লিখিত ও লাঞ্ছিত : × তরীতে পা দিইনি আমি··· আর কিছু ত চাই নি গো। ×]

65 ॥ ২৪ × **I have sat idly etc.** × পূর্ব রচনার ভাষান্তর / আদ্যন্ত লাঞ্ছিত। **See Fngitive, No 66 & The Modern Review, April 1918, p 353 : The Captain will come to His Helm.**

পৃ ॥ সং	সূচনা	রচনা	গ্রন্থে সং	প্রচার
67 ॥ ২৫	তোমার হল সুরু	২৭ চৈত্র [১৩২২]	গীতপঞ্চাশিকা ৯	
69 ॥ ২৬	গানের সুরের আসনখানি	২৮ চৈত্র	তদেব ৪	
70 ॥ ২৭	আমারে বাঁধবি তোরা	২৮ চৈত্র ১৩২২	তদেব ২১ / লাঞ্ছিত পাঠ (71) একই তারিখে।	
73 ॥ ২৮	ঐ সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে	২৯ চৈত্র	তদেব ২২ অরূপরতন (১৩২৬) সূচনা : ঐ ঝঞ্জার ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে	
75 ॥ ২৯	নাহয় তোমার যা হয়েছে	২৯ চৈত্র	তদেব ১৯	
77 ॥ ৩০	ওরে আমার হৃদয় আমার	৩০ চৈত্র ১৩২২	তদেব ২	
79 ॥ ৩১	এমনি করেই যায় যদি দিন	৩১ চৈত্র	তদেব ৫	প্রবাসী ৪। ১৩২৪। ৩৮৯

১৩২২ তারিখে। ১৩২২ মাঘে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়িতে ফাল্গুনী-অভিনয়ের প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীশোভনলাল বলেন, ১৩ ও ১৪ সংখ্যার গান দুটি ঐ নাট্যাভিনয়ের এরূপ তাঁহার ধারণা ছিল। সে সময় (ফাল্গুনীর প্রথম-অভিনয়-কালে) বাড়িতে প্রায়ই গাওয়া হইত।

পৃ ॥ সং	সূচনা	রচনা	গ্রন্থে সং	প্রচার
85 ॥ ৩৩	তোমার ভুবন-জোড়া তোসা-মারু চীনসমুদ্র / ৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩[৩০।১]		গীতপঞ্চাশিকা ৩০	তত্ত্ববোধিনী ১২। ১৩২৫। ৩২০
87 ॥ ৩৪	মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন [১৪ অগ্রহায়ণ ১৩২৪]		তদেব ৪৮	রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরের প্রতিচ্ছবি : প্রবাসী ৯। ১৩২৪। ২৩০।

বসুবিজ্ঞানমন্দির-প্রতিষ্ঠার্থে লেখা, এজন্য মন্দিরপ্রতিষ্ঠার তারিখই বিজ্ঞাপিত / রচনা তৎপূর্বে। দ্রষ্টব্য চিঠিপত্র ৬, পত্র ২৮। এ গানের অন্যান্য রূপ রবীন্দ্রসংগীত (১৩৬৯)-ধৃত, পৃ. ২১২-১৩; তন্মধ্যে প্রথম বা আদি (?) পাঠ ১৩১১ অগ্রহায়ণের বঙ্গদর্শনে, পৃ. ৪৩৮ : বঙ্গজননীমন্দিরাঙ্গন ইত্যাদি। রাগিণী / ভূপালি / তাল তেওড়া।
'বড়োদারাজ গায়কবারের অভ্যর্থনার উপলক্ষ্যে রচিত।'

পৃ ॥ সং	সূচনা	রচনা	গ্রন্থে সং	প্রচার
89/91 ॥ ৩৫	দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী		গীতপঞ্চাশিকা ৪৯	প্রবাসী ৫। ১৩২৬। ৫২২
88/90 ॥ ৩৬	[The Day is Come] Thy call has sped	পূর্বোক্তের রূপান্তর	POEMS, No. 59	*The Modern Review*, Sept. 1917 p. 231
93 ॥ ৩৭	যারা আমার সাঁঝ সকালের গানের দীপে		পলাতকা / পূরবী	সবুজ পত্র ২। ১৩২৪। ৯২

[পলাতকার শিরোনাম 'শেষ গান' / পূরবী'তে 'পূরবী' / সবুজ পত্রে 'পরমায়ু'। এই পাণ্ডুলিপির পাঠ অনেকটা পলাতকা-সদৃশ। 86 পৃষ্ঠায় / সম্ভবতঃ ছিঁড়িয়া-ফেলা আরেক পাতার কোনো পৃষ্ঠায় এ রচনার সর্বৈব লাঞ্ছিত বা বর্জিত রূপ।]

৩০।১ রবীন্দ্রনাথ পরদিন লেখেন দিনেন্দ্রনাথকে : কাল রাত্রে ঘোরতর বৃষ্টিবাদল ·· ডেকে কোথাও শোবার জো রইল না। অল্প একটুখানি শুক্‌নো জায়গা বেছে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান গেয়ে অর্দ্ধেক রাত্রি কেটে গেল। প্রথমে ধরলুম, শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে পড়ুক ঝরে ··· কিন্তু বৃষ্টি আমার সঙ্গে সমান টক্কর দিয়ে চল্‌ল— তখন একটা নতুন গান বানিয়ে গাইতে শুরু করলুম— শেষকালে আকাশের কাছে হার মেনে রাত্রি দেড়টার সময় ক্যাবিনে এসে শুলুম। গানটা সকালেও মনে ছিল। ··· লিখে দিচ্ছি। বেহাগ, তেওরা। ··· ইতি রবিদাদা ৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩— মূল পত্র শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত।

পৃ ॥ সং	সূচনা	রচনা	গ্রন্থে সং	প্রচার
95 ॥ ৩৮	ছিল যে পরানের অন্ধকারে		গীতপঞ্চাশিকা ২৮	
97 ॥ ৩৯	কবে তুমি আসবে বলে[৩০।২]	[শিলাইদা আষাঢ় ১৩১৮ / পাণ্ডু. ১২৫]	তদেব ২৪	সুপ্রভাত ৫ । ১৩১৮ । ৭৪
৪০	I shall not wait and wach		তদেব ভাষান্তরে POEMS No. 62	*The Modern Review* Jan. 1918 p.1
99 ॥ ৪১	কাঁপিছে দেহলতা[৩১]		গীতপঞ্চাশিকা ১৬	সবুজ পত্র ৫ । ১৩২৪ । ২৭৭
101 ॥ ৪২	একদা তুমি প্রিয়ে		তদেব ৪৪	ভারতী ৭ । ১৩২৪ । ৬৮৭
৪৩	বেদনা দিবে যত [লাঞ্ছিত পাঠ পূর্বপৃষ্ঠায়]		স্ফুলিঙ্গ	
103 ॥ ৪৪	ব্যাকুল বকুলের ফুলে[৩১]		গীতপঞ্চাশিকা ১৫	সবুজ পত্র ৫ । ১৩২৪ । ২৮০
105 ॥ ৪৫	যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে[৩১]		তদেব ২৯	তদেব ৫ । ১৩২৪ । ২৮১
107 ॥ ৪৬	দুয়ার মোর পথপাশে[৩১]		তদেব ২০	তদেব ৫ । ১৩২ । ২৮২
109 ॥ ৪৭	ও দেখা দিয়ে যে		তদেব ১৪	
108 ॥ ৪৮	She came for a moment		ভাষান্তরে The Fugitive No. 9	*The Modern Review* Jan. 1918 p. 1

৩০।২ আদৌ লেখা হয় অচলায়তন নাটকের উদ্দেশে। এখানে সংকলন মাত্র।

৩১ সঙ্গীতের মুক্তি প্রবন্ধের অঙ্গীভূত ; তদুদ্দেশে এই ৪টি (অন্তর্বর্তী অন্য দুটি ?) লিখিত মনে হয়। এই প্রবন্ধ সম্পর্কেই রবীন্দ্রনাথ ২৭ অগস্ট ১৯১৭ (১১ ভাদ্র ১৩২৪) তারিখে প্রমথ চৌধুরীকে লিখিয়া থাকিবেন (চিঠিপত্র ৫ / পত্র ৫৮) : 'গানের লেকচারটা লেখা হয়েছে।' 'সঙ্গীতের মুক্তি' ছন্দে (১৩৩৩) এবং পরে সংগীতচিন্তায় (১৩৭৩) সংকলিত।

পৃ ॥ স° সূচনা/রচনা আধার-গ্রন্থে তথা পত্র-পত্রিকায় প্রচার

111 ॥ ৪৯ ভেঙে মোর ঘরের চাবি গীতপঞ্চাশিকা ৪২ [দ্রষ্টব্য গ্রন্থপরিচয় : ডাকঘর (১৩৬৮) পৃ ৭৭। ১৯১৭-শেষে ও ১৯১৮ জানুয়ারির প্রথমে ডাকঘর নাটকের অভিনয় জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ির 'বিচিত্রা'হলে। তদুপলক্ষ্যে এই গানের রচনা, ইহার ইংরেজি রূপান্তর ৪ জানুয়ারি ১৯১৮ তারিখের অনুষ্ঠানপত্রে মুদ্রিত।]

113 ॥ ৫০ বল বল, বন্ধু, বল [স্বরলিপিহীন গান প্রথম-প্রকাশিত গীতপঞ্চাশিকায়। 'বাউল' সুর] প্রবাসী ১০। ১৩২৪। ৩৩১

115 ॥ ৫১ আমি যখন তাঁর দুয়ারে ১ জানুয়ারি ১৯১৮ [১৭ পৌষ ১৩২৪] গীতিবীথিকা-শেষ মানসী ও মর্ম্মবাণী ১০। '২৪। ৫৮৫

117 ॥ ৫২ ॥ 1 There sounded a voice [নৈবেদ্য ৫৭]

৫৩ ॥ 2 The time is loud today [নৈবেদ্য ৯৫ : আজি সভ্যতার ইত্যাদি]

৫৪ ॥ 3 Don your white robe [নৈবেদ্য ৯৩। তুলনীয় POEMS No. 27 or last stanza of concluding poem : Nationalism]

৫৫ ॥ 4 Let me lay my heart [নৈবেদ্য ৭৯] [উল্লিখিত 1-4 সংখ্যা-চতুষ্টয় পাণ্ডুলিপিতে।

119 ॥ ৫৬ [India's Prayer : I] Thou hast given us to live[৩২] [তুলনীয় নৈবেদ্য ৫৪। ৫৬। ৯৯]
POEMS (1943) No. 61 and *The Modern Review* Jan. 1918 p 98

121 ॥ ৫৭ জাগরণে যায় বিভাবরী গীতপঞ্চাশিকা ২৪

123 ॥ ৫৮ ওরে সাবধানী পথিক[৩৩] তদেব ৪৫

৩২ উল্লিখিত ৫টি ভাষান্তরিত বা রূপান্তরিত রচনার মূলে বাংলা কোন্ কোন্ কবিতা আছে বা থাকা সম্ভব তাহারই ইঙ্গিত বন্ধনী-মধ্যে। সবশেষ রচনা সম্ভবতঃ একাধিক বাংলা কবিতার ঘনীভূত রূপ। / ৩৩ চিরকুমারসভার (ভারতী ১৩০৭-১৩০৮) গান বহুশঃ পরিবর্দ্ধিত।

পৃ। সং	সূচনা	আধার-গ্রন্থে তথা পত্রিকায় প্রচার	
124 ॥ ৫৯	ওহে সুন্দর মরি মরি	গীতপঞ্চাশিকা ১৭	প্রবাসী ১২। ১৩২৪। ৬০৭
125 ॥ ৬০	অলকে কুসুম না দিয়ো[৩৩]	কাব্যগীতি ১৪	
126 ॥ ৬১	আকাশ হতে আকাশপথে	গীতপঞ্চাশিকা ৩১	
৬২	সে কোন বনের হরিণ ছিল[৩৪]	তদেব ১৮	প্রবাসী ১। ১৩২৫। ১
127 ॥ ৬৩	The lamp is trimmed Jan 31, 1918 [১৮ মাঘ ১৩২৪		
128 ॥ ৬৪	কান্নাহাসির দোল-দোলানো	গীতপঞ্চাশিকা ১	মানসী ও মর্ম্মবাণী ১১। ১৩২৪।
129 ॥ ৬৫	আমার পাত্রখানা যায় যদি যাক্	তদেব ৪৬	
130 ॥ ৬৬	তুমি একলা ঘরে বসে বসে	তদেব ৩৩	
৬৭	অশ্রুনদীর সুদূর পারে	তদেব ৩২	
131 / 133 ॥ ৬৮	× Darkly × × × × × [প্রথমোক্ত পৃষ্ঠায় পুরা লিপিয়া / শেষোক্ত পৃষ্ঠার উপর দিকে প্রায় আধখানায়, সবটাই লাঞ্ছিত। বলাকার অষ্টম কবিতার ভাবান্তর সন্দেহ নাই। পরিণত রূপ : The Fugitive No. 60]		
132 ॥ ৬৯	কোন্ সুদূর হতে আমার মনোমাঝে	গীতপঞ্চাশিকা ৩৪	
133 ॥ ৭০	আয় আয় রে পাগল ভুলবি রে	তদেব ৩৫	
134 ॥ ৭১	অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে	তদেব ৩৬	
৭২	আজি বিজন ঘরে নিশীথ রাতে	তদেব ৩৭	

---

৩৪ এ রচনার পরে এই পৃষ্ঠার নীচে বাঁকা ভাবে টোকা আছে : বসন্ত আগত / সখি / আজ ভৈরবী /

পৃ ॥ স°	সূচনা	আধার গ্রন্থে তথা পত্রিকায় প্রচার
135 ॥ ৭৩	সবার সাথে চলতেছিল	গীতপঞ্চাশিকা ৩৮
৭৪	আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে	তদেব ৩৯
136-37 ॥ ৭৫	কেন রে এই দুয়ারটুকু	তদেব ৪০

[পূর্বপৃষ্ঠায় পর পর দুটি লাঞ্ছিত পাঠ। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ বলেন, 'বড়ো মেয়ের মৃত্যুর সময় লেখা, ১৩২৫ সনে।' (রবীন্দ্রসংগীত, ১৩৬৯, পৃ ২১০) - এরূপ কিংবদন্তী থাকিলেও, বস্তুতঃ এ রচনা ১৩২৪ চৈত্রের পূর্বে নয় কি ?]

139 / 137-38 ৭৬ [বিজয়ী] তখন তারা দৃপ্ত বেগের বিজয়রথে পূরবী প্রবাসী ১২ । ১৩২৪ । ৫:১

[139 পৃষ্ঠা জুড়িয়া পূর্বপাঠ লিখিত ও লাঞ্ছিত হইলে, 137 পৃষ্ঠার নীচের দিকে শুরু করিয়া পরপৃষ্ঠায় কবিতা শেষ করা হয়। অতিশয় সংহত ইংরেজি রূপান্তর **POEMS (1943)**-ধৃত, অপিচ দ্রষ্টব্য ***The Modern Review*** **(June 1918 p. 581) : The Conquerer.**]

পাণ্ডুলিপি উল্টাইয়া পর-পর যে লেখাগুলি দেখি, সেগুলিতে ক্রমিক সংখ্যা দিলেও রচনার কালক্রম অনিশ্চিত।—

150 ॥ ৭৭ **Speak to me, my friend The Fugitive 74 *The Modern Review,* April 1918 p. 353**

[অত্র দ্রষ্টব্য ক্রমিক স° ৫০। 'বলো বলো বন্ধু বলো'র ভাষান্তর বা রূপান্তর]

148 / 149 ॥ ৭৮ এস এস বসন্ত ধরাতলে। [মূলতঃ 'মায়ার খেলা'র (অগ্রহায়ণ ১২৯৫) গান। বর্তমান তালিকায় ইতঃপূর্বে '১৩' ও '১৪' সংখ্যায় যে দুটি গানের উল্লেখ তাহার সমকালীন রচনা হইতে পারে, কথায় ও সুরে পুরাতনেরই নূতন রূপান্তর। পরে আলোচিত হইবে।]

পৃ ॥ স° সূচনা আধার-গ্রন্থে তথা পত্রিকায় প্রচার ॥ অন্যান্য তথ্য

· 146 ॥ ৭৯ [India's Prayer / II] Our voyage is begun [আমাদের যাত্রা হল সুরু]
POEMS (1943) No. 44 and *The Modern Review* Jan. 1918 p. 98
[দ্রষ্টব্য ক্রমিক স° ৫৬। গ্রন্থে দুটি পৃথক কবিতা হইলেও, বিশেষ উপলক্ষ্যে তথা *The Modern Review* পত্রে '৫৬' ও '৭৯' মিলাইয়া একটি রচনা : India's Prayer। উপলক্ষ্য ১৯১৭ ডিসেম্বরে শ্রীমতী অ্যানি বেসান্টের সভাপতিত্বে ভারতের জাতীয় মহাসভার অধিবেশন। প্রথম দিনে ২৬ ডিসেম্বর তারিখে কবি স্বয়ং আবৃত্তি করেন সভাস্থলে। দ্রষ্টব্য *M. R.* p. 99 এবং James H. Cousins ও Margaret E. Cousins-এর *We Two Together* (1950), পৃ ৩১৬, শেষ অনুচ্ছেদ।]

· 144 / 145 ॥ ৮০ × Thy own kindred shall forsake thee × [তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে]
Poems (1943) No. 42 *The Modren Review,* Jan. 1918 p. 237
[পাণ্ডুলিপির দুই পৃষ্ঠায় লাঞ্ছিত দুটি পাঠ। তন্মধ্যে প্রথম পাঠ (· 144)- উদ্ধার কৃচ্ছ্রসাধ্য হইলেও অন্যটি পড়া যায়। তুলনীয় সাময়িক পত্র ও গ্রন্থ ধৃত পাঠ।]

· 142 ॥ ৮১ **Thou hast given me to live** [অত্র তালিকা-ধৃত '৫৬' সংখ্যার সহিত তুলনীয়, যেটি India's Prayer কবি-ভাষণের প্রথমাংশ। বর্তমান পাঠ সংহত ও সংক্ষিপ্ত এবং সকলের সমবেত প্রার্থনা না হইয়া, একা কবিরই আত্মকথনের তুল্য— নৈবেদ্যের মূল কবিতাগুলির আরো কাছাকাছি। পত্রিকায় ও *Poems* গ্রন্থে মুদ্রিত অপিচ পাণ্ডুলিপি '৫৬' সংখ্যায় লিপিবদ্ধ পাঠ বিশেষ উপলক্ষ্য-উপযোগী এবং পরবর্তী রচনা মনে হয়।]

আলোচ্য রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিতে কালীর লেখার আধার কেবল পৃষ্ঠা 10, 53, 55, 90 (ইংরেজি রূপান্তরের শেষ স্তবক), 93 97 (ইংরেজি রূপান্তর), 117, 119, 121, 127, · 142, · 150 আর কালীতে '37' পৃষ্ঠায় বলাকার 'অপমানিত' কবিতায় যুক্ত হইয়াছে ভ্রষ্ট একটি মাত্র পদ এবং '88' পৃষ্ঠায় প্রথম ছত্রে across' স্থলে 'over' একটি-মাত্র সংশোধন।

পাঠপঞ্জী

গীতিমাল্য। গীতালি

পাণ্ডু. ২২৯

বর্তমান পাণ্ডুলিপি-পরিচয়ে সমুদয় রচনার সর্বাঙ্গীন পাঠপঞ্জীকরণের প্রয়োজন নাই। কবিকৃতির রীতি প্রকৃতি ও তাহার ক্রমবিবর্তনের নিদর্শন হিসাবে বিশেষ কতকগুলি দৃষ্টান্ত চয়ন করিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। কতকগুলি রচনার বহুকাল-প্রচলিত কোনো কোনো পাঠ বা মুদ্রণ -প্রমাদ সম্পর্কে রচনাপঞ্জী-প্রণয়ন-কালেই বলা হইয়াছে। পাঠ-পরিবর্তন বা পাঠ-বিচার -সূত্রে আরো যেখানে যাহা বলিবার আছে, প্রত্যেক স্থলে রচনাপঞ্জী-গত ক্রমিক সংখ্যা ও গ্রন্থ-ধৃত ক্রমিক সংখ্যা পর পর উল্লেখ করিয়া বলা যায়। —

গীতিমাল্য ॥ যথাক্রমে পাণ্ডু. ও গ্রন্থ-ধৃত সংখ্যার প্রথমেই উল্লেখ। স্তবক ও ছত্র-গণনা মুদ্রিত কাব্যগ্রন্থ-অনুযায়ী। একাধিক ছত্রদণ্ডচিহ্ন-যোগে পর পর দেখানো চলিবে। পাণ্ডুলিপির ও (পাওয়া গেলে) সাময়িক পত্রের পাঠ যথাক্রমে দেখানোর পর আবশ্যক বুঝিলে গ্রন্থের পাঠ সংকলন করা হইবে-- নহিলে গ্রন্থ দেখিতে হইবে।

১ ॥ ৪ স্ত ১ স্থির নয়নে চেয়ে আছি / মনের মধ্যে অনেক দূরে।	আমি চেয়ে দেখি মনের মধ্যে / অনেক দূরে।
ঘোরাফেরা গেছে ঘুরে।	আমার ঘোরাফেরা গেল ঘুরে।
গভীর ধারা জলের ধারে / আঁধার করা বনের পারে	গভীরধারা জলের ধারে / কনকচাঁপা বনের পারে,
সন্ধ্যামেঘে সোনার চূড়া / উঠেছে ঐ বিজন পুরে	সন্ধ্যামেঘে সোনার চূড়া / উঠেছে কোন্ বিজনপুরে—
মনের মাঝে অনেক দূরে ॥	মনের মধ্যে, অনেক দূরে।

স্ত ১। ছ ৬ উদাস ধ্বনি ভেসে আসে > তদেব ভারতী > উদাস ধ্বনি উধাও আসে

স্ত ৩। সূচনা নিচল জলে > নিথর জলে > নিচল জলে

ছ ৫ পশ্চিমেতে > তদেব > পশ্চিমে ঐ

ছ ৭ একলা মানুষ > তদেব > একলা কে যে

ছ ৯ মনের মধ্যে > মনের মাঝে > তদেব

স্ত ৪ । ছ ৫-৮ এখন আমায় দিল আনি / কান্ন-ছাড়ানো চিঠিখানি ;
সন্ধ্যাদীপের আলোয় বসে / ওগো আমার নয়ন ঝুরে >
এখন আমায় দিল আনি / কান্ন-ছড়ানো চিঠিখানি ।
সন্ধ্যাদীপের আলোয় বসে / ওগো কাহার নয়ন ঝরে >
এখন আমায় কে দেয় আনি / কান্ন-ছাড়ানো পত্রখানি
সন্ধ্যাদীপের আলোয় বসে / ওগো আমার নয়ন ঝুরে

৩ । ৫ স্ত ৪ । ছ ৪ কাহার গায়ের গন্ধ > তদেব প্রবাসী > হাওয়াতে কার গন্ধ
ছ ৮ ভরিয়ে দিয়ে অরুণ রাগে > ভরি দিয়ে অরুণ রাগে > ভরিয়ে অরুণ রাগে
স্ত ৫ । ছ ৫-৮ কেটেছে দিন দিনের পরে / এমনি পথে এমনি ঘরে, / ··· ··· / এমন অচিন দেশে । > তদেব প্রবাসী >
দিনের পরে কেটেছে দিন / পথে পথে বিরামবিহীন । / ··· ··· / হেন অচিন দেশে ।

৮ ॥ ১০ স্ত ১ । ছ ১১ জেগেছে > জেগেছে > লেগেছে
স্ত ২ । সূচনা মিলিয়ে > মিলিয়ে > মিশিয়ে
স্ত ২ । ১৪ ও ১৫ ছুটিল / ফুটাল > তদেব প্রবাসী > ছুটেছে / ফুটায়ে [পাণ্ডুলিপিতে সংশোধিত পাঠ গীতিমালা-তুল্য ।]

১০ ॥ ১২ স্ত ১ । ছ ১ এই দুয়ারটি রেখেছ খোলা > তদেব প্রবাসী > এই দুয়ারটি খোলা
ছ ৪ ও শেষ ওগো তুমি আপন-ভোলা > আপন-ভোলা / ওগো আপন-ভোলা > ওগো আপন-ভোলা

১৩ ॥ ১৫ স্ত ১। ছ ২ এই ত তোমার মায়া > তদেব প্রবাসী > এই তো আ মা র মায়া / (মুদ্রণপ্রমাদ)
Gitanjali, LXXI : such is t h y *maya*

ছ ৮ নিল আমার > আমার নিল > তদেব

১৬ ॥ ১৮ সাময়িক পত্রে প্রচার জানা নাই। স্ত ২। ছ ৪ 'দিস নে তারে ফাঁকি।' স্থলে : দিস্‌নে তারে ফাঁকি।
চিরজীবন দিস্‌নে তারে ফাঁকি। /

পাণ্ডুলিপির এই পাঠ সংগত বলিতে হয় পূর্বাপর অন্য স্তবক-নিচয়ের সাদৃশ্যে।
সংকলিত দ্বিতীয় ছত্র কেবল "কপি-ছাড়"-বশতই ছাপা হয় নাই।

৬৭ ॥ ৪৭ ছ ৭ তুমি সঙ্কট তুমিই ক্ষতি > তদেব প্রবাসী > তুমিই সঙ্কট [সংকট] ইত্যাদি গ্রন্থে দীর্ঘকাল-প্রচলিত (১৯৬২ অবধি / পরে নয় ?) মুদ্রণপ্রমাদ মাত্র। অযথা একটি 'ই'-প্রক্ষেপে কিঞ্চিৎ ছন্দোদোষ উৎপাদনের কোনো হেতুই নাই। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থে বা প্রথম-প্রকাশিত গীতিমাল্যে এ ভুল অবশ্য ছিল না।

১১৮ ॥ ৯৮ এ গানের গীতিমাল্যে মুদ্রিত পাঠ কাব্যরসিক সকলের পরিচিত। সেই পাঠই কবি সংকলন করিয়া যান, ১৩৫৫ ভাদ্রে প্রথম খণ্ড গীতবিতান রূপে যাহার প্রচার। কিন্তু যে গান আখর-যোগে গাওয়া হয়, আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা অনুযায়ী সেই পাঠ অধুনা-সংকলিত দ্বিতীয় খণ্ড গীতবিতানের সংযোজন অংশে। বর্তমান পাণ্ডুলিপির পাঠ আখর-যুক্ত হইলেও, কিছু পার্থক্য তাহাতে আছে। এ স্থলে সবটাই সংকলনযোগ্য। —

তোমার আনন্দ ঐ এল দ্বারে (জেগে দেখো দেখো) / এল এল এল গো। (ওগো পুরবাসী)
বুকের (সুখের) (দুখের) আঁচলখানি ধূলায় পেতে / আঙিনাতে মেলো গো।
(পথে) সেচন কোরো (পা ফেলবে যেথায়) গন্ধবারি / মলিন না হয় চরণ তারি,
তোমার সুন্দর ঐ (মুখে চেয়ে দেখো) এল দ্বারে / এল, এল, এল গো।

আকুল হৃদয়খানি সম্মুখে তার / ছড়িয়ে ফেলো ফেলো গো। (রেখো না রেখো না ধরে)
তোমার সকল ধন যে ধন্য হল হল গো। (তার বাঁধন গেল)
বিশ্বজনের কল্যাণে আজ / ঘরের দুয়ার খোলো গো।
রাঙা হল (তার হাসির রঙে) সকল গগন / চিত্ত হল পুলকমগন
তোমার নিত্য আলো (হৃদয় মেলে দেখো) এল দ্বারে / এল এল এল গো।
তোমার পরাণপ্রদীপ তুলে ধোরো / ঐ আলোতে (পূজার প্রদীপ) জ্বেলো গো। /

১১৯ ॥ ৯৯ এ গানের ধুয়াটি 'ও তার অন্ত নাই গো নাই' পাণ্ডুলিপিতে একবারও লেখা হয় নাই।

১২০ ॥ ১০০ এ গানেরও ধুয়াটি 'ওগো ঐ তোমারি ফুল' পাণ্ডুলিপিতে পাই না।

১২১ ॥ ১০১ ধুয়াটি 'সব দিতে হবে' পাণ্ডুলিপিতে নাই। চতুর্থ ছত্রে 'নিপুণ সেবা' স্থলে : শক্তিটুকু /

১৩০ ॥ ১০৮ দশম ও একাদশ ছত্রের মধ্যে ফাঁক, সেই অবকাশে রচনার স্থান-কাল-নির্দেশ।

১৩৩ ॥ ১০৯ পাণ্ডুলিপির তুলনায় মুদ্রিত পাঠে স্থানে স্থানে পার্থক্য।

স্ত ১ ॥ ছ ৬ চেয়ে আমার পানে > আমার প্রাণে
ছ ৯ আমার পূজার চায়ে > পূজার ছায়ে
স্ত ২ ॥ ছ ১ সাড়া পেল > হেথায় সাড়া পেল
ছ ৩ খোঁজে আপন কবি > অমল-ছবি
ছ ৬ আমার প্রণাম সাথে > প্রণাম-সাথে
ছ ৭ ও সে আমার চোখে > সে যে আমার চোখে ছ ৯ আমার পূজার ছায়ে > পূজার ছায়ে

১৩৫ ॥ ১১১ ছ ১ ও ৩ অতিপর্বিক আমার > মোর

গীতালি ॥ পাঠসংকলন পূর্ববৎ।

১৪৩ ॥ ৬ পাণ্ডুলিপিতে শেষ ছত্র : সেই ভয়কে মারার মার যে হৃদয় যাচে।

১৪৪ ॥ ৭ বহুশঃ ভিন্ন পাঠ পাণ্ডুলিপিতে : সুখে আমায় রাখবে না ত / রাখবে তোমার কোলে / তবে যাক্ না গো সুখ জ্বলে।
আমার পায়ের তলার মাটি যাবে / বুঝেছি তাই তোমার ভাবে, / তুলে নিয়ে দোলাবে ঐ / বাহুদোলার দোলে।
যেখানে ঘর বাঁধব আমি / আসবে তোমার বান— / তোমার কঠিন হাত হতে মোর / নাই যে পরিত্রাণ ;
এবার আমি মেনেছি হার / যা খুসি তাই কর তোমার, / ধরা দিলেম আপন হতে / পথে এলেম চলে।

১৪৭ ॥ ৯ স্ত ১। ছ ১ তুমি আমায়>আঘাত করে ছ ৪ তুমি আমার>তবে আমার
ছ ৫-৬ যত বারই দুঃখ দিলে / তত বারই>বারে বারে মরার মুখে / অনেক দুখে
স্ত ২ বহুশঃ ভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে : তরী আমার ঝড়ের রাতে / বেয়েছি গো তোমার সাথে।
জানি নে যে কেমন করি / তরিয়ে দিলে জীর্ণ তরী। / যেমনি নিলে হাতে ধরি / বিনামূল্যে নিলে কিনে।

১৫০ ॥ ১২ স্ত ১। ছ ৩-৪ আজ তোমায় আমায় প্রাণের বঁধু / বসব যে এক সাথে>তদেব প্রবাসী
স্ত ২। ছ ৩-৪ আমার হৃদয় ভেঙে দিল তোমার / কি মাধুরীর ভার>তদেব
ছ ৬ ৭ রাখবে আঁখি আড়াল করে, / তোমার আঁখি রইবে চেয়ে>তদেব

১৫৫ ॥ ১৭ স্ত ১। ছ ৫-৬ এতদিন যে তোমার মনে / কি ছিল গো সংগোপনে>তদেব প্রবাসী

১৫৭ ॥ ১৯ স্ত ১। ছ ১ আমার গোপন হৃদয় প্রকাশ হল>তদেব প্রবাসী ছ ২ আমার বেদন বাঁশি>তদেব
ছ ৬-৮ এ ত জানি আমার কথা / ফিরে এসে আমার প্রাণে / আমারেই উদাসে>তদেব
স্ত ২। ছ ১-৪ বাহিরে যে নানা বেশে / ফের কতই ছলে / আমার হাতের গাঁথা মালা / লুকিয়ে নেবে বলে>তদেব

১৬৷ ॥ তুলনা ২৩ পাণ্ডুলিপি-ধৃত রূপটি প্রেস-কপি হিসাবে প্রবাসী পত্রের জন্য প্রেরিত হয়। পরে কোনো সময় ঐ পাঠ লাঞ্ছিত না করিলেও বর্জন করা হয় এবং গীতালির নূতন পাঠ (২৩), গান- লেখা আগের পাতার শিরে (সে লেখা অন্যের হস্তাক্ষরে) রবীন্দ্রনাথ নিজে লিখিয়া দেন। কিছু কাটাকুটি আছে, গ্রাহ্য পাঠ গীতালির অন্তর্গত রচনার তুল্য। পাণ্ডুলিপি-ধৃত পূর্বপাঠ সংকলনযোগ্য (স্বরলিপি থাকায় যন্ত্রস্থ গীতবিতান তৃতীয়ে ইহার স্থান):

কেন আর মিথ্যা আশা বারে বারে / ওরে তোর সঙ্গে যে কেউ যাবে না রে।

এ তোমার রাত্রিশেষের ভোরের পাখী / তোমারেই একলা কেবল গেল ডাকি

যা রে তুই বিজন পথে চলে যা রে।

ওদের ঐ হৃদয়কুঁড়ি শিশির রাতে / বসে রয় চোখের জলের অপেক্ষাতে।

মেটাতে পারবে না যে আঁধার নিশা / তোমার এই ফোটা ফুলের আলোর তৃষা,

সে যে তাই চেয়ে আছে পূবের পারে॥

১৬৮ ॥ ৩০ প্রথম স্তবকে ও দ্বিতীয়ের সূচনায় দু ছত্রে পাণ্ডুলিপির পাঠ ঈষৎ ভিন্ন এবং সংকলনযোগ্য:

তীরে কি আর আসবে না তোর তরী? / ঢেউ দেখে তুই মরিস ডরে / সেই লাজেতেই মরি।

চেয়ে ঝড়ের মেঘের পানে / শান্তি যে তোর নাই রে প্রাণে, / কাণ্ডারী তোর হাসচে বসে / ডান হাতে হাল ধরি।

মিথ্যা স্বপন তোর / এমনি করে জড়িয়েছে রে > তদেব শান্তিনিকেতন পত্রে। তবে প্রথম পদটি অতিপর্বিক দেখাইলেও সেটি মুদ্রণপ্রমাদ মাত্র।

১৬৯ ॥ ৩১ প্রথম-দ্বিতীয় ছত্রে ভিন্ন পাঠ পাণ্ডুলিপিতে: এবার পড়ে রইব তোমার দ্বারে / দেখব কেমন ফিরাও বারে বারে।

১৭৪ ॥ ৩৬ ছ ১ সামনে এরা > তদেব প্রবাসী > যেতে যেতে / ছ ৩ এদের সাথে > তদেব > সবাই মিলে

ছ ৬ তোমার ডাকে > তদেব > হাজার ডাকে

[১৮২ ॥ কাব্যগীতি ১০-শেষে 'ভরবে থালায়' গ্রন্থে ও শান্তিনিকেতন পত্রে। পাণ্ডুলিপিতে আদৌ সেরূপ থাকিলেও, পরে করা হয় : ভরবি]

১৮৪ ॥ ৪৫ ছ ২ পাণ্ডু. ও প্রবাসী (কার্ত্তিক) : আমার হৃদয় নইলে আর কোথাও কি ধরবে ? / প্রচলিত পাঠ পরবর্তী প্রবাসীতে ও গীতালিতে।

১৯১ ॥ ৫১ স্ত ১। ছ ২-৩ যেমন আছিস তেমনি থাকিস / ফিরিস কিসের অন্বেষণে ! / তুলনীয় গীতালি

ছ ৫-৬ চলিস নে আর কারো পিছু / হৃদয়টি তোর থাক-না ভরা / তুলনীয় ঐ

স্ত ২। ছ -২ ওঠে পড়ে আঁধার আলো— / ঢেউ খেলে যে দিবানিশি / তুলনীয় ঐ

১৯৫ ॥ ৫৫ প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্যে (প্রথম ও তৃতীয় ছত্রে), অতিপর্বিক 'তোমার' কেবল পাণ্ডুলিপিতে ও প্রবাসী পত্রে।

[১৯৭ ॥ সংযোজন 'রচনাবলী ১১ ছ ২ তোমার ভার>তোমার আদেশ (শান্তিনিকেতন)>তোমার ভার (রচনাবলী / আষাঢ় ১৩৪৯) এ ক্ষেত্রে পূর্বপাঠে প্রত্যাবর্তন স্বয়ং কবির ইচ্ছায় বা অভিরুচিতে নয়, মনে হয়।]

১৯৮ ॥ ৫৭ উনশেষ ছ আর কি ভুলে রইতে পারি>ভুলিয়ে যেন নেয় না মোরে

১৯৯ ॥ ৫৮ ঐরূপ ঘুচিয়ে তবে>ঘুচিয়ে ফেলে

২০৫ ॥ আশীর্বাদ [একাদশ খণ্ড রবীন্দ্ররচনাবলীর গ্রন্থপরিচয়ে এ কবিতার বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি ও গীতালি - ধৃত পাঠভেদগুলি প্রদর্শিত পৃ ৫০২-০৩]

২০৮ ॥ ৬৬ স্ত ১। ছ ১-২ এবার যদি / এসে থাক>তদেব প্রবাসী / তুলনীয় গীতালি

ছ ৩ ছাড় গো, এখন আমায়>ছাড় গো, এখন আমার>ছেড়ে দাও, এখন আমার

২০৯ ॥ ৬৭ ছ ৩ এবার প্রভু, লও গো শেষের দান / ধুয়া-রূপে বার বার নাই পাণ্ডুলিপিতে বা প্রবাসীতে।

পাণ্ডুলিপি ১৩১

৫ ॥ ৭২ ছ ৩-৪ সন্ধ্যা আজি হল মেঘে, / চাঁদের মুখে>সন্ধ্যা হল কালো মেঘে, / চাঁদের চোখে

৬ ॥ ৭৩ স্ত ২। ছ ৫ নয়নজলে>তদেব প্রবাসী>চোখের জলে

৭ ॥ ৭৪ স্ত ২। ছ ৩ ভরে উঠে>ভরে উঠে>ওঠে ভরে

৮ ॥ ৭৫ দ্রষ্টব্য পাদটীকা ১৮ পৃ ১৬৩

৯ ॥ ৭৬ স্ত ২। ছ। ৩ প্রদীপ নিয়ে>প্রদীপ হাত

১০ ॥ ৭৭ স্ত ২। ছ ২ আমি-হারা>আমায় হারা ছ ৪ আমায় টান্‌তে>টানতে আমায়

১১ ॥ ৭৮ ছ ৩-৪ ধুয়া-রূপে পুনঃ পুনঃ লেখা নাই পাণ্ডুলিপিতে।

১৩ ॥ ৮০ স্ত ২। ছ ১ এই যে তৃণ>তৃণ যে এই ছ ৭ চারি দিকে>দিকে দিকে

১৪ ॥ ৮১ ছ ৪ ও ১০। কে গো জানি>কে না জানি স্ত ২। ছ ৭ নিদ্রাহারা>বিরামহারা

১৫ ॥ ৮২ মুদ্রিত শেষ দুই ছত্র পাণ্ডুলিপিতে নাই। অন্যত্র নানা পাঠভেদ, যথা :

এই যে ব্যথা এল আমার দ্বারে / এরে আমি ফিরিয়ে দেব নারে।
জাগ্‌তে হবে সারারাতি, / ঝড়ের হাওয়ায় ব্যাকুল বাতি / জ্বালিয়ে নিতে হবে বারে বারে।
আমার যদি শক্তি নাহি থাকে / ধরার দুঃখ আমায় কেন ডাকে ?
ওগো প্রলয়, ওগো রুদ্র, / ক্ষুদ্র আমি নই ত ক্ষুদ্র, / ভয় যে আমি ভয় করি নে তারে।

১৬ ॥ ৮৩ আদ্যন্তে বিচিত্র পাঠভেদ। পাণ্ডুলিপি-ধৃত :

আমি পথিক, পথ যে আমার সাথী। / কয় সে কথা দিনের বেলা, / গায় সে সকল রাতি।

কত যুগের রথের রেখা / বুকে তাহার আছে লেখা, / কত ক্লান্ত আশা ঘুমায় / ধূলায় আঁচল পাতি।
কবে বাহির হয়েছিলেম / কার আছে তা মনে ? / যাত্রা আমার নূতন হল / প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
আমার আশা পথের আশা, / এই পথেরি ভালবাসা, / পথে চলার নিত্যরসে / চিরজীবন মাতি ॥

১৭ ॥ ৮৪ স্ত ১। ছ ১ করে>করি ছ ৩ সে নহে ভর্ৎসনায়>নাই তাহে ভর্ৎসনা
ছ ৪ পেয়ালা ভরে অম্লান সান্ত্বনায়>পেয়ালা-ভরা অম্লান সান্ত্বনা ছ ৫ অঙ্গনে>মন্দিরে
স্ত ২। ছ ১ নিমেষ-কালের>ক্ষণকালের ছ ৩ আমার আঁখি>মুগ্ধ নয়ন ছ ৪ বক্ষ>চিত্ত
ছ ৫ চিত্তে>মর্মে শেষ ছ ঐ যে কমলগুলি>শুভ্র কমলগুলি

২০ ॥ ৮৭ ছ ৩ উঠ্‌চে>উঠবে / মুদ্রণপ্রমাদ নয়তো ?

২১ ॥ ৮৮ ছ ১ ঝাঁপ দিল যে>যে দিল ঝাঁপ স্ত ২। ছ ১ রক্ত তাহার>রক্ত যে তার

২২ ॥ ৮৯ স্ত ১। ছ ১ দিল যে ফুল>যে ফুল দিল ছ ৭ বাণী আপন>ভ্রমণ-বাণী
স্ত ২। উনশেষ ছ নিঝর ঝরে>স্রোত মিলেছে

২৩ ॥ ৯০ স্ত ১। ছ ১-২ আজি এ দিন কোন্ ঘরেতে / খুলেছে তার>এ দিন আজি কোন্ ঘরে গো খুলে দিল
স্ত ২। ছ ৪ তাহার>তাদের

২৪ ॥ ৯১ ছ ১ দিয়ো না গো একটু আমায়>তোমার কাছে চাই নে আমি

২৬ ॥ ৯৩ ছ ৬ ও শেষ 'যা কিছু দাও, দাও যে তুমি আপন হাতে ॥' ধুয়াটি পাণ্ডুলিপিতে লেখা নাই।

২৮ ॥ ৯৫ স্ত ১। ছ ১ ওগো পান্থ>পান্থ তুমি ছ ৪ তাহার>তারি ছ ৮ যাহার প্রাণে>যার পরাণে
স্ত ২। ছ ১. পূর্ববৎ ছ ৫ নাহি ডরে>ডরে না সে ছ ৬ লোভের তরে>লাভের আশে
ছ ৭ মন যে কেমন করে>মন তারি উদাসে

২৯ ॥ ৯৬ ছ ৬ পেয়েছি যে > পেয়েছি ত

৩০ ॥ ৯৭ ছ ৩ লুকিয়ে রেখেছি > গোপন রেখেছি

৩১ ॥ ৯৮ মোট ১১ ছত্রে শেষ হইলে স্থান-কাল-নির্দেশ। পরে ছ ৮-১১ লাঞ্ছিত হইলেও গ্রন্থে মুদ্রিত।
পরিবর্তন : ছ ৮ নব আশার > নূতন আশার ছ ১০ আমি তোমার > আমি নিত্য
শেষ ছ নমি তোমায় নমি বারম্বার > পথে চলার লহ নমস্কার।
পাণ্ডু.-ধৃত শেষ ছত্র বাদে অন্যান্য নূতন পাঠ (ছ ৩-১০) অগ্রাহ্য।

৩২ ॥ ৯৯ পাণ্ডুলিপির আদ্যন্ত ভিন্ন পাঠই এ ক্ষেত্রে সংকলনযোগ্য :—
অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো / সেই ত তোমার আলো / তারে নমস্কার।
সকল বিরোধ দ্বন্দ্বমাঝে জাগ্রত যে ভালো / সেই ত তোমার ভালো / তারে নমস্কার।
পথের মাঝে বক্ষ পেতে রয়েছে যেই গেহ / সেই ত তোমার গেহ / তারে নমস্কার।
সমরক্ষেত্রে অমর করে রুদ্রনিঠুর স্নেহ / সেই ত তোমার স্নেহ / তারে নমস্কার।
সব ফুরায়ে গেলে তবু বাকি রয় যে দান / সেই ত তোমার দান / তারে নমস্কাব।
মৃত্যু আপন পাত্রে ভরি বহিছে যেই প্রাণ / সেই ত তোমার প্রাণ / তারে নমস্কার।
বিশ্বজনের পায়ের তলে লুটিয়ে রয় যে ভূমি / সেই ত স্বর্গভূমি / তারে নমস্কার।
যেখানেতে সবাই আছে সেইখানে যে তুমি / সেই যে আমার তুমি / তোমায় নমস্কার।

৩৩ ॥ ১০০ ছ ১ শক্তি > গতি ছ ২ বাধে > ঠেকে ছ ৪ যেথায় > যেথা ছ ১২ অন্তরেতে > অন্তরে ত
ছ ১৪-১৫ যখনি যায় বয়ে / তখনি তার > চলে যখন বয়ে / তখন সে পায়

৩৪ ॥ ১০১ ছ ২ ও ৪ জয় হে তোমার জয়>তোমারি হউক জয়

৩৫ ॥ ১০২ ছ ২ নানা ছলে>মিথ্যা ছলে ছ ৫ কোথা হোথায়>নানান পথে

৩৬ ॥ ১০৩ স্ত ১। ছ ৫ জীবন>এ প্রাণ স্ত ২। ছ ১ যখনি>যতবার ছ ৪ লাগে>পাই যে

৩৭ ॥ ১০৪ স্ত ১। ছ ১ কেমন করে>কেমন করে তড়িৎ-আলোয় স্ত ২। ছ ৭-৮ তোমারি ধন / রহে>তোমার সে ধন / রয় তা

৩৮ ॥ ১০৫ স্ত ১। ছ ১ সংখ্যাবিহীন>গণনাহীন ছ ৪ হৃদয়খানি>উঠল হৃদয় স্ত ২। ছ ৫ অঁখিপাতা>আঁখির পাতা

৩৯ ॥ ১০৬ স্ত ২। ছ ৫ পৌছল>পৌছিল / মুদ্রণপ্রমাদ ? স্ত ৩। ছ ১ তার তরী>তোর তরী / মুদ্রণপ্রমাদই বটে।

৪০ ॥ ১০৭ স্ত ৫। ছ ১ যা কিছু গিয়েছে>যাহা কিছু গেল

বলাকা

পাণ্ডুলিপি ২২৯

পূর্ববৎ পাণ্ডুলিপি গত ও পুস্তক-ধৃত ক্রমিক সংখ্যার উল্লেখে কতকগুলি কবিতার পাঠভেদ বা পরিবর্তন সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রথমে পাণ্ডুলিপির, পরে সাময়িক পত্রের, শেষে গ্রন্থের পাঠসংকলন। প্রায়শই সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে পাঠের ভিন্নতা নাই; ভিন্ন হইলে পর-পর দ্বিবিধ পাঠ সংকলিত।

১২৮ ॥ ৩ স্ত ৩। ছ ৬ রৈল ওরা>আছে ওরা ছ ৭ অঙ্গনে>আঙিনায়

১৩২ ॥ ৯ আদ্যন্ত কবিতার ছত্রে ছত্রে মাত্রার বেশি-কমে ছন্দের চাল বদল করা হয়। মাত্রা ছাঁটার এই প্রক্রিয়াটি আলোচ্য পাণ্ডুলিপিতে একেবারে দুর্লক্ষ না হইলেও (৪-৭০), অক্ষত পূর্বপাঠটি পাওয়া যায় সবুজপত্রে প্রকাশার্থে শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে প্রেরিত প্রথম প্রেস-কপিতে। ১৩৭৩ সনের শারদীয় দেশ পত্রে (পৃ ২৫) তাহা সংকলন করিয়াছেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন; এখানেও উদ্ধার করিলে এই পরিবর্তনের তাৎপর্য-বোধের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রক্রিয়াটিও বুঝা যাইবে। (কবিতার নূতন পাঠ

মণিলালকেই পাঠাইবার সময় কবি বলেন : "শঙ্খ" কবিতাটি পড়তে গিয়ে দেখলুম ওর ধ্বনিটা ঠিক হয়নি তাই নিম্নলিখিত-মত বদল করে দিলুম।)—

পূর্বপাঠ : শঙ্খ

তোমার শঙ্খ ধূলায় আছে পড়ে' / কেমন করে সইব ?
বাতাস গেছে আলোক গেছে[১] মরে' / একি রে দুর্দৈব !
বইবে যারা চলুক ধ্বজা বেয়ে, / গাইবে যারা উঠুক তারা গেয়ে,
ছুটবে যারা যায় না কেন ধেয়ে, / আয় না রে নিঃশঙ্ক !
ধূলার পরে ঐ যে আছে চেয়ে / অমোঘ[২] তব শঙ্খ।

চলেছিলেম তোমার পূজাঘরে / সাজিয়ে ফুলের অর্ঘ্য,—
খুঁজতে গেনু[৩] সারাদিনের পরে / কোথায় শান্তিস্বর্গ।
এই জীবনের বোঝা আমার কত, / হৃদয়তলে[৪] শত কাঁটার ক্ষত,
ভেবেছিলেম ঘুচিয়ে ধূলা যত / হব নিষ্কলঙ্ক।
পথের মাঝে দেখি ধূলায় নত / তোমার মহাশঙ্খ।

এই কি আমার আরতিদীপ জ্বালা ? / এই কি আমার সন্ধ্যা ?
গাঁথতে হবে রক্তজবার মালা ? / হায় রজনীগন্ধা !

পাণ্ডু.-ধৃত পূর্বপাঠ ১ গেল ২ অভয় ৩ এনু ৪ হৃদয়মাঝে।

ভেবেছিলেম ঘুচল যোঝাযুঝি, / এত দিনে বিরাম পাব খুঁজি,
মিটিয়ে দিয়ে যত ঋণের পুঁজি / লব তোমার অঙ্ক।
হেন কালে ডাক দিল রে বুঝি / নীরব তব শঙ্খ!

যৌবনেরি পরশমণিখানি / করাও তবে স্পর্শ!
চিত্তে আমার দাও তবে দাও আনি / দীপ্ত প্রাণের হর্ষ।
নিশীথিনীর বক্ষ বিদার করে' / উদ্‌বোধনে উঠবে গগন ভরে,
দৃষ্টিহারা দিকে দিগন্তরে / জাগবে কি আতঙ্ক!
দুই হাতে আজ তুলব মুখে ধরে' / তোমারি জয়শঙ্খ।

জানি জানি নিদ্রাতন্দ্রা মম / রইবে না আর চক্ষে।
জানি জানি শ্রাবণধারাসম / পড়বে আঘাত বক্ষে।
উঠবে জেগে প্রলয় গরজনি / জ্বল্‌বে তারায় বহ্নির তর্জনী,
ঘরে ঘরে কাঁপবে প্রমাদ গণি / সুপ্তির পালঙ্ক।
আজ গগনে তুলবে জয়ধ্বনি / তোমার মহাশঙ্খ।

তোমার কাছে "চাইনু আরাম" যত / পেলেম শুধু লজ্জা।
এবার আমায় শেষবারেরি মত / পরাও রণসজ্জা।

বিঘ্নবাধা আসুক নব নব, / নিন্দাভয়ে অটল হয়ে রব,
বক্ষমাঝে দুঃখে আমার, তব / বাজবে জয়ডঙ্ক।
৬সকল শক্তি নিঃশেষিয়া৬, লব / তব অভয় শঙ্খ।

সবুজপত্রে বা বলাকায় পরিবর্তিত পাঠ দ্রষ্টব্য। লাঞ্ছনার পূর্বে আলোচ্য পাণ্ডুলিপি-গত পাঠের সাদৃশ্য ছিল অত্র উৎকলিত পাঠের সহিত, তাহাতে সন্দেহ নাই (প্রচলিত পাঠের সহিত সাদৃশ্য লাঞ্ছনার পরে) কিন্তু কদাচিৎ পার্থক্য ছিল না এমনও নয়। পূর্ববর্তী পাদটীকা ১-৪ দ্রষ্টব্য, তদ্‌ব্যতীত এ পৃষ্ঠায় ৫-৫ আরাম চাইনু ৬-৬ আমার সকল শক্তি দিয়ে /

১৪০॥৫ তৃতীয় স্তবকের শেষ ছত্রে পাঠভেদ পাণ্ডুলিপিতে : চির নবীন নেয়ে /

পাণ্ডুলিপি ১৩১

বলাকা : পূর্বপর্ব

বলাকার পুরোগামী ৫টি কবিতায় (প্রথম কবিতার পাণ্ডুলিপি আমরা দেখি নাই) এই কাব্যের নূতন ভাব অনুভাবের যেন আগমনী শোনা যায়— নূতন স্বর। বলাকার নূতন ছন্দ নূতন ভাব নূতন আবেগ তাহার পরিপূর্ণ আবির্ভাব আরো পরে। বলাকার ষষ্ঠ সংখ্যার 'ছবি' কবিতায় সেই সম্পূর্ণ নূতনের প্রথম সাক্ষাৎকার। ঐ কবিতা বা উহার অব্যবহিত পরের কবিতার যে আদিপাঠ আলোচ্য পাণ্ডুলিপিতে, বহু পরিবর্তনের পরেই তাহার প্রচার সবুজপত্রে আর প্রকাশ বলাকা কাব্যে। অধুনা-প্রচলিত বলাকায় প্রথমোক্ত কবিতার আদ্যন্ত লিপিচিত্র মুদ্রিত আছে। তথাপি এ স্থলে তাহা আনুপূর্বিক সংকলন করা চলে। পাণ্ডুলিপির 'গ্রাহ্য' পাঠই সংকলন করা হইবে, একটি বাদে অন্যান্য লাঞ্ছিত / বর্জিত পাঠ নয়।

৪২ ॥ ৬ — পাণ্ডু. পৃ · 172

ওগো ছবি,
তুমি কি কেবল এই ছবি
শুধু পটে লিখা ?
ওই যে সুদূর নীহারিকা
যারা করে আছে ভীড়
আকাশের নীড় ;
ওই যারা দিনরাত্রি
আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী
গ্রহ তারা রবি
তুমি কি তাদেরি মত সত্য নও ?
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি ?
চির চঞ্চলের মাঝে কেন তুমি স্তব্ধ হয়ে রও ?
পথিকের সঙ্গ লও
ওগো পথহীন !
কেন রাত্রি দিন
সকলের মাঝে থেকে সবা হতে আছ এত দূরে,
স্থিরতার চির অন্তঃপুরে।

এই ধূলি
ধূসর অঞ্চল তুলি
বায়ু সাথে ধায় দিকে দিকে,
বৈশাখে সে বিধবার আভরণ খুলি
তপস্বিনী ধরণীরে সাজায় গৈরিকে ;
অঙ্গে তার পত্রলেখা দেয় লিখে
বসন্তের মিলন উষায়—
এই ধূলি এও সত্য হায় ; —
এই তৃণ
বিশ্বের চরণতলে লীন
এরা যে অস্থির, তাই এরা সত্য সবি— · 170
তুমি স্থির, তুমি ছবি—
তুমি শুধু ছবি !

একদিন এই পথে চলেছিলে পাশে।
বক্ষ তব দুলিত নিশ্বাসে,
অঙ্গে অঙ্গে প্রাণ তব
কত গানে কত নাচে

রচিয়াছে
আপনার ছন্দ নব নব
বিশ্বতালে রেখে তাল ; —
৩৮ সে ত আজ হল কতকাল !
এ জীবনে
আমার ভুবনে
৪১ সব চেয়ে সত্য ছিলে ;—
মোর চক্ষে এ নিখিলে
দিকে দিকে তুমিই লিখিলে
রূপের তুলিকা ধরি রসের মূরতি।
সে প্রভাতে তুমিই ত ছিলে
এ বিশ্বের বাণী মূর্ত্তিমতী।
এক সাথে পথে যেতে যেতে
রজনীর আড়ালেতে
৪৯ একদিন তুমি গেলে আমি।
তার পরে আমি
কত দুঃখে সুখে · 168
রাত্রিদিন চলেছি সম্মুখে।

চলেছে জোয়ার ভাঁটা আলোকে আঁধারে
আকাশ পাথারে ; —
পথের দুধারে
চলেছে ফুলের দল নীরব চরণে
বরণে বরণে ; —
৫৮ সহস্র ধারায় চলে দুরন্ত জীবন-নির্ঝরিণী
মরণের বাজায়ে কিঙ্কিণী।
অজানার সুরে
চলিয়াছি দূর হতে দূরে,
মেতেছি পথের প্রেমে

তুমি পথ হতে নেমে
যেখানে দাঁড়ালে
সেখানেই আছ থেমে।
এই তৃণ, এই ধূলি— ওই তারা, ওই শশী রবি
সবার আড়ালে
তুমি ছবি
তুমি শুধু ছবি।

কি প্রলাপ, একি মিথ্যা কহে কবি!
তুমি ছবি?
নহে নহে —নও শুধু ছবি।

কে বলে রয়েছ স্থির রেখার বন্ধনে · 166
নিস্তব্ধ ক্রন্দনে?
মরি মরি সে আনন্দ থেমে যেত যদি
এই নদী
হারাত তরঙ্গবেগ, —
এই মেঘ
মুছিয়া ফেলিত তার সোনার লিখন।
তোমার চিকন
চিকুরের ছায়াখানি বিশ্ব হতে যদি মিলাইত
তবে
একদিন কবে
চঞ্চল পবনে লীলায়িত
মর্ম্মর মুখর ছায়া মাধবীবনের
হত স্বপনের।

তোমায় কি গিয়েছিনু ভুলে ?
তুমি যে নিয়েছ বাসা জীবনের মূলে—
তাই ভুল। —
অন্যমনে চলি পথে, ভুলি নে কি ফুল ?
ভুলি নে কি তারা ?
তবুও তাহারা
প্রাণের নিশ্বাসবায়ু করে সুমধুর —
৯৪ ভুলের শূন্যতা ভরি নিত্য দেয় সুর।
ভুলে থাকা নয় সে ত ভোলা, — · 164
বিস্মৃতির মর্ম্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা।
নয়নসম্মুখে তুমি নাই—
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই,
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল
১০২ তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।

× ভুলে-থাকা সিংহাসনে

এই যে [illegible] নীরবিতা

ওগো তুমি
তুমি কে [illegible] এই [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
— আমাদের [illegible]
এই [illegible] [illegible]
আলো [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]
তোমা [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] ?
[illegible] [illegible]
[illegible] !
[illegible] [illegible]

এই [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible];
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] মিলন [illegible] —
এই [illegible] এত [illegible] —
[illegible]
[illegible] [illegible]

সকালের মাঝে যেন সব হতে আজি এত দূরে
শান্তির অনন্ত অন্তঃপুরে।
[illegible]

এখন এ অস্থির, তাই এরা সত্য সবি —
তুমি স্থির, তুমি ছবি —
তুমি শুধু ছবি।

এই সবে
একদিন চলেছিলে আমার।
ইহাদের দোলিত বিশ্বলোকে,
আলো আলো প্রাণ ভর
[illegible]
[illegible]
বিশ্ব ভরে রেখে গেছে —
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
তোমার [illegible] এ নিখিলে
দিকে দিকে [illegible]
রূপের তুলিকা ধরি রসের মূরতি।
সে প্রভাতে তুমিই ছিলে
এ বিশ্বের বাণী মূর্তিমতী।
একসাথে গান [illegible]
রজনীর অন্তরালেতে
একদিন তুমি গেলে থামি।
তার পরে আমি

কত দুখে সুখে
রাত্রিদিন চলেছি সমুখে।
চলেছে জোয়ার ভাঁটা আলোকে আঁধারে
আকাশ পারে,
পথের দুধারে
চলেছে ফুলের দল নীরব চরণে
বরণে বরণে —
সহস্রধারায় ছোটে দুরন্ত জীবননির্ঝরিণী
মরণের বাজায়ে কিঙ্কিণী
অজানার সুরে
চলিয়াছি দূর হতে দূরে,
মেতেছি পথের প্রেমে।
~~[illegible] থেমে।~~
তুমি পথ হতে নেমে
যেখানে দাঁড়ালে
সেখানেই আছ থেমে।
এই তৃণ, এই ধূলি — ওই তারা, ওই শশী-রবি
সবার আড়ালে
তুমি ছবি
তুমি শুধু ছবি।

কি প্রলাপ, এ কি মিথ্যা বাণী!
তুমি ছবি?
নহে নহে — নও শুধু ছবি।

কে বলে রয়েছ স্থির রেখার বন্ধনে
নিস্তব্ধ ক্রন্দনে?
মরি মরি সে আনন্দ থেমে যেত যদি
এই নদী
হারাত তরঙ্গবেগ,—
এই মেঘ
মুছিয়া ফেলিত তার সোনার লিখন।
তোমার চিকন
চিকুরের ছায়াখানি বিশ্ব হতে যদি মিলাইত
তবে
একদিন কবে
চঞ্চল পবনে লীলায়িত
মর্মরমুখর ছায়া মাধবীবনের
হত স্বপনের।
তোমায় কি গিয়েছিনু ভুলে?
তুমি যে নিয়েছ বাসা জীবনের মূলে —
তাই ভুল।—
অন্যমনে চলি পথে, ভুলি নে কি ফুল?
ভুলি নে কি তারা?
তবুও তাহারা
প্রাণের নিশ্বাসবায়ু করে সুমধুর —
ভুলের শূন্যতা-মাঝে ভরি দেয় সুর।

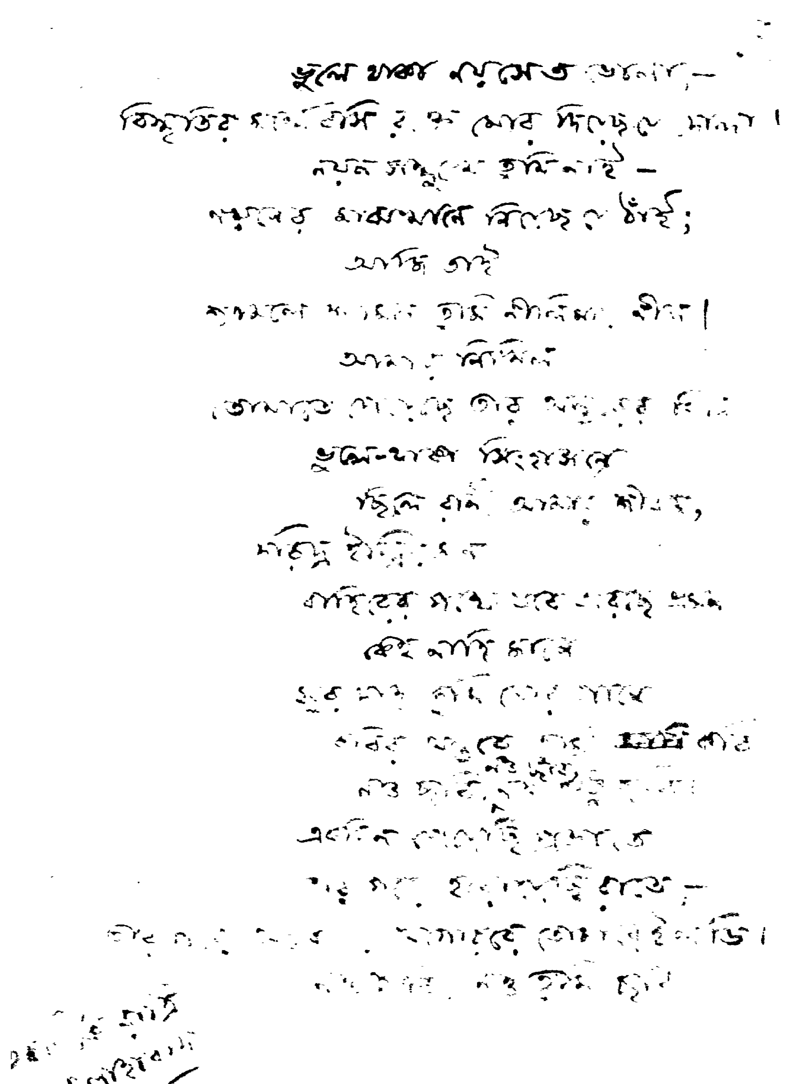

ছবি : আনুপূর্বিক প্রথম পাঠের শেষাংশ

তাজমহল।

এ কথা জানিতে তুমি, ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবনযৌবন ধনমান।
শুধু তব অন্তর বেদনা,
চিরন্তন হয়ে থাক্ সম্রাটের ছিল এ সাধনা।
রাজশক্তি বজ্র-সুকঠিন
সন্ধ্যারক্তরাগসম তন্দ্রাতলে হয় হোক লীন
কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস
নিত্য-উচ্ছ্বসিত হয়ে সকরুণ করুক আকাশ
এই তব মনে ছিল আশ।
হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক্,
শুধু থাক্
একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।

হায় ওরে মানব-হৃদয়,
বারবার
কারো পানে ফিরে চাহিবার
নাই যে সময়,
নাই নাই।
জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই
ভুবনের ঘাটে ঘাটে;—
এক হাটে লও বোঝা, শূন্য করে দাও অন্য হাটে।

ছিলে রানী আমার জীবনে,
দরিদ্র ইন্দ্রিয় মন
বাহিরের পথে যবে করেছে ভ্রমণ। ×

১০৩ কেহ নাহি জানে
১০৪ সুর দাও তুমি মোর গানে
কবির অন্তরে তুমি কবি
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি।
১০৭ একদিন পেয়েছি প্রভাতে
তার পরে হারায়েছি রাতে,—
তার পরে অন্ধকারে অগোচরে তোমারেই লভি।
নও ছবি, নও তুমি ছবি।

৩ কার্ত্তিক রাত্রি
এলাহাবাদ

সংকলিত পাঠের ছত্র গণিলে দেখা যাইবে, আসলে পাঠভেদ যে অধিক তা নয় (একবার-লিখিত পাঠের বারান্তরে বর্জনও অল্প) মুদ্রিত পাঠে পাণ্ডুলিপির প্রথম ছত্রটি বর্জিত; 'এই' বিশেষণটি বাদ দিয়া দ্বিতীয় তৃতীয় ছত্রে একাকার; অতঃপর অল্পস্বল্প পাঠভেদ ১২, ২০, ৩১, ৩৮, ৪১, ৪৯, ৫৮, ৭০, ৯৪, ১০৩, ১০৪ ও ১০৭-অঙ্কিত ছত্রে। বলা আবশ্যক— (৫৫) সংখ্যক পাণ্ডুলিপি-গুচ্ছে সংরক্ষিত সবুজপত্রের প্রেস-কপির সহিত বলাকায়-মুদ্রিত পাঠের কোনো পার্থক্য নাই।

৫৩। ৭ এ ক্ষেত্রেও পাণ্ডুলিপির আনুপূর্বিক পাঠ সংকলনযোগ্য। —

হায় রে হৃদয় পাণ্ডু. পৃ · 162
তোমারে যে নিত্য ছুটে যেতে হয়,
নাই যে সময় ; নাই, নাই।
অশান্ত জীবনস্রোতে ভাসিছ সদাই
ভুবনের ঘাটে ঘাটে ;
এক হাটে লও বোঝা, শূন্য করে দাও অন্য হাটে।
বসন্তের মাধবীমঞ্জরী
যেই দেয় ভরি
মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল ; [,]
চলে যাও ধূলিতলে উড়ায়ে ছড়ায়ে ছিন্নদল।
নাই নাই সময় যে নাই
আবার আরেক দিন তাই
ফুটায়ে তুলিতে থাক নব কুন্দরাজি
সাজাইতে শরতের সোহাগের সাজি।
হায় রে হৃদয়
তোমার সঞ্চয়
নিমেষে নিমেষে শুধু ফেলে যেতে হয়,

কে নিল কে নাহি নিল দেখিবার নাই ত সময়।
× তাই ওগো স্বল্পঅবসর
পথিক সত্বর
ক্ষণিকের অশ্রুকণা
চিরন্তন করিবারে এই তব একান্ত কামনা। ×
ধন মান জন · 160
রাজ্য সিংহাসন
জীবন যৌবন,
জেনেছিলে, দিল্লীশ্বর, নিশার স্বপন,—
শুধু তব হৃদয়বেদনা
নিত্য হয়ে থাক্ ভবে সম্রাটের ছিল এ সাধনা।
বিপুল প্রতাপ তব বজ্র সুকঠিন
হয় হোক ক্ষীণ
শুধু তব দীর্ঘশ্বাস
লভে যেন অনন্ত প্রকাশ;
এই ছিল আশ।
হীরামুক্তা মাণিকের ঘটা
শরতের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা

লুপ্ত হয়ে যাক্ —
শুধু থাক্
এক বিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে অসীম উজ্জ্বল
এ তাজমহল।

যায় চলে চঞ্চল সময়,
হে রাজেন্দ্র, সেই ভয়ে তোমার হৃদয়
যত্নভরে
চিরদিন তরে
চেয়েছিল করিবারে সময়ের হৃদয়হরণ,
রূপহীন মরণেরে করিলে বরণ · 158
মৃত্যুহীন রূপেরি এ সাজে।
রবে না যে
বিলাপের অবকাশ
বারো মাস,—
তাই তব প্রাণের ক্রন্দনে
স্থির মৌন বাণী দিয়ে বাঁধিলে বন্ধনে।

জ্যোৎস্নারাতে নিভৃত মন্দিরে

প্রেয়সীরে

যে নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে

সেই কানে কানে ডাকা রেখে গেলে এইখানে

অনন্তের কানে। —

প্রেমের গোপন কোমলতা

ফুটিল তা

সৌন্দর্য্যের পুষ্পপুঞ্জ কঠিন পাষাণে।

× বিরহী সম্রাট, তব

নিত্য নব

অন্তরের অন্তহীন অশ্রুজল

আকাশের নীল নেত্রে রহে স্থির এ তাজমহল। ×

হে মানব, কাল সাথে করে' সন্ধী

আপন বাণীরে তুমি করি গেলে বন্দী

আপনি বন্ধনহীন।

১৪ কার্ত্তিক

১৩২১

রাত্রি

এলাহাবাদ

মহারাজ, কোনো মহারাজ্য কোনোদিন · 156
পারে নাই তোমারে ধরিতে,
সমুদ্রমেখলা ধরা, হে বিরাট, তোমারে ভরিতে
নাহি পারে।
তাই তারে
জীবন-উৎসবশেষে দুই পায়ে ঠেলে
মৃৎপাত্রের মত গেলে ফেলে।
তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্ত্তিরে তোমার
বারম্বার।
তাই
চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই।
যে প্রেম সম্মুখে জাগে
দীপ হাতে চলে আগে আগে—
জয়মাল্যে পান্থেরে সাজায়ে
বিদায়ের শুভ শঙ্খ নিজে দেয় আনন্দে বাজায়ে
সেই ত তোমারে চিনে।

যে প্রেম জড়ায় ঋণে,
যে প্রেম পথের পরে পাতে সিংহাসন
তার সম্ভাষণ
পথের ধূলার মত লাগে শুধু পায়ে
দাও তাহা পথেরে ফিরায়ে।
হেথা সেই পশ্চাতের পথধূলি পরে
হে সম্রাট তব চিত্ত হতে বায়ুভরে
একদা সহসা
উড়ে পড়েছিল বীজ মালা হতে খসা ; —
তুমি চলে গেছ দূরে,
সেই বীজ অমর অঙ্কুরে · 154
উঠেছে আকাশপানে
কহিছে নীরব গানে—
যত দূর চাই
নাই, নাই, সে পথিক নাই।
প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ,
বাঁধিল না সমুদ্র পর্ব্বত।
আজি তার রথ

চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে
নক্ষত্রের গানে
প্রভাতের সিংহদ্বার পানে।
তাই
স্মরণের বোঝা নিয়ে আমি হেথা পড়ে আছি, সে এখানে নাই।

হে সম্রাট কবি,
এই তব হৃদয়ের ছবি
এই তব নব মেঘদূত
অদ্‌ভুত
ছন্দে গানে
উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে—
যেথা তব বিরহিণী প্রিয়া
রয়েছে মিশিয়া
প্রভাতের অরুণ আভাসে— • 152
ক্লান্ত সন্ধ্যাদিগন্তের করুণ নিশ্বাসে,
পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্যবিলাসে,

ভাষার অতীত তীরে
কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হতে আসে ফিরে ফিরে।
তোমার সৌন্দর্য্যদূত যুগ যুগ ধরি
এড়াইয়া কালের প্রহরী
চলিয়াছে ভাষাহীন এই বার্ত্তা নিয়া—
"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।"

চলে গেছ তুমি আজ
মহারাজ,—
রাজ্য তব স্বপ্নসম গেছে ছুটে,
সিংহাসন গেছে টুটে,
তব সৈন্যদল
যাদের চরণভরে ধরণী করিত টলমল
তাহাদের স্মৃতি আজ বায়ুভরে
উড়ে যায় দিল্লির পথের ধূলিপরে।
বন্দীরা গাহে না গান,
যমুনাকল্লোল সাথে নহবৎ মিলায় না তান,
তব পুরসুন্দরীর নূপুরনিক্কণ

ভগ্ন প্রাসাদের কোণে
মরে গিয়ে ঝিল্লিস্বনে
কাঁদায় রে নিশার গগন।

তবুও তোমার দূত অমলিন
শ্রান্তিক্লান্তিহীন—
তুচ্ছ করি রাজ্য ভাঙা গড়া,
তুচ্ছ করি জীবনমৃত্যুর ওঠাপড়া,
আর কিছু নাহি জানে,
একান্তে চাহিয়া স্বর্গপানে
যুগ হতে যুগান্তরে
কহিতেছে সেই একস্বরে
চিরবিরহীর বাণী নিয়া—
"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।"

মিথ্যা কথা! কে বলে যে, ভোলো নাই,
খোলো নাই
স্মৃতির পিঞ্জরদ্বার?
অতীতের চির অস্ত-অন্ধকার

আজিও হৃদয় তব রেখেছে বাঁধিয়া ?
বিস্মৃতির মুক্তিপথ দিয়া
জীবন পায়নি খুঁজে আজিও কি জীবনের প্রিয়া ?
সমাধিমন্দির
একঠাঁই রহিয়াছে স্থির।
ধরার ধূলায় থাকি
স্মরণের আবরণে মরণেরে রহিয়াছে ঢাকি। 148
জীবনেরে কে রাখিতে পারে—
আকাশের প্রতি তারা ডাকে যে তাহারে
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্ব্বাচলে আলোকে আলোকে।
স্মরণের বেড়া টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধনবিহীন।

মূল পাণ্ডুলিপির পাঠ এ স্থলে যথাযথ তুলিয়া দেওয়াই যথেষ্ট মনে হয়। পরিণামে কবি কোথায় কিরূপ পরিবর্তন করেন, বিভিন্ন ছত্রগুচ্ছ কিরূপ পারম্পর্যে সাজান, তাহার হেতু বা কার্যকারণসম্বন্ধ কী, সুধী সজ্জন আপন আপন বিচার-বিবেচনায় তাহা বুঝিয়া লইতে পারিবেন।

৪৫ ॥ ৮ পাণ্ডুলিপিতে ও গ্রন্থে পাঠভেদ অত্যল্প। তন্মধ্যে উল্লেখ করা যায়—মুদ্রিত সপ্তম ও অষ্টম ছত্রের মধ্যে কবি আরেকটি ছত্র যোগ করেন বাম দিকের মার্জিন হইতে : ক্রন্দসী কাঁদিয়া ওঠে বহ্নিভরা মেঘে। / ইহা কবির বিচার-বিবেচনা-সম্ভূত 'after thought'

হওয়াই সম্ভবপর কিন্তু তাহার পূর্বেই সবুজ পত্রের জন্ত প্রেস-কপি চলিয়া যায় এবং সেই পাঠই গ্রন্থে ছাপা হয় পরে—এরূপ হইতে পারে। বিশ্বভারতী-প্রচারিত রবীন্দ্ররচনাবলীর দ্বাদশ খণ্ডে ছত্রটি যথাস্থানে মুদ্রিত।

এ কবিতায় টানা লেখার ভিতরে তৃতীয় স্তবকটি পরে অনুপ্রবিষ্ট তাহাও পরিষ্কার বুঝা যায় পর পর পাণ্ডুলিপির ·142 ও ·143 পৃষ্ঠা লক্ষ্য করিলে। উল্টানো খাতার পর-পর এক পিঠে কবিতা লেখা হইতেছে সন্দেহ নাই; সেই ভাবে শেষোক্ত পৃষ্ঠায় লেখা শেষ হইলে, পূর্বোক্ত তৃতীয় স্তবক সামনের পৃষ্ঠায় (·143) লিখিয়া এ পৃষ্ঠায় (·142) যথাস্থানে বসানোর নির্দেশ দেওয়া হয় লাইন টানিয়া। পূর্বোক্ত তৃতীয় স্তবকেই আর দুটি পাঠভেদ উল্লেখ করা চলে—

ছ ৮ ক্ষণকাল তরে>মুহূর্তের তরে

ছ ১৩ 'পঙ্গু মূক' লিখিয়া সংকেতে জানানো হয় 'মূক পঙ্গু' পাঠ বাঞ্ছিত, অথচ কুত্রাপি সেরূপ ছাপা হয় নাই।

৪৯ ॥ ১১ স্ত ১। ছ ১০ কর গো বিচার> করহ বিচার ছ ১৪ সেথা চলে>নিত্য চলে।

স্ত ২। ছ ১৭ তাহাদের উগ্রতার>তাদের উগ্রতা

স্ত ৩। ছ ৭ প্রচণ্ড>দুর্বহ ছ ৯ মর্ম্ম তাহাদের>তাহাদের মর্ম্ম

৫০ ॥ ১২ স্ত ২। ছ ৮ তোমার রতন>দানের রতন

ছ ৯ লাগায়েছি>লাগিয়েছি / মুদ্রণপ্রমাদ ? পাণ্ডুলিপিতে / প্রবাসীর প্রেস-কপিতে কবি লেখেন : লাগায়েছি

ছ ১০-১২ ফেলে গেছি ভাঙা খেলাঘরে অযত্নে হেলায় >অযত্নে হেলায়, / আলস্যের ভরে / ফেলে গেছি ভাঙা খেলাঘরে।

ছ ১৪ অহোরাত্র পূর্ণ এ>নিত্য ভরে' উঠিছে

স্ত ৩। ছ ১-২ মোরে তুমি লবে / এই আশা>মোরে তুমি লবে, তুমি লবে / এ প্রার্থনা

ছ ৬ বিরহের দীপ >প্রতীক্ষার দীপ

৫৩ ॥ ১৪ ছ ২ ধরাতলে>ধরণীর তলে

ছ ৭-৮ বসন্তের নিকুঞ্জকাননে / এক কোণে>বসন্তকাননে / কোনো এক কোণে

৫ ॥ ১৬ সূচনার দুটি ছত্র মুদ্রণকালে বর্জিত না হইলেও স্থানান্তরিত।

স্ত ১। ছ ৪ দেয় করতালি>দিয়ে করতালি

ছ ৭-৮ পাণ্ডুলিপিতে . দিকে দিকে দলে দলে—আকাশে শিশুর মত / অবিরত / করে কোলাহল।

পাণ্ডুলিপির সূচনার দুটি ছত্র ঈষৎ পরিবর্তনে দ্বিতীয় স্তবকের শেষে, সবুজ পত্রে, পরে গ্রন্থে স্থান লয় : এই যে নগর / এ ত নহে ইষ্টক প্রস্তর।>সে ত শুধু নহে পথ ঘর, / নহে শুধু ইষ্টক প্রস্তর।>এ তো শুধু নহে ঘর, / নহে শুধু ইষ্টক প্রস্তর।

তৃতীয় স্তবকের আরম্ভে : যুগযুগান্তের স্বপ্নদল / ধায় অবিরল / মূর্তির আড়ালে মুখ ঢাকি। / যায় তারা ডাকি ডাকি / বারে বারে / মানুষের প্রাণে প্রাণে নব নব ভাবনারে। / লাঞ্ছিত না হইলেও সবুজ পত্রে ও গ্রন্থে বর্জিত।

পরবর্তী ছত্রে (তৃতীয়ের প্রথম) 'গৃহছাড়া' পাণ্ডুলিপিতে নাই, চতুর্থ ছত্রে : সংসারের তীরে তী:র>লোকালয়-তীরে তীরে / ইহার ২ ছত্র বাদে : পথে পথে ঘরে ঘরে / গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে। / পাণ্ডুলিপিতে লাঞ্ছিত না হইলেও মুদ্রণকালে বর্জিত, পূর্ণচ্ছেদের চিহ্নটি রাখিয়া।

৫৬ ॥ ১৭ ছ ৫ তাহার সকল>তার সব

৫৭ ॥ ১৯ স্ত ১। ছ ৩ জীবন× >হৃদয়>জীবন / অর্থাৎ, পাণ্ডুলিপিতে 'জীবন' বর্জিত হইলেও, পরিণামে উহাই মুদ্রিত।

স্ত ২। ছ ৮ রাত্রি কহিবে না>রজনী কবে না

৫৮ ॥ ১৮ স্ত ৩ ছ ৮ দিয়েছি বরণ>হাতে মোর তারি তো বরণ

৬৩ ॥ ২৩ স্ত ২। ছ ১-৩ তপোভঙ্গ করি / একজন নিয়ে যায় প্রাণমন হরি'>একজন তপোভঙ্গ করি / উচ্চহাস্য অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি / নিয়ে যায় প্রাণমন হরি—

ছ ৬ কোকিলের নিদ্রাহীন>নিদ্রাহীন যৌবনের

৬৪ ॥ ২৫ ছ ৪ কাঞ্চনে পলাশগুচ্ছে দাঁড়িয়ে > দাড়িয়ে পলাশগুচ্ছে কাঞ্চনে

ছ ৯ নিভৃতে ··· বাতায়নদেশে > নিস্তব্ধ নিভৃত ঘরের প্রান্তদেশে

৬৬ ॥ ২৭ স্ত ১। ছ ৫ যতই গোপনে > গোপনে

স্ত ২। ছ ১ আমি ত তার > আমি তাহার

ছ ২-৪ ঋণের দায়ে বিকিয়ে আমার নাইক ঠিকানা > তাই জেনেছি ঋণের দায়ে / ডাইনে বাঁয়ে / বিকিয়ে বাসা নাইক আমার ঠিকানা

ছ ৫ ভেবেছি তাই > তাই ভেবেছি

৬৭ ॥ ২৮ মুদ্রিত প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবকের অন্তর্বর্তী (117), লাঞ্ছিত না হইলেও গ্রন্থে-বর্জিত এই স্তবক—

ফুলের পাতার পুটে রেখে দিলে তব নাম
করে সে প্রণাম—
তোমার নামের ভরে মাথা হয় নীচু
তার বেশি আর নয় কিছু।
দিলে জনমের প্রান্তে
মোর হাতে
শুধু শূন্য সাজিখানি, রক্তে দিলে শান্তিহীন খোঁজা
শূন্য ভরে' এনে দিই পূজা।

মুদ্রিত দ্বিতীয় স্তবকের উনশেষ ছত্র বিন্যাসগুণে দুই ছত্র পাণ্ডুলিপিতে : একদিন /× মুক্তপ্রাণ রিক্ত হস্ত সেবায় স্বাধীন / ইহার দ্বিতীয় ছত্রের প্রথমেই ৪ মাত্রা বর্জিত হওয়ায়, পূর্বছত্র সে স্থানই পূরণ করে, এমনও বলা যায় অবশ্য।

স্ত ৪। ছ ৩ সেইখানে শূন্য হাতে>শূন্য হাতে সেথা

স্ত ৫। ছ ২ ও ৩-মধ্যে হোক্ হাসি হোক্ অশ্রুবারি / 'আমি যাহা দিতে পারি' পরের এটুকু পৃথক ছত্র।

৬৮ ॥ ২৯ স্ত ৩। ছ ৪ এল তোমার ব্যাকুল বসন্ত>ব্যাকুল বসন্ত স্ত ৪। ছ ৭ নইলে যে>নইলে তো

৭০ ॥ ৩৩ স্ত ১। ছ ৯ অধিক সুখে>অধিক ক'রে

৭১ ॥ ৩১ ছ ৪ × রাজা আমার, × তাই>পূর্ণ তুমি, তাই ছ ৭ যা-কিছু সব>যা কিছু ধন ছ ১২ কাছে লও গো>চোখে লও গো

৭২ ॥ ৩২ ছ ৪ ও ৫ - মধ্যে : × এই মালাটি করব বদল তোমার কণ্ঠে, স্বামী, / এমনি করে আমি / সাজিয়ে দেব তোমায় নূতন বেশে / একটি দিনের শেষে। ×

অপিচ পুরোগামী পাদটীকা ২৩। ১ দ্রষ্টব্য।

[ফাল্গুনীর যে গানগুলি আলোচ্য পাণ্ডুলিপিতে লেখা আছে, সেগুলিতে পাঠভেদ অধিক নয়। সংক্ষেপেই বলা যায় আমাদের রচনাপঞ্জী অনুযায়ী—

৭৮ ॥ আমরা খুঁজি খেলার সাথী

স্ত ২। ছ ২-৩ ফাঁসিয়ে দিই / মুঠোর জিনিষ>ফাঁসিয়ে দিয়ে / লুঠ-করা ধন

৮০ ॥ আয় রে তোরা মাত রে সবে

স্ত ২। ছ ২ পাগল হ'রে আপন গভীর আনন্দে।

৮১ ॥ বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম

উনশেষ ছ রঙীন কিশলয়>নবীন পাতা গো

৮২ ॥ আকাশ আমার ভরল আলোয়

ছ ৫ মধুর হাসির আড়াল হতে]

পাণ্ডুলিপি ১১১
বলাকা : উত্তর-পর্ব

৬ ॥ ৩৫ পাদটীকা ২৮ দ্রষ্টব্য।

৯ ॥ ৩৬ স্ত ২। ছ ৪ দূর>দূরে

ছ ৬ ×ঝঞ্ঝামদিরায়>ঝঞ্ঝার মদিরা>ঝঞ্ঝামদরসে

স্ত ৪। ছ ১১ এ সুপ্ত সন্ধ্যার বক্ষে>এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে ছ ১৪ এ ব্যাকুল বাণী বাজে>বাজিল ব্যাকুল বাণী

স্ত ৫। ছ ২ মোর কাছে খুলে দিলে আজ রাত্রে>আজ রাত্রে খুলে দিলে মোর কাছে

শেষ স্তবকের ছত্র ১-৮ (16), কবিতার সর্বশেষ ছত্র যে দুটি (17) তাহার পরে রচিত মনে হয়, কেননা আড়-ভাবে লেখা সেই আট ছত্র সম্মুখান পৃষ্ঠা হইতে (যে পৃষ্ঠায় কোনো লেখা প্রত্যাশিত নয়) যথাস্থানে অনুপ্রবিষ্ট। পাণ্ডুলিপিতে শেষ ছত্রের সূচনায় 'হেথা নয়' পদ দুটি অনুপস্থিত।

এ কবিতার রচনা শ্রীনগরে ৯ কার্তিকের পরে আর ১৯ কার্তিকের পূর্বে অর্থাৎ কবি যখন কলিকাতায় ফিরেন তাহার আগে, এটুকুই কতকটা নিশ্চিত ভাবে বলা যায়।

১০ ॥ ৩৭ স্ত ১। ছ ৪ আজ>এবারের মত

ছ ১৭ উঠে>× উঠে / ওঠে (প্রেস-কপি)

ছ ২১ তরী নিয়ে দিতে হবে>দিতে হবে

ছ ২২ তাই তাড়াতাড়ি>তাড়াতাড়ি / তাই ঘর ছাড়ি

স্ত ২। ছ ১ নূতন দিনের>নূতন উষার / এই ছত্রে নূতন স্তবক প্রবাসী-অনুযায়ী।[৩৫] ছ ৯ ডাকিছে>ফুকারে

আরেক ছত্র পরে স্তবক-ভাগ পাণ্ডুলিপিতে বা প্রবাসীতে নাই। অথচ নূতন স্তবকই যদি ধরা যায়, উক্ত—

স্ত ৩। ছ ৫ সুখশয্যাতল>শয্যাতল স্ত ৪। ছ ৬ ঝটিকার>তরঙ্গের

আর ৭ ছত্র পরে, পুনশ্চ নূতন স্তবক প্রচলিত গ্রন্থে : অজানা সমুদ্রতীর, অজানা সে দেশ ইত্যাদি। পাণ্ডুলিপিতে বা প্রবাসীতে এরূপ নয়। আপাতত ঐ স্তবক-ভাগ মানিয়া লইলে—

স্ত ৫। ছ ১০ যত হিংসাহলাহল / মূল পাণ্ডুলিপিতে নাই। ছ ১৭ প্রমত্ত>উন্মত্ত শেষ ছ জয়ের ধ্বজা>বিজয়ধ্বজা

স্ত ৬। ছ ১ প্রতিদিন>নিত্য ছ ৩ করে ঘরে ঘরে>করে ছ ৭ ক্ষণেক>ক্ষণিক

এই স্তবক শেষ হইলেই রচনার স্থান-কাল লেখা যেমন আলোচ্য পাণ্ডুলিপিতে তেমনি রবীন্দ্রনাথ-লিখিত প্রবাসীর প্রেস-কপিতে— অপিচ কবির স্বাক্ষরও ঐখানেই। অতএব প্রেস-কপি প্রথম প্রস্তুত করার সময় অবধি আর লেখা হয় নাই নিশ্চিত। কিন্তু প্রবাসীর প্রেস-কপিতে ছোটো ছোটো হরপে (স্থান সংকীর্ণ) আরও ১৫ ছত্র। শেষ করেন এই বলিয়া—

রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন ? / কিন্তু ইহাও সন্তোষজনক হয় নাই তাহা নিশ্চিত যেমন জানি প্রেস-কপিতে, তাহার কিছু আভাসও পাই মূল-পাণ্ডুলিপিতে। পাণ্ডুলিপিতে উল্লিখিত ছত্রের পরেও লেখা হয় দুটি ছত্র (27) —

× মানুষ ভাঙিল যবে দুঃখঘাতে আপনার সীমা

তখন দিবে না দেখা দেবের মহিমা ? ×

এ লেখা পাণ্ডুলিপিতেই লাঞ্ছিত ও বর্জিত ; তৎপরিবর্তে উহার পরেই কবি লেখেন আমাদের বহুপরিচিত শেষ চার ছত্র। অপর পক্ষে

---

৩৫ এ কবিতার চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় - সংগ্রহে সংরক্ষিত প্রেস-কপির যে আলোকচিত্র, তাহার প্রথম পৃষ্ঠায় রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে এই কপাল-টুক : প্রুফ / পাঠালে / ভাল হয় / শ্রী কবি : / অর্থাৎ, সম্ভবত: রবীন্দ্রনাথ ইহার প্রুফও দেখেন। প্রুফেও কোথাও কোনো পরিবর্তন করেন নাই, আগাম বলা যায় না।

প্রেস-কপিতে দেখা যায়—'রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন ?'

ইহার পরে পুনশ্চ কবির স্বাক্ষর এবং কবিতা রচনার স্থান-কাল। ফলে, 'নিদারুণ দুঃখঘাতে ··· দেবতার অমর মহিমা ?' এই কয় ছত্র কাগজের এক পাশে লিখিয়া (দুই বীথিতে এ কবিতা লেখা / শেষ পৃষ্ঠায় ডাহিনের বীথি রচনারিক্তই ছিল), রেখা দিয়া ঘিরিয়া, তাহার স্থান নির্দেশ করা হয় স্বাক্ষর-লিখনের পূর্বে ; অতএব এই চার ছত্র দ্বিতীয় দফায় অনুপ্রবিষ্ট তাহাতেও সন্দেহের অবকাশ নাই। এভাবে প্রেস-কপি সম্পূর্ণ হইয়া গেলে, তখন মূল-পাণ্ডুলিপিতেও শেষ চার ছত্র নূতন করিয়া লেখা হয়, ইহা অনুমান করিতে অসুবিধা নাই।

বহুপরিচিত তথা মুদ্রিত অন্তিম স্তবকে একটি মাত্র পাঠভেদ কবির নিজের লেখা অনুসারে— ছ ৮ ছুটেছে>ছুটিছে / দুই পাণ্ডুলিপিতে দ্বিবিধ। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এটুকু পরিবর্তনের তাৎপর্য, আশা করি, সুবোধ্য।

কবিতার দুইটি পাণ্ডুলিপি, সাময়িকপত্র (প্রবাসী), মুদ্রিত কাব্যগ্রন্থ, সব-ক'টি মিলাইলে বিশেষ একটি অসংগতি চোখে পড়ে তাহারও উল্লেখ থাকা ভালো। সুদীর্ঘ কবিতায় (১২৫ ছত্র) আনুপূর্বিক অক্ষপাত করিয়া লইলে বলা সহজ হয়— এলাহাবাদ হইতে ইণ্ডিয়ান প্রেস-কর্তৃক প্রকাশিত নবম-খণ্ড কাব্যগ্রন্থে (তেমনি প্রথম-প্রকাশিত বলাকায় / ১৯১৬)—

ছ ১৩ এসেচে, ৩১ ঢেকেচে, ৪১ উঠেচে. ৪৪ চলেচে ৫৪ এসেচে, ৬১।৬৬ উঠেচে, ৯৩ দেখেচি (২ বার) —ক্রিয়াপদের এপ্রকার রূপের কারণ আমাদের জানা নাই। এ কবিতার দুটি পাণ্ডুলিপিতে উল্লিখিত কোনো ক্রিয়াপদই 'চ' দিয়া শেষ হয় না ; তৎপরিবর্তে পাওয়া যায় : এসেছে, ঢেকেছে, চলেছে ইত্যাদি। সম্ভবতঃ সবুজ পত্রের প্রথম আবির্ভাবকালেই ভাষার কথ্য ভঙ্গীর উপর বিশেষ জোর দেওয়ায়. ক্রিয়াপদগুলির শেষে 'ছ' স্থলে 'চ'এর আগম রবীন্দ্ররচনাতেও স্বতঃসিদ্ধ হইয়া উঠে। সম্ভবতঃ কবির শেষ বয়সে বিশ্বভারতী হইতে রবীন্দ্ররচনাবলী-সংকলনের সময়ে (?) কবির ইচ্ছায় বা অনুমোদনে এ রীতি পাল্টাইয়া যায়। এ বিষয়ে সমুদয় তথ্যাদি স্বর্গত শ্রীপুলিনবিহারী সেন ছাড়া আর কে জানিতেন বা জানেন বলা যায় না।

১১ ॥ ৩৮ স্ত ১। ছ ১ বলতে চায় যে>কি বলতে চায় ছ ৩ প্রাণের মধ্যে নিত্য নূতন>নূতন যে মোর হিয়ার মধ্যে

স্ত ২। ছ ১ আপনাকে দিয়ে দিলেম>আপনাকে তো দিলেম তারে ছ ৬ দেয় তাহারে>দেয় যে তারে

স্ত ৩। ছ ৬ বোবার ভাষার ইসারাতে>পাড়ে পাড়ে ভাঁজে ভাঁজে

স্ত ৪। ছ ৩ আমার বসন রাঙাই>বসন রাঙিয়ে পরি

ছ ৫ আজকে চেয়ে দেখ>আজ তোরা দেখ্ চেয়ে

স্ত ৫। ছ ৩ বইচে>বইছে (প্রচলিত পাঠ)

১৫ ॥ ৪০ স্ত ১। ছ ২ হৃদয়ের প্রান্তে বসি>মোর হৃদয়ের প্রান্তে

ছ ৫ পাণ্ডুলিপিতে নাই। ছ ৬-৭ মিলিয়া এক ছত্র।

শেষ স্ত। ছ ৪ উঠেছে>উঠিছে

ক্রিয়াপদে 'চ'-'ছ'এর লুকাচুরি এ কবিতাতেও দুর্লক্ষ নয়। যেমন, পাণ্ডুলিপিতে ক্রিয়াশেষে কোনোখানেই 'চ' নাই; সবুজ পত্রে ঐরূপ; সুতরাং অনুমান করা চলে কবি-কৃত (?) প্রেস-কপিতে এ ব্যাপারে কোনো পরিবর্তন হয় নাই। কিন্তু (প্রচলিত সংস্করণগুলির বিচার বিবেচনা স্থগিত থাক্ / তাহার প্রামাণিকতা সম্পর্কে তর্ক তোলা যায়) কিন্তু ১৯১৬ সনের নবম খণ্ডের কাব্যগ্রন্থে (ইণ্ডিয়ান প্রেস) কী দেখি ?— পৃ ১৪০। ছ ২ রয়েচ, ৬ আনিছে / পৃ ১৪৫। ছ ৮ উঠিছে, ৯ ঘিরেচে, ১০ দেখিছ ১২ উঠিছে ('দেখিয়াছ' 'শিহরিছে' যথাস্থানে আছে / এ দুই স্থলে পাঠভেদের আশা বা আশঙ্কা ছিল না।)

১৮ ॥ ৪৩ স্ত ৩। ছ ৬ হাওয়ার পরে হাওয়া>ঘূর্ণাপাকের হাওয়া

স্ত ৬। ছ ১ ডিঠা>দিঠি

স্ত ৭। ছ ৭ করে>ভরে

স্ত ৯। ছ ৫ তাহার>তার সে ছ ৬ হৃদয়বনে>এমনি করেই ছ ৭ এমনি করেই>হৃদয়বনে

স্ত শেষ। ছ ২ তাহার>তার এই

৩২ ॥ ৪৫ শেষ স্ত। ছ ৮ তোর>তব

অন্যান্য বিশিষ্ট রচনা

• 152 । ১৩ দ্রষ্টব্য পাদটীকা ৩০। পাণ্ডুলিপি-ধৃত পাঠ (বর্জনচিহ্নিত শব্দ বা ছত্র বাদ দিয়া) সংকলন করা গেল—

বসন্ত আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি

ওগো মল্লিকা, বনের মল্লিকা,

তোমরা আমায় চেন কি ?

ওগো বসন্ত নবীন বসন্ত

ভুলে ভুলে ফিরে ফিরে এস উদাস [ী]

আমরা তোমায় চিনেছি।

বসন্ত ঘরছাড়া এই পাগলাটাকে

এমন করে কে গো ডাকে—

আমি বাজিয়ে বীণা বনের পথে

বেড়াই সঞ্চরি।

মঞ্জরী আমরা তোমায় ডাক দিয়েছি ওগো উদাসী

আমরা আমের মঞ্জরী।

বসন্ত যখন যাবার বেলা চুকিয়ে খেলা

তপ্ত ধূলার পথে

যাব ঝরা ফুলের রথে

তখন সঙ্গে কে রবি—

রব আমরা মাধবী।
যখন বিদায় বাঁশির সুরে সুরে
শুক্‌নো পাতা যাবে উড়ে
তখন সঙ্গে কে রবি ?
তোমার সাথে২ উদাস হব ওগো উদাসী
আমরা তরুণ করবী।

এই উদ্‌ধৃতি হইতে স্পষ্ট হইবে নাটকীয় পাত্রপাত্রীর ভাবনা কবির মনেই শুধু ছিল না। লেখাতেও ফুটিয়া উঠিয়াছিল। (অবশ্য সকল পাত্রপাত্রীর নাম লেখেন নাই, আবার বর্জিত চতুর্থ ছত্রে 'মল্লিকা। ‡তুমি বসন্ত তুমি বসন্ত' এই পাঠের দুটি 'তুমি' কাটিতে গিয়া প্রথম স্থলে মনে হয় প্রমাদবশতই 'মল্লিকা'ও কাটিয়াছেন।)

53 ॥ ২ পূর্বে যে রচনা আস্ত সংকলন করা হইয়াছে তাহারই পূর্ণ পরিণত পরবর্তী পাঠ। কালীতে লেখা। প্রায় এই পাঠই গীতপঞ্চাশিকায় ও উত্তরকালে গীতবিতানে মুদ্রিত। 'আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি' (অতিপর্বিক 'আমি' বাদে) পাণ্ডুলিপিতে পুনঃ পুনঃ লেখা ধুয়া হিসাবে— "পথভোলা এক পথিক এসেছি। / ঘরছাড়া এই পাগলাটাকে ইত্যাদি।
"পথভোলা এক পথিক এসেছি। / যখন ফুরিয়ে বেলা ইত্যাদি।

শেষ স্তবকে— "আমি রব উদাস হব··· কাঁদনভরা হাসি হেসেছি।"

পাণ্ডুলিপিতে পুনঃ পুনঃ উদ্‌ধৃতিচিহ্নের প্রয়োগেই স্পষ্ট হয় যে, এ গানটি বসন্তের সহিত বসন্ত-পরিবার মল্লিকা মাধবী করবী প্রভৃতির সংলাপের মতো। পূর্ব-সংকলিত পাঠের তুলনায় নূতন পাঠের ছত্রে ছত্রে কী পরিবর্তন, কোন্ ছত্রগুলিই বা নূতন যোগ হইয়াছে, তাহা সংকলিত পাঠ ও গ্রন্থের পূর্বমুদ্রিত পাঠ পাশাপাশি রাখিলেই বুঝা যাইবে।

108। ৪৮ পাণ্ডুলিপি-ধৃত পাঠই মডার্ন রিভিয়ু পত্রে মুদ্রিত। অবিক্রেয় ও স্বল্পপ্রচারিত *The Fugitive* গ্রন্থে উহার রূপান্তর দেখা যায়। উভয়ের পার্থক্য কিরূপ তাহার নিদর্শন নিম্নে সংকলিত সূচনাংশে :

She came for a moment and walked away,
leaving her whisper to the south wind
and crushing the lowly flowers
as she walked away. / পাণ্ডুলিপি। M. R.

She came for a moment and walked away,
stirring a throb of pain in the south wind and a flutter among the lowly flowers as she walked away / *The Fugitive*

(রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহের মুদ্রিত পুস্তকে দেখা যায় দ্বিতীয় ছত্রে 'south' কথাটি কবি কাটিয়া দিয়াছেন।)

123। ৫৮ ছত্র ১১-১৪ অনেক দিনের সঞ্চয় তোর জয়মালা পর শিরে / এটুকু নূতন, গানটি পুরাতন। দ্রষ্টব্য পাদটীকা ৩৩

125। ৬০ ছত্র ৫-৭ এস এস বিনা ভূষণেই উতলা নয়ন ধাঁধিয়ো / পুরাতন গানে এই কয় ছত্র নূতন সংযোজন। দ্রষ্টব্য পাদটীকা ৩৩

133। ৭০ শেষ ছত্র 'তোর আপন বুকের সেই ডাকে।' ইহার পরিবর্তে পূর্বে লেখা হইয়াছিল (পরে লাঞ্ছিত) :

ঐ বিশ্ববাসীর কান্নাহাসির অন্তরে
জাগে গভীর ছন্দ মোচনবন্ধ মন্তরে
সদা রাখিস কানে সেই বাণী
জীবন-দহন নির্বাণী
কাটবে সে ডোর তা হলে তোর ভয় কাকে। /

· 148-49 ॥ ১৮ পাণ্ডুলিপি-ধৃত গ্রাহ্য পাঠ যথাযথ সংকলন করা গেল—

এস এস বসন্ত ধরাতলে
আন মুহুমুহু নব তান আন নব প্রাণ নব গান—
আন গন্ধমদভরে অলস সমীরণ
[১]আন অন্তরে বাহিরে নব নব উদ্বোধন,[১]
আন নব উল্লাসহিল্লোল
আনো আনো আনন্দ-ছন্দের হিন্দোলা
ভাঙো ভাঙো বন্ধনশৃঙ্খল
[২]আন আন উদ্দীপ্ত প্রাণের বেদনা[২] ধরাতলে।
এস থর থর কম্পিত মর্ম্মরমুখরিত
নবপল্লবপুলকিত ফুলআকুল মালতীবল্লীবিতানে
সুখছায়ে মধুবায়ে
এস বিকশিত উন্মুখ এস চিরউৎসুক
নন্দনপথচিরযাত্রী এস পুষ্পিত[৩] চিত্তনিকুঞ্জবিতানে
গানে গানে প্রাণে প্রাণে। [· 148। উত্তরার্ধ
এস অরুণচরণ কমলবরণ তরুণ উষার কোলে
এস জ্যোৎস্নাবিবশ নিশীথে কলকল্লোল তটিনীতীরে
সুখসুপ্ত সরসীনীরে।

এস [৪]তড়িৎশিখাসম ঝঞ্ঝাচরণে[৪] সিন্ধুতরঙ্গদোলে
এস জাগর মুখর প্রভাতে, এস [৫]প্রান্তরে নগরে[৫] বনে
এস কর্মে বচনে মনে এস এস [· 149
এস মঞ্জীর-গুঞ্জর চরণে
এস গীতমুখর কলকণ্ঠে,
এস মঞ্জুল মল্লিকামাল্যে,
এস কোমল কিশলয়বসনে
এস সুন্দর, যৌবনবেগে
এস দৃপ্ত বীর [৬]নব তেজে[৬]
ওহে দুর্দ্দম,[৭] কর জয়যাত্রা
চল জরা-পরাভব সমরে
পবনে কেশররেণু ছড়ায়ে
চঞ্চল কুন্তল উড়ায়ে। [· 148 অপরার্ধ

১-১ গীতপঞ্চাশিকায় : আন' বিশ্বের অন্তরে অন্তরে নিবিড় চেতনা। /

২-২ পাণ্ডুলিপিতে পাঠের ক্রমিক পরিবর্তন : উদ্দীপ্ত বন্ধনছেদন সাধনা / পরে 'উদ্দীপ্ত' স্থলে 'প্রদীপ্ত' ও 'উন্মত্ত' (বর্জিত কোন্ পাঠ আগে কোন্‌টি পরে বলা যায় না) এবং বন্ধনছেদন সাধনা' স্থলে : প্রাণের বেদনা / ৩ বর্জিত পূর্বপাঠ : পুলকিত /

৪-৪ বর্জিত পূর্বপাঠ : অগ্নিবরণ চপলচরণ / ৫-৫ প্রথমে লেখা হয় : নগরে প্রান্তরে /

৬-৬ পূর্বপাঠ : চল-চরণে / ৭ বর্জিত পূর্বপাঠ 'চঞ্চল' এবং গীতপঞ্চাশিকা-ধৃত রূপ : দুর্মদ /

অতঃপর মায়ার খেলার ও গীতপঞ্চাশিকার পাঠ দুটি পাশাপাশি রাখিয়া বিচার করিলেই শেষ পর্যন্ত মূল গানে যুগপৎ ভাবে ও ভাষায় রবীন্দ্রনাথ যে পরিবর্তন করিয়াছেন তাহার পরিমাণ ও চমৎকারিত্ব সম্যক্ বুঝা যাইবে। এই গান ফাল্গুনীতে গাওয়া হয় নাই বটে কিন্তু স্থানে স্থানে ঈষৎ পরিবর্তনের পরে উত্তরকালে নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদায় ইহার অতিশয় সার্থক ব্যবহার।

ফাল্গুনীতে কবি যৌবনের জরাপরাভব প্রাণশক্তির তেজ ও দীপ্তির জয়ঘোষণা করেন শীতশেষে বসন্ত-অভ্যুদয়ের রূপকল্পের আশ্রয়ে। তাহার সহিত সংগতি রাখিতে গিয়া বহু-পূর্বে-লেখা 'মায়ার খেলা'র মোহমাধুরী-মাখা স্বপ্নাবেশময় সুমধুর গানের, অর্থাৎ কথা ও সুরের, নূতন রূপান্তর ও ভাবান্তর হইবে ইহা অবশ্যই প্রত্যাশিত। সুর-তালের বিচার করিয়া থাকিবেন অথবা করিবেন গীতজ্ঞ ব্যক্তি। উপস্থিত, গানের ছন্দোবদ্ধ কথার পর্যালোচনায় দেখি (প্রচল গীতবিতান-ধৃত 'মায়ার খেলা'য় সপ্তম দৃশ্যের সূচনা, পৃ ৬৭৭)—

ছত্র ২ আন' কুহুকুহু কুহুতান প্রেমগান স্থলে : আন' মুহু মুহু নবতান আন' নবপ্রাণ নবগান

ছ ৪-৫ আন' নবযৌবনহিল্লোল, নবপ্রাণ, / প্রফুল্ল নবীন বাসনা ধরাতলে স্থলে :

আন' বিশ্বের অন্তরে অন্তরে নিবিড় চেতনা। / আন' নব উল্লাসহিল্লোল। /

আন' আন' আনন্দছন্দের হিন্দোলা ধরাতলে। / ভাঙ' ভাঙ' বন্ধনশৃঙ্খল। /

আন' আন' উদ্দীপ্ত প্রাণের বেদনা ধরাতলে। /

ছ ৯। ১০ 'এর অন্তরে, অর্থাৎ, 'সুখছায়ে মধুবায়ে এস' এস' ইহার পরে নূতন সংযোজন :

এস' বিকশিত উন্মুখ এস' চির-উৎসুক নন্দনপথচিরযাত্রী। /

এস' স্পন্দিত চিত্তনিলয়ে গানে গানে প্রাণে প্রাণে /

এবং মায়ার খেলায় শেষ অংশ (স্ত্রীগণ-কর্তৃক উদ্‌গীত) 'এস' যৌবনকাতর হৃদয়ে, / এস' মিলনসুখালস নয়নে, / এস' মধুর শরম-মাঝারে, / দাও বাহুতে বাহু বাঁধি, / নবীন কুসুমপাশে রচি দাও নবীন মিলন-বাঁধন।' ইহার পরিবর্তে :—

এস' তড়িৎশিখাসম ঝঞ্ঝাচরণে সিন্ধুতরঙ্গ দোলে। / এস' জাগর মুখর প্রভাতে। /

এস' নগরে প্রান্তরে বনে। /

এস' কর্মে বচনে মনে। এস' এস'। / এস' মঞ্জীরগুঞ্জর চরণে। / এস' গীতমুখর কলকণ্ঠে। / এস' মঞ্জুলমল্লিকামাল্যে। / এস' কোমল কিশলয়বসনে। / এস' সুন্দর যৌবনবেগে। / এস' দৃপ্তবীর নবতেজে। /

ওহে দুর্মদ কর' জয়যাত্রা, / চল' জরাপরাভব সমরে / পবনে কেশররেণু ছড়ায়ে, / চঞ্চল কুন্তল উড়ায়ে। /

ভাবে ভাষায় ভঙ্গীতে কী বিস্ময়কর পরিবর্তন বা বিপ্লব তাহা স্বতই প্রতিভাত। তড়িৎশিখায়, ঝঞ্ঝাচরণে বা ঝঞ্ঝাবিভঙ্গে, সিন্ধুতরঙ্গদোলে, প্রভাতের জাগরণে ও কর্মে বচনে মনে যে অভেদাঙ্গ-অভেদাত্ম সুন্দরের ও যৌবনদৃপ্ত বীরের আহ্বান, জরাপরাভব সমরে অতি আশ্চর্য তাঁর আচরণ। তাঁর সৌন্দর্য ও মাধুরী, আনন্দ ও উল্লাস (আবেশ নয়)— তাঁর তেজ-বীর্যের পরিপন্থী হইতে পারে না। জরার ছদ্মবেশ ভিন্ন করা ও জড়তার বন্ধনশৃঙ্খল ছিন্ন করা তাঁর বিশেষ লীলা। পুরাতন গানের আধারে সম্পূর্ণ নূতন এই কথা-ও-সুর-সৃষ্টি ফাল্গুনীতে ব্যবহার করা না হইলেও, তাহার সুযোগ আসিল প্রায় দুই দশক পরে। বক্ষ্যমাণ রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি তথা গীতপঞ্চাশিকা-ধৃত পাঠ হইতে 'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা'র পাঠে যৎসামান্য প্রভেদ কেবল এই :—

নবপল্লবপুলকিত স্থলে : মধুসৌরভপুলকিত /

এস' স্পন্দিত নন্দিত চিত্তনিলয়ে গানে গানে প্রাণে প্রাণে স্থলে :

আন' বাঁশরিমন্দ্রিত মিলনের রাত্রি, পরিপূর্ণ সুধাপাত্র নিয়ে এস' /

কলকল্লোল তটিনীতীরে স্থলে : এস' নীরবকুঞ্জকুটীরে /

এস' তড়িৎশিখাসম ঝঞ্ঝাচরণে স্থলে : এস' তড়িৎশিখাসম ঝঞ্ঝাবিভঙ্গে / শেষ দৃষ্টান্তের শেষ পদটি ছাড়া সকল পরিবর্তনই যে উজ্জ্বলরসের উজ্জ্বলতাটুকু ফুটাইবার উদ্দেশে তাহা বুঝা যায়। কেননা, ফাল্গুনীর যে বিষয় তাহাতেই সম্মিলিত হইয়াছে এই নূতন নৃত্যনাট্যে বীর্যবান প্রেমেরও উদ্‌গীতি। শেষ পরিবর্তনটি কাব্যগত ছন্দের বিচারেই উৎকৃষ্ট, যেহেতু মাত্রাসম্পূরণের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ ধ্বনিঘাতও সৃষ্টি করে।[৩৬]

বাংলা কবিতার যে কয়টি ইংরেজি রূপান্তর গ্রন্থে সংকলিত হয় নাই, এমন-কি কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত বলিয়াও জানা যায় না, এ স্থলে সংকলন করা যাইতেছে—

117 ॥ ৫২ ॥ 1

There sounded a voice in India's ancient forest proclaiming the presence of a soul in the burning flame, in the flowing water, in the breathing life of all creatures, in the undying spirit of man. Those men who awoke in the world's early surprise of light were strong, fearless and free crossing the barriers of things in joy and meeting the One in the heart of the All.

॥ ৫৩ ॥ 2

The time is loud today and crowded, the wealth tinged crimson with the blood of the poor and mind scattered in the wilderness of revolving wheels while the iron demon claims man's soul for its daily food. Come, brave spirits, who can walk unashamed in the path of simple fullness before this huge arrogance of dead things.

---

৩৬ 'এস এস বসন্ত ধরাতলে' রচনার গীতরূপান্তর (সুর-তালের বিবর্তন) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন শ্রীমতী সন্‌জীদা খাতুন, রবীন্দ্রভবন-প্রচারিত রবীন্দ্রবীক্ষা পত্রের চতুর্থ সংখ্যায়, পৃ ১২৯-৩৬।

॥ ৫৪ ॥

3

Don your white robe, my brothers, and in quiet strength live your life of inner peace. Let your best wealth grow unseen in the heart of your rich leisure and let it crown your forehead with a serene light of joy. Do not bend your knees to the power bloated with grossness, but enthrone your soul upon the freedom of the restrained self.

॥ ৫৫ ॥

4

Let me lay my heart at the feet of those who have sung that Thou art dearer to them than their wealth and children and truer to them than their own selves. Let me seek out that large life of love and strong faith, that perfect flow of moments into the gladness of Thy presence which they had who breathed in the peace of fulfilment in every breath they drew.

127 ॥ ৬৩ ॥

ইংরেজি রচনায় লেখার স্থান কাল প্রায় থাকে না, এটি কোনো-একটি বা কয়েকটি বাংলা রচনার রূপান্তর না'ও হইতে পারে। মৌলিক রচনা বলিয়াই হয়তো তারিখ বসানো হইয়াছে। —

The lamp is trimmed.
Comrades, bring your own fire to light it.
For the call comes again to you to join rhe star pilgrims
crossing the dark to the shrine of sunrise.

The day was when you went forth in your glad adventure of light
    and the star of hope thrilled in the sky and kissed your banner.
But as the dusk deepened you fell behind in the march
    and slept with your lights gone out
while your dreams grew discordant
    like the ominous cries of night birds.
Yet, though it is dark, and the wind in the forest is as
    the wails of lost souls,
has not the breath of that prayer already touched your foreheads
    which comes from the past echoing from age to age
        "Lead me to Light from the dark,
            from death to Everlasting Life" ?
Sleepers, arise from your stupor of dim desolation,
    and know once more that you are Children of Light.

Jan. 31. 1918

পরিশিষ্ট

১। পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক

২। [পূর্বকালে] 'পরিবর্ত্তন'— ॥ মানসী

৩। খেলা'র বিবর্তন ॥ ছড়ার ছবি

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক

পাণ্ডুলিপি ২৭২

ঠাকুর-পরিবারের এই পারিবারিক খাতা সম্পর্কে পূর্বে নানা সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থে আলোচনা হইয়াছে। তাহাতে জানা যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে ইহার প্রবর্তন; রচনার কালব্যাপ্তি মোটের উপর ১২৯৫ কার্ত্তিক হইতে ১২৯৭ চৈত্র অবধি। খাতার মুখপাতে লেখা ছিল: ইহাতে পরিবারের অন্তর্ভূত সকলেই (আত্মীয়, বন্ধু, কুটুম্ব, স্বজন) আপন আপন মনের ভাব-চিন্তা-মর্ত্তব্যবিষয়-ঘটনা প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিতে পারেন / এই বিধির পূর্বেই ছিল এই-ক'টি নিষেধ: ১। পেন্সিলে লেখা। ২। আমাদের পরিবারের বাহিরে এই খাতা লইয়া যাওয়া। ৩। যতদিন এই খাতা লেখা চলিবে ততদিন এ খাতার প্রবন্ধ কাগজ অথবা পুস্তকে ছাপান'। /

রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও এ খাতায় লেখকের তালিকায় পাই: দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, হিতেন্দ্রনাথ ও ক্ষিতীন্দ্রনাথ (সকলেই ঠাকুর-পরিবার ভুক্ত) এবং আশুতোষ চৌধুরী, যোগেশ চৌধুরী, প্রমথ চৌধুরী, সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, লোকেন পালিত, সরলাদেবী, শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, 'লাহোরিনী' শরৎকুমারী চৌধুরানী— যাঁহারা ঠাকুর-পরিবারের স্বজন-বান্ধব শ্রেণীতে গণ্য। অধিকাংশ লেখার শেষে স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে তারিখও দেওয়া আছে। খাতায় প্রত্যেক লেখার একটি ক্রমিক সংখ্যা আছে '১' হইতে '১০৫' অবধি।[0] তাহার পরের রচনাবলীতে অভ্রান্ত সংখ্যা বসাইলে হইতে পারে '১০৫'—'১১৮'; ইহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে ছিন্নবিচ্ছিন্নভাবে বহু পৃষ্ঠায় বা পৃষ্ঠার অংশ-বিশেষে প্রণালীবদ্ধ শব্দতালিকা (বাংলা শব্দের প্রকৃতি / বিকৃতি); তাহা এই পারিবারিক খাতারই ২২-সংখ্যক প্রস্তাবের অনুবৃত্তি মনে করা চলে। কেননা, ঐ সংখ্যায় প্রথম দফায় কিছু শব্দসঞ্চয়ন-শেষে লেখা হয় **(p. 22)**: ক্রমশঃ প্রকাশ্য। / পারিবারিক খাতার 'শেষ' পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের লেখা সেরূপ ১০ ছত্র শব্দসংকলনেই এই যৌথ চিন্তা ভাবনা আলাপ আলোচনা ও রচনার পরিবেশনে ছেদ পড়িতে দেখা যায়। অবশ্য, এমনও হইতে পারে, যে, আসলে কেবল ঐ ১০ (?)

---

0 '৯৮'এর শেষাংশ যথাস্থানে না লেখায়, ১০১ অঙ্কে চিহ্নিত। এই প্রমাদ সংশোধিত হইলে যেটি ১০৫-অঙ্কিত তাহার যথার্থ ক্রমিক সংখ্যা হয় ১০৪ এবং এই সংশোধিত অঙ্ক-পর্যায়েই সব-শেষে আসিতে পারে '১১৮'।

ছত্র লইয়াই খাতা শেষ হয় নাই, শেষ হয় আরেকখানি পাতায় যেটিতে মুর্শিদাবাদ-কাহিনীর সমালোচনা লিখিয়া রাখেন রবীন্দ্রনাথ অসমাপ্ত নোটের আকারে— বহুশঃ পরিবর্তিত, সংহত, সম্পূর্ণ করিয়া ছাপিতে দেন ১৩০৫ শ্রাবণের ভারতী পত্রিকায়।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ১২৯৫ হইতে ১২৯৭ অবধি পারিবারিক খাতার যথার্থ কালব্যাপ্তি। তাহার পরেও ১৩০৫ অবধি এই-যে কয়েকটি রচনা লেখকেরা দীর্ঘকালের ব্যবধানে মাঝে-মাঝে এ খাতায় লিখিয়া দিয়াছেন (তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথের লেখা দুইখানি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি ও একটি অসম্পূর্ণ গ্রন্থ-সমালোচনা আছে)— ইহাকে প্রকৃত পারিবারিক খাতার পরিশিষ্ট গণ্য করা যায়। কিন্তু ইহার পরেই একখানি পাতায়, খাতার তৎকালীন (সুনির্দিষ্ট সময় জানা নাই) স্বত্বাধিকারিণী শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী পরবর্তী পাতাগুলির রচনা সম্পর্কে এই কয়টি কথা লিখিয়া রাখেন : মূল খাতার অনুক্রম নহে। / বহু পরে সংযোজিত। / শ্রীইন্দিরা দেবী / pp. 145-

'পারিবারিক খাতা'র কয়েক পাতা খোওয়া গিয়া থাকিবে। অবশিষ্ট পাতার বিজোড় পৃষ্ঠাগুলিতে একাদিক্রমে সংখ্যা বসানোর ফলে পাওয়া যায় : **1-143** / অর্থাৎ, মোট ৭২ পাতা, শেষ পৃষ্ঠায় লেখা নাই। ইহাই পরিশিষ্ট-সহ যথার্থ পারিবারিক খাতা। ইহার পরে ইন্দিরাদেবীর পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্য ও নানা গান ও কবিতার সংকলন। রচনা যাঁহার, হাতের লেখাও তাঁহারই, সচরাচর এমন নয়। তন্মধ্যে 'পূরবী'কাব্য-ধৃত 'শিলঙের চিঠি'ও (২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০) আছে। পারিবারিক খাতার অঙ্গ-সংলগ্ন অথচ অঙ্গাঙ্গী-সম্বন্ধে-অবদ্ধ এই অংশে আছে কেবল ৯ পাতা বা ১৮ পৃষ্ঠা ; ইহার শেষ পৃষ্ঠায় কোনো লেখা নাই। ১৮ পৃষ্ঠার এই গুচ্ছের প্রথম পাতাটি রচনারিক্ত ছিল ; নূতন বাঁধাইয়ের পূর্বে তাহাতেই একটুকরা কাগজ[১] (ছিন্ন পৃষ্ঠাংশ ?) আঁটা হয় যাহাতে ইন্দিরাদেবী জানান, পরবর্তী লেখাগুলি মূল খাতার অনুবৃত্তি নয়। যাহা হউক, বর্তমানে বাঁধানো খাতায় এই আঠারো পৃষ্ঠার অঙ্ক **145-160** (শেষোক্ত পৃষ্ঠা রচনারিক্ত) আর তাহার পরেই যথাক্রমে এক পাতার **141**-অঙ্কিত উপর পিঠ এবং আরেক পাতার **143**-অঙ্কিত উপর পিঠ, অর্থাৎ **pp. 141-144** ; ব্যাপারটি

---

১ এভাবে ছিন্ন পত্রাংশ সাঁটা হয় অন্তত আরো দুই পৃষ্ঠায়, এখনকার বাঁধানো খাতায় যেগুলির পৃষ্ঠাঙ্ক ধরা যায় **140** (রবীন্দ্রনাথ কৃত শব্দসঞ্চয়ন) ও **142** ('মুর্শিদাবাদ কাহিনী' সম্পর্কিত নোটের শেষ)।

আসলে রহস্যময় ততটা নয় যতটা ভারত-সরকারের দপ্তরী-গৃহে বাঁধাই করার সময় পাতা গণিবার বেহিসাব। শেষ দুই পাতা (**141-144**) পূর্বোক্ত ১৮ পৃষ্ঠার পত্রগুচ্ছ, যাহা বস্তুতঃ পারিবারিক খাতার অংশ নয়, তাহার পূর্বে বসাইলেই অনায়াসে এ ভ্রমের সংশোধন হয়। খাতার এ অংশের আলোচনা-কালে মনে করা চলিবে যে, সেরূপ সংশোধন বা পত্রবিন্যাসের পরিবর্তন করা হইয়াছে।

খাতাখানি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক পাতা বিচ্ছিন্ন করিয়া, অপিচ দুপিঠ আস্বচ্ছ কাপড়ে মুড়িয়া (শেষের কয়েক পাতায় বাঁধাইয়ের পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত সহজ সরল), নূতনভাবে বাঁধাই করা হইয়াছে বোর্ড, কাপড় ও চামড়া (দাঁড়া ও মলাটের দুই-দুই কোণ) দিয়া। বাঁধাইয়ের পরে প্রত্যেক পাতার মাপ মোটের উপর : ৩২·৫ × ২০ সেন্টিমিটার। প্রতি পৃষ্ঠায় সূক্ষ্ম রুল ৩৪টি।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ এক জন্মদিনে ইন্দিরাদেবী এই খাতাখানি এই বলিয়া তাঁহাকে উপহার দেন : শ্রীমান রথীন্দ্রের / শুভ পঞ্চাশত্তম জন্মদিনে / বিবি দিদি / ২৭। ১১। [১৯]৩৮। রথীন্দ্রনাথই রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহে এ খাতা দান করিয়াছেন।

পেন্সিলে লেখার নিষেধ ছিল খাতার প্রারম্ভে। তাহা প্রায় সকলে মানিয়াছেন। ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথ-লিখিত কয়েক পৃষ্ঠার (সব পৃষ্ঠার নয়) শব্দ-সংকলন। খাতা যতদিন লেখা হয় (মুখ্যতঃ ১২৯৫-৯৭) গ্রন্থে বা সাময়িক পত্রে প্রচারের সম্পর্কে ছিল নিষেধ ; তাহাও প্রতিপালিত হইয়া থাকিতে পারে। এ খাতায় রবীন্দ্রনাথের রচনার পরিমাণই সমধিক ; সাধনা মাসিক পত্র প্রকাশের (১২৯৮ অগ্রহায়ণে) পূর্বে তাহা ব্যবহার করিবার তেমন কোনো প্রয়োজন হয় নাই। ১২৯৮ সনের পরে বহু জনের বহু রচনাই নানা সাময়িক পত্রে প্রচারিত হইয়াছে দেখা যায়।

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তকে রবীন্দ্রনাথের যে লেখাগুলি তাঁহারই হস্তাক্ষরে পাওয়া যায়, অতঃপর তাহার একটি তালিকা দেওয়া যাইতেছে। প্রত্যেক উল্লেখের সূচনায় মূল খাতা অনুযায়ী ক্রমিক সংখ্যা ও পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া হইবে।[২] (বলা আবশ্যক,

২ তালিকা-সংকলনের পূর্বে ইহাও উল্লেখযোগ্য, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা শব্দতত্ত্ব-সম্পর্কিত এক আলোচনায় খাতার সূচনা হয় প্রথম পৃষ্ঠায়। তৃতীয় পৃষ্ঠাতেই হিতেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন (ভবিষ্যদ্‌বাণীও বলা যায়) রবিকাকায় 'মাজবান ও সৌভাগ্যবান' ভাবী

উত্তরকালে মূল খাতার এক নকল প্রস্তুত করা হয়। তালিকা-প্রণয়নে ইহাও কাজে লাগিয়াছে। মূল-ধৃত ক্রমিক সংখ্যা ইহাতে যথাযথ থাকিলেও, পৃষ্ঠাঙ্ক ক্রমশঃ বাড়িয়া গিয়াছে। পারিবারিক খাতার এই নকলের নির্দেশক সংখ্যা : ২৭২ এ)—

পৃষ্ঠা-সংখ্যা	নাম / সূচনা বা অংশবিশেষ	রচনা	[৩]প্রচার / গ্রন্থে সংকলন
10-৯	বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গালী চরিত্র।[৪] /	২২ কার্ত্তিক। ১৮৮৮ [১২৯৫][৫]	ভারতী ১। ১৩১২। ৯০
12-১১	বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গালী চরিত্র[৪] / বাঙ্গলা ভাষায় কবিতা রচনা করিতে গিয়া একটি প্রধান ব্যাঘাত ··· ছবি-আঁকা শব্দ অতি অল্প। ···এক "চলা" শব্দ ইংরাজীতে কত রকমে ব্যক্ত করা যায়— walk, step, move, creep,		

পুত্র সম্পর্কে। রথীন্দ্রনাথের জন্মের পরে সরস প্রতিমন্তব্য লেখেন মূল মন্তব্যের আশেপাশে বলেন্দ্রনাথ ও সরলাদেবী (এ সকলই রথীন্দ্রনাথের পিতৃস্মৃতি গ্রন্থে সংকলিত)। খাতার এই পাতার পরপৃষ্ঠায় পাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম লেখাটি।

৩ প্রচার বলিতে সাময়িক পত্রে প্রচার। পত্রের মাস। বর্ষ। পৃষ্ঠাঙ্ক যথাক্রমে উল্লিখিত।

৪ শিরোনাম অভিন্ন হইলেও, একটি হইতে আর-একটি প্রস্তাবের বক্তব্য বিশিষ্ট। দ্বিতীয়ের সূচনার কতকটা সাদৃশ্য 'ভাষার ইঙ্গিত' প্রবন্ধের একাংশে : ভালো করিয়া ছবি আঁকিতে গেলে শুধু গোটাকতক মোটা রং লইয়া বসিলে চলে না শরীরের গতি সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় কত কথা আছে ভাবিয়া দেখিবেন— **Walk run, hobble, waggle, wade creep, crawl** ইত্যাদি / ভারতী ৩। ১৩১১। ২৬৩ শেষ অনুচ্ছেদ। দেড় দশক সময়ে রবীন্দ্রনাথের মনে বিষয়টি নানা দিকে পুষ্ট ও পরিণত হইয়া অবশেষে মুদ্রিত প্রবন্ধে এক বিশেষ সিদ্ধান্তের অভিমুখী হইয়াছে সন্দেহ নাই।

৫ রচনার তারিখ নানা সময়ে নানা ভাবে দেওয়া হইয়াছে। হুবহু অনুলিপি অনাবশ্যক। তবে বাংলায় প্রচলিত এবং খৃষ্টীয়, এক সন তারিখের 'অনুবাদ' আর-একটিতে করিতে হইলে (পুরাতন পঞ্জিকার প্রমাণে) সেটুকু বন্ধনীবদ্ধ হইবে।

পৃষ্ঠা-সংখ্যা	নাম / সূচনা বা অংশবিশেষ	রচনা	প্রচার / গ্রন্থে সংকলন
	sweep, totter, waddle, এমন আরো অনেক / ৬ নভেম্বর ১৮৮৮ [২২ কার্ত্তিক ১২৯৫] তু (১৩১৫) শব্দতত্ত্ব-ধৃত 'ভাষার ইঙ্গিত'। ভারতী ৩, ৪। ১৩১১। ২৬০, ৩৪৮		
13	[ক্রমিক সংখ্যা-হীন মন্তব্য : পরনিন্দা নিঃস্বার্থ পরোপকার / লোকেন।— তৎসম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ : ইহার অনুবাদ কি হইতে পারে ? / [স্বাক্ষরহীন]		
18-১৯	-সূত্রে রবীন্দ্রমন্তব্য : রসিক কথাটার বাঙ্গলা মানে ভাবুক অথবা বিশুদ্ধ Humorous নহে। রসিক কথাটার মধ্যে নাগর শব্দের মত একটা মলিন ভাব আছে। ১৭ নভেম্বর ১৮৮৮ [৩ অগ্রহায়ণ ১২৯৫]		
21-২২	Stray Thoughts about Philology (খানি, খানা) (টি, টা)। কোথায় কোন্‌টা ব্যবহার ? গোটা কতক মত কাল খানার টেবিলে ব[সে]··· ··		ক্রমশঃ প্রকাশ্য।[৬]
22-২৩	হিন্দুদিগের জাতীয় চরিত্র ও স্বাধীনতা।[৭]	১৭ নভেম্বর ১৮৮৮। শনিবার	দেশ, শারদীয়, ১৩৫২। পৃ ১০। দ্র তত্র সংকলিত পরের ২টি প্রস্তাব।
28-29-২৬ ক)	স্ত্রী ও পুরুষের প্রেমের বিশেষত্ব / খ) পুরুষের কবিতায় স্ত্রীলোকের প্রেমের ভাব। / গ) ধর্ম্মে ভয়, কৃতজ্ঞতা, ও প্রেম। /[৭]	১৯ নভেম্বর ১৮৮৮	দেশ, শারদীয়, ১৩৫৩। পৃ ১১
32-২৮	আমাদের সভ্যতায় বাহ্যিক ও মানসিকের অসামঞ্জস্য[৭] /	২০ নভেম্বর ১৮৮৮	দেশ, শারদীয়, ১৩৫২। পৃ ১৩

৬ তারিখ নাই। অব্যবহিত পূর্বে ও পরে (সংখ্যা ২১ ও ২৩) রচনার তারিখ, ১৬ ও ১৭ নভেম্বর। '১৯'এর সূত্রে রবীন্দ্রমন্তব্যের তারিখ '১৭' হওয়ায় কোনো অসংগতি নাই। উনবিংশ প্রসঙ্গের তারিখ ১৬ নভেম্বরই বটে। পরবর্তী প্রসঙ্গ বে-তারিখ।

৭ এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্যান্য আলোচনা খাতার ২৪, ২৭ ও ২৮ সংখ্যায় বিধৃত ও দেশ পত্রে সংকলিত।

পৃষ্ঠা-সংখ্যা	নাম / সূচনা বা অংশবিশেষ	রচনা	প্রচার / গ্রন্থে সংকলন
32-২৯	কবিতার উপাদান রহস্য (Mystery) /	২০ নভেম্বর ১৮৮৮	দেশ, শারদীয়, ১৩৫৩। পৃ ১২
33-৩০	সৌন্দর্য্য ও বল[৮] /	২১ নভেম্বর ১৮৮৮ /	তদেব পৃ ১৩
33-৩১	আবশ্যকের মধ্যে অধীনতার ভাব।[৮] /	২১ নভেম্বর ১৮৮৮	তদেব পৃ ১৩
37-৩৫	ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতির অভিব্যক্তি। (Evolution) /	২২ নভেম্বর ১৮৮৮ [৮ অগ্রহায়ণ ১২৯৫]	
41-৩৯	[সমাজে স্ত্রীপুরুষ প্রেমে]র প্রভাব। /	২৪ নভেম্বর ১৮৮৮	দেশ, শারদীয়, ১৩৫৩। পৃ ১৩
47-৪১	আমাদের প্রাচীন কাব্যে ও সমাজে স্ত্রীপুরুষপ্রেমের অভাব। /	২৬ নভেম্বর ১৮৮৮	তদেব পৃ ১৫
49-৪২	Chivalry[৯] /	২৬ নভেম্বর ১৮৮৮	তদেব পৃ ১৫

নূতন অঙ্কপাতে যে দুই পৃষ্ঠা '58' ও '59' তন্মধ্যে মূল খাতায় আর একখানি পাতা ছিল। তদভাবে ৫১-সংখ্যক প্রস্তাব বিলুপ্ত এবং ৫২ সংখ্যারও সূচনাংশ নাই; কিন্তু যাহা আছে তাহা হইতেই মূল লেখার পরিচয় পাই এরূপ—

---

৮ স্বতন্ত্র সংখ্যায় ও শিরোনামে রবীন্দ্রনাথ দুইটি মন্তব্য তথা অনুচ্ছেদ হয়তো একই কালে লেখেন। প্রথমটি স্বাক্ষরহীন।

৯ শারদীয় দেশ পত্রে (১৩৫৩) পারিবারিক খাতা হইতে একই প্রসঙ্গসূত্রে গাঁথা ২৬, ২৯-৩১, ৩৩, ৩৯, ৪১-৪৭, ৫০, সব কয়টি (১৪টি) প্রস্তাব পর পর সংকলনের পূর্বে সংকলক শ্রীপুলিনবিহারী সেন পঞ্চভূত গ্রন্থের নরনারী প্রবন্ধে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পঞ্চভূতের অন্যান্য প্রবন্ধে এমন আরও অনেক বিষয় আছে যাহা আলোচ্য পারিবারিক খাতারও উপজীব্য। অনেকের অনেক আলোচনা ছাঁকিয়া, একের প্রতিভাস্পর্শে আদ্যন্তে নূতন প্রাণ নূতন সৌন্দর্য উদ্দীপিত করিয়া, নূতন ভাব ভাষা রস সঞ্চার করিয়া, ১২৯৯-১৩০২ সনে (পারিবারিক খাতা ১২৯৫-৯৮ পঞ্চভূতের সৃষ্টি এরূপ মনে করা অসংগত হইবে না। বর্তমান পাদটীকায়-নির্দিষ্ট পূর্বপ্রস্তাবগুলির মধ্যে ৩৩ সংখ্যক লেখেন লোকেন পালিত, '৪৩' শর কুমারী চৌধুরানী, '৪৪' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, '৪৫' যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, ৪৬' সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, '৪৭' অক্ষয় চৌধুরী এবং '৫০' শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়। রচনা : ১৯ নভেম্বর - ৯ ডিসেম্বর ১৮৮৮।

পৃষ্ঠা-সংখ্যা — নাম / সূচনা বা অংশবিশেষ — রচনা — প্রচার / গ্রন্থে সংকলন

59-[৫২] [বাঙ্গলা শব্দ ও ছন্দ । / ··· গীত, গোবিন্দ আধুনিক এবং তাহাকে এক হিসাবে গান না বলিলেও চলে। ··· স্বর-সংযোগ গৌণ। / ক্রমশঃ। / ৩১ অগ্রহায়ণ [শতাব্দপঞ্জীতে ৩০ অগ্রহায়ণ, সংক্রান্তি, শুক্রবার] শুক্রবার [১২৯৫] [১৪ ডিসেম্বর] ১৮৮৮ যোড়াসাঁকো সাধনা ৪।১২৯৯।২১০-১৩-১৪
দ্র সংগীতচিন্তা (১৩৭৩) পৃ ২২১ ছ ১৫ হইতে প্রসঙ্গশেষ অবধি। অপিচ ছন্দ (১৩৬৯), পৃ ১৭৫

60-৫৫ সৌন্দর্য্য। / ৫৩-সংখ্যক প্রস্তাবে বড়দাদা সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে[১০] / ১৯ ডিসেম্বর ১৮৮৮ [৬ পৌষ ১২৯৫] দেশ, শারদীয়, ১৩৫২। পৃ ১৫

69 ৬২ শরৎকাল / [১৬] আশ্বিন। সপ্তমীপূজা। [১২৯৬ / ১ অক্টোবর] ১৮৮৯ মানসী, ৬।১৩২০
[সংকলন : সমকালীন, ১০। ১৩৬৭। ৬২E] তুলনীয় পঞ্চভূতের ডায়ারি, অনুচ্ছেদ ২-৩ / সাধনা, ১১।১২৯৯।৩১৭-১৯
[সার-সংকলন : পঞ্চভূত / গদ্য ও পদ্য অনুচ্ছেদ ১]

70-[৬৩ **Dialogue** / আলোচনার বিষয় সাহিত্য। আলোচক রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও লোকেন পালিত। রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেন : সাহিত্য জিনিষটা বিষয়ের উপর বেশি নির্ভর করে না বলবার ভঙ্গীর উপর / লিপিকার প্রথম দিকে সম্ভবতঃ লোকেন পালিত, অতঃপর রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং।][১১]। ১ অক্টোবর ১৮৮৯ [১৬ আশ্বিন ১২৯৬]

73-৬৪ সাহিত্য। / যেটুকু সাহিত্যের মর্ম্ম, তাহা সংজ্ঞার মধ্যে ধরা দেয় না। তাহা প্রাণ পদার্থের মত— / ২ অক্টোবর ১৮৮৯

---

১০ বর্তমান প্রস্তাবের পূর্বে ও পরে বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রশ্ন ও সাধুবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাব-দুইটি দেশ পত্রে যথাক্রমে সংকলিত। সাধুবাদ দিয়া, প্রস্তাব ৫৬'র শেষে দ্বিজেন্দ্রনাথ নূতন প্রশ্ন তোলেন (দেশ, পৃ ১৬), রবীন্দ্রনাথ পারিবারিক খাতায় হয়তো তাহার প্রত্যুত্তর দেন নাই ? (প্রশ্ন, উত্তর, সাধুবাদ / দেশ পত্রে পর পর মুদ্রিত।) [পাদটীকা ১১ পরপৃষ্ঠায়]

পৃষ্ঠা সংখ্যা	নাম / সূচনা বা অংশবিশেষ	রচনা	প্রচার / গ্রন্থে সংকলন
75 [৬৫	সাহিত্য। / (৬৩ সংখ্যক প্রবন্ধের অনুবৃত্তি)[১২] / প্রমথ চৌধুরী / ২ অক্টোবর ১৮৮৯]		
77-৬৬	রাজা ও রাণী / রাজা ও রাণী সম্বন্ধে বড়দাদা আমাকে একখানি ছোট চিঠি লিখিয়াছেন। ·· কাপি করিয়া দিলাম। / ২ অক্টোবর ১৮৮৯। দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী (শ্রীপুলিনবিহারী সেন), ১৩৮০। পৃ ২৫৮-৫৯		
78-৬৮	বাঙ্গলায় লেখা। / ৬ অক্টোবর ১৮৮৯		

১১ এই আলাপচারির বেশির ভাগ প্রমথ চৌধুরী ও লোকেন পালিতের উক্তি প্রত্যুক্তি, রবীন্দ্রনাথের নয়। তথাপি পরবর্তী রবীন্দ্র-প্রস্তাবের উপলক্ষ্য বুঝিতে হইলে ইহার উল্লেখ ও সংকলনের প্রয়োজন আছে। এই আলাপেই প্রমথ চৌধুরীকে লোকেন পালিত বলেন 'mystic'। ৬৫-সংখ্যক প্রস্তাবে প্রমথ চৌধুরী তাই সবিস্তারে লেখেন 'Living Fact'কে সাহিত্যের বিষয় বলায় কিরূপ এবং কতদূর মিষ্টিসিজ্‌ম্ হয়। এই একই আলোচনা-সূত্রে ৬৩-৬৪-৬৫-সংখ্যক লেখা ঘনিষ্ঠভাবে গ্রথিত। বলা আবশ্যক, পারিবারিক খাতায় প্রস্তাব ৬ ও ৬৫ উভয়ের মধ্যে আছে 'Education' সম্পর্কে লোকেন পালিতের আরও এক আলোচনা। ইহার ক্রমিক সংখ্যা নাই এবং তারিখও অনুমেয় মাত্র।

বর্তমান টীকার প্রথম বাক্যেই বলা হইয়াছে, উল্লিখিত আলাপ-আলোচনার অধিকাংশ অন্যের, রবীন্দ্রনাথের নয়। তাহা সত্য হইলেও, এখন বলিতে হয় যে, রবীন্দ্রনাথ উত্তরকালে এই আলোচনাই 'ঢালিয়া সাজেন', অর্থাৎ নূতন একটি সন্দর্ভরূপে লিখিয়া 'আপন' করিয়া লন ও সে রচনা ১৩০৫ জ্যৈষ্ঠের ভারতীতে প্রথম প্রচারিত হয়। অতঃপর 'সাহিত্যের সৌন্দর্য' শীর্ষক সেই লেখারই সংকলন যথাক্রমে ১৩৮৪ শ্রাবণের 'রবীন্দ্রবীক্ষা'য় ও স্বতন্ত্র সাহিত্য গ্রন্থে (শ্রাবণ ১৩৮৮)। এ বিষয়ে সবিশেষ তথ্য পাওয়া যায় শেষোক্ত গ্রন্থের গ্রন্থপরিচয় অংশে (পৃ ৩০৮। অনুচ্ছেদ-২)।

১২ এই ছত্র-দুটি রবীন্দ্রহস্তাক্ষরে।

পৃষ্ঠা-সংখ্যা নাম / সূচনা বা অংশবিশেষ রচনা প্রচার / গ্রন্থে সংকলন

79-৬৯ অপরিচিত ভাষা ও অপরিচিত সঙ্গীত। / ৬ অক্টোবর ১৮৮৯

87-৭৫ ছেলেবেলাকার শরৎ কাল / ১০ অক্টোবর ১৮৮৯ [২৫ আশ্বিন ১২৯৬] দেশ, শারদীয়, ১৩৫৪। পৃ ১০

99-৭৯ সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে notes। / '১৫ই বোধ হয়।' অক্টোবর ১৮৮৯
ভারতী ও বালক, ৪।১২৯৯।২৩৫ [নামান্তর : সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে গুটিকতক ভাব

101-৮০ পুনশ্চ নিবেদন। / বড়দাদা Free Will সম্বন্ধে লিখিবেন··· প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া দিলাম। / [১৫ অক্টোবর ১৮৮৯]

102 ৮৪ ইন্দুর রহস্য / দিন কতক দেখা গেল সুরির ডুটো একটা বাজনার বই একটা ইন্দুর রাতারাতি / ১৬ অক্টোবর ১৮৮৯ /
তুলনীয়— বৈজ্ঞানিক কৌতুহল, শেষ ২ অনুচ্ছেদ, পঞ্চভূত তথা সাধনা ৫-৭।১৩০২।৫৬৬-৬৭

103-[৮৫ চুম্বন / শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৬ অক্টোবর ১৮৮৯] [৩১ আশ্বিন ১২৯৬] +

104-৮৬ ঐ। / ১৬ অক্টোবর ১৮৮৯ / দেশ, শারদীয়, ১৩৫২। পৃ ১৬

104-৮৭ কাজ ও খেলা। /১৭ অক্টোবর ১৮৮৯ [১ কার্ত্তিক ১২৯৬] দেশ, শারদীয়, ১৩৫২। পৃ ১৪ / পারিবারিক খাতার
৭৩ ও ৭৪ সংখ্যায় প্রসঙ্গ-উত্থাপন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের। পূর্বোক্ত দেশ পত্রে (পৃ ১৩ ও ১৪) সংকলিত।

112-14-৯৮ বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা / ২৪ মার্চ ১৮৯০ [১২ চৈত্র ১২৯৬] সাধনা ১।১২৯৯।৫৭১ [সংকলন : সাহিত্য
(১৩৬১-৭৬)। সাধনায় তথা সাহিত্য গ্রন্থে প্রবন্ধের শেষ ভাগ (অন্যূন এক চতুর্থাংশ) বর্জিত।

128-29-[১১০ সূচনাংশ] [কাব্য] / কাব্যের আসল জিনিষ কোনটা / সাধনা ১২।১২৯৮।৩০৮ [সাহিত্য (১৩৬১-৭৬)। সাধনায় তথা
সাহিত্যে প্রথম অনুচ্ছেদ বর্জিত। অপিচ শেষের বহুলাংশ, যথা—

129-31-[১১০ শেষাংশ] এইখানে আমি এমন একটা কথা বলিতে চাহি ··· নূতন সত্য আবিষ্কার করিয়া বা পুরাতন সত্য ব্যাখ্যা করিয়া
নহে। / বিজ্জীতলাও। ১২ জানুয়ারি ১৮৯১ [২৯ পৌষ ১২৯৭] লেখন [১৩৫৬] সাময়িক পত্রে স কলন পৃ ১-৪

পৃষ্ঠা-সংখ্যা	নাম / সূচনা বা অংশবিশেষ	রচনা	প্রচার / গ্রন্থে সংকলন
131-[১১১]	মানুষের সবলতা দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে ভাব্‌তে ভাব্‌তে / "টেম্‌স্ জাহাজ।" [১৪] অক্টোবর ১৮৯০ [২৯ আশ্বিন ১২৯৭] / দ্রষ্টব্য য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি (শতপূর্তি সং. ১৩৬৭) পৃ ১৯৩। ছ ২১-পৃ ১৯৫। ছ ১১ (মূল ২টি অনু. ঈষৎ পরিবর্ত্তিত)[১৩]		
132-[১১২]	Natural Selectionএর নিয়ম বরাবর সরল রেখায় / বির্জ্জিতলাও ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯১ [১৪ ফাল্গুন ১২৯৭] তুলনীয় পূর্বোক্ত য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি (১৩৬৭), পূর্বানুবৃত্তিতে পৃ ১৯৫ / ছ ১২ - পৃ ১৯৬ / ছ ৯ (মূলের বিশেষ সম্প্রসারণ)[১৩]		
133-[১১৪ক]	ঘানির বলদ যদি মনে করে আমি যতই ঘুরচি ততই নূতন রাজ্য আবিষ্কার করচি / ৬ এপ্রিল। সোমবার। ১৮৯১		
তদেব খ]	মানুষকে দেখলে আমার অনেক সময়ে মনে হয়, গোলাকার মাথাটা নিয়ে কতকগুলো জীবনের বুদ্‌বুদ / ৬ এপ্রিল ১৮৯১। বির্জ্জিতলাও [২৫ চৈত্র ১২৯৭]		
135-[১১৬]	চন্দ্রনাথ বসুর পত্রোত্তর / হিতবাদীতে অকাল বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা / ২১ শ্রাবণ [১২৯৮ / ৫ অগস্ট] ১৮৯১ / বিশ্বভারতী পত্রিকা ৭-৯। ১৩৫১। ১৩৭		
137-[১১৭]	বৈষ্ণবধর্ম্ম / প্রভাতকুমারের পত্রোত্তর। / বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল তত্ত্বটি আমি / পতিসর। নাগর নদী, বোট / ৯ অগ্রহায়ণ ১৩০২ [২৪ নভেম্বর] ১৮৯৫ প্রবাসী ১। ১৩৪৯। ২ [সামান্য পাঠভেদ আছে]		

---

১৩ 'মূল' বলিতে উভ তই— শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদন সংগ্রহে রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি ২৫০। ইহাই 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি : খসড়া'র মূলাধার। রবীন্দ্রনাথ ডায়ারিতে মন্তব্য-যুগল (মোট ৩টি অনুচ্ছেদ) একই দিনে লেখেন, ১৪ অক্টোবর ১৮৯০। ৪ নভেম্বর দেশে পৌঁছেন। দেখা যাইতেছে, ডায়ারির লেখা কয়েক মাস পরে 'পারিবারিক খাতা'য় সংকলন করিতে গিয়া যথেষ্ট সম্পাদনা করা হয়। এই সম্পাদনার ভিন্নরূপ নিদর্শন হয়তো পাওয়া যাইত সাধনায় প্রকাশিত (ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯, পৃ ৩১৭) য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারিতে ('জাহাজের কাহিনী') এই প্রসঙ্গ একেবারে বাদ না পড়িলে।

পৃষ্ঠা-সংখ্যা	নাম / সূচনা বা অংশবিশেষ	রচনা	প্রচার / গ্রন্থে সংকলন
138-40	'ক্রমশঃ প্রকাশ্য' ২২'এর অনুবৃত্তি ধরা যায় : কড়াৎ কপাৎ কচ্, কট্, কপ্, কুচ্, ×, কুট্, কঁ্যাচ, থক্ [?], খচ্, খট্... ইলিবিলি। ইনিয়ে বিনিয়ে। ইজিবিজি উস্‌খুস্ /[১৪]		
[143][১৫]	ম-এর পূর্ব্বে অকারের বিকার যথা— শ্রম, ভ্রম, ভ্রমণ ·· রফলা-বিশিষ্ট অকার ওকার যথা— ত্রস্ত, প্রভা, প্রশ্ন হাতা হাতী /[১৪]		
141-42]-[১১৮][১৬]	মুর্শিদাবাদ কাহিনী* (নোট) / *শ্রীনিখিলনাথ রায় বি, এ, প্রণীত··· / বইখানি একটি বৃহৎ বিবাদপুরের চিত্র। পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন পোড়ো বাড়ি, ভাঙ্গা দেবালয় এবং ঘন জঙ্গলে ··· ··· ··· ··· গ্রন্থশেষে তাহা নন্দকুমার /[১৪] (তারিখ-হীন) তুলনীয় মুর্শিদাবাদ-কাহিনী : ভারতী, ৪। ১৩০৫। ৩৮২ [সংকলন : ইতিহাস (১৩৬২) পৃ ১৫২		

১৪ উল্লিখিত পৃষ্ঠায় এখানেই রচনার শেষ, অর্থাৎ ইহার বেশি হয়তো লেখা হয় নাই।

১৫ পৃষ্ঠা-পারম্পর্য আমাদের অনুমান মাত্র। খাতার এই পাতাগুলি হয়তো বিচ্ছিন্ন বিশৃঙ্খল ছিল ; নতুন বাঁধাইয়ের সময় যথাস্থানে বসানো হয় নাই। এ স্থলে pp. 138-40-শেষে p. 143-ধৃত প্রসঙ্গ আনা হইল একই বিষয়ের অনুবৃত্তি দেখানোর উদ্দেশ্যে।

১৬ পৃষ্ঠা পারম্পর্য অনুমিত এবং ক্রমিক সংখ্যাও পূর্বধৃত সংখ্যাগুলির অনুসারে বর্তমানে আরোপিত। এ রচনা বা রচনার 'নোট' অসম্পূর্ণ। যেরূপ সবিস্তার আলোচনার পূর্বাভাস পাওয়া যায়, প্রচারিত ও প্রকাশিত গ্রন্থসমালোচনা তদনুপাতে সংহত। [তারা-চিহ্ন মূলে আছে ; গ্রন্থের নামের পরেই লেখকের নামোল্লেখ উদ্দেশ্য কি ?]

দেখা যাইতেছে, শেষ যে কয় পাতা শ্রীমতী ইন্দিরাদেবীর বিচারেই পারিবারিক খাতার অংশ নয়, তাহা বাদে ইহাতে বর্তমানে রহিয়াছে ১৪৩ পৃষ্ঠা। ছোটো বড়ো নির্বিশেষে ১১৮। ১১৯টি প্রসঙ্গ থাকা উচিত; অথচ কমই আছে। ১১৮টি প্রসঙ্গে ক্রমিক সংখ্যা পড়িয়াছে কিন্তু তন্মধ্যে ৮০' সংখ্যাটি বাহুল মাত্র কেননা উহা '৭৯' সংখ্যারই পুনশ্চ নিবেদন' মাত্র। ৬৪ ও ৬৫'র অবকাশে লোকেন পালিতের Education সম্পর্কে ইংরেজি রচনাটি হিসাবে ধরা হয় নাই; ইহা অবশ্যই গণনায় প্রমাদ। পক্ষান্তরে, ক্রমিক সংখ্যা ৫৬'র পরে '৫৭' বাদ দিয়াই '৫৮' পাই, ইহা গণনায় প্রমাদ মনে করা যায় না, কেননা '৬১' সংখ্যার সূচনাতেই (p. 67) বলা হয়: ৫৭ সংখ্যক প্রবন্ধে যা বলা হয়েছে, তার থেকে আমাদের বাড়ীর পূর্ব্ব অবস্থা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানলাভ হয়। ইত্যাদি। (৬১ সংখ্যার শিরোলিখন : ভাই বোন সমিতি প্রবন্ধ পাঠে / লেখক বলেন্দ্রনাথ।) অতএব, ৫৭-সংখ্যক প্রস্তাব-সহ পারিবারিক খাতার ২। ১ পাতা হারাইয়া গিয়াছে বা খুলিয়া লওয়া হইয়াছে, ইহাই সম্ভবপর। অপর যে প্রবন্ধ বা প্রস্তাব-লেখা পাতা স্পষ্টতই খোওয়া গিয়াছে তাহা এখনকার '58' ও '59' পৃষ্ঠার অন্তর্বর্তী এবং 'বাংলা শব্দ ও ছন্দ' বিষয়ে রবীন্দ্র প্রস্তাবের প্রথম অংশের আধার ছিল, তাহা তালিকা ধৃত [৫২] সংখ্যাতেই জানা যাইবে। যাহা হউক, যাহা সম্পূর্ণ খোওয়া গিয়াছে, যাহা কেবল অংশতঃ পাওয়া যায়, যাহা পর্যায়সংখ্যা না দিয়াই লেখা হয়, সমুদয় ধরিলে হরণ-পূরণে খাতার মোট প্রস্তাব বা প্রসঙ্গ ১১৮টি মনে হয়। তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রচনা-সংখ্যা (উনবিংশ প্রস্তাব সূত্রে যৎসামান্য মন্তব্য, অথবা p 13 -ধৃত একটি বাক্যের ইংরেজি কী হইতে পারে এই প্রশ্ন, যাহা সবই পূর্বতালিকাসূত্রে সংকলিত, উভয়ই বাদ দিলে) মোট— ৩১টি। অধিকাংশই পরিবর্জিত বা পরিমার্জিত রূপে, কখনো বা স্বরূপে, পত্রিকাদিতে প্রচারিত / গ্রন্থে প্রকাশিত। অবশিষ্ট যাহা আছে তাহাও রবীন্দ্রজিজ্ঞাসু বিদ্বজ্জনের বিশেষ প্রণিধানের বিষয়।

রবীন্দ্রনাথের দেহত্যাগের পর পারিবারিক খাতা হইতে যে-সকল সংকলন নানা পত্রিকায় প্রচারিত তাহার অধিকাংশের হিসাব মিলিবে সংকলিত তালিকায়। পূর্বে এ-সকল বিশেষভাবে সংকলন করিয়াছেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন। রবীন্দ্ররচনার প্রসঙ্গ-সূত্রে

দ্বিজেন্দ্রনাথ-জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথ- লোকেন পালিত ইঁহাদের রচনাও তিনি উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। পারিবারিক খাতা হইতে দ্বিজেন্দ্রনাথের দর্শন-সম্পর্কিত প্রস্তাব সংকলন করা হইয়াছে ত্রৈমাসিক বিশ্বভারতী পত্রিকার ১৩৫২ কার্তিক-পৌষ সংখ্যায়, পৃ ১২৭-৩০। পারিবারিক খাতা হইতেই যথোচিত মন্তব্যাদি সহ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথের নানা রচনার সংকলন করিয়াছেন বিশ্বভারতী পত্রিকায় (কার্তিক-পৌষ ১৩৭৭) ও রবীন্দ্রভারতী পত্রিকায় (কার্তিক-পৌষ ১৩৮০) অধ্যাপক শ্রীপশুপতি শাশমল। দিল্লীর বঙ্গভবন হইতে প্রকাশিত দিগন্ত পত্রের তৃতীয় ও চতুর্থ সংকলনে অধ্যাপক-মহাশয় 'পারিবারিক খাতায় রবীন্দ্ররচনা' নামে যে বিস্তারিত তালিকা ও বিবরণ প্রচার করিয়াছেন তাহাও দ্রষ্টব্য।

পারিবারিক স্মৃতিলিপিপুস্তকে মনস্বিনী স্বর্ণকুমারী দেবীর বা গৃহকর্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর কোনো প্রস্তাব যে পাওয়া যায় না (লাহোরিনী শরৎকুমারী চৌধুরানী ছাড়া কাহার বা পাওয়া যায় ? সরলা দেবীর যৎসামান্য মন্তব্য আছে নবজাত রথীন্দ্রনাথ সম্পর্কে), ইহা একটু বিস্ময়ের বিষয় বলিতে হইবে।

'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক' হইতে রবীন্দ্রনাথের নানা আলোচনা অতঃপর একত্র সংকলন করা হইল ; অধিকাংশ ইতঃপূর্বে গ্রন্থে বা গ্রন্থরূপে অপ্রকাশিত।

'পারিবারিক খাতা'য় সাহিত্যপ্রসঙ্গ[১]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১ বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গালী চরিত্র

বাঙ্গলা ভাষায় কবিতা রচনা করিতে গিয়া একটি প্রধান ব্যাঘাত এই দেখিতে পাই, বাঙ্গলা ভাষায় ছবি-আঁকা শব্দ অতি অল্প। কেবল উপ্‌রি-উপ্‌রি মোটামুটি একটা বর্ণনা করা যায় মাত্র, কিন্তু একটা জাজ্বল্যমান মূর্ত্তি ফুটাইয়া তুলা যায় না। লেখকের ক্ষমতার অভাব তাহার একমাত্র কারণ নহে। দৃষ্টান্ত— এক "চলা" শব্দ ইংরাজিতে কত রকমে ব্যক্ত করা যায়— Walk step, move, creep, sweep, totter, waddle, এমন আরো অনেক শব্দ আছে। উহারা প্রত্যেকে বিভিন্ন ছবি রচনা করে, কেবলমাত্র ঘটনার উল্লেখ করে না। ইহা ছাড়া গঠনবৈচিত্র্য, বর্ণ বৈচিত্র্য সম্বন্ধে ইংরাজিতে বিচিত্র শব্দ আছে। আমরা কখনও প্রকৃতিকে স্পষ্ট করিয়া লক্ষ্য করি নাই। আমাদের চিত্রশিল্প নাই; আমাদের চিত্রে এবং কবিতায় প্রকৃতির অতিবর্ণনাই অধিক। আমরা যেন চক্ষে কিছুই দেখি না—অলস কল্পনার মধ্যে প্রকৃতি বিকৃতাকার ধারণ করিয়া উদিত হয়। আমাদের শরীরবর্ণনা তাহার দৃষ্টান্তস্থল। মানবদেহের এরূপ সামঞ্জস্যহীন অনৈসর্গিক বর্ণনা আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। আমরা মোটামুটি একটা তুলনার দ্রব্য পাইলেই অম্‌নি তাহার সাহায্যে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করি। পরিষ্কার ছবি ব্যক্ত করিবার ঔদাসীন্য থাকাতে আমাদের ছবির ভাষা নাই। বিরহিণীর বিরহাবস্থা-বর্ণনায় আমাদের অতিকল্পনা ও স্বভাবের প্রতি মনোযোগহীনতা প্রকাশ পায়। আমরা আলস্যবশতঃ চোখে যেটুকু কম দেখি, কোণে বসিয়া মনে মনে একটা ঠাট গড়িয়া

১ রবীন্দ্রনাথ-রচিত সাহিত্যপ্রসঙ্গ বর্তমান সংকলনের মুখ্যভাগ; কদাচিৎ ধর্মনীতি বা অনুরূপ তত্ত্বালোচনা। খাতায় প্রায় প্রত্যেক প্রসঙ্গের শেষে যে রবীন্দ্রস্বাক্ষর আছে তাহা অনাবশ্যক বোধে স কলন করা হয় নাই। অন্ত্র সংকলিত অন্যের রচনায় যেখানে যে স্বাক্ষর আছে তাহা প্রদর্শিত।

সেটুকু পূরণ করিয়া লই। আমরা অল্পস্বল্প দেখি, অথচ খুব বিস্তৃত করিয়া generalize করি। তাড়াতাড়ি একটা প্রকাণ্ড system বাঁধিয়া লই, কিন্তু অগাধ কল্পনার ভাণ্ডার হইতে তাহার সরঞ্জাম সঞ্চয় করি। আমাদের অপরিমিত কল্পনা আমাদের নিরীক্ষণশক্তির আগে আগে ছুটিয়া চলে, একটু দেখিবামাত্র তাহার কল্পনা মস্ত হইয়া উঠে। এইজন্য জগৎ স্পষ্ট দেখা হইল না— অথচ সকল বিষয়ে মস্ত মস্ত তন্ত্র বাঁধা হইল। পৃথিবীর একটুখানি দেখিয়াই অমনি সমস্ত পৃথিবীর একটি বিস্তৃত ভূগোলবিবরণ রচনা করা হইয়াছে, এমন আরো দৃষ্টান্ত আছে।

6-11-88 [২২ কার্ত্তিক ১২৯৫]

৩৫ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতির অভিব্যক্তি। (Evolution)

অভিব্যক্তিবাদ বলে একেবারে সম্পূর্ণ আকারে সৃষ্ট না হইয়া নিখিল ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট হইতেছে। এক কালে মনে হইয়াছিল এই মত ধর্ম্মের মূলে আঘাত করিবে, তাই ধর্ম্মযাজকগণ সশঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে এ মত সহিয়া গেল, সকলে মানিয়া লইল অথচ ধর্ম্মের মূল অবিচলিত রহিল। লোকে হঠাৎ-সৃষ্টি অপেক্ষা অমোঘ সৃষ্টিনিয়মের মধ্যে ঐশ্বরিক ভাব অধিক উপলব্ধি করিতে লাগিল। একদল লোকের বিশ্বাস আমাদের মনের ধর্ম্মভাব, ঈশ্বরধারণা সহজ আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ। আর একদল লোক বলেন তাহা ভূতের ভয় হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ অভিব্যক্ত। প্রথমোক্ত দল ভয় করেন যে শেষ মতটি প্রমাণ হইলে ধর্ম্মের মূলে আঘাত লাগিবে। কিন্তু আমি সেরূপ আশঙ্কা দেখি না। ভূতের ভয় হইতেও যে অসীম ঈশ্বরের ভাব আমাদের মনে বিকশিত হইতে পারে ইহা পরম আশ্চর্য্য। স্বার্থপরতা হইতে মানবধর্ম্মনীতি ক্রমে নিঃস্বার্থপরতার অভিমুখীন্ হইতেছে ইহাতেই মানবহৃদয়ের অন্তর্নিহিত মঙ্গলনিয়ম অধিক মাত্রায় অনুভব করা যায়। বীজে ও বৃক্ষে যেমন দৃশ্যমান প্রভেদ, এমন আর কিছুতে না, কিন্তু বৃক্ষ হইবার উদ্দেশ্য তাহার মধ্যে বর্ত্তমান। বাষ্প হইতে সৌরজগতের অভিব্যক্তি বলিলে সৌরজগৎ যে বাষ্পেরই সামিল হইয়া দাঁড়ায় তাহা নহে। ইতিপূর্ব্বে অমঙ্গল ও মঙ্গলকে সয়তান ও ঈশ্বরকে দুই বিপরীত শ্রেণীতে ভুক্ত করা হইয়াছিল। এখন অভিব্যক্তিবাদ হইতে আমাদের মনে এই ধারণা হইতেছে অসত্য হইতে

সত্য অমঙ্গল হইতে মঙ্গল উদ্ভূত হয়। সত্যের নিয়ম মঙ্গলের নিয়ম অসত্য এবং অমঙ্গলের মধ্যেও বিরাজ করিতেছে। অনন্ত জগতের অনন্ত কার্য্য সমগ্রভাবে দেখা আমাদের পক্ষে অসম্ভব আংশিকভাবে দেখিতে গিয়া আমরা সকল সময়ে পাপ পুণ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখিতে পাই না তথাপি মঙ্গল অভিব্যক্তির প্রতি আমাদের এমনি বিশ্বাস যে মন্দের মধ্যে হইতেও ভাল হইবে এই বিশ্বাস অনুসারে উপদেশ দিতে ও কাজ করিতে আমরা কিছুতেই বিরত হই না। অতএব অভিব্যক্তিবাদে এই মঙ্গলের প্রতি বিশ্বাস আমাদের মনে আরো বদ্ধমূল করিয়া দেয়, মনে হয় সৃষ্টির [মধ্যে যে] মঙ্গল কার্য্য দেখিতেছি তাহা সৃষ্টিকর্ত্তার ক্ষণিক খেয়াল নহে, তাহা সৃষ্টির সহিত অবিচ্ছেদ্য অনন্ত নিয়ম। [২২।১১।৮৮ [৮ অগ্রহায়ণ ১২৯৫]

৬৩ Dialogue
Literature

Dramatis Personae

R. Tagore

P. Chaudhuri

L. Palit.

P. Ch, একটা কোন বিষয় আলোচনা করা যাক।

L. P. তার দরকার কি ? Vast World-এ একটা না একটা subject পাওয়া যায়ই।

R. T. সাহিত্য জিনিষটা বিষয়ের উপর বেশি নির্ভর করে না বলবার ভঙ্গীর উপর

L. P. বুঝিয়ে বল।

P. C. সাহিত্যের বিষয়টা কি ?—Guide book আর Book of travels-এ ঢের তফাৎ।

R. T. ঐতেই ত আমার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল— দুটোরই বিষয় এক, খালি manner তফাৎ

L. P. দুটোর বিষয় আমার মতে তফাৎ, কেননা different points of view থেকে deal করা হচ্ছে— যেমন Physics আর Chemistry.

P. C. Guide booksএ খালি fact পাওয়া যায়— Book of travelsএ personal element আছে আর তাইতেই literature হয়। impersonal informationএ science হতে পারে। literature হয় না।

R. T. তা হলে দেখতে হবে কিসে personality প্রকাশ হয়।

L. P. সেটা কি methodএর question নয় ?

P. C. Method ত আর খালি style নয়

L. P. Rhetorical point of view থেকে।

R. T. Mere facts সরল ভাষায় ব্যক্ত করা যেতে পারে কিন্তু তার সঙ্গে emotions express করতে হলেই ভাষাকেও নিজের মনের মতন করে গড়ে তুলতে হয় যাতে নিজের ভাব নিজে ভাল রকম ব্যক্ত করে উঠতে পারে।

P. C. Put করবার তফাৎ তত নয়— যত দেখবার তফাৎ। একজন যত points দেখছে আর এক জনা তত হয়ত দেখছে না— feelingsএর question তত নয়— knowledgeএরও question হতে পারে।

R. T. তাহলে তুমি বলছ যে কতকগুল points literatureএর পক্ষে বেশি উপযোগী।

P. C. না তা ঠিক নয়। জ্ঞানস্পৃহা, সৌন্দর্য্যস্পৃহা ইত্যাদি আমাদের অনেক faculties আছে— Science & Art আলাদা department নিয়ে deal করে; কিন্তু literature সমস্ত facultiesএর সামঞ্জস্য দেয়। নিদেন তাই literatureএর চেষ্টা— সব সময়ে perfect success হয় না।

[এ পর্যন্ত লোকেন পালিতের লিখন / পরে সবটাই রবীন্দ্রনাথের।]

L. P. আগে দেখা উচিত Literatureএর end কি ? তাহলেই আমরা বুঝতে পারব তার subject এবং তার method কি রকম হওয়া উচিত।

P. C. Mathew Arnold বলেন Literatureএর উদ্দেশ্য humanize করা। মানুষের যতগুলি ভাল প্রবৃত্তি আছে তার প্রত্যেকটার Perfect developmentএর সহায়তা করা। জ্ঞানস্পৃহা সৌন্দর্য্যস্পৃহা প্রভৃতি সকল বৃত্তির সম্যক স্ফূর্তি সাধন করা। আমি বলি সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হচ্ছে enjoyment মুখ্য ও instruction গৌণ হওয়া।

L. P. খুব ঠিক। তাহলে দাঁড়াল এই যে আমাদের emotional natureএ সব চেয়ে বেশি appeal করবে। আমি ধরে নিচ্ছি যে ethical মানে emotional। এই senseএ যে ethics emotionএর through দিয়ে literatureএ act করে। Reasonএর through নয়।

P. C. এ সম্বন্ধে বক্তব্য আছে। সত্য দুই ভাবে দেখা যায়। প্রথম— চিন্তার বিষয়। দ্বিতীয়— feel করবার বিষয়। literatureএ আমাদের জীবন্ত সত্যর সঙ্গে পরিচিত করে। সত্যকে তাহার সমগ্রভাবে আমাদের আয়ত্তগত করে। দৃষ্টান্ত— প্রকৃতিকে আমরা Physical Scienceএর মতে Matter এবং Forceএর একটা সমষ্টি বলে মনে করতে পারি মাত্র। কিন্তু প্রকৃতিকে তার সমস্ত সৌন্দর্য্যর সঙ্গে একটা palpable concrete thing বলে অনুভব করা সেটা যে মানসিক শক্তির দ্বারা হয় literature তারই expression।

L. P. প্রমথ কিছু mystic। এই mystic natureএর সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে হলে analysisএর দরকার। সত্য হৃদয়ের দ্বারা অনুভব করা কি রকমে সম্ভব হয় বুঝ্‌তে পারচিনে। Natureএর beautyকে কি হিসাবে সত্য বলা যেতে পারে তাও জানিনে unless সত্য শব্দটার আরেকটা নূতন মানে দেওয়া যায়। Beauty আমাদের Feelings affect করে আর সেই senseএ purely emotional। একে যদি Truth বলে তবে আমি যা আগে বলেছিলুম তার সঙ্গে কোন তফাতই থাকে না। একই জিনিষের দুই quality থাকতে পারে। গাছ নদী পাহাড় পর্ব্বতের যে সমষ্টিকে আমরা nature বলি তার একটা side

unemotional তাই সেই sideটা আমরা purely scientifically enquire into কর্ত্তে পারি। যে sideটা আমাদের emotion excite করে তার সত্য মিথ্যা উচিত অনুচিত নেই। এটা সুন্দর হওয়া উচিত এমন কোন কথা নেই। সৌন্দর্য্য relative। মানুষের মন এবং natureএর সঙ্গে একটা relation। সে relationটা universal নয় তাই ordinary scientific truthএর category থেকে বার করে নিই।

P. C. আমার কথার মানে— literary subject beautiful, moral, এবং আমাদের intellectএর graspএর মধ্যে। এর একটা কোনটাকে বাদ দিলে literature অসম্পূর্ণ হয়।

L. P. Literatureএর aim হচ্চে Beauty। তবে যা আমাদের moral nature rovolt করে তা আমাদের Sense of the Beautifulও shock করে। কতকগুলো intellectual truthও আছে যা ব্যতিক্রম করলে একই effect হয়। আমাদের sympathy হচ্চে Highest moral quality। তাকে excite কর্ত্তে হলে truthful হওয়া দরকার কেননা impossible কিম্বা non-existent creatureদের সঙ্গে sympthyর কোন আবশ্যক নেই। living human beingএর সঙ্গে sympathর দরকার। এইটুকু truth বজায় রেখে আর বাকি truth আমরা ignore কর্ত্তে পারি। emotion তাহলে হল end এবং moral ও intellectual হল means।

P. C. এ যদি লোকেনের কথা হয় তা হলে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে লোকেনের sympathyর বদলে আমি love বসাতে চাই। আর meansটা aestheticalও বটে।

প্রমথ প্রস্থান।[২] Oct. 1.89. [১৬ আশ্বিন ১২৯৬]

---

২ পাদটীকাবলীর অব্যবহিত পূর্বপর্যায়ে দ্রষ্টব্য টীকা ১১, পৃ ২৪০, শেষ অনুচ্ছেদ।

৬৪ সাহিত্য।

যেটুকু সাহিত্যের মর্ম্ম, তাহা সংজ্ঞার মধ্যে ধরা দেয় না। তাহা প্রাণপদার্থের মত— কি কি না থাকিলে তাহা টেকে না তাহা জানি, কিন্তু সে যে কি তাহা জানি না। জীবন হইতেই জীবন সংক্রামিত হয়, অগ্নি হইতেই অগ্নি জ্বালাইতে হয়— তেমনি লেখকের অন্তরাত্মা হইতে কলমের মুখে যখন প্রাণ ক্ষরিয়া পড়ে তখনই জীবন্ত সাহিত্যের জন্ম হয়। সাহিত্য সম্বন্ধে "জীবন" "প্রাণ" প্রভৃতি কথাগুলো হয়ত mystic। কিন্তু পরিষ্কার কথা বলিবার কোন উপায় নাই। সাহিত্যের মধ্যে একটা জীবন আছে, এবং সে জীবন লেখকের মানবজীবনের নিগূঢ় কেন্দ্র হইতে চুঁইয়া পড়ে, ভাষার মধ্যে স্থায়ী হয় ও ভাষাকে স্থায়ী করিয়া তুলে —এই কথাগুলো নিজের আন্তরিক অভিজ্ঞতার সাহায্যে একপ্রকার আন্দাজে বুঝিয়া লইতে হইবে।

Shakespeare তাঁহার নাটকের পাত্রগুলিকে আপনার প্রাণের মধ্য হইতে জন্ম দিয়াছেন— বুদ্ধি হইতেও নয়, ধর্ম্মনীতি হইতেও নয়, এমন কি, feelings হইতেও নয়— সমস্ত মানববৃত্তির দ্বারা বেষ্টিত জীবনকোষের মধ্য হইতে। সাহিত্যের মধ্যে সৃজনের ভাব আছে, নির্ম্মাণের ভাব নাই। সৃজনের মধ্যে একটা রহস্যময় প্রাণময় আত্মবিস্মৃত নিয়ম আছে, নির্ম্মাণ আপনা হইতেই তাহার হাতধরা। সৃজনশক্তি এক হিসাবে নির্ম্মাণশক্তি অপেক্ষা অচেতন, আবার আর এক হিসাবে তাহা অপেক্ষা সচেতন। কারণ, নির্ম্মাণকালে প্রতিমুহূর্ত্তে সচেতন আত্মকর্ত্তৃত্ব জড় উপাদানের প্রতি প্রয়োগ করিতে হয়। সৃজনে তাহা নয়। কিন্তু সৃজনকালে সেই জড় উপাদানের মধ্যে যেন এক অপূর্ব্ব নিয়মে চেতনা সঞ্চার করিয়া দেওয়া হয়, সে যেন আপনাকে আপনি গড়িয়া তুলে। যেন নিজের নাড়ির সহিত তাহার যোগ সাধন করিয়া দেওয়া হয় এবং সহজেই তাহার মধ্যে জীবন প্রবাহিত হয়। বাষ্পীয় কলে দেখা যায় এক ঘূর্ণ্যমান চাকার সহিত আর এক চাকার যোগ করিয়া বিভিন্ন দিকে গতিসঞ্চার করা [হয়।] তেমনি এই বৃহৎ সংসারচক্রের আবর্ত্তনের সঙ্গে আমার জীবনচক্র ঘুরিতেছে, তাহারি কে [ক্রের মধ্য] দিয়া সংসারের গতির সহিত সাহিত্যের যোগ সাধন করা হয়, এই উপায়ে সাহিত্য বৃহৎ জীবনের অনন্তগতি প্রাপ্ত হয়। কেহবা হাতে করিয়া ঠেলিতেছে, কেহবা ঘোড়া জুড়িয়া ছুটাইতেছে, কেহবা জীবনের চক্রের সহিত বাঁধিয়া দিতে পারিয়াছে, শেষোক্ত উপায়েই সাহিত্য স্থায়ী গতি প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু এই সকল তুলনা উপমাকে কল্পনার খেলা বলিয়া মনে হয়, পাকা কথা বলিয়া বোধ হয় না। পাকা কথা মানে, যে কথা সকলেই যাচাই করিয়া লইতে পারে। পূর্ব্বেই একরকম বলা গিয়াছে এ সকল কথা তেমন সন্তোষজনকরূপে পাকা করিয়া লওয়া অসম্ভব।

আমি নিজে বারবার দেখিয়াছি, এব এ কথা বোধ হয় কাহাকেও নূতন বলিয়া বোধ হইবে না, যে যখন সাহিত্যরচনার মধ্যে মগ্ন থাকা যায় তখন যেন এক প্রকার অতিচেতন অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়। যেন আর একজন অন্তঃপুরুষ আমার অধিকাংশ চেতনা অপহরণ করিয়া আমার অর্দ্ধেক অজ্ঞাতসারে কাজ করিয়া যায়। সে যেন আমার সমস্ত সঞ্চিত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত অভিজ্ঞতাকে আমার **Real** এবং **Ideal**কে প্রতিদিনের আমাকে এবং আমার সম্ভাবিত আমাকে গলাইয়া লেখার মধ্যে তাহারি এক বিন্দু ঢালিয়া দেয়। আমার জীবনের যাহা সারবিন্দু তাহা সমস্ত মানবজীবনের ধন, তাহা কেবল মাত্র আমার একটা অজ্ঞেয় অপরিচিত অসম্পুর্ণ অংশ নহে। সুতরাং সেই জীবনশক্তি সাহিত্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া চিরদিন সমস্ত মানবের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে।[৩] **2|10|89**

[১৭ আশ্বিন ১২৯৬]

---

৩ কিছুকাল পরে বন্ধু লোকেন পালিতের সহিত পত্রালাপ-ছলে লেখা যে প্রবন্ধের প্রচার ১২৯৯ বৈশাখের সাধনায় (দ্রষ্টব্য সাহিত্য, ১৩৭৮ শ্রাবণ, পৃ ২০১-১১) মনে হয় পর পর তাহারই দুইটি অনুচ্ছেদে (পূর্বোক্ত গ্রন্থে সাহিত্য-শীর্ষক প্রবন্ধে পৃ ২০২-২০৩ : লেখকের নিজের অন্তরে একটি মানবপ্রকৃতি··· শেক্‌স্‌পীয়রের রচনাও আত্মপ্রকাশ, কিন্তু খুব সম্মিশ্রিত বৃহৎ এবং বিচিত্র।) বর্তমান নিবন্ধের সার সংকলন।

অত্র উৎকলিত নিবন্ধে মধ্যে মধ্যে বিলুপ্ত পাঠের উদ্ধার করা হইয়াছে [ ] বন্ধনী-মধ্যে। রবীন্দ্রভবনে মূল খাতায় যখন নকল করা হয়, এরূপ অনেক পাঠই তখন পর্যন্ত লুপ্ত হয় নাই। সুতরাং বন্ধনীবদ্ধ অনেক পাঠই প্রায় সন্দেহাতীত। এখানে বলা উচিত, 'পারিবারিক খাতা' হইতে সংকলিত অন্যান্য প্রস্তাব সম্পর্কেও এ কথা সত্য।

৬৫ সাহিত্য।

(৬৩-সংখ্যক প্রবন্ধের অনুবৃত্তি)[৪]

"Living fact" সাহিত্যের বিষয় এই কথা বলাতে লোকেন আমাকে mystic বলিয়াছেন। আমি স্বীকার করিতেছি যে Life কাহাকে বলে তাহা আমি ঠিক জানি না, তাহা কাহাকেও স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেওয়া আমার সাধ্য নহে। -- তবে কোন্ ২ জিনিষ জীবন্ত ও কোন্ ২ জিনিষ মৃত তা অনেকটা বুঝিতে পারি। জীবনের পরিচয় কতকগুলি লক্ষণে পাওয়া যায়— আমরা সেই লক্ষণগুলি মাত্র নিজেরা জানিতে পারি এবং অন্যকে বলিতে পারি। ইহা ছাড়া আর কোনরূপ প্রকারে প্রাণ জিনিষটা যে কি তাহা অন্যকে বুঝাইবার উপায়ান্তর আছে কি না জানি না।

আমি গতকল্য তর্কের সময় "জীবন্ত সত্য" কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলাম তাহা আমি একটা উদাহরণ দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিব। লোকেনের হয়ত মনে থাকিতে পারে যে আমি Guide Bookকে সাহিত্য বলিতে চাই না কিন্তু Book of Travelsকে সাহিত্যের অন্তর্ভূত করি। Guide Bookএতে যে সকল fact থাকে তাহা সম্পূর্ণরূপে সত্য হইলেও আমাদের কাছে "জীবন্ত সত্য" নয়। যদি আমরা Rome সম্বন্ধে কোন Guide Book পড়ি তাহলে Romeএর কোথায় কোন Church আছে কোথায় কোন্ Statue আছে কোথায় কোন্ Palace তাহার আনুপূর্ব্ব বিবরণ জানিতে পারিব। কিন্তু আমরা নিজে যদি Romeএতে যাই তাহা হইলে কেবলমাত্র যে কোথায় কোন Church আছে তাহার গঠন কিরূপ তাহাতে কটি ঘর আছে ইত্যাদি জানিতে পারিব এমন নহে— সেই Churchটি দেখার দরুণ আমার মনে অনেকগুলি চিন্তা ও হৃদয়ে অনেকগুলি ভাব suggest করিবে। আমাদের কাছে সেই Churchটি + all its associations and suggestions— একটি living fact Guide Bookএ পূর্ব্বোক্ত associations এবং suggestionsগুলিকে বাদ দিয়া কেবল Churchটিকে আমাদের সমুখে খাড়া করিয়া দেয় বলিয়া তাহা সাহিত্যের বিষয় নহে। Churchএর যেটুকু আমাদের perceptionএর বিষয় অর্থাৎ যে অংশটুকু চোখ দিয়া দেখিতে পারি, গজ দিয়া মাপিতে পারি সেইটুকু মাত্র Guide Bookএর বিষয়। একখানি Book of Travelsএতে, সেই Churchটি লেখক যেরূপ দেখিয়াছেন এবং দেখিয়া তাঁহার মনে যে

সকল চিন্তার ও তাঁহার মনে যে সকল ভাবের উদয় হইয়াছে সে সকলই সমানভাবে বর্ত্তমান। এই পূর্ণাবয়ব সত্যের সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দেয় বলিয়াই, একখানি Book of Travels আমাদের কাছে সাহিত্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

যে ক্ষমতার দ্বারা কোনও একটি জিনিষের বাহ্য আকার এবং তাহার suggestiveness প্রভৃতির একীকরণ সম্পন্ন হয় সেই ক্ষমতাই তাহার প্রাণ। যে সকল লেখক তাঁহার লেখায় .... Human natureএর ভিন্ন ২ অংশকে ... করিবার উপাদান সকলকে ... সম্পূর্ণরূপে একীকরণে কৃতকার্য্য হন তাঁহাকে আমরা Creative artist বলি। কি উপায়ে ... রচনায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হয় সেই রহস্য ... ... কেবলমাত্র সেই লেখকের নিকট বিদিত। এই রহস্য অন্যের নিকট জ্ঞাত না থাকায় একটি Creative artistএর রচনা কেহ অনুকরণ করিতে পারে না।

নির্ম্মাণে এই ... প্রাণের অভাব বলিয়া .. রহস্য mysterious elementএর অভাব আছে।— সেই জন্য নির্ম্মিত জিনিষের অনুকরণ সহজ— সৃষ্টির ভিতর এই mysterious element থাকার দরুণ তাহার অনুকরণ অসম্ভব। একখানি Steam Engine দেখিয়া আর একখানি Steam Engine গড়া যায় কিন্তু Hamlet পড়িয়া Hamlet লেখা যায় না।

প্রমথ

2nd October 89

এত কথা বলিয়া ঠিক হইল এই যে, যে শক্তি দ্বারা কোনও সত্যকে বাঁচাইয়া তুলে সেটি একটি mysterious শক্তি।— আমরা সকলেই জীবন্ত জিনিষের মধ্যে সেই mysteryকে প্রত্যক্ষ fact বলিয়া [জা] নিতে পাই। যাহা fact তাহাকে fact বলিয়া স্বীকার করায় যদি mystic প্রতিপন্ন হয় তাহা হইলে আমি নিঃসন্দেহ একটি প্রকাণ্ড mystic.

---

৪ শিরোনাম এবং এটুকু রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর।

৬৮ বাঙ্গলার লেখা

বাঙ্গলা ভাষায় লিখিবার এক বিশেষ সুবিধা এই যে বাঙ্গলায় নূতন কথা বলা যায়। প্রকৃত নূতন কথা পৃথিবীতে নাই বলিলেই হয়— কেবল যখন ব্যক্তিবিশেষ সেই কথাটা নূতন করিয়া [ভা] বিয়া বলে তখনই তাহা নূতন হইয়া উঠে। বাঙ্গলায় কোন চিন্তা ব্যক্ত করিতে গেলে তাহার সমস্তটাই একান্ত একাগ্রতার সহিত ভাবিয়া লইতে হয়, তাহার আগাগোড়া নিজের হাতে গড়িয়া লইতে হয়। অক্ষমতাবশতঃ অসম্পূর্ণ ও অসংলগ্ন হইতে পারে কিন্তু অলক্ষিতভাবে অন্তের নির্ম্মিত পথে পড়িবার সম্ভাবনা বিরল। ইংরাজিতে প্রায় সকল ভাবেরই বহুকালসঞ্চিত ভাষা আছে— ভাবের উদয় হইবামাত্রই তাহারা দলে দলে আসিয়া আপনাদের মধ্যে ভুলাইয়া লইয়া যায়। এইরূপ অনায়াসলব্ধ ভাষার স্বতঃপ্রবাহিত গতির মধ্যে পড়িয়া চিন্তাশক্তি কথঞ্চিৎ নিরুদ্যম হইয়া পড়ে।— আমি দেখিয়াছি একটা সামান্য কথাও বাঙ্গলায় লিখিয়া মনে হয় নূতন কথা লিখি [লাম— কারণ] ভাবা -কথাও সম্যক্‌রূপে ভাবিয়া লইতে হয়। সমস্ত হৃদয় মন বুদ্ধি চেষ্টা জাগাইয়া রাখিতে হয়— প্রত্যেক কথাটিকে নিজে ডাকিয়া আনিতে হয়। আমাদের গরীব বাঙ্গলা ভাষায় বিস্তর অসুবিধা, সমস্তই নিজের হাতে করিয়া কর্ম্মিয়া লইতে হয়, কিন্তু সেইটেই একটা সুবিধা। ৬।১০।৮৯।

[২১ আশ্বিন ১২৯৬]

৬৯ অপরিচিত ভাষা ও অপরিচিত সঙ্গীত

বিদেশী ভাষা নূতন শিখিতে আরম্ভ করিয়া যখন সেই ভাষার সাহিত্য পুস্তক পড়িতে চেষ্টা করা যায়, তখন দুই কারণে সেই সাহিত্যের প্রকৃত রস গ্রহণ করা যায় না। ১ম— তখন আমরা পরপুরুষ বলিয়া ভাষার অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি না। প্রত্যেক কথার অন্দর মহলে যে লাজুক ভাব-সকল বাস করে, যাহারা সেই কথার শ্রী সৌন্দর্য, হৃদয়দেবতা তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, কেবল তাহার বহির্দ্দেশবাসী অর্থটুকুমাত্র আফিসের সাজে দেখা দেয়। ২য়— প্রত্যেক কথাটাকে পৃথক পৃথক করিয়া বুঝিতে হয়— অনভিজ্ঞ আনাড়ির কাছে তাহারা সকলেই স্বস্বপ্রধান হইয়া নিজমূর্ত্তি ধারণ করে, তাহারা সকলেই বড় হইয়া সমগ্র পদটিকে (sentenceকে) আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। পুলিষের কন্‌ষ্টেব্‌ল্ যেমন আইন অনভিজ্ঞ পাড়াগেঁয়ের নিকট প্রবলপ্রতাপান্বিত, আইন বজায় রাখা যাহাদের কাজ সুযোগক্রমে

তাহারাই যেমন আইনের উপরে টেক্কা দিয়া দাঁড়ায় এও সেইরূপ। একটি কথার সহিত আরেকটি কথা যে একটি সুন্দর [ঐক্য] শৃঙ্খলার দ্বারা বদ্ধ হইয়া আত্মসম্বরণ করিয়া রাখে সেই ঐক্যশৃঙ্খলার উপরে সাহিত্যের সৌন্দর্য্য ও প্রাণ নির্ভর করে। অপরিচিত অজ্ঞ ব্যক্তি সেই ঐক্যবন্ধন হইতে কথাগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। ক্রমে ক্রমে অর্থ বোধ হয় কিন্তু সৌন্দর্যবোধ পলায়ন করে।

বিদেশী সঙ্গীত সম্বন্ধে এ কথা আরো খাটে। অভ্যস্ত শ্রেণীর সঙ্গীতে স্বরবিন্যাসের মধ্যে যে একটি ঐক্য আছে সেইটি সহজে ও শীঘ্র ধরিতে পারি। বিগত সুর স্মৃতিতে থাকে ও আগামী সুর পূর্ব্ব হইতে কতকটা অনুমান করিয়া লইতে পারি— স্বতন্ত্র সুরগুলির অপেক্ষা তাহাদের ঐক্যমাধুর্য্যের প্রাধান্য অনুভব করিতে পারি অর্থাৎ প্রকৃত সঙ্গীতটুকু শুনিতে পাই। অনভ্যস্ত সঙ্গীতে প্রত্যেক স্বতন্ত্র সুর উপদ্রব করিয়া মনকে তাড়াইয়া লইয়া যায়, কিছুর উপরে আশ্রয় লইতে দেয় না। সর্ব্বদাই যেন শূন্যে শূন্যে বিরাজ করিতে হয়। তবু লিখিত ভাষার একটা সুবিধা আছে এই যে যখন ইচ্ছা বার বার ফিরিয়া আসা যায়, কিন্তু সুর উড়িয়া চলে, ধরা দেয় না। ভাষার অন্তর্গত প্রত্যেক কথার একটা অর্থ আছে, আমরা মনে মনে সেই অর্থ যোজনা করিয়া লইতে পারি। কিন্তু স্বতন্ত্র সুরের কোন অর্থ নাই, তাহার সমস্ত অর্থ তাহার ঐক্যের মধ্যেই বিরাজ করে। এইজন্য বিদেশী সাহিত্য অপেক্ষা বিদেশী সঙ্গীত হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে অধিক বাধা প্রাপ্ত হয়।

সৌন্দর্য্য সমগ্রভাবে হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে, হৃদয়কে উদ্‌বেজিত করে না। বিশুদ্ধ বুদ্ধিগম্য বিষয়কে খণ্ড খণ্ড করিয়া বুঝিতে হয়, কার্য্যকারণ শৃঙ্খলের প্রত্যেক অংশকে মনে মনে অনুসরণ করিতে হয়— মনকে কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু সৌন্দর্য্যের নিকট মন নিশ্চেষ্টভাব ধারণ করিয়া উপভোগ করে। মনের চেষ্টা শান্ত করিতে না পারিলে সেই সৌন্দর্য্য উপভোগের ব্যাঘাত হয়। অপরিচিত সাহিত্যে বিশেষতঃ অপরিচিত সঙ্গীতে সেই চেষ্টা অবিশ্রাম জাগ্রত থাকে। প্রত্যেক অনভ্যস্ত শব্দ ও স্বরবিন্যাসে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মনের বিস্ময় উদ্রেক করিয়া তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে।

৬।১০।৮৯।

৯৮ বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা। [শেষাংশ]

যাহা অসম্ভব তাহা প্রত্যাশা করা অজ্ঞতার লক্ষণ। বহু যুগের চিন্তান্তরের উপর ইংরাজি সাহিত্য নির্ম্মিত, বঙ্গসাহিত্য যতই শির উত্তোলন করুক একেবারেই তাহার সমকক্ষ হইতে পারিবে না। অতএব তুলনা করিবার সময় ইংরাজি সাহিত্য হইতে তাহার সেই উচ্চ সুবিধাটুকু হরণ করিয়া লইয়া দেখিতে হয়।

আমরা ইংরাজি সাহিত্য হইতে যাহা কিছু শিক্ষা পাইতেছি তাহার একেবারে আরম্ভ হইতে বাঙ্গলা ভাষায় নূতন করিয়া চিন্তা করিয়া লইতে হইতেছে। ইংরাজিতে সেগুলা হয়ত অত্যন্ত গোড়াকার কথা, এবং সমালোচকের চক্ষে তাহা যৎসামান্য ও নূতন [নহে] কিন্তু বাঙ্গলায় তাহা নূতন আবিষ্কৃত। নূতন আবিষ্কারের মধ্যে যে তেজ ও উজ্জ্বলতা থাকে উক্ত সামান্য কথাগুলিও বাঙ্গলায় সেই মহিমা লাভ করে। পুরাতন কথা নূতন হৃদয়ের মধ্যে সদ্য পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়া নবজীবন প্রাপ্ত হয়। বর্ত্তমান কালে ইংরাজি ভাষার অধিকাংশ লেখক নির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, অর্থাৎ পুরাতন পরিচিত ভাবগুলি লইয়া বিচিত্র আকারে বিন্যাস করিতেছেন মাত্র। বঙ্গভাষায় সৃষ্টি করিতে হইতেছে, সুতরাং অন্য সাহিত্যের ক্ষুদ্র কথাটিও বাঙ্গলা ভাষায় অত্যন্ত মহৎ। আমাদের হৃদয়ে বিবিধ কর্ম্মকাণ্ডের সংঘর্ষজনিত প্রবল আবেগ নাই বটে তথাপি যেটুকু উত্তাপ আছে তাহাই অনুরাগভরে সঞ্চারিত করিয়া Fossil সত্যগুলিকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া তুলিতেছি। যাঁহাদের লেখনীমুখে বঙ্গভাষায় সেই অর্দ্ধজড়ত্বপ্রাপ্ত যৌবনহারা সত্যগুলি নববসন্ততাপে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, তাঁহারা সেই সৃজনের আনন্দে পুঁথিপড়া সমালোচকের উপেক্ষাকে উপেক্ষা করিতে পারেন।

বঙ্গদেশে প্রকৃত সাহিত্যের সমালোচনা করিতে পারেন এমন কয়জন লোক আছেন [?]। কেহ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রচলিত বাঙ্গলা ভাষায় 'জ্যেঠামি" নামক একটি শব্দ আছে সেটি শ্রুতিমধুর নহে ; কিন্তু আমাদের সমালোচনাকে আর কোন নাম দেওয়া যায় না। যে ছেলে বুড়োদের মত পাকা কথা কহে তাহাকে আমরা জ্যাঠা বলি। অর্থাৎ যাহার অভিজ্ঞতা নাই অথচ অভিজ্ঞতার বচনগুলি আছে সেই জ্যাঠা। বঙ্গদেশে আমাদের কোন সাহিত্যের প্রকৃত অভিজ্ঞতা নাই। ইংরাজি সাহিত্য আমরা বই পড়িয়া জানি এবং বঙ্গসাহিত্য এখনো নূতন উর্ব্বরা দ্বীপের ন্যায় অজ্ঞাত সমুদ্রগর্ভ হইতে সম্পূর্ণ জাগিয়া উঠে নাই। আমরা কোন জীবনচঞ্চল সাহিত্যের সৃজনকার্য্যের

মধ্যে থাকিয়া মানুষ হইয়া উঠি নাই। সুতরাং সাহিত্যের সেই অমোঘ নাড়িজ্ঞানটুকু আমরা লাভ করিতে পারি নাই। আমরা সাবধানে ভয়ে ভয়ে তুলনা করিয়া পুঁথি মিলাইয়া বিচার করি। কিন্তু সাহিত্যের ন্যায় জীবন্ত বস্তুর পক্ষে এরূপ নির্জ্জীব বিচারপ্রণালী একেবারেই অসঙ্গত। প্রতিক্ষণেই তাহার মধ্যে এত বিচিত্র আকার ও আলোকছায়ার সমাবেশ হইতেছে যে অলক্ষিতে বহুকালসঞ্চিত আন্তরিক সজাগ অভিজ্ঞতার দ্বারাই আমরা তাহার বিচার করিতে পারি।

চিত্রবিদ্যাই বল কবিত্বই বল এক হিসাবে প্রকৃতির সমালোচনা। চিত্রশিল্পী প্রকৃতির সহস্র আকারসংযোগের মধ্যে চিত্রপটের জন্য একটি বিশেষ অংশ নির্ব্বাচন করিয়া লয়, কবি অন্তর ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে বিশেষ একটি দৃশ্য কল্পনার আলোকে আলোকিত করিয়া লয়; এই নির্ব্বাচনের উপরেই তাহাদের অমরত্ব নির্ভর করে। এই নির্ব্বাচনেই কবি ও শিল্পির সমালোচনশক্তি প্রকাশ পায়। বহুকাল হইতে অলক্ষিতে নিজের জীবনের মর্ম্ম-মধ্যে প্রকৃতির যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহা হইতেই তাঁহারা এই অভ্রান্ত সমালোচন-পটুত্ব লাভ করিয়াছেন। যদি তাঁহারা প্রকৃতির মধ্যে বাস না করিয়া প্রকৃতির সতত আবর্ত্তিত পরিবর্ত্তিত জীবন্ত শক্তির মধ্যে মানুষ না হইয়া কেবল অলঙ্কারশাস্ত্র ও সমালোচনার গ্রন্থ পাঠ করিতেন তবে তাঁহারা কি আন্তরিক নিপুণতা লাভ করিতেন? তেমনি জীবন্ত সাহিত্যের প্রাণশক্তি যেখানে বর্ত্তমান থাকিয়া কার্য্য করিতেছে সেইখানে সংলগ্নভাবে থাকিলে তবেই যথার্থ অন্তরের মধ্যে সেই অভ্রান্ত সাহিত্য-অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় ও সমালোচনা করিবার ক্ষমতা জন্মে। তখন আর পুঁথি মিলাইয়া কাজ করিতে হয় না, তখন আর তর্জ্জমা করিয়া পরখ করিতে হয় না, তখন নূতন সৃষ্টি নূতন সৌন্দর্য্য দেখিলে অগাধ সমুদ্রে পড়িতে হয় না, তখন কল্পনারাজ্যের নূতন পুরাতন সকলেরই সহিত চক্ষের নিমেষে কি এক মন্ত্রের [বলে] পরিচয় হইয়া যায়।[৫]

২৪।৩।৯০ (আজ সু [রেন রা] সোলাপুর যাচ্চে)।—

[১২ চৈত্র ১২৯৬]

৫ পূর্ববর্তী তালিকায় ৯৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। পারিবারিক খাতায় লিখিত এই প্রবন্ধের অধিকাংশ শিরোনাম-সহ সাধনায় প্রচারিত ও বহু বৎসর পরে সাহিত্যের প্রচলিত সংস্করণে সংকলিত হইলেও, শেষের যেটুকু বাদ দেওয়া হইয়াছিল তাহাই এ স্থলে সংকলিত।

১১০ [কাব্য]

কাব্যের আসল জিনিষ কোন্‌টা তাহা লইয়া সর্ব্বদাই বকাবকি হইয়া থাকে কিন্তু প্রায় কোন মীমাংসা হয় না। এ সম্বন্ধে আমার মত আমি সঙ্গীত ও কবিতা[৬] নামক প্রবন্ধে বাল্যকালে লিখিয়াছিলাম এই খাতায় সংক্ষেপে তাহারি পুনরুক্তি করিতে বসিলাম।

...

এইখানে আমি এমন একটা কথা বলিতে চাহি যাহা শুনিতে অত্যন্ত বাষ্পময় কাল্পনিক মনে হইতে পারে কিন্তু যাহা আমি একান্ত প্রকৃত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি।— জগতের সমস্ত বিষয়ের মধ্যেই অসীমতা আছে; যাহাকে আমরা সুন্দর বলিয়া অনুভব করি এবং ভালবাসি, তাহার মধ্যেই সেই অসীমতা আমরা কিয়ৎ পরিমাণে উপভোগ করিতে পারি। অতএব কোন সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে কেহ শেষ কথা বলিতে পারে না। কোন ফুলের সম্বন্ধে পৃথিবীর আদিকবি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে তিনি তাহার সৌন্দর্য্যের শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী কবি যদি আরো কিছু বলিয়া থাকেন তবে তাহা সেই ক্ষুদ্র ফুলের পক্ষে অধিক হয় না। বিষয়টা একই এবং পুরাতন কিন্তু আদিকাল হইতে এখনো পর্য্যন্ত মানুষ তাহার নূতনত্ব শেষ করিতে পারে নাই। আমি একটি তুচ্ছ ফুল সম্বন্ধে যতটা কথা বলিতে পারি, কোন কবি তাহার অপেক্ষা ঢের বেশি বলিলেও যদি কথাটা অকৃত্রিম সুন্দররূপে প্রকাশ করা হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমার মনে হইবে, বটে, বটে, ফুল সম্বন্ধে এতটা কথা বলা যাইতে পারে বটে! আমি যে এতদিন স্বীকার করি নাই তাহাতে ফুলের খর্ব্বতা নাই আমারি খর্ব্বতা। ফুল আপনার মধ্যে অসীমতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া সুন্দর হইয়া দাঁড়াইয়া আছে— যাহার যতটা ক্ষমতা সে ততটা অনুভব করে।

অতএব এখানে বিষয় লইয়া কথা নহে, প্রকাশ লইয়া কথা। জুঁইফুল সুন্দর এ কথা বড় কবিও জানে ছোট কবিও জানে, অকবিও জানে— কিন্তু যে যত ভাল করিয়া প্রকাশ করে জুঁইফুলকে সে তত অধিক করিয়া আমার হাতে আনিয়া দেয়।

কেবল তাহাই নয়। কারণ, যদি কেবল তাহাই হইত, তাহা হইলে জুঁইফুল সম্বন্ধে সব চেয়ে বড় কবির কবিতা পড়িয়া তৎসম্বন্ধে আর-কোন কবির রচনা পড়া অনাবশ্যক ও বিরক্তিজনক হইত।

---

৬ দ্রষ্টব্য: সঙ্গীতচিন্তা (১৩৭৩) গ্রন্থে তৃতীয় প্রবন্ধ। প্রথম প্রচার: মাঘ ১২৮৮

কিন্তু ফুলের মধ্যে অসীমতা আছে বলিয়াই শ্রেষ্ঠ কবির কবিতায় তাহার অগাধ গভীরতা এবং ভাল মন্দ সহস্র কবির কবিতায় তাহার অপার বিস্তৃতি অনুভব করি। দেখিতে পাই, কালের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং মানবের মধ্যে অনেক বৈচিত্র্য আছে কিন্তু তথাপি সর্ব্বকালে সর্ব্বকবির মধ্যে এই ফুলের সমাদর। এইজন্য এক কবির পরে আর এক কবি যখন একই পুরাতন কথা বলে তখন ফুলের অসীমতার প্রতি আমরা আরো একটু নূতন করিয়া অগ্রসর হই।

ফুলের মধ্যে প্রবেশ করিবার একটিমাত্র পথ আছে— তাহার বাহ্যিক সৌন্দর্য্য; আমাদের সমগ্র মানবত্ব তাহার মধ্যে আপনার স্থান করিয়া লইবার উপায় পায় না; এইজন্য ফুলে আমাদের আংশিক আনন্দ। কোন কোন কবির কবিতায় এই ফুলকে কেবলমাত্র জড়সৌন্দর্য্য-ভাবে না দেখিয়া ইহার মধ্যে আমাদের অনুরূপ মনোভাব এবং আত্মা কল্পনা করিয়া লইয়া আমাদের আনন্দ অপেক্ষাকৃত সঙ্গতি প্রাপ্ত হয়।

যাহাদের কিছুমাত্র কল্পনাশক্তি আছে তাহারা সৌন্দর্য্যকে নির্জ্জীবভাবে দেখিতে পারে না। কারণ, সৌন্দর্য্য বিষয়ের একটা অতিরিক্ত পদার্থ— তাহা তাহার আবশ্যকীয় নহে। এই জন্য মনে হয় সৌন্দর্য্যের মধ্যে যেন একটা ইচ্ছাশক্তি, একটা আনন্দ, একটা আত্মা আছে। ফুলের আত্মা যেন সৌন্দর্য্যে বিকশিত ও প্রফুল্ল হইয়া উঠে, জগতের আত্মা যেন অপার বহিঃসৌন্দর্য্যে আপনাকে প্রকাশ করে। অন্তরের অসীমতা যেখানে বাহিরে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে সেইখানেই যেন সৌন্দর্য্য— সেই প্রকাশ যেখানে যত অসম্পূর্ণ সেইখানে তত সৌন্দর্য্যের অভাব, রূঢ়তা, জড়তা, চেষ্টা, দ্বিধা ও সর্ব্বাঙ্গীণ অসামঞ্জস্য।

সে যাহাই হউক, ফুলের মধ্যে আমাদের সম্পূর্ণ আত্মপরিতৃপ্তি সম্ভবে না। এই জন্য কেবল মাত্র ফুলের কবিতা সাহিত্যে সর্ব্বোচ্চ সমাদর পাইতে পারে না। আমরা যে কবিতায় একত্রে যত অধিক চিত্তবৃত্তির চরিতার্থতা লাভ করি তাহাকে ততই উচ্চশ্রেণীর কবিতা বলিয়া সম্মান করি। [1]সাধারণতঃ স্বভাবতঃ যে জিনিষে আমাদের একটিমাত্র বা অল্পসংখ্যক চিত্তবৃত্তির তৃপ্তি হয় কবি যদি তাহাকে এমনভাবে দাঁড় করাইতে পারেন যাহাতে তাহার মধ্যে আমাদের অধিকসংখ্যক চিত্তবৃত্তির চরিতার্থতা লাভ হয় তবে সে কবি আমাদের

আনন্দের একটি নূতন উপায় আবিষ্কার করিয়া দিলেন বলিয়া তাঁহাকে সাধুবাদ দিই। বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে আত্মার সৌন্দর্য্য সংযোগ করিয়া কবি Wordsworth এই কারণে আমাদের নিকট এত সম্মানাস্পদ হইয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে আমার একটি কথা মনে পড়িতেছে। একদিন চৈতন্যলাইব্রেরিতে একজন কাব্যরসসন্দিগ্ধ ব্যক্তি আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন "আচ্ছা মহাশয়, বসন্তকালে বা জ্যোৎস্নারাত্রে লোকের মনে বিরহের ভাব কেন উদয় হইবে আমি ত কিছু বুঝিতে পারি না। গাছপালা ফুল পাখী প্রভৃতি ভাল ভাল জিনিষে মানুষ খুসী হইয়া যাইবে ইহা বুঝিতে পারি, কিন্তু বিরহব্যথায় চঞ্চল হইয়া উঠিবে ইহার কারণ পাওয়া যায় না।"

ইহার উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম— প্রকৃতির যে সকল সৌন্দর্য্যে আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে মানবের পক্ষে তাহা আংশিক। জ্যোৎস্না কেবল দেখিতে পাই, পাখীর গান কেবল শুনিতে পাই, ফুল আমাদের বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারে আসিয়া প্রতিহত হয়। উপভোগের আকাঙ্ক্ষামাত্র জাগ্রত করিয়া দেয়, তাহার পরিতৃপ্তির পথ দেখায় না। তখন মানবের মন [১]স্বভাবতই মানবের জন্য ব্যাকুল হয়। কারণ, মানব ভিন্ন আর কোথাও একাধারে মানবের দেহ মন আত্মার চরম আকাঙ্ক্ষাতৃপ্তির স্থান নাই। এই জন্যই বসন্তে জ্যোৎস্নারাত্রে বাঁশির গানে বিরহ।

এইজন্য প্রেমের গানে চিরনূতনত্ব। প্রেম সমগ্র মানবপ্রকৃতিকে একেবারে কেন্দ্রস্থলে আকর্ষণ করে। এককালে তাহার দেহ মন আত্মায় পরিপূর্ণ টান পড়ে। এইজন্য পৃথিবীর অধিকাংশ কবিতাই প্রেমের— এবং [১]সাধারণতঃ প্রেমের কবিতাতেই মানুষকে অধিক মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

আমার মতে সবসুদ্ধ এই দাঁড়াইতেছে নূতন আনন্দ আবিষ্কার করিয়া ও পুরাতন আনন্দ ব্যক্ত করিয়া কবিতা আমাদের নিকট মর্য্যাদা লাভ করে। নূতন সত্য আবিষ্কার করিয়া বা পুরাতন সত্য ব্যাখ্যা করিয়া নহে।[৮]

১২।১।৯১।
বির্জ্জিতলাও।

---

[১] সাধারণতঃ স্বভাবতঃ ও স্বভাবতই —পাণ্ডুলিপির এই বানান কয়টি প্রণিধানযোগ্য।

[১১৪ ক]

ঘানির বলদ যদি মনে করে আমি যতই ঘুরচি ততই নূতন রাজ্য আবিষ্কার করচি তবে সেটা তার একটা অন্ধ ভ্রম, কিন্তু সে যদি জানে আমি শর্ষেকে পেষণ করে তার মধ্যেকার নিগূঢ় তেলটুকু বের করে নিচ্চি তবে সে ঠিক কথাটা জানে।

বিজ্ঞান নিজের ঘানিযন্ত্রের চতুর্দ্দিকে যতই সগর্ব্বে ঘুরচে, রহস্যরাজ্যের সীমার দিকে এক পা অগ্রসর হতে পারচে না, কিন্তু বিবিধ বীজকে বিশ্লেষণ এবং পেষণ করে তার ভিতরকার তেল অনেকটা পরিমাণে বের করচে, এবং সে তেল থেকে মানুষের গৃহকোণের অন্ধকার দূর করবার একটা উপাদান তৈরি করচে সে কথা নিয়ে সে বাস্তবিক গর্ব্ব করতে পারে।

৬ এপ্রিল। সোমবার। ১৮৯১।
[২৪ চৈত্র ১২৯৭]

[১১৪ খ]

মানুষকে দেখলে আমার অনেক সময়ে মনে হয়, গোলাকার মাথাটা নিয়ে পৃথিবী জুড়ে ক্রমাগতই কতকগুলো জীবনের বুদ্‌বুদ উঠ্‌চে। খানিকক্ষণের জন্যে সূর্য্যালোকে নীলাকাশের দিকে উন্মুখ হয়ে থাকে; তার পরে হঠাৎ ফেটে যায়, জীবনের তপ্তবাষ্পটুকু বেরিয়ে যায়, মৃত্তিকার আবরণটুকু এই মৃৎ-সাগরে মৃত্যুসাগরে লুপ্ত হয়, কারো গণনার মধ্যে আসে না।

উপমাটা অত্যন্ত পুরাতন, কিন্তু যখনি ভেবে দেখা যায় তখনি নূতন মনে হয়। মৃত্যুর চেয়ে পুরাতন এবং মৃত্যুর চেয়ে নূতন আর কিছু নেই।[৮]

৬। ।৯১। বির্জ্জিতলাও।
[২৪ চৈত্র ১২৯৭]

---

৮ পূর্ববর্তী তালিকায় ১১০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। পারিবারিক খাতা হইতে অনেকটা বাদ দিয়া সাধনায় ও প্রচল সাহিত্য গ্রন্থে সংকলন। বর্জিত হয় মূল রচনার প্রথম অনুচ্ছেদ এবং শেষ অংশ (১১টি অনুচ্ছেদ)— উহাই এ স্থলে সংকলন করা গেল। এই শেষ অংশ 'লেখন' নামের সাময়িক সংকলনে ছাপা হইলেও, তাহার বিশেষ প্রচার হয় নাই।

বর্তমান সংকলনের প্রথম অনুচ্ছেদের পরেই অভাব বা অবকাশ-বোধক যে চিহ্নটি (···), সেই স্থলে প্রচলিত সাহিত্যগ্রন্থের (১৩৮৮ শ্রাবণ) 'কাব্য' প্রবন্ধ বসাইয়া দিলেই (উক্ত গ্রন্থের পৃ ২৩০-৩৩) মূল রচনার সবটাই এক কালে পাওয়া যায়।

[১১৮] মুর্শিদাবাদকাহিনী। শ্রীনিখিলনাথ রায় বি, এ, প্রণীত।
মূল্য কাগজে বাঁধা দুই টাকা, কাপড়ে বাঁধা ২৷৷৹। (নোট)

বইখানি একটি বৃহৎ বিষাদপুরের চিত্র। পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন পোড়ো বাড়ি, ভাঙ্গা দেবালয় এবং বনজঙ্গলে অবরুদ্ধ জনশূন্য প্রাচীন রাজপথের মধ্যে শ্মশানের হাওয়া শুষ্ক পত্র উড়াইয়া হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে। ইহার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই প্রাচীন কবিবচন মর্ম্মরিত হইয়া উঠিতেছে—

যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা,
ইতি বিচিন্ত্য কুরু স্বমনস্থিরং
ন সদিদং জগদিত্যবধারয়।

গ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া যাইতে হয়, যে, এখনো সেই বাঙ্গলায় চাষবাস, ঘরকরনা, সুখ দুঃখের লীলাখেলা সমস্তই চলিতেছে— ভুলিয়া যাইতে হয় যে, এক রাজ্য তাহার কাড়া নাগরা দামামা নহবৎ, তাহার চামর ছত্র আশাসোটা, তাহার জরিজহরৎবিমণ্ডিত শুভ্র চন্দ্রাতপ[১], নব বর্ষার পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের ন্যা [য়] হস্তীশ্রেণী, তরঙ্গিত সজীব সমুদ্রের ন্যায় দিগন্তবিস্ত [ার] চতুরঙ্গ দলবল, তাহার অগণ্য গুম্বজ-শিখরী শ্বেত প্রস্তরের হর্ম্ম্যাবলী লইয়া অন্তর্দ্ধান করিয়াছে এবং তাহার স্থানে আর এক নূতন রাজা মাস্তুল-কণ্টকিত বাণিজ্য-জাহাজ কলকারখানা টেলিগ্রাফ রেলগাড়ি সশস্ত্র সৈনিক এবং সম্পূর্ণনিরস্ত্রীকৃত প্রজাপুঞ্জ লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে, কোথাও কিছুমাত্র শূন্য নাই। ক্ষণকালের জন্য ভ্রম হয় যে, রঘুবংশের পরিত্যক্ত অযোধ্যার ন্যায় বঙ্গভূমি মুসলমান রাজমহিমা কর্ত্তৃক

১ শিল্পী রবীন্দ্রনাথ বহু বৎসর পরে (তিন দশক অথবা চার ?) কবি রবীন্দ্রনাথের এই 'অস্থায়ী' ভাবনাবুদ্‌বুদটির 'স্থায়ী' রূপ দিয়াছেন যে চিত্রে, রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি-সময়ে সেটি ছাপা হয় দিল্লীর 'ললিতকলা অকাদমী' - প্রকাশিত চিত্রপুস্তকের '২৯' সংখ্যায় : বিস্তৃত তমিস্রপটে বহুসংখ্যক নরনারীশিশুর প্রায় গোলাকার মুখচ্ছবি। নিম্নে দক্ষিণ কোণে রবীন্দ্র-হস্তাক্ষর : নরবুদ্‌বুদ / রবীন্দ্র

পরিত্যক্ত জনশূন্য ভগ্নাবশেষ মাত্র ;— এবং মুসলমান রাজশ্রী নবাবশূন্য ভগ্ন সিংহাসনে, বেগমশূন্য অন্তঃপুরদ্বারে, করিশূন্য হস্তীশালায়, হ্রেষাধ্বনিবিহীন মন্দুরায়, লুপ্তশিল্প হৃতপণ্য জনশূন্য সুদীর্ঘ বিপণীশ্রেণীতে একাকী বিধবাবেশে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছেন।

লেখক যদিও এই গ্রন্থে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন তথাপি সকলগুলির মধ্যে একটি ভাবের ঐক্য আছে। মুসলমান রাজত্বের অবসানকালে বাঙ্গলার পরমসমৃদ্ধিশালা নবাব-ঐশ্বর্য [য]খন আকস্মিক ভূকম্পে চতুর্দ্দিক হইতে কম্পান্বিত [হ]ইতে লাগিল তখন তাহারই বিরাট পতন ব্যাপার এই গ্রন্থের পত্রে পত্রে উত্তরোত্তর ঘনঘন শব্দায়মান [হ]ইয়া উঠিয়াছে।

তাহার পর, এতদিনের কত কীর্ত্তিকলাপ অত্যল্পকালের মধ্যে যখন নিস্তব্ধ হইয়া গেল তখন সেই নির্ব্বাণদীপ ভগ্নকেতু খলিতচূড় প্রহরীহীন উজাড়-পুরীতে যে নিষ্ঠুর নিশাচরের নৃত্য আরম্ভ হইল [গ্র]ন্থকার গ্রন্থশেষে তাহা নন্দকুমার/[১১]

---

১০ এই প্রয়োগটি অভিধান-ব্যাকরণ-সম্মত না হইলেও রবীন্দ্র-অনুসন্ধিৎসুর নিকট একটি বিশেষ আবিষ্কারের মতো। যতদূর জানা আছে, রবীন্দ্রনাথ আর একবার মাত্র ইহার প্রয়োগ করেন কাহিনী-ধৃত কর্ণকুন্তীসংবাদ কবিতায় : ওই পরপারে / যেথা জ্বলিতেছে দীপ স্কন্ধ চন্দ্রাবারে / পাণ্ডুর বালুকাতটে। (১৩০৬ ফাল্গুন - ১৩৪৬ বৈশাখ)। শেষোক্ত প্রচার কাহিনী কাব্যগ্রন্থে নয় ; সঞ্চয়িতা গ্রন্থের চতুর্থ পুনর্মুদ্রণে। 'চন্দ্রাবার' স্থলে 'স্কন্ধাবার' পাঠের প্রথম-প্রচলন কবির আয়ুষ্কালে, তাঁহারই নির্দেশে ১৩৪৭ শ্রাবণের কাহিনী কাব্যে (পৃ ১১২)। কর্ণকুন্তীসংবাদের রচনাকালে (ফাল্গুন ১৩০৬) বা উৎকলিত মুর্শিদাবাদকাহিনীর আলোচনায় (১৩০৫ শ্রাবণ-পূর্ব) এই যে অপ্রত্যাশিত শব্দব্যবহার, তাহার মূলে ছিল 'চন্দ্রাতপ' ও 'স্কন্ধাবার' এই দুটি শব্দ মিলাইয়া ক্ষণকালীন এক বিভ্রান্তি ইহা একরূপ অনুমান করা যায়।

১১ তারিখ ও স্বাক্ষর - হান তথা অসম্পূর্ণ। নানা দিক দিয়া ইতিহাস (১৩৬২) -ধৃত রচনার তুলনামূলক।

[শীর্ষদেশে :] রোদ পোয়ান   রাত পোহান
(উপভোগায়ন) (প্রভাতন)

পৃ. [143]

ম-এর পূর্ব্বে অকারের বিকার যথা :— শ্রম, ভ্রম, ভ্রমণ, ক্রম, যম, (ব্যতিক্রম. কম, গম) সমান, প্রমাণ, প্রমা, (ব্যতিক্রম, জমা, ক্ষমা সমা)

নমান হইতে নোয়ান, গমান' হইতে গোঁয়ান। (চমক, জমক, দমক, দম, ধমক) অপমান, ভ্রমর, (কমল, যমক, যমজ, অমল, সমর)

রফলা-বিশিষ্ট অকার ওকার হয় যথা— ত্রস্ত, প্রভা, প্রশ্ন, ব্রত, প্রলেপ, (হ্রস্ব) ব্রজ, (ক্রয়, ত্রয়, শ্রয়) গ্রহ, গ্রন্থ, গ্রস্ত, (ত্রপ) (ত্রষ) দ্রষ্টা, দ্রষ্টব্য, প্রহসন, প্রয়াণ, প্রয়োজন প্রয়োগ ত্রয়োদশ ব্রহ্ম, ব্রহ্মা (হ্রদ)

খাত = খাল। ছদ = ছাল। পত্র = পালা। রক্ত = লাল। (পুত্র = পোলা) মত্ত = মাতাল। উপানহ = পানই। হি = ই। করিবহি = করিবই

অ। দীর্ঘ কম, হ্রস্ব কম্‌লা। বর, বরণ, চর চর্‌কি। বট, বটগাছ। কর্ কর [করো], মন, মনমত। মত, মত [মতো]।

আ। ডাল, ডালনা। কাল, কালা, কাল্‌কে, কালো, পাঁচ পাঁচ জন পাঁচিল, হাত, হাতা, হাতী[১২]

---

১২ পারিবারিক খাতার যেটি শেষ পৃষ্ঠা হওয়াই সম্ভব, তাহার পাঠ যথাযথ সংকলন করা গেল। [ ] বন্ধনী-যোগে সম্পাদকীয় মন্তব্য। ইহার ছয়টি অনুচ্ছেদে উচ্চারণবিধির দৃষ্টান্ত ; তাহার ব্যতিক্রম -সংকলন সাধারণ বন্ধনীমধ্যে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুচ্ছেদে। প্রথম অনুচ্ছেদে সে কথা উল্লিখিত, পরে সুধী পাঠকের অনুমানগম্য। উনশেষ অনুচ্ছেদে 'বট, বটগাছ' দৃষ্টান্তে মনে হয় : দ্বিতীয় 'ট'টি স্বরান্ত হইতে পারে কিন্তু প্রথমটি নয়, অতএব ইহার পূর্বস্বর দীর্ঘতর —ইহাই কবির ইঙ্গিত।

উৎকলিত শব্দতত্ত্বের সূত্রাবলী রূপান্তরে ঐ নামের গ্রন্থে প্রথমাবধি থাকিতেও পারে, অথবা 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থে (১৩৯১)।

রবীন্দ্র পাণ্ডুলিপি ১২৮ -ধৃত

[পূর্বকালে] পরিবর্ত্তন—

শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহে রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি ১২৮ রবীন্দ্রনাথের মানসী (পৌষ ১২৯৭) কাব্যের আধারস্বরূপ। ইহাতে মুদ্রিত কাব্যের ৪টি বাদে[১] সব কবিতাই পাওয়া যায়। খসড়া-খাতা না হইলেও কবিতাগুলি মোটের উপর রচনার কালক্রমে অনুলিখিত। একটি কবিতা লিপিবদ্ধ করিয়া শেষে যথেষ্ট স্থান থাকিলেও, সে পৃষ্ঠায় নূতন কবিতা শুরু হয় নাই। অনুলেখনের পরে বহু কবিতায় নানারূপ বর্জন সংযোজন ও পরিবর্তন হইয়াছে। সচরাচর এরূপ পরিবর্তন সামগ্রিক নয়। অর্থাৎ আদ্যন্ত কবিতার রূপান্তর ঘটে নাই। যে ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম, যেটি 'পূর্বকালে' কবিতার (শিরোনাম পাণ্ডুলিপিতে নাই) ভিন্ন ছন্দে সামগ্রিক 'পরিবর্ত্তন' ও একরূপ বিকল্প পাঠ (কেননা পূর্বপাঠ লাঞ্ছিত বা বর্জনচিহ্নিত হয় নাই)— এ স্থলে সংকলন করা গেল। মানসীর 'ধ্যান' কবিতা (নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া ইত্যাদি) আলোচ্য পাণ্ডুলিপির 197-98-অঙ্কিত পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ, শেষোক্ত পৃষ্ঠায় কবিতার শেষ ৪ ছত্র। পৃষ্ঠার বাকিটা ফাঁকাই ছিল। অব্যবহিত পরের 'পূর্বকালে' কবিতার পরিবর্তন-সময়ে ঐ ফাঁকটুকু কাজে লাগানো হইয়াছে ; ফলে 'পূর্বকালে' কবিতার শেষ ৫ ছত্র ব্যতীত সবটা আর নূতন পাঠ পরস্পরের সম্মুখীন— পৃ. 199 ও 198। এই পাণ্ডুলিপির বিশেষ রীতি অনুযায়ী রচনার স্থান কাল দেওয়া হইয়াছে কবিতার আরম্ভে। তদনুযায়ী দেখা যায় রচনা : [ধ্যান]। যোড়াসাঁকো / 1889 Aug. 10 [২৬ শ্রাবণ ১২৯৬]

[পূর্বকালে]। যোড়াসাঁকো / ১৮৮৯ অগষ্ট ১৭। ২ ভাদ্র [১২৯৬]

তদেব 'পরিবর্ত্তন' : [যোড়াসাঁকো ?] / ১৮৯০ [ডিসেম্বর ১৮] ৫ঠা পৌষ [১২৯৭]

'পূর্বকালে' (প্রাণমন দিয়ে ভালবাসিয়াছে ইত্যাদি) এবং তাহার পরিবর্তন উভয়ের রচনায় কালের ব্যবধান ১ বৎসর ৪ মাস। পরিবর্তন কোথায় করেন তাহা অনুমানের বিষয়। জোড়াসাঁকোয় হওয়াই সম্ভবপর, কেননা রবীন্দ্রজীবনীকার বলেন (র জী. ১ বৈশাখ ১৩৭৭। পৃ ২৯৯) ৭ই ডিসেম্বর ১৮৯০ [২২ অগ্রহায়ণ ১২৯৭] তারিখে শান্তিনিকেতন আশ্রমে ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন

অনুষ্ঠানে অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথের সহিত রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত ছিলেন। 'উৎসবের পর সকলেই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ সোলাপুর ফিরিয়া গেলেন··· রবীন্দ্রনাথ 'মানসী' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের আয়োজনে মনোযোগী হইলেন।' বস্তুতঃ মুদ্রণ প্রায় শেষ হইয়াছিল ধরিয়া লওয়া যায়, নহিলে '১০ পৌষ ১২৯৭' কালাঙ্কিত হইয়া অচিরে তাহার প্রকাশ ও প্রচারের সম্ভাবনা ছিল না। এ অবস্থায় 'পূর্বকালে'র পূর্বরূপ ইচ্ছা করিলেও বাতিল করার সুবিধা তেমন ছিল না; সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ সে ইচ্ছাও করেন নাই। 'দেখি, কী হয়' শুধু এরূপ কৌতূহলবশে কবি ছন্দ বদল করিয়া একই ভাব অনুভূতি (যতটা মনে ধরা আছে এবং বৎসরাধিক পূর্বে আশ্চর্য রূপও লইয়াছে) নূতন ভাবে লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এরূপ অনুমান করা চলে। অর্থাৎ, আসলে ইহা প্রকারণগত পরীক্ষাই, আর কিছু নয়। অথচ, যেহেতু যথার্থ কবির লেখনী প্রসূত, এরূপ রূপে গুণে ভাবসৌষ্ঠবে ইহার যথেষ্ট চমৎকারিত্ব না থাকিয়া পারে না। সে সম্পর্কে যথাযোগ্য বিচার বিশ্লেষণ করিবেন রবীন্দ্রজিজ্ঞাসু ও রসিক। প্রকরণ সম্পর্কে এটুকু বলাই যথেষ্ট, মানসী কাব্যের যে বিশেষ ছন্দের গুণে বাংলা কাব্যলোকে নূতন দুয়ার খুলিয়া যেন নূতন পুরীর আবিষ্কার, পরিবর্তিত কবিতায় সেই ছন্দই পরিহার করা হইয়াছে। অর্থাৎ নূতন মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বদলে, পুরাতন অক্ষরবৃত্তেরই ব্যবহার। নহিলে 'সৌন্দর্যগৌরবে' 'সৃষ্টির প্রত্যুষ' 'সে অশ্রুতরঙ্গ' কোনো প্রয়োগই ৬ মাত্রায় বাঁধা থাকিত না 'হাহাধ্বনি' 'আত্মহারা' 'মুগ্ধহিয়া' 'প্রতীক্ষায়'এ-সব ৫ মাত্রা আর 'দুঃখ' ৩ মাত্রা হইত। নূতন মাত্রাবৃত্তের লাস্যগতি কিরূপ, কেমনই বা অক্ষরবৃত্তের সংযত পরিমিত পাদচার, সে ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই; ছন্দোবিৎ তাহা ভালো করিয়াই জানেন আর শ্রুতির অভ্যাসেও তাহা স্পষ্ট হয়। এ স্থলে রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি হইতে 'গ্রাহ্য' দুইটি রূপ পর পর সংকলন করা গেল। প্রথমটি মানসী কাব্য -ধৃত বহু-পরিচিত, কিন্তু উহার 'পরিবর্তন'টি অদৃষ্টপূর্ব, কেননা এপর্যন্ত অপ্রকাশিত।—

---

১ মানসীর রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিতে নাই : ভুলে : কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া / বৈশাখ ১২৯৪
বিরহানন্দ : ছিলাম নিশিদিন / জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫
পত্র : দক্ষিণে বেঁধেছি নীড় / বৈশাখ ১২৯৪
শ্রাবণের পত্র : পরিপূর্ণ বরষায়। / [১২] শ্রাবণ ১২৯৪

[পূর্বপৃষ্ঠার পাদটীকা

তোমার, আমার, সুখের, দুখের,
প্রেমের নাহিক পার;
দিক দিগন্তে যুগ যুগান্তে
তুমি আমি একাকার।

— ন —

পরিবর্তন
৪ঠা পৌষ
১৮৯০

এ জগতে কত লোক ভালবাসিয়াছে
কত কাল, কত কাল গেছে আসিয়াছে
কত শত প্রেমগান! সৌন্দর্য্যলোকেতে
কখন ছিলে না তুমি? তোমাহীন ভবে
~~[illegible]~~।
যে কালেতে
~~প্রথমে যে~~ প্রাণহীন সংসারের পথে
যখন চলিয়াছিল
~~চলেছিল সারি সারি~~ তারে মাতোয়ারা
আমি যে তখন কোথা ছিনু দলছাড়া!
ছিনু তুমি একপাশে পথ-তরুছায়
দৃষ্টির প্রত্যুষ হতে তব প্রতীক্ষায়;
চাহিয়া
প্রত্যেক লোকের মুখ দেখেছি চাহিয়া,
সহসা তোমারে দেখিয়াছি পাইয়া
অনন্ত যুগের পরে; দেখে তব মুখ
শতদলসম ফুটেছে প্রেমের সুখ
অনাদি-বিরহ-দুঃখ-সাগরের মাঝে।
মিলনালোক ঘিরে তাই নিত্য বিরাজে।
আমার এ প্রেম তাই দিবে চিরদিন
সুখ সীমাহীন আর দুঃখ সীমাহীন।

[illegible]

[illegible]

[199-200]

প্রাণমন দিয়ে ভাল বাসিয়াছে
এত দিন এত লোক,
এত কবি এত গেঁথেছে প্রেমের শ্লোক ;
তবু তুমি ভবে চিরগৌরবে
ছিলে না কি একেবারে
হৃদয় সবার করি অধিকার ?
তোমা ছাড়া কেহ কারে
বুঝিতে পারিনে ভাল কি বাসিতে পারে ?

গিয়েছে এসেছে কেঁদেছে হেসেছে
\ ভাল ত বেসেছে তারা,
আমি ততদিন কোথা ছিনু দলছাড়া ![২]
ছিনু বুঝি বসে কোন্ এক পাশে
পথ-পাদপের ছায়,

২ একাদশ ছত্রে প্রথমে লেখা হয় 'ছিনু বুঝি', পরে দ্বিতীয় পদটি কাটিয়া ও যথাস্থানে তোলা পাঠে 'কোথা' লিখিয়া হয় : কোথা ছিনু

স্বষ্টিকালের প্রত্যুষ হতে
তোমারি প্রতীক্ষায়!
চেয়ে দেখি কত পথিক চলিয়া যায়!

অনাদি বিরহবেদনা ভেদিয়া
ফুটেছে প্রেমের সুখ,
যেমনি আজিকে দেখেছি তোমার মুখ!
সে অসীম ব্যথা অসীম সুখের
হৃদয়ে হৃদয়ে রহে,
তাই ত আমার মিলনের মাঝে
নয়নে সলিল বহে।
এ প্রেম আমার সুখ নহে দুখ নহে।

[198]

পরিবর্ত্তন—

৪ঠা পৌষ / ১৮৯০ [১২৯৭]

এ জগতে কত লোক ভাল বাসিয়াছে
কত কাল, কত কবি গেয়ে আসিয়াছে
কত শত প্রেমগান ! সৌন্দর্য্যগৌরবে
তখন ছিলে না তুমি ? তোমাহীন ভবে
× ছিল প্রেম, মনে নাহি লয় কোন মতে । × ৫
তখনো কি ছিল প্রেম ছিল প্রেমগান ? ৬
মুগ্ধহিয়া কারে চাহি সমর্পিত প্রাণ
আত্মহারা ? বুঝিতে পারি [না] কোনমতে ! ৭
সে কালের ·
যখন সে প্রণয়ীরা সংসারের পথে
য খ ন্‌· চ লি য়া ছি ল
চলেছিল সারি সারি ভাবে মাতোয়ারা
আমি বা তখন্ কোথা ছিনু দলছাড়া ! ১০
ছিনু বুঝি এক পাশে পথ- তরুছায়
সৃষ্টির প্রত্যুষ হতে তব প্রতীক্ষায় ;

চাহিয়া

প্রত্যেক পান্থের মুখ দেখেছি চাহিয়া ;
সহসা তোমারে হেরি উঠেছি গাহিয়া
অনন্ত যুগের পরে ; দেখে তব মুখ
শতদলসম ফুটেছে প্রেমের সুখ
অনাদি-বিরহ-দুঃখ-সাগরের মাঝে।
মিলনেরে ঘিরে' তাই বিরহ বিরাজে।
সে অশ্রুতরঙ্গ হ'তে সদা তাই বাজে
অনন্তের হাহাধ্বনি মিলনেরে ঘিরে ;
অকারণ আকুলতা হৃদয়ের তীরে।
আমার এ প্রেমে তাই মিশে চিরদিন
সুখ সীমাহীন আর দুঃখ সীমাহীন ![৩]

---

৩ পাণ্ডুলিপি-চিত্রে দেখা যাইবে ৫ অঙ্কে ও X — × চিহ্নে নির্দিষ্ট ছত্রটি কাটিয়া তাহার সম্প্রসারণ বাম দিকের মার্জিনে তিনটি ছত্রে ; অর্থাৎ বর্জিত ছত্র ৫ = গ্রাহ্য ৫-৭। সপ্তম ছত্রে যে পদটি অনবধানে লেখা হয় নাই, অনুমানপূর্বক যথাস্থানে তাহা বন্ধনী-মধ্যে দেখানো হইল। 'না' কিম্বা 'নে' (?) ছাড়া আর কিছু হইতে পারে কি ? অষ্টম ও নবম ছত্রে 'তোলা পাঠ' 'বিকল্প' পাঠ মাত্র ; তদনুযায়ী হয় : সে কালের প্রণয়ীরা ····· / যখন চলিয়াছিল ভাবে মাতোয়ারা / — ত্রয়োদশ ছত্রে ঐরূপ : প্রত্যেক পান্থের মুখ [মুখে ?] চাহিয়া চাহিয়া ; / ইহার শেষে ';' ছেদচিহ্ন অনাবশ্যক। ছত্র ১৯-২১ পরবর্তী সংযোজন।

রবীন্দ্ররচনায় পরিবর্তন / বিবর্তন

ছন্দোগত আঙ্গিক বদল করিয়া বহুপরিচিত কবিতার অপরিচিত নূতন রূপ দিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ বহুকাল পূর্বে, প্রথমে তাহার এক দৃষ্টান্ত লওয়া হইয়াছে মানসী কাব্যের সংরক্ষিত রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি হইতে।

বিষয়ের উপস্থাপনাতেই পরিবর্তন ঘটায় এক কবিতার বিবর্তনে দুইটি কবিতার উদ্ভব ও স্থানলাভ যথাক্রমে ছড়ার ছবি'তে ও 'নবজাতক' কাব্যে, রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির আধারে তাহাই বিশদভাবে প্রদর্শিত হইবে পরে।

রবীন্দ্ররচনার এরূপ পরিবর্তনের বা বিবর্তনের আরো বহু দৃষ্টান্ত পরিকীর্ণ আছে বহু রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিতে, রবীন্দ্ররচনাধার পুরাতন পত্র-পত্রিকায় আর বিশ্বভারতীর অধুনা-প্রচারিত বহু কাব্যগ্রন্থের সংযোজন অংশে ও গ্রন্থপরিচয়ে —ইহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। অতএব পুঁথি না বাড়াইয়া, এ ব্যাপারে ইতিপূর্বে যাহা যাহা প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা দিলেই রবীন্দ্রজিজ্ঞাসু সুধীজন সহজেই সে-সব স্বয়ং পর্যালোচনা করিতে পারিবেন ও ফলে রবীন্দ্রপ্রতিভার রীতি ও প্রকৃতির কিছুটা আভাস পাইবেন আশা করা যায়। বিশ্বভারতীর অধুনা-প্রকাশিত গ্রন্থাদিতেই অধিকাংশ কবিতার রূপ তথা রূপান্তর উদাহৃত থাকায়, গ্রন্থের প্রকাশকাল ও পৃষ্ঠাঙ্ক দিলেই বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া লওয়া সহজ হইবে।—

মানসী (১৩৮১ পৌষ)—	পৃষ্ঠাঙ্ক
১ নিষ্ফল উপহার :	
নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল	১৭৩
নিম্নে আবর্তিয়া ছুটে যমুনার জল	২৫১

মানসী (১৩৮১ পৌষ)— পৃষ্ঠাঙ্ক

২	বিরহানন্দ	২৫
	ক্ষণিক মিলন	২৮

[১২৯৪ জ্যৈষ্ঠের 'ভারতী ও বালক' পত্রে দ্রষ্টব্য : বিফল মিলন / কিভাবে ঐ একটি কবিতার বিবর্তনে মানসী-ধৃত দুটি কবিতার উদ্ভব তাহা প্রচলিত সঞ্চয়িতার (১৩৮২) গ্রন্থপরিচয় অংশে (পৃ ৮৫৮) ব্যাখ্যাত।]

কল্পনা (১৩৮৯ জ্যৈষ্ঠ)—

৩	দুঃসময়	১১
	অসময়	১১২

[এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটে, একটি মূল কবিতার আধারে দুইটি পৃথক্ কবিতার উদ্ভব। পূর্বোক্ত সঞ্চয়িতার লিপিচিত্র দেখিলেও এ বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যাইবে—অপিচ গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য।]

৪ চৌরপঞ্চাশিকা :

	ওগো সুন্দর চোর	১৭
	বহুবর্ষ হতে তব বিপুল প্রণয়	১৩১

[ছন্দঅনুরোধে পরিবর্তন ?]

৫	ধরা পড়া	১৩৭
	প্রকাশ	৮১
৬	স্বদেশ	১৩৬
	ভারতলক্ষ্মী	৮০

সঞ্চয়িতা (১৩৮২ বৈশাখ) -ধৃত পৃষ্ঠাঙ্ক

চিত্রা— ৭ প্রেমের অভিষেক :

		তুমি মোরে করেছ সম্রাট	২১৬
		কী হবে শুনিয়া, সখী, বাহিরের কথা	৮৫৫

[উভয়ের মধ্যে প্রথমটি মূলপাঠ আর সাধনা পত্রে প্রচারিত / অত্র সংকলিত (পৃ. ৮৫৫-৬০) পাঠ পরবর্তী, রবীন্দ্রনাথই এ কথা জানান।]

'গান'—	৮	আশ্বিনে বেণু বাজিল ওপারে	৮৮১
		সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায়	৭৩৮
	৯	এবার বুঝি ভোলার বেলা হল	৮৮২
		স্বপনে দোঁহে ছিনু কী মোহে	৭৩৯
	১০	চরণরেখা তব	৭৪৪ ও ৮৮৩

[যথাক্রমে বসন্ত-হেমন্তের উপযোগী।]

চিত্রবিচিত্র—	১১	চলন্ত কলিকাতা : ইটের টোপর মাথায় পরা	৭৫৯

[তুলনীয় : একদিন রাতে আমি (সহজ পাঠ-২)]

	১২	চিত্রকূট (পৌষ ১৩৩৬)	৭৬০
		বশিষ্ঠ মহামুনি (পৌষ '৩৬)	৮৮৪

[একই প্রসঙ্গ ভিন্ন নামে ও ছন্দে। অপিচ তুলনীয় 'ছড়ার ছবি'তে 'আতার বিচি' (শ্রাবণ ১৩৪৪)]

বীথিকা— ১৩ নিমন্ত্রণ : পৃষ্ঠাঙ্ক

{ সংসার-কাজে ছুটি কিছু আছে হাতে ৮৭৫
{ মনে পড়ে যেন এক কালে লিখিতাম ৬৮৬

প্রান্তিক—

১৪ { অবরুদ্ধ ছিল বায়ু ৭৭৫
{ আজ শরতের আলোয় (শেষ সপ্তক) ৮৮৬

১৫ পরম মূল্য [ভিন্ন দুটি পাঠ প্রচল প্রান্তিকের গ্রন্থপরিচয়ে।] ৭৭৯

[১৩৮২ বৈশাখের সঞ্চয়িতা আর নয়।] পুনশ্চ (১৩৮৭ জ্যৈষ্ঠ)—

১৬ নাটক ১৯৯ ও ১৭
১৭ পত্র ২০১ ও ২৮
১৮ ফাঁক ২০১ ও ৩৭
১৯ বাসা ২০২ ও ৪১
২০ সুন্দর ২০৪ ও ৪৭
২১ বিচ্ছেদ ২০৫ ও ৫৩
২২ বালক ২০৬ ও ৭৬

[পুনশ্চ-ধৃত পূর্বোক্ত প্রত্যেক ক্ষেত্রে কোনো-না-কোনো গদ্য রচনার স্পন্দমান গদ্যছন্দে কিভাবে রূপান্তর ঘটান রবীন্দ্রনাথ, তাহাই বিশেষ দ্রষ্টব্য। বলা বাহুল্য, পুনশ্চ'র গ্রন্থপরিচয়-ধৃত বিভিন্ন পত্র-প্রবন্ধের রচনাই আগে আর কবিতা-রচনা পরে বা বহু পরে।]

শেষ সপ্তক (১৩৭৩ অগ্রহায়ণ)—

		পৃষ্ঠাঙ্ক
২৩	আমি আবার ঘর বদল	২০৫
	আমি বদল করেছি আমার	৫১
২৪	অন্ত কথা পরে হবে	২০৭
	অন্ত কথা পরে হবে	৫৪-৫৫

[পূর্ববৎ।[১] কিন্তু, পরবর্তী উল্লেখ যেগুলির, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই রীতিমত ছন্দে গাঁথা কবিতা নির্মমভাবে ত্যাগ করিয়া রবীন্দ্রনাথ কবিতাটি নূতন করিয়া লিখিয়াছেন অভিনব গদ্যছন্দে।]

২৫	স্মৃতিপাথেয়	১৭৫
	একদিন তুচ্ছ আলাপের	১১
২৬	বাতাবির চারা	১৭৭
	ফুরিয়ে গেল পৌষের দিন	১৩
২৭	শেষ পর্ব	১৭৯
	যৌবনের প্রান্তসীমায়	১৫
২৮	দুঃখজাল	১৮৩
	মনে হয়েছিল, আজ	৩৮

১ কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা একটি পত্রের প্রথম অনুচ্ছেদের রূপান্তর শেষ সপ্তকে (পৃ ৫৮-৫৯) ষোলো-সংখ্যক কবিতায়— এটি দ্রষ্টব্য ‘দশ’ সাহিত্যসংখ্যা ১৩৭৯, পৃ ১৩৯, দ্বিতীয় সংকলনে।

শেষ সপ্তক (১৩৭৩ অগ্রহায়ণ) (পূর্বানুবৃত্তি)— পৃষ্ঠাঙ্ক

২৯	মর্মবাণী	১৮৬
	আকাশে চেয়ে দেখি	৯০
৩০	আমার এই ছোটো কলস পেতে রাখি	২০৮
	ঘট ভরা : আমার এই ছোটো কলসখানি	১৯১
	আমার এই ছোটো কলসিটা	৯৪
৩১	প্রশ্ন	১৯৩
	অঙ্গের বাঁধনে বাঁধা-পড়া	১২৪
৩২	আমি	১৯৫
	শীতের রোদ্দুর	১২৬
৩৩	আষাঢ়	১৯৯
	বিশ্বলক্ষ্মী, / তুমি একদিন	১২৯
৩৪	যক্ষ	২০১
	হে যক্ষ, সেদিন প্রেম	১৩১

ছড়ায় ছবি (১৩৭৯ শ্রাবণ)— পৃষ্ঠাঙ্ক

৩৫ রিক্ত (ক)। (খ) / তদেব ১১৭। ১১৮ / ৯০

[অন্যতম রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির দুটি কবিতা কিভাবে পরিণামে একটি কবিতার আকার পায়, গ্রন্থপরিচয়ে বিশদভাবে প্রদর্শিত।]

চড়া (১৩৮৬ বৈশাখ)—

৩৬ চলচ্চিত্র > ছড়া ২ ও ৫ ৬৭ > ১৪। ৩০

৩৭ শ্রাদ্ধ ৭১। ৩৬

[প্রাথমিক খসড়ায় ক্রমিক পরিবর্তন কিভাবে, গ্রন্থপরিচয়-ভুক্ত ও গ্রন্থে মুদ্রিত পাঠ পর্যালোচনায় জ্ঞাতব্য।]

৩৮ সংখ্যা ১ ১১

[মুদ্রিত পাঠ, পৃ. ১২-১৩-অন্তর্গত পাণ্ডুলিপিচিত্রের সহিত তুলনীয়।]

রোগশয্যায় (১৩৮০ চৈত্র)—

৩৯ সংযোজন ৩ ৫১

[তুলনীয় : রোগশয্যায় '২' ও আরোগ্য '১০'। প্রথমোক্ত কবিতা হইতে দুই কাব্যে দুটি কবিতার উদ্ভব / মূল কবিতা বর্জিত।]

জন্মদিনে (১৩৮৪ আষাঢ়)—

৪০ সংখ্যা ৯ ও ১১ ৬৫/২০ ও ২৬

৪১ { শিল্পী : ক্ষ্যাপামির ছোঁয়াচ লেগেছে ৬৮ ও ৭০
সংখ্যা ২৪ ৫১ }

[বিশুদ্ধ গদ্য ক্রমিক পরিবর্তনে কিভাবে হয় ছন্দোবদ্ধ কবিতা, ১৩৮৩ শ্রাবণের 'রবীন্দ্রবীক্ষা'য় (পৃ ৫-১১) দ্রষ্টব্য।]

ছড়ার ছবি : 'খেলা' কবিতার বিবর্তন°

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহে ছড়ার ছবি কাব্যের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় ৬ দফায় ; তন্মধ্যে ৫ দফা হইল মূল পাণ্ডুলিপি (রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক পুনঃপুনঃ লিখিত বা রূপান্তরিত) আর ষষ্ঠ মুখ্যতঃ শ্রীসুধীরচন্দ্র কর -কৃত প্রেস-কপি (রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি গুচ্ছ ২৮) : যাহাতে কবির নানাবিধ সংশোধন-সম্পাদন যেমন আছে তেমনি 'যোগীনদা' কবিতার শেষাংশ, তাহা ছাড়া তিনটি কবিতা আদ্যন্ত ('আতার বিচি' 'বুধু' 'মাধো') কবি স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

উপস্থিত ছড়ার ছবির একটি মাত্র কবিতার বিচিত্র পরিবর্তন শুধু নয়, ক্রমিক বিবর্তন দেখানো যাইতেছে ; ইহার আধার হইল পাণ্ডুলিপি ১৭৮ক, ১৭৮খ, ১৭৮ গ এবং পূর্বোক্ত প্রেস-কপি। ছড়ার ছবি কাব্যে এই কবিতা ২৭ -সংখ্যক, ইহার শিরোনাম 'খেলা' এবং প্রথম ছত্র : এই জগতের শক্ত মনিব সয় না একটু ত্রুটি, / নবজাতক কাব্যের 'প্রবীণ' (প্রথম ছত্র : বিশ্বজগৎ যখন করে কাজ) কবিতার সহিত ইহার যে বিশেষ সম্পর্ক আছে তাহা স্পষ্ট হইবে বর্তমান পাণ্ডুলিপি-পর্যালোচনায়। যে স্বয়ংপূর্ণ পরিণত রূপ লইয়া 'প্রবীণ' নবজাতক কাব্যে উত্তীর্ণ তাহার আধার-পাণ্ডুলিপি অবশ্য ভিন্ন ; রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহে উহার অভিজ্ঞানসংখ্যা ১৫৯। 'প্রবীণ'এর পরিণত রূপ -রচনার তারিখ ঐ পাণ্ডুলিপিতে নাই, প্রথম প্রচার-কালে প্রবাসীতে (পৌষ ১৩৪৫) দেওয়া হয় নাই আর নবজাতক কাব্যেও পাওয়া যায় না। ছড়ার ছবির মূল পাণ্ডুলিপি (১৭৮ক) দেখিয়া এইমাত্র বলা যায়, 'খেলা'র রচনা (প্রাথমিক রূপ) আলমোড়া শৈলাবাসে ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ তারিখে (৯ জুন ১৯৩৭) আর ১৫৯-সংখ্যক পাণ্ডুলিপি ১৯৩৮ সনের একখানি ডায়ারি, যে দুই পৃষ্ঠায় 'প্রবীণ' লেখা হয় তাহার শীর্ষমুদ্রিত তারিখ ৩০-৩১ জানুয়ারি / বাংলায় ১৬-১৭ মাঘ ১৩৪৪।[১] মুদ্রিত তারিখ আর রচনার কাল এক বলা যায় না ; প্রবাসী পত্রে প্রকাশ ১৩৪৫ পৌষে।

° 'রবীন্দ্ররচনায় পরিবর্তন / বিবর্তন' প্রসঙ্গে পূর্বমুদ্রিত সম্পাদকীয় মন্তব্য ও সংক্ষিপ্ত তালিকা (সং ১-৪১) দ্রষ্টব্য।

'খেলা' : প্রথম পাতার সূচনাংশ

১ ছড়ার ছবি। রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপির অভিজ্ঞান-সংখ্যায় ১৭৮ ক। খ। গ (রবীন্দ্রভবন-দপ্তরে যথাক্রমে A । B । C) ও ২৮-সংখ্যক প্রেস-কপির গুচ্ছ, এগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ (যেটুকু এ আলোচনায় অপরিহার্য) এ স্থলে দেওয়া যায়—

১৭৮ক ॥ চক-বাজার আলমোড়ায় কেনা সাধারণ Exercise Book, কাগজের মলাট। সূচনায়, শেষে, প্রায়-শেষে ছিন্ন ১ ও সাদা (blank) ৩ পাতা (leaf) বাদে রবীন্দ্রনাথ ৪৫খানি পাতার বিজোড় পৃষ্ঠায় সাধারণতঃ আর সংযোজন-সংশোধনের জন্য কদাচিৎ সামনের জোড়-পৃষ্ঠাতেও লিখিয়াছেন আর পৃষ্ঠাঙ্ক দিয়াছেন (সকল পৃষ্ঠায় দেন নাই / সাধারণ-হিসাব-মত 'জোড়' 'বিজোড়' বিচার করেন নাই) কালো কালীতে। লাঞ্ছিত রচনাংশ অল্প নয়, কদাচিৎ অপরূপ চিত্রেও বিচিত্রিত। শেষোক্ত চিত্রবিভূষণের সাক্ষ্য দেয় '৩০'-অঙ্কিত (বিজোড় পৃষ্ঠাই) 'খেলা'র সূচনাংশ, যে লেখাঙ্কন ইতিপূর্বে বিশ্বভারতী পত্রিকায় মুদ্রিত (শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৩) আর বর্তমান গ্রন্থেরও অঙ্গীভূত। ঐ চিত্রে লাঞ্ছিত রচনার শিয়রে দেখা যাইবে ভালোভাবে বর্জনচিহ্নিত সেঁজুতি-ধৃত 'পালের নৌকা' কবিতার নবম ও দশম ছত্র / 'খেলা'র সহিত সম্পর্ক-শূন্য।

খাতার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় রুল টানা ১৯টি ; পাতার মাপ ২০ X ১৬'৭ সেন্টিমিটার। তারের সেলাই ছিল। বর্তমানে বিশেষভাবে বাঁধাই করা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে।

১৭৮খ ॥ আলমোড়া চক-বাজারের অনুরূপ আরেকখানি খাতা। আলোচ্য রচনাধার '৩১' পৃষ্ঠা সর্বৈব লাঞ্ছিত হওয়ায় উহার সম্মুখীন পৃষ্ঠা '৩২', উল্টা পিঠ '৩৩' আর তাহারও সম্মুখীন পৃষ্ঠায় (অঙ্কপাত নাই) লাঞ্ছিত আর অক্ষতভাবে বর্তমান রচনায় শেষটুকু (স্থান-কালের নির্দেশ-সহ) আমাদের দ্রষ্টব্য। কবিতা লেখা হয় খাতা উল্টাভাবে ধরিয়া। মলাটে 'জল-তরঙ্গ' কাটিয়া কাব্যের নামকরণ : ছন্দে ছবি।

১৭৮গ ॥ বোর্ড-বাঁধানো খাতায় পাতার মাপ : ১৯'৮ × ১৫'৯ সে. মি.। খাতা উল্টা ধরিয়া লেখা। নিম্নে লাল রঙের জুড়ি-সহ ২০টি রুল পৃষ্ঠায়। কবির লেখা পত্রাঙ্ক বা পৃষ্ঠাঙ্ক কেবল গোড়ার দিকে। যে বিজোড় পৃষ্ঠায় 'খেলা' কবিতা তাহার বামোর্ধ্ব কোণে '২য়' লেখা আর উত্তরকালীন অঙ্কপাত '47'। খাতার শেষ পৃষ্ঠায় 'ছড়ার ছবি'র শেষ কবিতা 'আকাশপ্রদীপ', পৃষ্ঠাঙ্ক '81'।

[অনুবৃত্তি পরপৃষ্ঠায়

আলোচ্য 'খেলা' কবিতার মূলাধার পাণ্ডুলিপি ১৭৮ক। দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রলিখন-অনুযায়ী পৃষ্ঠা '৩০' ও '৩১'। প্রথমোক্ত পৃষ্ঠায় ১০ ছত্রের প্রথম স্তবক আর দ্বিতীয়ের ৪ ছত্র কেবল—পরের বিজোড় পৃষ্ঠায় বাকি ৮ ছত্র, তারিখ: ৯।৬।[১৯] ৩৭। ইহাই এ কবিতার **প্রথম** পাঠ। ১৭৮খ খাতায় (পৃ '৩১' ও পরের বিজোড় পৃষ্ঠা) ইহার নকল করিবার সময় রবীন্দ্রনাথ যৎসামান্য পরিবর্তন অবশ্যই করেন; এই পাঠ **দ্বিতীয়**। অতঃপর ৯ জুন (২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪) তারিখে অথবা পরদিন অথবা আরো পরে রবীন্দ্রনাথ প্রথম খাতায় (পৃ '৩০') প্রথম স্তবকের সবটা কাটিয়া সম্মুখান পৃষ্ঠায় (রচনারিক্ত ছিল) উহার রূপান্তর-সাধনে প্রবৃত্ত হন— ছত্রগুলি রুল ধরিয়া সুনির্দিষ্ট পারম্পর্যে

---

১৭৮ ক। খ দুখানি পাণ্ডুলিপিতে কালো কালীতে কবির স্বহস্তের অক্ষপাতই উল্লেখযোগ্য। উত্তরকালে কখন্ কী অঙ্ক পেন্সিলে বা কালীতে লিখিত / লাঞ্ছিত, আমাদের বিচার বিবেচনার বিষয় না।

গুচ্ছ ২৮ (প্রেস-কপি)। আলগা ৫৩ পাতার এক পিঠ সর্বদাই রচনারিক্ত। ৩৩খানি পাতার মাপ মোটের উপর: ৩৩·৬ × ১১ সে. মি. আর বাকি ২০ পাতার মাপ: ২০·২ × ১৬· সে. মি.। গ্রন্থে মুদ্রিত ৩২টি কবিতার মধ্যে কেবল ২৭টির নকল আছে আর হারাইয়াছে: কাঠের সিঙ্গি / পিছু ডাকা / পিস্‌নি / ভজহরি / ভ্রমণী। আমাদের আলোচ্য কবিতা ছোটো মাপের কাগজে; নীল পেন্সিলে ক্রমিক সংখ্যা-নির্দেশ '১৯' (ক্রমভঙ্গ হইয়াছে মুদ্রণ-সময়ে সন্দেহ নাই)— ২০ ছত্রের এই অনুলিপিতে কবি স্বহস্তে পাঠ বদল করিয়াছেন কেবল দ্বিতীয় আর অষ্টম ছত্রে।

রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি ১৫৯। ১৯৩৮ সনের এই ডায়ারির মুদ্রক ও প্রকাশক রাধারমণ বন্দ্যোপাধ্যায়; হয়তো তিনিই উপহার দেন কবির নাম লিখিয়া। ইহার ১৬·৩ × ১০·৪ সে. মি. মাপের এক-এক পৃষ্ঠা লইয়া এক একটি তারিখ। এই পাণ্ডুলিপির বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেওয়া যাইবে না। নবজাতক-ধৃত 'প্রবীণ' লেখা হয় ডায়ারি উল্টাভাবে ধরিয়া সামনা-সামনি '39' আর '38' পৃষ্ঠায় (মুদ্রিত পৃষ্ঠাঙ্ক / আরোপিত নয়)— ডায়ারির মুদ্রিত তারিখ জানুয়ারি ৩১ ও ৩০, ১৯৩৮। [বৎসর-শেষে ১৯৩৯ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির জন্য কয়েক পাতা যেমন আছে, জ্ঞাতব্য আর মন্তব্য বিষয়ের অনুরোধে আরো অনেক পাতা ডায়ারির সূচনায় ও শেষে।]

লেখার ইচ্ছা অথবা অবকাশ ছিল না, কেননা কুল তো ১৯টি অথচ নূতন রচনাংশের ছত্রসংখ্যা ত্রিশের কম মনে হয় না। সোজাভাবে অথবা ঈষৎ আড়ভাবে লেখা কতক কতক ছত্র লইয়া এক এক গুচ্ছ হইয়াছে, তাহাতে আরো কতকগুলি ছত্র কে কোথায় প্রবেশ বা অনুপ্রবেশ করিয়াছে বলা যায় না; ইহারও পরে '৩০' পৃষ্ঠার দুই দিকের মার্জিনে (বামে ও দক্ষিণে) যে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ছত্রগুলি লেখা হয় তাহার কিয়দংশ তিরস্কৃত করিয়া ঐ পৃষ্ঠায় এক অভিজাত পুরুষের সাচীকৃত মুখ, মাথায় জটা বা মুকুট, খড়্গনাসা, ওষ্ঠাধরে ও কটাক্ষে কৌতুক আর গাম্ভীর্য একই কালে পরিস্ফুট— ইহাতে চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের আত্মপরিচয় অথবা আত্মপ্রতিকৃতি (কল্পরূপ) নয় কি? যাহা হউক, পূর্বরচিত প্রথম স্তবকের পরিবর্তে অন্যূন ৩০ ছত্রে নিবদ্ধ নূতন এই কয়েক স্তবকের সঙ্গে প্রথম পাঠের অন্তিম ১২ ছত্র যোগ করিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহাই আলোচ্য কবিতার **তৃতীয়** পাঠ সন্দেহ নাই— ইহার নূতন রচনাংশের সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার অথবা ছত্রপারম্পর্য-নির্ধারণ অত্যন্ত দুরূহ হইত, ১৭৮খ খাতাখানির '৩২' '৩৩' ও তৎসম্মুখীন পৃষ্ঠায় স্বয়ং কবি ইহার অনুলিপি না লিখিয়া দিলে। ইহাই **চতুর্থ** পাঠ। অবশ্য, কবি স্বয়ং যখন অনুলেখক, নকল করিতে গিয়া নানা ছত্রে নানারূপ পরিবর্তন না করিয়া পারেন না। আর-একটি কথা বলা আবশ্যক, ১৭৮খ খাতায় আলোচ্য কবিতার 'দ্বিতীয়' পাঠে কেবল প্রথম স্তবক (১০ ছত্র) কাটিয়া দিলেই একরূপ কাজ চলিত কিন্তু কবি পৃষ্ঠার বাকিটাও ভালো ভাবে কাটিয়া নূতন রচনার অনুবৃত্তিতে মনোমত পরিবর্তনে পুনশ্চ লিখিয়াছেন।

পাঠপর্যালোচনার পক্ষে ১৭৮খ পাণ্ডুলিপি আমাদের বিশেষ নির্ভরস্থল। কেননা ১৭৮ক পাণ্ডুলিপি -ধৃত কোনো পাঠই আদ্যন্ত পড়িবার উপায় নাই, পক্ষান্তরে ১৭৮খ -ধৃত দ্বিতীয় পাঠ একরূপ প্রথমের (১৭৮ক) এবং চতুর্থ অনুরূপভাবে তৃতীয়ের (১৭৮ক) পরিচ্ছন্ন অনুলিপি; কবি স্বয়ং অনুলেখক হওয়াতেই কয়েকটি শব্দ বা শব্দগুচ্ছ লইয়া যাহা-কিছু আংশিক পরিবর্তন এবং কালক্রমের হিসাবে 'দ্বিতীয়' ও 'চতুর্থ' পাঠ বলার সার্থকতা। অতএব ১৭৮খ পাণ্ডুলিপির আধারে অতঃপর লাঞ্ছিত (বর্জনচিহ্নিত) দ্বিতীয় ও গ্রাহ্য চতুর্থ পাঠ আনুপূর্বিক ভাবে সংকলন করা যাইতেছে। সংকলন হইতে স্পষ্ট দেখা যাইবে শেষোক্তের (অর্থাৎ ১৭৮ক -ধৃত গ্রাহ্য তৃতীয় পাঠেরও) অঙ্গীভূত হইয়া আছে যেমন ছড়ায় ছবি কাব্যের 'খেলা' তেমনি আর-এক কবিতার অপরিণত সত্তা, পরে যেটি পৃথগ্‌ভাবে 'প্রবীণ' নামে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে নবজাতক কাব্যে। পৃথিবী হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি মনে পড়ে; তফাত এই যে, এ ক্ষেত্রে

মুখ্যগৌণের বিচার সহজ নয়, কেননা সে বিচার পরিমাণে নয়, গুণে। তথ্য হিসাবে এটুকুই উল্লেখ করা যায়, পরিণামে 'খেলা' ২০ ছত্রে (পাণ্ডু. ১৭৮গ) আর 'প্রবীণ' ৩০ ছত্রে (পাণ্ডু. ১৫৯) সীমিত।

পরবর্তী সংকলনে বামে পাণ্ডুলিপি-ধৃত ছত্রাঙ্ক আর ডাহিনে একটি 'দাঁড়ি'র আগে পিছে যথাক্রমে 'খেলা' ও 'প্রবীণ' কবিতার ছত্রাঙ্ক নির্দেশ করা হইল— ঐ অঙ্ক বিন্দুযুক্ত হইলে বুঝিতে হইবে যে, মুদ্রিত ছত্রে ও পাণ্ডু.-ধৃত ছত্রে অল্প কিম্বা অধিক পাঠভেদ আছে, কখনো বা বলা চলে ভাব ঠিক থাকিলেও ভাষার আশ্চর্য পরিবর্তন।—

লাঞ্ছিত দ্বিতীয় পাঠ (১৭৮খ)—

ছ	[ছড়ার ছবি / নবজাতক]	তুলনীয় ছত্র খেলা। প্রবীণ
১	হাসির দ্বারে আগল দিয়ে বসে আছ স্থির,	।২৯.
২	বাইরে এসো, বাইরে এসো, পরম গম্ভীর।	।৩০
৩	কেবলি কি প্রবীণ তুমি, নবীন কি নও তাও,	।৩১
৪	দিনে দিনে দিনরাত্তির বুড়ো হয়েই যাও !	।৩২.
৫	এই পুরাতন আকাশতলে জগৎ জুড়ে খেলা,	
৬	তোমার বয়স কতই হবে, তারে করবে হেলা।	
৭	পাঁচশো বছর পেরিয়ে গেছে ঐ যে পিপুল গাছ	˙৭।৩৩.
৮	চৈত্র মাসের তপ্ত রোদে দেখলে কি ওর নাচ ?	।৩৪.
৯	পাতায় পাতায় আবোল তাবোল, শাখায় দোলাদুলি	।৩৫
১০	ক্ষ্যাপা হাওয়ার সঙ্গে ও চায় করতে কোলাকুলি।	।৩৬.

কাজ ক'রে মন অসাড় যখন, মাথা যাচ্ছে ঘুরে, ১৩।
হিমালয়ের খেলা দেখতে এলেম এত দূরে। .১৪।
এসে দেখি আগাগোড়াই ঝাপসা হয়ে আছে, .১৫।
কাছেই আছে তবু গিরিরাজ[২] রয় না যেন কাছে। .১৬।

রাত্তিরে যেই বৃষ্টি হোলো দেখি সকাল বেলায় ১৭।
চাদরটা ওর উপলক্ষ্য খুলে ফেলার খেলায়। .১৮।
ঢাকার মধ্যে চাপা ছিল কৌতুক এক রাশি ১৯।
প্রকাণ্ড এক হাসি। ২০।
ও গো পরম ধীর
ওগো সুগম্ভীর ।৩৭.
সময় থাকতে সুরু তুমি করো তো এই বেলা
চাপা ঢাকা যা কিছু সব খুলে ফেলার খেলা। ।৩৮.

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ।

—লাঞ্ছিত পাঠ। দ্বিতীয়

২ বদল করিতে ও নকল করিতে গিয়া লিপিপ্রমাদ ? 'গিরিরাজ' স্থলে 'গিরি' হইলেই ছত্রের স্বরসংখ্যা যথোচিত হইত ও ছন্দের প্রবাহ বাধা পাইত না। প্রথম খসড়ায় (১৭৮ক) ছত্রটি ছিল : কাছে এলে গিরিরাজ সে রয় না যেন কাছে।

গ্রাহ্য চতুর্থ পাঠ (১৭৮খ)—

ছ	[ছড়ার ছবি / নবজাতক]	তুলনীয় ছত্র খেলা। প্রবীণ
১	এই জগতের এক নিমেষো কাজের তো নেই ত্রুটি	.১।
২	সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে তার খেলার বিপুল ছুটি,	.২।
৩	×চঞ্চলতার নিত্য আঘাত লেগে	
৪	হাস্যে অধীর নবীন আছে জেগে। ×	
৫	বাতাসব্যাপী ছেলেমানুষ আকাশব্যাপী হাসি,	˙৩।
৬	সাগর ব্যেপে কলপ্রলাপ ফেনিয়ে ওঠে ভাসি'।	.৪।
৭	ঝর্না ঝরে দূরের ডাকে পাথরগুলো ঠেলে	.৫।
৮	কাজের সঙ্গে নাচের খেয়াল কোথায় থেকে পেলে।	৬।
৯	পাঁচ শো বছর চাপ্‌ল বয়স ঐ যে শালের গাছে,	.৭।৩৩.
১০	অস্থিরতার অন্ত কি তার আছে।	.৮।
১১	মজ্জাতে ওর অটল শক্তি, বকুনি ওর পাতায়,	.৯।
১২	ঝড়ের দিনে কী পাগ্‌লামি চাপে যে ওর মাথায়।	১০।
১৩	ফুলের দিনে গন্ধের ভোজ অবাধ সারাক্ষণ	১১।
১৪	ডালে ডালে দখিন হাওয়ার বাঁধা নিমন্ত্রণ।	১২।
১৫	বিলাসী নয় মেঘগুলো তো জলের ভারে ভরা,	।১১
১৬	চেহারা তার বিলাসিতার রঙীন ভূষণ পরা।	।১২

ওগো তুমি কী করছ ভাই, মনে আগল ঝেঁপে, ।২৩'
বুদ্ধি তোমার বোঝা যেন মাথায় রইল চেপে। ।২৪.
মুখে তোমার চেহারাটা মরা নদীর সোঁতা
আপন মনের শেষতলাতে তলিয়ে গেছ কোথা। ।২৮.

স্বয়ং বিধির খেলাঘরে আবার ভর্ত্তি হও,
চঞ্চলতার নতুন দীক্ষা লও।
দীক্ষা যেথায় লয়েছে ঐ গ্রহ সূর্য্য তারা,
দীক্ষা যেথায় নিল হাওয়া দিগন্তে পথহারা।
মেঘ যেখানে বলে, আমি অকর্ম্মণ্য মেঘ,
পাগলা ঝোরা বলে আমার অকর্ম্মণ্য বেগ;
কাজের নিপুণতা যেথায় নিজেরে কয় মিছে,
লুকিয়ে থাকে রং-করা কার উত্তরীয়ের পিছে। ।৪.
ওগো প্রবীণ গম্ভীরতার খ্যাতির লোভে কি এ
রইলে বসে জরার ভস্মে আগুন চাপা দিয়ে।

কাজ ক'রে মন অসাড় যখন, মাথা যাচ্ছে ঘুরে, ১৩।
হিমালয়ের খেলা দেখতে এলেম এত দূরে। .১৪।

চক্ষে যেন নিষেধ লাগল কুহেলিকার স্তূপে, ˙১৫।
গিরি আছেন মুখঢাকা কোন্ সুগম্ভীরের রূপে। .১৬।
রাত্তিরে যেই বৃষ্টি হোলো, দেখি সকালবেলায় ১৭।
চাদরটা ওর উপলক্ষ্য খুলে ফেলার খেলায়। .১৮।
ঢাকার মধ্যে চাপা ছিল কৌতুক এক রাশি ১৯।
প্রকাণ্ড এক হাসি। ২০।

ওগো প্রবীণ, ওগো পরম ধীর,
ওগো সুগম্ভীর, ।৩৭.
সময় থাকতে সুরু করো তুমিও এই বেলা
চাপা ঢাকা যা-কিছু সব খুলে ফেলার খেলা ।৩৮.

—গ্রাহ্য পাঠ ॥ চতুর্থ ॥

পাণ্ডু. -লাঞ্ছিত 'দ্বিতীয়' এবং পাণ্ডু. -ধৃত গ্রাহ্য 'চতুর্থ', যে দুইটি পাঠ এ স্থলে আদ্যন্ত সংকলন করা গেল, অদ্যাবধি মুদ্রিত 'খেলা' ও 'প্রবীণ' কবিতার সহিত ইহাদের মিল বা অমিল কতটা তাহার ধারণা করিতে হইলে ছড়ার ছবি ও নবজাতক খুলিয়া দুটি কবিতাতেই আনুপূর্বিক ছত্রাঙ্ক বসাইলে ভালো হয়। 'দ্বিতীয়' পাঠ আদ্যন্ত বর্জনচিহ্নিত বা লাঞ্ছিত তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে; চতুর্থ পাঠেও কিছুমাত্র 'লাঞ্ছনা' (কাটাকুটি) নাই এমন হইতে পারে না, তন্মধ্যে কেবল দুই ছত্র (ছ ৩-৪) লাঞ্ছিত বলিয়া আগে পরে × চিহ্ন দিয়া উদ্ধার করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া পুরা ছত্র আর কাটা হয় নাই, কতকগুলি শব্দ বা শব্দগোষ্ঠী লাঞ্ছিত হইয়াছে বিভিন্ন ছত্রে; পাণ্ডুলিপির ছত্রাঙ্ক উল্লেখপূর্বক সেগুলি নির্দেশ করা যায়। প্রাসঙ্গিক পূর্বপাঠ ও উত্তরপাঠ পর পর উদ্‌ধৃত করিলেই বুঝা যাইবে ঐ ছত্রের ঐ স্থলে কোথায় পরিবর্তন,

কোথায় নূতন পদ-সংযোজন, কোথায় বা কেবলই বর্জন :—

	পূর্ব-পাঠ		উত্তর-পাঠ
ছত্র ১৭	আগল-বাঁধা মন,	স্থলে	মনে আগল ঝেঁপে,
২২	চঞ্চলতার বীর্যমন্ত্রে	>	চঞ্চলতার
২৩ ও ২৬	যেমন দীক্ষা	>	দীক্ষা যেথায়
২৭	কৃতিত্বেরি রূপ যেথানে	>	কাজের নিপুণতা যেথায়
২৮	রসরূপের	>	রং-করা কার
৩৩	এসে দেখি	>	চক্ষে যেন নিষেধ লাগল ('লাগল'র পূর্বপাঠ : এলো)

৩৯ ও ৪০ 'সুগম্ভীর' ও 'পরম ধীর' ঠাঁই বদল করিয়া বর্তমান পাঠ হইয়াছে।

৪১	তুমি করো তো	>	করো তুমিও

অতঃপর সংকলিত 'দ্বিতীয়' ও 'চতুর্থ' পাঠের আধারে অন্যান্য পাণ্ডুলিপিতে বা গ্রন্থে যে পাঠবৈচিত্র্য তাহার তালিকা। এই পাঠপঞ্জীতে স্তবকভাগ উপেক্ষিত ; 'প্রবীণ' নির্দেশে ঐ কবিতার গ্রন্থে বা ১৩৪৫ পৌষের প্রবাসীতে (পৃ ৩৪৫-৪৬) মুদ্রিত রূপ দ্রষ্টব্য।

॥ পাঠপঞ্জী ॥ লাঞ্ছিত 'দ্বিতীয়' পাঠের তুলনা ॥

পাণ্ডু. ১৭৮ খ— নবজাতক এবং পাণ্ডুলিপি

১	হাসির দ্বারে	>	চলার পথে / প্রবীণ
৪	দিনে দিনে দিনরাত্তির	>	দিন যত যায় দিন রাত্তির / ১৭৮ক দিনে দিনে ছিছি কেবল / প্রবীণ

৫	এই পুরাতন	>	পুরাতন এই / ১৭৮ক
৬	তোমার বয়স কতই হবে	>	এত [বয়স গে] ছে তোমার / ১৭৮ক
৭	পাঁচশো বছর পেরিয়ে গেছে	>	পাঁচশো বছর বয়স হবে / ১৭৮ক
			আশি বছর বয়স হবে / প্রবীণ
৮	চৈত্রমাসের তপ্ত রোদে	>	এ আশ্বিনের রোদ্‌দুরে ওর / প্রবীণ
৯	পাতায় পাতায়	>	পাতায় বকে / ১৭৮ক
১০	ক্ষ্যাপা হাওয়ার	>	পান্থ হাওয়ার / প্রবীণ
১১	অসাড়	>	ক্লান্ত / ১৭৮ক
১২	এত	>	অনেক / ১৭৮গ
১৪	[পূর্ণ ছত্র]	>	× কাছে এলে গিরিরাজ সে রয় না যেন কাছে / ×
			গিরিরাজ সে কাছে থেকে রয়না তবু কাছে /[৩] ১৭৮ক
১৬	উপলক্ষ্য খুলে ফেলার	>	কাজে লাগে চাদর খোলার / ১৭৮গ
১৮	প্রকাণ্ড এক	>	মস্ত একটা / ১৭৮ক

---

৩ দ্বিতীয় টীকা দ্রষ্টব্য। এ স্থলে উদ্‌ধৃত ×—× পাঠ বর্জনচিহ্নিত।
পাণ্ডুলিপিতে ইহার পরের ছত্র : এসে দেখি আগাগোড়াই ঝাপসা হয়ে আছে, /
যে ছত্রের পরে আসিয়া স্থান লয় পূর্বোক্ত লাঞ্ছিত ছত্র নূতন রূপ লইয়া। গিরিরাজ সে··· ··· কাছে।'

গ্রন্থ 'চতুর্থ' পাঠের তুলনা ॥

১	এক নিমেষো কাজের তো নেই	>	শক্ত মনিব সয় না একটু / ১৭৮গ
২	সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে তার খেলার	>	নিত্য কাজের সঙ্গে তবু নিত্য কালের / ১৭৮গ
৫	বাতাসব্যাপী ছেলেমানুষ, আকাশব্যাপী	>	বাতাসে তার ছেলেখেলা আকাশে তার / ১৭৮গ
৬	বেগে কলপ্রলাপ ফেনিয়ে ওঠে	>	জুড়ে গদ্‌গদ ভাব বুদ্‌বুদে যায় / ১৭৮গ
৭	ঝরে	>	ছোটে / ১৭৮গ
৯	[পূর্ণ ছত্র]	>	ঐ হোথা শাল, পাঁচ শো বছর মজ্জাতে ওর ঢাকা, / ১৭০গ
			আশি বছর বয়স হবে ওই-যে পিপুল গাছ / প্রবীণ
১১	অটল	>	কঠোর / ১৭৮গ
১৬	রঙীন	>	রঙের / প্রবীণ
১৭	মনে আগল ঝেঁপে	>	স্তব্ধ সারাক্ষণ / প্রবীণ
১৮	বোঝা যেন মাথায় রইল চেপে	>	আড়ষ্ট যে, ঝিমিয়ে-পড়া মন / প্রবীণ
২০	শেষ তলাতে তলিয়ে গেছে	>	তলায় তুমি তলিয়ে গেলে / প্রবীণ
৩২	এত	>	অনেক / ১৭৮গ
৩৩	চক্ষে যেন নিষেধ লাগল	>	এসেই দেখি নিষেধ জাগে / ১৭৮গ
৩৪	গিন্নি আছেন	>	গিন্নিরাজের / ১৭৮গ
৩৬	উপলক্ষ্য খুলে ফেলার	>	কাজে লাগে চাদর খোলার / ১৭৮গ

'চতুর্থ' পাঠের ছত্র ১-৩০'এর "বিশৃঙ্খল" খসড়ারূপ ১৭৮ক পাণ্ডুলিপিতে আছে, পূর্বে বলা হইয়াছে। উক্ত খসড়ায় সংকলনের কোন্ কোন্ ছত্র কোন্ রূপে আছে, অতিরিক্ত ছত্রই বা কী আছে, অতঃপর সাধ্যমত তাহারই নির্দেশ—

	১৭৮ খ		১৭৮ ক
২	রয়েছে তার খেলার	<	আছে /
৪	হাস্যে অধীর নবীন	<	জলে স্থলে চির নবীন সদাই /
৫	বাতাসব্যাপী / আকাশব্যাপী	<	বাতাসে ঐ / আকাশে তার /
৬	সাগর ব্যেপে	<	সমুদ্রে তার /
৯	চাপ্‌ল বয়স	<	বয়স-বহা /
১০	তার	<	ওর /
১৩	অবাধ	<	চলচে /

[অন্তর্বর্তী অংশ : বাহির হতে কে জানতে পায় শান্ত আকাশতলে
প্রাণ বাঁচাবার কঠিন কর্ম্মে নিত্য লড়াই চলে।
সে চেষ্টা তার ডালে পালায় পড়ে যখন ধরা
তখন খেলার রূপ চলে যায় তখন আসে জরা। /

—তুলনীয় : প্রবীণ। ছত্র ৭-১০]

১৬	রঙীন	<	রঙের /

[অন্তর্বর্তী অংশ : বাইরে ওরা বুড়োমিকে দেয় না তো প্রশ্রয়
অন্তরেতে প্রবীণতার ক্ষমতা তাই রয়।

প্রাণলোকের হাজার কাজে ছুটচে কেবল বায়ু
কাজে খেলায় এক হয়ে যায় অক্ষয় তাই আয়ু।
যখন ওদের ঘুচবে খেলা কানে কলম গোঁজা
তখনি কাজ অচল হবে বয়স হবে বোঝা। /

—যথাক্রমে তুলনীয় : প্রবীণ। ছত্র ১৩-১৪, ১৭-১৮, ২১-২২]

১৭ মনে আগল ঝেঁপে < আগল বাঁধা মন /

১৮ [পূর্ণ ছত্র] < বুদ্ধি যেন বোঝা তোমার স্তব্ধ সারাক্ষণ /

[অন্তর্বর্তী অংশ : প্রথম বয়স যেই পেরোল খেলাঘরের দ্বারে
মরচেপড়া লাগল তালা বন্ধ একেবারে। /

—তুলনীয় : প্রবীণ। ছত্র ২৫-২৬]

১৯ ছত্রে অসম্পূর্ণ বাক্য : আগুপিছু চিন্তা কেবল /

—তুলনীয় : প্রবীণ। ছত্র ২৭ : ভালোমন্দ বিচারগুলো

২০ শেষ তলাতে < তলায় তুমি /

২১-২২ খসড়ায় নাই।

২৩-২৪ [পূর্ণ ছত্র] < হাসির দীক্ষা, জয়ের দীক্ষা, দীক্ষা আগুন জ্বলা /

২৬ রবীন্দ্র-লেখনীর রেখাজালে আচ্ছন্ন। 'আমার' 'বেগ' পড়া যায় /

২৭ [পূর্ণ ছত্র] < কৃতিত্বেরে লুকিয়ে রাখে পরিহাসের [তলে][৪] /

—তুলনীয় : প্রবীণ। ছত্র ৪ (রাখ>রাখ / তলে>ছলে) [টীকা ৪ পরপৃষ্ঠায়

২৮ [পূর্ণ ছত্র] < ঝাঁপিয়ে পড়ো কাজের গভীর জলে
সাঁতার খেলার ছলে। / ঝাঁপ দিয়ে>ঝাঁপিয়ে / 'পড়ো' ও 'গভীর' যথাস্থানে পরে যুক্ত।
৩০ চাপা < ঢাকা /

আলোচ্য রচনার ব্যাপারে পরবর্তী "পদক্ষেপ" বা করক্ষেপ যেমন ১৭৮গ পাণ্ডুলিপিতে 'খেলা' শিরোনাম-যুক্ত ২০ ছত্রে, তেমনি ১৫৯-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতেও শিরোনামহীন কিন্তু নবজাতক-ভুক্ত 'প্রবীণ' কবিতার আদর্শ-স্বরূপ ৩৮ ছত্রে। এখান হইতেই পরিষ্কার-পরিচ্ছিন্ন-ভাবে 'এক' দুই হইল।[৫] 'প্রবীণ'-সম্পর্কিত আলোচনা বা তুলনায় আলোচনা স্থগিত রাখিয়া এখানে 'খেলা' কবিতারই ঐ পরিণত রূপ, পঞ্চম পাঠ, আনুপূর্বিক সংকলন করা যায়। এই সংকলনে ১৭৮গ পাণ্ডুলিপির লাঞ্ছিত পূর্বপাঠ যতটা পড়িতে বা অনুমান করিতে পারা যায় পরে তাহারও উল্লেখ থাকিবে।[৬]

---

৪ শেষ পদটির পাঠ কতকটা আনুমানিক। পাণ্ডুলিপিতে দুর্লক্ষ্য।

৫ কেন হইল তাহা এ ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করার একান্ত প্রয়োজন নাই, উল্লেখ করাই যথেষ্ট। আলমোড়ায় বসিয়া শিল্পী নন্দলালের কতকগুলি চিত্রপত্রী উপলক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ শিশু বা কিশোর -মনোহারী কবিতা রচনার সংকল্প লইয়াছিলেন ছড়ার ছন্দে, যাহার পদে পদে সংগীত বাজিয়া উঠে, ছবিও ফুটে। লিখিতে লিখিতে যেখানেই রচনা আত্মমুখী বা বিশেষভাবে আত্মকেন্দ্রিক ও ভাবগম্ভীর হইবার উপক্রম করিয়াছে, কবি ঐ অংশ বর্জন না করিয়া পারেন নাই। সমগ্র ছড়ার ছবির নানা পাণ্ডুলিপিতে তাহার নানা নিদর্শন পরিকীর্ণ। কিন্তু রবীন্দ্রপ্রতিভার গৃহিণীপনাও অদ্ভুত। 'ছড়ার ছবি'র নানা কবিতা হইতে যাহা যাহা লাঞ্ছিত / বর্জিত তাহা যে চিরতরে হারাইয়াছে, এমন নয়। প্রায়শই কবির অন্য কাব্যে অন্য কবিতার রূপ লইয়া পরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সে ব্যাপারে কখনো ছিন্ন ৪ ছত্র ঈষদ্‌রূপান্তরিত ৪ ছত্রেই সীমাবদ্ধ থাকিয়াছে (যেমন সেঁজুতি কাব্যের শেষ কবিতা 'ছুটি') কখনো বা (যেমন 'প্রবীণ'এর ক্ষেত্রে) বহু পরিবর্তনে সমৃদ্ধতর ও দীর্ঘতর কবিতার রূপ লইয়াছে।

খেলা

এই জগতের শক্ত মনিব সয় না একটু ত্রুটি,
নিত্য কাজের সঙ্গে তবু নিত্যকালের ছুটি।
বাতাসে তার ছেলেখেলা, আকাশে তার হাসি,
সাগর জুড়ে গদ্‌গদভাষ বুদ্‌বুদে যায় ভাসি।
ঝরনা ছোটে দূরের ডাকে পাথরগুলো ঠেলে
কাজের সঙ্গে নাচের খেয়াল কোথার থেকে পেলে।
ঐ হোথা শাল, পাঁচশো বছর মজ্জাতে ওর ঢাকা,
গাম্ভীর্যেও অটল যেমন, চাঞ্চল্যেও পাকা।[৭]
মজ্জাতে ওর কঠোর শক্তি, বকুনি ওর পাতায়,
ঝড়ের দিনে কী পাগ্‌লামি চাপে যে ওর মাথায়।
ফুলের দিনে গন্ধের ভোজ অবাধ সারাক্ষণ,
ডালে ডালে দখিন হাওয়ার বাঁধা নিমন্ত্রণ।

---

৬ আলোচ্য কবিতার পূর্বের পাঠগুলির সংকলনে লাঞ্ছিত প্রত্যেকটি শব্দ বা শব্দগোষ্ঠী উল্লিখিত বা উদাহৃত হয় নাই। সেরূপ করিতে গেলে আলোচনা বহুগুণে দীর্ঘ ও দুরধিগম্য হইত, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়-উপকরণের অসদ্ভাবে হয়তো সম্ভবও হইত না।

৭ একাধারে গম্ভীর ও কৌতুকী রূপের বাক্‌চিত্র যেমন এ স্থলে শালগাছে ও হিমালয়ে তেমনি প্রথম পাণ্ডুলিপি ১৭৮ ক'এর অপূর্ব রেখাচিত্রে, যাহাতে স্বয়ং কবির স্বরূপচ্ছবি আভাসিত। মুদ্রিত প্রতিচ্ছবি দ্রষ্টব্য।

কাজ ক'রে মন অসাড় যখন মাথা যাচ্চে ঘুরে
হিমালয়ের খেলা দেখতে এলেম অনেক দূরে।
এসেই দেখি নিষেধ জাগে কুহেলিকার স্তূপে,
গিরিরাজের মুখ ঢাকা কোন্ সুগম্ভীরের রূপে।
রাত্তিরে যেই বৃষ্টি হোলো, দেখি সকাল বেলায়
চাদরটা ওর কাজে লাগে চাদর খোলার খেলায়।
ঢাকার মধ্যে চাপা ছিল কৌতুক এক রাশি,
প্রকাণ্ড এক হাসি।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

—১৭৮ গ পাণ্ডুলিপি -ধৃত গ্রাহ্য পঞ্চম পাঠ ॥

সংকলনের বামে আরোপিত ছত্রাঙ্ক-ক্রমে এই পাণ্ডুলিপির এই পৃষ্ঠার লাঞ্ছিত / বর্জিত পাঠগুলি উল্লেখ করা যায়—

		লাঞ্ছিত পাঠ
১ শক্ত··· ত্রুটি	<	চলেইচে কাজ, মুহূর্ত্ত নেই ছুটি,
২ নিত্য কাজের·· কালের	<	কাজের সঙ্গে রয়েছে তার খেলার বিপুল
৪ গদগদভাষ··· যায়	<	বকুনি তার ফেনিয়া ওঠে
৭-৮ [সংকলিত দুই ছত্র]	<	পাঁচশো বছর চাপ্‌ল বয়স ঐ যে শালের গাছে,
		অস্থিরতার অন্ত কি তার আছে।
কঠোর		অটল

১৪ অনেক দূরে < বহু দূরে
১৫ স্তূপে (১৭৮খ-ধৃত) < রূপে [লিপিপ্রমাদ ?
১৮ কাজে… খোলার < উপলক্ষ্য খুলে ফেলার
১৯ 'ছিল' তোলা পাঠে লিপিপ্রমাদ-সংশোধন।

কবির স্বহস্তের পঞ্চম পাঠ (১৭৮গ, p. 47) হইতে প্রায় হুবহু অনুলিপি প্রস্তুত করেন শ্রীসুধীরচন্দ্র কর। উহাই 'ছড়ার ছবি'র ১৯-সংখ্যক কবিতার প্রেস-কপি (মুদ্রিত গ্রন্থে ২৭-সংখ্যক)। ইহার শিয়রে আবশ্যকীয় চিত্রের ঠিক-ঠিকানা নির্দেশ করেন কবি এই ক'টি কথায় : বৌমার পোস্টকার্ডের মধ্যে আছে / তাহা ছাড়া প্রথম স্তবকে কয়েকটি পরিবর্তনও করেন, যথা—

		গ্রাহ্য নূতন পাঠ
২ নিত্য কাজের… কালের	>	যেমন নিত্য কাজের পালা তেমনি নিত্য
৮ গাম্ভীর্যেও… চাঞ্চল্যেও	>	গম্ভীরতায়… চঞ্চলতায়

কবি-হস্তে সংশোধিত / পরিবর্তিত প্রেস-কপির আদর্শেই কবিতাটি ছড়ার ছবি কাব্যে ছাপা হয়।

বর্তমান আলোচনায় শেষে একরূপ বাহুল্য হইলেও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, 'খেলা' কবিতার লাঞ্ছিত প্রথম পাঠই সামান্য পরিবর্তনে গ্রাহ্য অন্তিম পাঠ-রূপে ফিরিয়া আসিয়াছে— উভয়ের সাদৃশ্য কেবল ছত্রসংখ্যা (যথাক্রমে ২২ ও ২০) দিয়া নয়। পরিবর্তন এইটুকু যে, প্রথম স্তবকে আত্মকথা বা আত্মভাবনার যে মিশাল স্বতই আসিয়াছিল, যে ভাবনাই এই কবিতার মূল প্রেরণা বলা যায়, তাহা বাদ দেওয়া হইয়াছে বা অন্তরালে রাখা হইয়াছে। (পরবর্তী স্তবকের সূচনায় সে কথার উল্লেখমাত্র আছে অত্যন্ত বস্তুতন্ত্রভাবে : কাজ করে মন অসাড় যখন মাথা যাচ্ছে ঘুরে /) অথচ কথাটা ফ্যালনা তো নয়। নয় বলিয়াই প্রথম স্তবকের বিস্তারিত রূপান্তরে তাহা ভালো করিয়া বলা হয় আর তাহা 'ছড়ার ছবি'তে অনাবশ্যক / অপ্রাসঙ্গিক হওয়ায় নবজাতক কাব্যে স্থান পায় সুসম্পূর্ণ 'প্রবীণ' কবিতা-রূপে।

প্রবীণ

বিশ্বজগৎ যখন করে কাজ
স্পর্ধা ক'রে পরে ছুটির সাজ।
আকাশে তার আলোর ঘোড়া চলে,
কৃতিত্বেরে লুকিয়ে রাখে পরিহাসের ছলে।
বনের তলে গাছে গাছে শ্যামল রূপের মেলা,
ফুলে ফলে নানান রঙে নিত্য নতুন খেলা।
বাহির হতে কে জানতে পায়, শান্ত আকাশতলে
প্রাণ বাঁচাবার কঠিন কর্মে নিত্য লড়াই চলে।
চেষ্টা যখন নগ্ন হয়ে শাখায় পড়ে ধরা,
তখন খেলার রূপ চলে যায়, তখন আসে জরা॥

বিলাসী নয় মেঘগুলো তো জলের ভারে ভরা,
চেহারা তার বিলাসিতার রঙের ভূষণ পরা।
বাইরে ওরা বুড়োমিকে দেয় না তো প্রশ্রয়
অন্তরে তাই চিরন্তনের বজ্রমন্দ্র রয়।

জল-ঝরানো ছেলেখেলা যেমনি বন্ধ করে
ফ্যাকাশে হয় চেহারা তার, বয়স তাকে ধরে।
দেহের মাঝে হাজার কাজে বহে প্রাণের বায়ু—
পালের তরীর মতন যেন ছুটিয়ে চলে আয়ু,
বুকের মধ্যে জাগায় নাচন, কণ্ঠে লাগায় সুর,
সকল অঙ্গ অকারণে উৎসাহে ভরপুর।
রক্তে যখন ফুরোবে ওর খেলার[৯] নেশা খোঁজা
তখনি কাজ অচল হবে বয়স হবে বোঝা॥

ওগো তুমি কী করছ ভাই, স্তব্ধ সারাক্ষণ—
বুদ্ধি তোমার আড়ষ্ট যে ঝিমিয়ে-পড়া মন।
নবীন বয়স যেই পেরোলো খেলাঘরের দ্বারে,
মরচে-পড়া লাগল তালা বন্ধ একেবারে।
ভালোমন্দ বিচারগুলো খোঁটায় যেন পোঁতা।
আপন মনের তলায় তুমি তলিয়ে গেলে কোথা।
চলার পথে আগল দিয়ে বসে আছ স্থির—

৮ পাঠভেদ : মাঝে / ৯ মুদ্রণপ্রমাদ : খেলায় / দ্রষ্টব্য প্রবাসী পৌষ ১৩৪৫, পৃ ৩৪৫।৪৬

বাইরে এসো, বাইরে এসো, পরমগম্ভীর।
কেবলই কি প্রবীণ তুমি, নবীন নও কি তাও।
দিনে দিনে ছি ছি কেবল বুড়ো হয়েই যাও!
আশি বছর বয়স হবে ওই যে পিপুল গাছ,
এ আশ্বিনের রোদ্‌দুরে ওর দেখলে বিপুল নাচ?
পাতায় পাতায় আবোল-তাবোল শাখায় দোলাদুলি
পাগ্লা হাওয়ার সঙ্গে ও চায় করতে কোলাকুলি।
ওগো প্রবীণ, চলো এবার সকল কাজের শেষে
নবীন হাসি মুখে নিয়ে চরম খেলার বেশে॥

—নবজাতক। বৈশাখ ১৩৪৭

মন্তব্য। কৌণিক চিহ্নের মুখ (> বা <) যে পাঠের অভিমুখী তাহাই পরবর্তী পাঠ এমন হইলে, পাঠ-পর্যালোচনা সহজ হয় কিন্তু সমস্ত বিষয়টি সংক্ষেপে ও সহজভাবে দেখাইতে গেলে সে নিয়ম সর্বত্র রাখা যায় না। বর্তমান আলোচনার প্রথম টীকাতেই (পৃ. ২৮১-৮২) প্রাসঙ্গিক পাণ্ডুলিপি-পরম্পরার যে নির্দেশ রহিয়াছে ('প্রবীণ' কবিতার প্রচার-কালও জানা আছে), তাহা মনে রাখিলেই বিভিন্ন পাঠের পারম্পর্য বুঝিতে কোনো অসুবিধা হইবে না।

সংযোজন

বর্তমান গ্রন্থে পৃ ১২০, পাদটীকা ১৫ ॥ এতৎপ্রসঙ্গে ২৩। ৯। ১৯৫৭ তারিখে শ্রদ্ধেয় প্রবোধচন্দ্র সেন আমাদের লেখেন : ''দিনের শেষে ঘুমের দেশে'—এই কবিতাটির ছন্দ কি ? ·· এক দিকে তার ভিত্তি ৫ মাত্রার অন্য দিকে ৪ সিলেব্‌লের। দৃশ্যতঃ ৫ মাত্রার ব্যতিক্রম (৪ মাত্রা) আছে চার-পাঁচটি, কিন্তু পড়বার সময় স্বরের টানে ওগুলিও ৫ মাত্রায় পরিণত হয়। যেমন, ভুলা- লো রে, ও-পারেতে, গেয়ে- গেল, যাবি- কে রে, পারে- যারা। ৪ সিলেব্‌লের ব্যতিক্রম চারটি [ফুলের বার নাইক আর ফসল যার··· / চোখের জল] ···প্রশ্ন, এই ছন্দে কোন্ ভিত্তিটা আসল— মাত্রার না সিলেব্‌ল্‌এর ? আমি মনে করি ৫ মাত্রার ভিত্তিটাই আসল, ফলে 'ফুলের বার' ইত্যাদি লাইনটিতে কোনো খটকা লাগে না। ৪ সিলেব্‌ল্‌এর ভিত্তিকে মূল ধরে 'ফুলের বাহার' ইত্যাদি করলে এই লাইনের প্রতি পর্বে ৬ মাত্রা হয়ে যায়— সমস্ত কবিতাটিতে তার সংগতি থাকে না— তাই কানে খটকা লাগে। সমস্ত কবিতাটিতে ওই একটি লাইনই ভারি হয়ে যায়। ৫ মাত্রার ভিত্তিকেই যদি স্বীকার করি তা হলে 'নামিয়ে মুখ, চুকিয়ে সুখ' কিংবা 'নামায়ে মুখ, চুকায়ে সুখ' নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না। ফিরেও নাহি, ঘরেও নহে, পারেও নহে —এই তিন স্থলেও 'ও'কার নিয়েও মাথা ঘামাবার দরকার হয় না।'

আরেক কথা। এ কবিতার প্রতি স্তবকের শেষে ধুয়াটি যেভাবে পাণ্ডুলিপিতে লিখিত আর গ্রন্থেও মুদ্রিত, স্পষ্টতই তাহার তিনটি ছত্রে পাঁচটি পর্ববিভাগ অনুমিত ও উচ্চারিত হইয়া থাকে; তন্মধ্যে সূচনায় ও শেষে বাহ্যতঃ তিনটি স্বরের সমাবেশ হইয়া থাকিলেও আবৃত্তির টানে ঐ দুটি পর্বের প্রত্যেকটি চতুঃস্বর পর্বই বলা উচিত— ওরে আ-য় / শেষ খেয়া-য়। কিন্তু ধুয়ার দ্বিতীয় ছত্রে ('আমায় নিয়ে যাবি কে রে') কেবল কি দুটি পর্বই আছে ? প্রথমেই অতিপর্বক একটি পদ স্বীকার করিয়া বাকিটা দেড় পর্ব ধরা গেলে ভাবব্যক্তি বা রসব্যঞ্জনা স্ফুটতর হয় না ? অর্থাৎ, 'আমায় নিয়ে যাবি কে রে' — ইহাই কি এ ছত্রের স্বরূপ নয় ? স্বয়ং কবির কণ্ঠে এ কবিতা তো শোনা হয় নাই, এজন্যই বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কালের রবীন্দ্রকাব্যরসিক সুধীজনের কাছেই এ প্রশ্ন উত্থাপন করা গেল।

রবীন্দ্রনাথের আরেকটি কবিতার ছন্দ সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা, তাহারও আলোচনা করা যায় এখানেই। ক্ষণিকার 'নববর্ষা' কবিতায় প্রত্যেক স্তবকের সূচনায় ছন্দের যে ভঙ্গীতে যেরূপ পদবিন্যাসে অভীষ্ট ভাবব্যঞ্জনা বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠে, সেটি কবির হাতের লেখায় বা ঐ কবিতার কোনো মুদ্রণে সাকার হইয়া উঠে নাই এ কথা বলা চলিত, সম্প্রতি-প্রকাশিত (ভাদ্র ১৩৯৪) বিশ্বভারতীর "সুলভ"-সংস্করণ রবীন্দ্ররচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডে '২৩১'। '২৩২' পৃষ্ঠায় দৃষ্টিপাত না করিলে।

প্রথম স্তবকের প্রথমেই কী দেখি ?—

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে হৃদয়
নাচে রে। /

এরূপ হওয়াই সংগত মনে হয় কেবল প্রথম স্তবকে নয় এ কবিতার সব ক'টি স্তবকের সূচনায়, ইহাই আমাদের নিশ্চিত প্রতীতি। এ বিষয়ে বিগত ১৫ জুলাই ১৯৭৭ তারিখে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন লেখেন আমাদের : ' 'নববর্ষা' কবিতার ছন্দ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য খুবই সমীচীন।··· আমি ওভাবেই আবৃত্তি করে আসছি আমার কানের রুচি অনুসারে।

আসলে ছন্দটা হচ্ছে এ-রকম :

হৃদয় আমার / নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো / নাচে রে, / হৃদয়
নাচে রে। /

মূল পংক্তিতে [২ ছত্রে বিন্যস্ত] ৬ মাত্রায় তিন পূর্ণ পর্ব এবং একটি তিন মাত্রার অপূর্ণ পর্ব। জোর দেবার অভিপ্রায়ে 'নাচে রে' কথার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। দ্বিতীয় 'হৃদয়' অতিপর্ব-রূপে উচ্চার্য। তার উপরে accent নেই। দুই 'নাচে রে'র উপরেই accent আছে। আবৃত্তির হিসাবে দ্বিতীয় হৃদয়'এর স্থান দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে। এ-রকম দৃষ্টান্ত রবীন্দ্ররচনাতে আরও আছে।'

পুনশ্চ নিবেদন

বর্তমান গ্রন্থের প্রুফ দেখায় সময়ে সময়ে কপি ধরানো অপরিহার্য হইয়াছিল। সে বিষয়ে সম্পাদককে সাহায্য করেন রবীন্দ্রভবনের শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব ও শ্রীমতী সাধনা মজুমদার। নানাভাবে সাহায্য করেন শ্রীসতীন্দ্র ভৌমিক। এ বইয়ের একখানি ছবি ও এগারোখানি লেখাঙ্কন ছাপা হয় কলিকাতায়; সে সম্পর্কে সকল দায়িত্ব নেন বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগে আমাদের সতীর্থ সুহৃৎ শ্রীসুবিমল লাহিড়ী। কৃতজ্ঞতার প্রত্যাশী তাঁহারা কেহই নন; আমাদের কৃতজ্ঞ চিত্তের স্বীকৃতি তবু উহ্য রাখা চলে না। ইতি সম্পাদক

ফাল্গুন

১৩৯৭

চিত্র ও লেখাঙ্কন -সূচী

		সম্মুখীন পৃষ্ঠা
১	রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি [১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ]	১
২	নলিনী ॥ নীরজা : আজ আমার কি সুখের দিন	১৬০/১৬১
৩	পুষ্পাঞ্জলি ॥ মুখের পানে চেয়ে দেখ / তোমার ফুল বাগানে	১৬০/১৬১
৪	তদেব ॥ অভিমান ক'রে কোথায় গেলি ও মা, ফিরে আয় !	১৬০/১৬১
৫	স্বদেশী গান ॥ ভুবনেশ্বর হে	১৬০/১৬১
৬	খেয়া ॥ এক বরষার রাত্রে [এক রজনীর বরষনে শুধু]	১৬০/১৬১
৭	গীতালি ॥ তোমার কাছে এ বর মাগি	১৬০/১৬১
৮	গান ॥ [আজ] আলোকের এই ঝর্নাধারায়	১৬০/১৬১
৯	বলাকা ॥ সংখ্যা ৬ : ওগো ছবি	২০০/২০১
১০	তদেব ॥ সংখ্যা ৭ : এ কথা জানিতে তুমি ভারতঈশ্বর সা-জাহান	২০০/২০১
১১	মানসী ॥ পরিবর্তন এ জগতে কত লোক ভাল বাসিয়াছে	২৬৮
১২	ছড়ার ছবি ॥ খেলা [চিত্রবিচিত্রিত প্রথম পাঠ]	২৮০

১ **Raymond Burnier**-এর আলোকচিত্রানুযায়ী।

যেমন ২-৮ তেমনি ৯-১০ সংখ্যার লেখাঙ্কন (যথাক্রমে ৮ ও ৬ পৃষ্ঠা)
বর্তমান গ্রন্থে পৃথক্ দুইটি গুচ্ছে বিভিন্ন ফর্মার অন্তর্নিবিষ্ট।

বিভিন্ন লেখাঙ্কন সম্পর্কে **বর্তমান গ্রন্থে** (কদাচিৎ অন্যত্র) দ্রষ্টব্য—

২ পৃ ১১ ছত্র ১১ হইতে।

৩ তোমার ফুল বাগানে ইত্যাদি : জীবনস্মৃতি (১৩৬৮) পৃ ২৩২, অনুচ্ছেদ ২।

৪ পৃ ২২।

৫ পৃ ১১৭ শেষ ছত্র (পাদটীকা ১ -সহ) / পরপৃষ্ঠায় ৫ ছত্রে উহার অনুবৃত্তি।

৬ ইতিপূর্বে খেয়া (শ্রাবণ ১৩৭০) ও স্মরণ (বৈশাখ ১৩৭১) কাব্যে মুদ্রিত।
এ সম্পর্কে প্রথমোক্ত গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় যে তথ্য তাহাই
অত্র '১২২' পৃষ্ঠায় '৩'-'৭' ছত্রে।

৭ উল্লেখ পৃ ১৬৩, স°২ (গীতালি ৬৯)।

৮ উল্লেখ পৃ ১৭২, স°৮ (গীতপঞ্চাশিকা ৪৭)।

৯ পাণ্ডুলিপির সম্পূর্ণ পাঠ অত্র মুদ্রিত, পৃ ১৯৫-২০১।

১০ রবীন্দ্রভবনে পঞ্চপঞ্চাশত্তম পাণ্ডুলিপিগুচ্ছে এ কবিতার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রথম বীথি।
সবুজ পত্রে (অগ্রহায়ণ ১৩২১) তথা গ্রন্থে মুদ্রিত।
তুলনীয় অত্র মুদ্রিত পূর্বপাঠ পৃ ২০২ হইতে।

১১ অত্র মুদ্রিত পাঠ ও আলোচনা, পৃ ২৬৭-৭৬।

১২ রবীন্দ্রভবনে ইহার আধার-পাণ্ডুলিপি ১১৮ক ; ইহার আলোচনা
বর্তমান গ্রন্থে পৃ ২৮২ হইতে পরপৃষ্ঠার ষষ্ঠ ছত্রে 'নয় কি ?' পর্যন্ত।

সংশোধন

পৃ । ছ	মুদ্রণপ্রমাদ	শুদ্ধ পাঠ
৯ । ১		স্বয়ং
১১ । ২	ইহাই	ইহার
২১ । ৩.	সংকলিত	সংকলিত (পৃ ৩৬-৪১)

২৯ । ৩ ছত্রশেষের পাঠ : লঘু জীবন বড়ো

পৃ । ছ	মুদ্রণপ্রমাদ	শুদ্ধ পাঠ
৩৯ । ৪.	৫০	৫৩
৭৯ । ৭.		বড়ো'
৮২ । ১.		কাব্যগ্রন্থ
৮৮ । ১	১৬	১৭
৯৬ । ৭		দৃষ্টি
৯৯ । ২.		যায় না,
১০৬ । ২.		আশ্রম'

১১৩ । ৪. ও ৫. -মধ্যে 'কল' থাকা উচিত।

১১৪ । ২. ও ৩. -মধ্যে তদ্রূপ।

১৩২ । ৩. সূচনাংশ : অনেকগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট বর্জিত পংক্তির প্রত্যেকটি ঘিরিয়া নামা

পৃ । ছ	মুদ্রণপ্রমাদ	শুদ্ধ পাঠ
১৩৭ । ৬	·208	·209
১৪৭ । ৫		১০ই জ্যৈষ্ঠ
১৫৮ । ৫		১৩২০
		'৩১'

১৪৯ । ৫. সূচনায় : ১৩৬-৩৫),

১৫৮ । ৫ গীতমাল্য । গীতিমাল্য

১৬৩ । ৬. ও ৪. যথাক্রমে পাদটীকা ১৭ । ১৮'র সূচনা ।

১৭৪ । ৮ . . . . । Will Come

১৭৬ । ৪ . . . . । POEMS (1943)

১৯৭ । ৪. . . . . আমি । থামি

২১৩ । ৩. . . . . । উচ্চহাস্ত -অগ্নিরসে

২২৩ । ৪. শেষে : উত্তরার্ধ

২৩৮ । ২. . . . . । শরৎকুমারী

৩. . . . . । অসংগত

২৪৪ । ৩ . . . . বাহুল । বাহুল্য

২৫৩ । ৩ . . . . এব··· ··· যে । এবং ··· ··· যে,

২৬২ । শেষ ছত্রে শেষ পদটি : প্রণিধানযোগ্য

২৩১ প্রসঙ্গসূচীর তৃতীয় ছত্র হইবে : ৩ ॥ রবীন্দ্ররচনায় পরিবর্তন / বিবর্তন [পরের ছত্রের সূচনায় '৩' স্থলে : ৪

২৫৪-৫৫ 'সাহিত্য' সম্পর্কে শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর মন্তব্য ; 'বিষয়সূচী'র অন্তর্গত 'প্রাসঙ্গিক সংকলন' -সূচীতে নাই ; এ স্থলে উল্লেখযোগ্য ।

বর্তমান শুদ্ধিপত্রে যা-কিছু তালিকাবদ্ধ, সবই যে প্রচলিত অর্থে মুদ্রণপ্রমাদের সংশোধন এমন নয় । অল্প -কিছু পাঠ-সংযোজন আর ভ্রষ্ট বা অস্পষ্ট মুদ্রণের ত্রুটি বিচ্যুতি -সংশোধন । অশুদ্ধ বা অসংগত পাঠ কোন্‌টি সর্বত্র দেখানো হয় নাই অনাবশ্যক বলিয়াই । তালিকাবদ্ধ ছত্রের গণনায় পৃষ্ঠা ও বস্তু বা বিষয় -নির্দেশক ছত্রটি (বর্জইস) কখনো ধরা হয় নাই আর ২. ৩. ৪. এরূপ বিন্দুচিহ্নিত সংখ্যা থাকিলে বুঝিতে হইবে ছত্রগণনা পৃষ্ঠার শেষ ছত্র হইতে ।

মূল্য ৪০'০০ টাকা